INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE ART : 174 OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday the 7th December, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers, the Dy. Speaker and 48 Members.

STARRED QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question. Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—Question No. 3

Shri Kshitish Ch. Das :—Question No. 3 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭০এর দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটি কি সব চা বাগানে কার্যকরী করা হয়েছে,	১৯৭০ সালে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিষয় সরকারের জানা নাই।
২। যে সকল বাগানে তাহা কার্যকরী হয় নাই তাদের নাম,	প্রশ্ন উঠে না।
৩। কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হয় নাই তার বিবরণ।	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৭০ সালে সরকারী উদ্যোগকে চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন চুক্তি হয়েছিল কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—না সরকারী উদ্যোগে এইরকম কিছু হয়েছে বলে জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ধরণের চুক্তি করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—সরকারের জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে এই চুক্তি শ্রম দপ্তর কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—সরকারী উদ্যোগে এই রকম কোন চুক্তি হয় নাই, ত্রিপুরা টি এ্যাসোসিয়েশান ভলানটারিলী এইরকম শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে দিয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই চুক্তিটি কার্যকরী করার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—আমার প্রশ্নটা এটা নয়, আমার প্রশ্নটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, এই চুক্তি কার্যকরী করার জন্য সরকারী দপ্তর কোন উদ্যোগ করেছেন কিনা, কোন নির্দেশ দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীমনছুর আলী— যেখানে কোন চুক্তি হয় নাই, সেখানে কার্যকরী করার প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেখানে একজন মন্ত্রী জবাব দিচ্ছেন, সেখানে আরেকজন মন্ত্রীর ইনটারভেনশান করা চলে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— যে কোন মন্ত্রী উত্তর দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — জবাব একজনকেই দিতে হবে, আরেকজন ক্ল্যারিফিকেশান করতে পারেন, কিন্তু জবাব দেবেন একজনই।

মিঃ স্পীকার— জবাব একাধিক মন্ত্রী দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী —মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেই চুক্তি কার্যকরী করার জন্য লেবার দপ্তর থেকে সারকুলার দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ—সেই চুক্তি কোন চুক্তি ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—তিনি এখানে বলেছেন যে টি এ্যাসোসিয়েশান একটা চুক্তি করেছেন ভলানটারীলি। ঐ চুক্তিটা কার্যকরী করার জন্য শ্রম দপ্তর কোন সার্কুলার দিয়েছেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ— তিনি মূল প্রশ্নে বলেছেন যে ১৯৭০ সালে একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে, সেটা সব চা বাগানে কার্যকরী করা হয়েছে কি না, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয় নাই আমি একথা বলেছি আগেই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত —মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ১৯৭০ সালে ভলানটারীলি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে, ভলানটারিলী কি কি বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাউসকে মিসলেড করছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে ভলানটারিলী একটা চুক্তি হয়েছে, ভলানটারিলী যে

চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তিটা কার্যকরী করার জন্য শ্রমদপ্তর একটা সার্কুলার দিয়েছে, এই খবর তিনি চেপে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার —কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী —কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। উদয়পুর ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস'এ মাষ্টার রোলে যেসব লোক কাজ করে, তাদের স্থায়ী কর্ম্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয় কি না,	না।
২। হইলে তাহারা সিনিয়রিটি পায় কি না ?	নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্ন ছিল পাওয়ার হাউসে ঐ যে ব্যক্তি বৃত্তি জ্বালায় মাষ্টার রোলে —রোজ রোজ ঠিকাদারের মত লোক নিয়োগ করা হয় কিনা, উনি না বললেন। তারপর আমি বলছি যে এই যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় অর্থাৎ দুই বছর পর এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়, পার্ম্মানেন্ট করা হয়, তাদের মধ্য থেকে নেওয়া হয় কিনা।

মিঃ স্পীকার —উত্তরতো দিয়েছেন উনি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার —অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার মনে হয় উনি খবর রাখেন না, আমি জানি উদয়পুর, আগরতলা, যেকোন জায়গায়ই হউক না কেন, মাষ্টার রোলে যে ডিপার্টমেণ্টে লোক রাখে, তাদের দুই তিন বৎসর শিক্ষাবিদ হয়ে থাকে, তাদের থেকে পরে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য নেবেন কিনা এবং হাউসকে সেই তথ্য জানাবেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী —মাননীয় স্পীকার, স্যার, যখন নাকি মাষ্টার রোলে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়, ডেইলী ওয়েজ বেসীসে নিযুক্ত করা হয় এবং স্পেসিফিক পিরিয়ডের জন্য করা হয় এবং কাজ ফুরিয়ে যখন যায় তখন তাদের আর প্রয়োজন থাকেনা, পরে আমাদের যখন নূতন পোষ্ট ক্রীয়েটেড হয়, তখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যারা একসপিরিয়েনসড হয়, তাদের নিযুক্ত করে থাকি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনারা যদি একটা প্রশ্নের উপর এত বেশী প্রশ্ন করেন তাহলে আমার মনে হয় ৫টা প্রশ্নের উত্তর হবে না আজ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যাদের মাষ্টার রোলে নেওয়া হয় তারা সরকারী কর্ম্মচারী বলে গণ্য হন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— তাদের ডেইলী ওয়েজ বেসিসে আমরা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমার প্রশ্ন হল তারা সরকারী কর্মচারী বলে গণ্য হচ্ছেন কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সরকারের কাজ যারা করেন, তারাই সরকারী কর্মচারী বলে গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু যে নিয়ম অনুসারে তাদের নিযুক্ত করা হয় সেই নিয়মানুসারেই তাদের কাজ দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তারা যদি সরকারের কাজ করে তাহলে তাদের কতগুলি অধিকার বর্তায়। কোন মাষ্টার রোল শ্রমিক যদি ৭ বছর কাজ করে তাহলে সরকারী কর্ম-চারীরা যে সুযোগ সুবিধা পায় তার তা পান কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা আমি বলেছি যে তারা যদি আজকে কাজ করে তাহলে তারা আজকে বেতন পাবে। তারা যদি কালকে কাজ না করে তাহলে তারা কালকে বেতন পাবে না। ডেইলী ওয়েজ বেসিসে কাজ করছে তারা। সুতরাং সরকারী কর্মচারীরা যে ফ্যাসিলিটিজ পায় সেটা তাদের বেলায় গ্রাহ্য নয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যারা কাজ করে ডেইলী বেসিসে তাদের মধ্যে থেকে যদি রেগুলার কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয় তাহলে সেটা কি সিনিয়রিটি বেসিসে করা হয় কিনা? উদয়পুরের বেলায় তা হয় নি আমি নাম ধাম দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন সংগতি নেই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— তারা বলেছেন মাষ্টার রোলে যারা কাজ করে তাদের নেওয়া হয় না। আমি বলছি নেওয়া হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছি আমরা এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে নাম নিয়ে লোক নিয়োগ করি। সেই নামের তালিকায় যদি তাদের কারো নাম থাকে তাহলে তাদের ব্যাপারটা কনসিডারেশনে আসে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩।

প্রশ্ন		উত্তর
১। অম্পি তপশিলাধীন তুইচু বাজারের সংলগ্ন জাম্বক ছড়ায় বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না;	১ ও ২ প্রশ্নের উত্তর	এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নাই।
২। যদি থাকে কখন ইহার কাজ আরম্ভ হইবে?		

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জাম্ব ছড়ায় বাঁধ দেওয়ার জন্য ইদানিংকালে কোন মেজারমেণ্ট করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমি প্রশ্নের উত্তরে পরিস্কারভাবে বলেছি স্পীকার সাহেব যে আমাদের পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

শ্রীবুলু কুকী :— আমি বলেছি মেঝারমেণ্ট হয়েছে বাঁধ দেওয়ার জন্য। আমার যতটুকু জানা আছে এষ্টিমেট হয়ে গেছে এবং টাকাও কিছুটা স্যাংশান হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি জাম্বছড়া বাঁধ—

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি পরিস্কার-ভাবে যে আমাদের এই পরিকল্পনা আপাতত: নেই। কিসের মাপ হয়েছে, কে নিয়েছে যদি পরিস্কার করে বলেন তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— তিনি অ্যাসুার করেছেন যে তিনি দেখবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই মেঝারমেণ্টের ঘটনাটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ? আমি অ্যাস্যুরেন্স চাই স্যার, যে ঘটনাটার উল্লেখ করা হয়েছে এই ঘটনাটা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনার প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই। তারপর তিনি বলেছেন সার্ভে করা হয়েছে এর যদি ডিটেলস্ আমাকে দেন তাহলে আমি দেখব বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, খরা পরিস্থিতিতে মেঝারমেণ্ট হচ্ছে, আর মন্ত্রী মহাশয় হাউসকে বলে দিলেন যে আমাদের পরিকল্পনা নেই। সেজন্যই তিনি বলছেন যে এটা তদন্ত করা দরকার যাতে আমার মনে হয় মন্ত্রীমহোদয়কে মিস্‌লীড করা হয়েছে কিনা। কারণ একটা অ্যাসেম্বলীর প্রশ্নকে সিরিয়াসলী দেখা দরকার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সিরিয়াসলী দেখার কথা উঠে না। আমরা মাপ ঝোক নিচ্ছি। কিন্তু কোনটা আমরা পরিকল্পনায় আনব সেটা দেখতে হবে। যেটা পরিকল্পনায় আনিনি সেটাও আমরা মাপ ঝোক নিচ্ছি। সুতরাং সিরিয়াসের কথা উঠে না। গভর্ণমেণ্ট এখানে বসে আছেন সিরিয়াস কাজ করবার জন্যই.

মিঃ স্পীকার :— আপনারা যদি এত বেশী সাপ্লিমেণ্টারী করেন তাহলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এত বেশী কোয়েশ্চান এক দিনে অ্যালট করাই উচিত নয়।

মি: স্পীকার :— শ্রীরাধারমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৩

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ব্লক থেকে হস্তান্তরিত না করার ফলে পশ্চিম সোনাতলার রাস্তার উপর একটি প্রয়োজনীয় ব্রীজ P.W.D. তৈরী করতে পারছেন না, এবং

২। যদি সত্যি হয় এই অসুবিধা দূর করে—কবে ঐ ব্রীজ তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। হস্তান্তরিত না হইলে পূর্ত্ত বিভাগ সাধারণতঃ ব্লক রাস্তার উপর কোন কাজ করিতে পারে না।

২। পূর্ত্ত বিভাগের হস্তান্তরিত করার পূর্বে ব্লক রাস্তাগুলিকে রাস্তার মান অনুযায়ী উন্নীত করার জন্য পূর্ত্তদপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই নির্দিষ্ট রাস্তাটি পূর্ত্ত বিভাগের মান অনুযায়ী এবং পূর্ত্ত বিভাগে হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্ত্ত বিভাগের পক্ষে কোন কাজ সাধারণতঃ করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে এই রাস্তাটির উপর ব্রীজ করার জন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে টাকা প্লেস করা হবে এবং এটা যাতে করা যায় তার চেষ্টা করা হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নানারকম অসুবিধা। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যেকে উন্নত করার জন্য রাস্তাঘাট সুন্দর করার জন্য এবং ব্রীজগুলিকে মেরামত করার জন্য ত্রিপুরার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যখনি সুযোগ আসবে তখনি আমরা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সমস্ত খোয়াই নদীর পশ্চিম পাড়ের লোক এই ব্রীজটি দিয়ে যাতায়াত করে এবং এই জন্য তারা ব্লকে টাকা প্লেস করবার জন্য দাবী জানিয়েছেন। যদি পি, ডব্লিউ, ডি না দিতে পারে, তাহলে ব্লকে টাকা প্লেস করা হলে এবং এই ব্রীজটি যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা আমরাও জানি যে এই ব্রিজটি দিয়ে খোয়াইর যথেষ্ট লোক যাতায়াত করে। কাজেই সব দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে যখন সুবিধা হয় তখনই আমরা সেটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এটা তো জবাব হলো না স্যার। ব্লকের হাতে টাকা প্লেস করা হবে কিনা, সেটা আমরা জানতে চাইছি। যে সমস্ত জায়গায় জরুরী ব্রীজের দরকার সেই সমস্ত জায়গাতে ব্লকের হাতে টাকা প্লেস করলে তারা সেটা করতে পারেন। কাজেই যে সমস্ত জায়গাতে পি, ডবলিউ, ডির রাস্তা নেই সেইখানে ব্রীজ করার জন্য ব্লকের হাতে টাকা প্লেস করা হবে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— স্যার, পি, ডবলিউ, ডির রাস্তার একটা মান আছে, এবং সেই মান পর্য্যন্ত না পৌছালে পি, ডব্লিউ, ডি সেইসব রাস্তা নিতে পারেন না। কাজেই জরুরী প্রয়োজন অনুসারে যেখানে যেখানে রাস্তা বা ব্রীজ ইত্যাদি করার দরকার সেখানে

আমরা সেগুলি করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে ব্লকের মাধ্যমে সেগুলি হতে পারে। কিন্তু পি, ডবলিউ, ভির দ্বারা এগুলি করা যাবে না। তাই সরকার ঐসব দিকেও লক্ষ্য রাখছেন।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৪৩।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যে জমি আছে তা রিজার্ভ মুক্ত করবার জন্য ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান এণ্ড সয়েল কনজার্ভেশান কমিটি কোন সুপারিশ করিয়াছিলেন কি ?	হ্যাঁ।
২। ঐ সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?	উপরোক্ত সুপারিশ অনুসারে ৮২৪৪.৫৯ হেক্টার ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে এখনও রিজার্ভের মধ্যে বহু ট্রাইবেল যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, তারা রয়েছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— কাঞ্চনপুর এবং কৈলাসহরে এই ধরণের ট্রাইবেল বা জুমিয়া কলোনী আছে রিজার্ভের ভিতরে যেগুলি রিজার্ভমুক্ত করা একান্ত দরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্যাদি নিয়ে সেগুলি রিজার্ভ মুক্ত করার চেষ্টা করবেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— তথ্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে সেগুলি পরে জানানো হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান এবং সয়েল কনজার্ভেশান কমিটি যে সুপারিশ করেছিলেন, সেই সুপারিশ অনুসারে কত পরিমান জমি কোন কোন বিভাগে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— স্যার, এটা তো একটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া দরকার। তবে কোন কোন বিভাগে কত পরিমাণ ভূমি মুক্ত করা হয়েছে, সেটা আমি বলছি—

কৈলাসহর মহকুমা	—	৬৫৬ হেক্টার।
সদর মহকুমা	—	৯৮৮ ,,
ধর্ম্মনগর মহকুমা	—	১০৫১ ,,
উদয়পুর মহকুমা	—	২৪৪৬ ,,
সোনামুড়া মহকুমা	—	৪৪৮ ,,
বিলোনীয়া মহকুমা	—	১০৮৭ ,,
সাব্রুম মহকুমা	—	১১২৫ ,,
খোয়াই মহকুমা	—	৫১ ,,

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কমিটি কি পরিমাণ ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— মোট ৮৫২৪ হেক্টার ছাড়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অমরপুর মহকুমায় গত তিন চার বছরে অনেক লোককে সরকার থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, এখন তাদেরকে যে পুনর্বাসন দেওয়া হল সেটা কি ফরেষ্টের জায়গার মধ্যে না ফরেষ্টের বাইরে ?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদয়পুর মহকুমায় যে ২৪৪৬ হেক্টরের কথা বললেন, তা কোন মৌজা থেকে বা কোন্ কোন্ ফরেষ্ট এলাকা থেকে মুক্ত করা হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ফরেষ্ট থেকে যেসব জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঐগুলি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, সেগুলিতে কি কোন লোক বসানো হয়েছে না এমনিতেই পড়ে আছে ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৪।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৪, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত এপ্রিল মাসে ২ হাজার ও আগষ্ট মাসে ৪ হাজার বেকারকে চাকুরী দেওয়ার কথা ছিল ?	অবগত নহি।
২। গত জুন মাস হইতে অকটোবর পর্য্যন্ত কতজন বেকারকে কোন্ কোন্ ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে ?	গত জুন মাস হইতে অকটোবর পর্য্যন্ত ১২৭ জন বেকারকে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

প্রশ্ন	উত্তর
। এবং চাকুরী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা কত, তার আলাদা আলাদা হিসাব ?	পূর্ত বিভাগ— ৩৭ জন পশুপালন বিভাগ—১৬ জন জিলা শাসক পশ্চিম— ১৬ জন খাদ্য সম্বরণ বিভাগ— ৮ জন জিলা শাসক (উত্তর)— ১ জন শিক্ষা বিভাগ— ৪ জন কৃষি বিভাগ— ২ জন প্রেস — ১৬ জন পঞ্চায়েৎ বিভাগ— ২৬ জন শ্রম দপ্তর— ১ জন মোট— ১২৭ জন উক্ত ১২৭ জনের মধ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ :— উপজাতি — ১৫ জন তপশিলী — ৬ জন

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—যত পোষ্ট খালি আছে, সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে না—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সংখ্যক লোককে চাকুরী দেওয়া হল তাতে অন্যান্য বছরে এই পিরিয়ডের মধ্যে এর চেয়ে আরও অনেক বেশী লোককে চাকুরী দেওয়া হয় কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আলাদা করে প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তর দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে চাকুরী দেওয়া হল, তা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হল জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তারা সরকারী চাকুরী পাওয়ার যোগ্য বলেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তারা যে চাকুরী পাওয়ার যোগ্য, সেটা কিভাবে বিচার করা হয়েছে, সেটা আমরা জানতে চাই।—আমরা জানি যে কিছুদিন আগে চাকুরী দেওয়ার জন্য যে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে, তাতে ১২/১৩ হাজার লোক দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ২৭ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আর এই যে চাকুরী দেওয়া হল তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে বাঁছাই করা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যাদেরকে নিলে পরে সরকারী কাজ ঠিকমত চলবে সরকার তাদেরকেই চাকুরী দিয়ে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সরকারী বিভিন্ন বিভাগে কত পোষ্টস খালি আছে, যেগুলি পুরণ করা হচ্ছে না :

মিঃ স্পীকার :— This should be a separate Question.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটা রিলেভেন্ট বলছি এই কারণে যে, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে হিসাব দিলেন—

মিঃ স্পীকার :— এইটা সাপলিমেণ্টারী হিসাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার এই প্রশ্ন এমেণ্ড করছি।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি যে, এই ১২৭টা চাকুরী দেওয়া হয়েছে, নরমেলি অন্যান্য বছরের এই পিরিয়ডের মধ্যে এর চেয়ে বেশী চাকুরী দেওয়া হয় কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমাকে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলেই আমি সেটা জানাবো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, কি ভিত্তি অনুসরণ করা হয়েছে এই চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সরকার যাদের চাকুরী দিয়েছেন, তারা চাকুরী পাওয়ার যোগ্য তাই তাদেরকে চাকুরী দিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না না, যোগ্যতার মাপকাটিটা কি ? যোগ্যতার মাপকাটিটা মানে, তাদের যোগ্যতা বিচারের মাপকাটিটা কি ? কারণ আমরা জানি যে ৩২ কি ৩৩ হাজার বেকারেরা দরখাস্ত করেছে, তার মধ্যে কি ভিত্তিতে এই ১২৭ জনের চাকুরী হলো। তারা বাছাই হলো কি ভিত্তিতে ? সেটা আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা তাদের দিয়ে দেখছি যে সরকারের কাধা ঠিকভাবে করানো যাবে। তাই আমরা নিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এইটা কি ভিত্তি ? আর কোন ভিত্তি নেই ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, চাকুরীতে যারা দরখাস্ত করেছে, তাদের থেকে প্রশ্ন করে কতগুলি জবাব নেওয়া হয়েছে ? যেমন তাদের পরিবারের কোন লোক চাকুরী করে কিনা, তাদের পরিবারের আয় কত, সেটা আবার এম. এল, এর সারটিফিকেট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে তার পরিবারের আয় ঠিক আছে কি না। এই সমস্ত তথ্য সরকারী অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এইটা সত্য কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা অনেক কিছু তাদের কাছে জানতে চেয়েছি, সে সব জানার উপর ভিত্তি করেই আমরা এর থেকে যোগ্য যারা তারাই সরকারী কর্মচারী হবে এবং সরকারের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারবে তাকেই আমরা নিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন যে, এই যুক্তিগুলি বিচার করে, এই সমস্ত লোককে নিয়েছেন, যে কারও বাড়ীতে এক জনের বেশী চাকুরী করতে পারবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী তো এর জবাব দিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমার প্রশ্নের জবাব হলো না স্যার, ১২৭ জনের মধ্যে এমন কোন লোক আছে কি না যার বাড়ীতে একজনের বেশী লোকে চাকুরী করছে। আর যদি থেকে থাকে তাহলে সে সব লোককে কেন হয়রানি করা হচ্ছে। কেননা তাদেরকে মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সারটিফিকেট দেওয়া হচ্ছে, হাজার হাজার দরখাস্ত করানো হচ্ছে যদি এই কথা সত্য না হয়ে থাকে, তবে ১২৭ জনের মধ্যে এমন একজনও নেই যার বাড়ীতে অন্য লোক চাকুরী করে না। বা যার কম আয় নয়, এই রকম লোক যদি না থাকে তাহলে এই সমস্ত—

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রশ্ন করা হলো সেগুলি কি সরকারী কর্মচারী নির্দিষ্ট করিবার যুক্তি প্রমান স্বরূপ ধরা যেতে পারে। এমন আইন কি সরকারের কাছে আছে। কিংবা কেউ এমন কথা বলছে, আমরা বলছি যে এমন যারা না কি যোগ্য হবে তাদেরকেও আমরা নেব এবং যারা নাকি ত্রিপুরাতে সরকারের কাছে আবেদন করবে সেখানে যদি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হয় আবেদন করতে কোন বাধা নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :— জব ফরমের ভিত্তিতে যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, সে কত ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— এটা সেপারেইট কোয়েশ্চান বলে আমার মনে হচ্ছে।

শ্রীনরেশ রায় :— পি, ডবলিউতে যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ওভারসিয়ার ডিপ্লোমা প্রাপ্ত আছেন কি না কেউ ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— পি, ডবলিউতে যাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, পি, ডবলিউতে কাজ করতে পারবে সে রকম লোককেই নেওয়া হয়েছে এবং শুধু যে ওভারসিয়ার নেওয়া হয়েছে সেটা আমার কাছে বলা হয় নাই। ওভারসিয়ার কতজন, কণ্টিন-জেণ্ট কতজন, সেটা যদি জানতে চান পরে জানাবো।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, পত্র পত্রিকায় দেখেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন ২ হাজার লোককে চাকুরী দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— এইটা তো এইটার সঙ্গে সঙ্গতি নেই।

শ্রীঅনিল সরকার :— আমাকে শেষ করতে দিন, প্রশ্নের মধ্যে আছে, যাহাতে এই যে উত্তর দিলেন অবগত নই, তাহলে সেটা কি অসত্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত দেখেছেন, সেগুলি সরকার থেকে কোন খবর ছাপানো হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে, মুখ্যমন্ত্রী ভাওতা দিয়েছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মুখ্যমন্ত্রী ভাওতা দিলে—ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ তাকে মুখ্যমন্ত্রী করত না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২ হাজার লোকের চাকুরী দেবেন, দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রী ১৬ লক্ষ লোকের চাকুরী দেবার চেষ্টা করবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— জানেন কি, কি করে বললেন ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন কি না উনি জানেন না। আবার এখন বলছেন উনি ২ হাজার কেন, প্রয়োজন পড়লে ১৬ লক্ষ লোকের চাকুরী দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লিজ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— প্রশ্নের জবাবে তিনি কনট্রাডিক্টরি করেছেন। বলতে পারেন জানেন কি না। একবার বললেন ওর জানা নেই, অথচ তিনি বলছেন প্রশ্ন করলে জানিয়ে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার প্লিজ। পত্রিকার নিউজের কথা যে বলছেন তা ওনার জানা নেই। তিনি বলছেন কত দেবেন না দেবেন তার উত্তর তিনি বলছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন অতি স্পেসিফিক ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এইরকম কোন ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা কি সত্য না কি। উনি বলছেন আমাদের জানা নেই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলি নি, স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে পত্রপত্রিকায় কি উঠেছে সেটা সরকার থেকে খবর দেওয়া হয় নাই। সুতরাং সে খবর আমি জানি না।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, ইয়েস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এইটা কি সরকারী খবর না ?

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয় পত্র পত্রিকায় যাহা বের হয় তা মুখ্যমন্ত্রীর অর্ডারে হয় তা ঠিক না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমরা তো সেটাই বলছি, তিনি কি বলতে চান যে মুখ্যমন্ত্রী যাহা বলেছেন, তা সরকারী কথা নয়, সেটা বলে দিলেইতো হয়।

মিঃ স্পীকার :—সেটা তো তিনি বলেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার কথাটাকে বিকৃত করে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন আমরাও চিরদিন সেটা স্বীকার করবো। পত্রপত্রিকায় যেটা উঠছে সেটা মুখ্যমন্ত্রীর কথা সেটা আমরা স্বীকার করবো না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—প্রেস কনফারেন্স করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন এই কথা কি অসত্য ?

মি : স্পীকার :—এইটা তো তিনি বলছেন না। অসত্য তিনি বলছেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—প্রেস কনফারেন্স করে তিনি বলেছিলেন ২ হাজার লোককে চাকুরী দেবেন, এই কথা কি অসত্য ?

মিঃ স্পীকার :—বলছেন না তো অসত্য বলে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম প্রশ্ন ছিল—ইহা কি সত্য যে গত এপ্রিল মাসে ২ হাজার ও অগাষ্ট মাসে ৪ হাজার বেকারকে চাকুরী দেওয়ার কথা ছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে অবগত নহি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অবগত হওয়ার আমাদের কোন সুযোগ নেই। কারণ কেউ বলেনি এপ্রিল মাসে অথবা আগষ্ট মাসে চাকুরী দেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রেস কনফারেন্সে মুখ্য মন্ত্রীর ঘোষণা উনি জানেন, কি না, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন উনি জানেন না। আবার বলছেন অবগত নহি। আবার বলছেন মুখ্যমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছেন সেটা স্বীকার করে নিচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার প্লীজ। ইয়েস, ইয়েস। ডেলিভারড লেকচার অন দি ইস্যু।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—প্রেস কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী ২ হাজার লোকের চাকুরী দেওয়ার সম্পর্কে ষ্টেটমেন্ট করেছেন সেটা সরকারী বক্তব্য। শুধু এই কোয়েশ্চানটার জবাব দিন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এই কোয়েশ্চানটা, মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম করা হলো আমার কাছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২ হাজার লোকের চাকুরী দেবেন, দরকার হলে ত্রিপুরা রাজ্যের আরও লোকের চাকুরী জন্য তার ব্যবস্থা তিনি করবেন এবং মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছেন এইটা সরকারী বক্তব্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নম্বার ১৮০ স্যার।

প্রশ্ন

১। গ্রামীন পি, ডাব্লিউ, ডি রাস্তা গুলো সংস্কার করার সরকারী নীতি কি ; এবং

২। গ্রামীন পি, ডাব্লিউ, ডি রাস্তা গুলোর মধ্যে যে সব ছড়া ও ড্রেন বর্তমানে অবস্থিত তথায় স্প্যান পাইপ কালভার্ট না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। গ্রামীণ বড় রাস্তা গুলির রক্ষনা বেক্ষনের জন্য প্রতি বৎসরেই অনধিক ১০০০ টাকা এবং ছোট রাস্তাগুলির জন্য মাইল প্রতি অনধিক ১০০ টাকা খরচ করিতে পারা যায়।

২। এক কালে সমস্ত গ্রামীন রাস্তার উপর স্প্যান পাইপ কালভার্ট দেওয়া সম্ভব নয় মালমসলা ও অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী পর্য্যায় ক্রমিক পরিকল্পনা অনুসারে ইহা করা হইতেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, যেসব গ্রামীন রাস্তাগুলির মধ্যে স্প্যান বা কালভার্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলিতে কালভার্ট দেওয়া হবে তিনি বলেছেন, ১৯নং চড়িলাম কনষ্টিটিউয়েনসীতে এই রকম কোন্ কোন্ রাস্তার উপর কালভার্ট দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীমনছুর আলী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ১৯৭২ইং সনে খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত রতনপুর গাঁও সভা, বেলছড়া মৌজা গাঁও সভা ও সমতল পদ্মবিল গাঁও সভার অধীনে মোট কি পরিমাণ জমিতে আমন ফসল উৎপাদন সম্ভব হইতেছে এবং কি পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে না ?

খ) যে সমস্ত জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে না তাহার কারণ কি ?

উত্তর

ক) এই সব গাঁও সভা এলাকায় যে পরিমাণ জমিতে আমন ফসল উৎপাদন সম্ভব হইতেছে তাহা নিম্নরূপ :—

গাঁও সভা	আমন ধানের অন্তর্গত আনুমানিক জমির পরিমাণ (একরে)	উৎপাদন অনুমানিক পরিমাণ (মেট্রিক টন ধান্য)
রতনপুর	৮৯০	৪৯৮
বেলছড়া	১০৫০	৫৮৮
সমতল পদ্মবিল	৯০০	৩৯৮

গত ১৯৭১ইং সনের তুলনায় ১৯৭২ সনে এই সব গাঁও সভা এলাকায় যে পরিমাণ জমিতে আমন ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় নাই তাহা নিম্নরূপ :—

গাঁও সভা	যে সমস্ত জমিতে আমন ধানের উৎপাদন সম্ভব হয় নাই তাহার আনুমানিক পরিমাণ (একরে)
রতনপুর	১০
বেলছড়া	৫০
সমতল পদ্মবিল	১০০

খ) ১৯৭২ইং সনের অস্বাভাবিক খরা পরিস্থিতিই ইহার মূল কারণ ;

শ্রীবিভাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রতনপুর ৮৯০ একর জমিতে আমন ধান ফলেছে এবং বিলছড়া এবং সমতল পদ্মবিল কিছু কিছু ফসল ফলেছে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ঐখানে যে সমস্ত ফসল হয়েছে, সেই সমস্ত ফসলগুলি গরুতেও খায় না, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীমনছুর আলী :—যে সমস্ত প্রশ্ন করেছেন তার উপরে আমি কোন কোন জায়গায় ফসল হয়েছে, এবং কোন কোন জায়গায় ফসল হয় নাই তা বলেছি, এখন উনি বলছেন সেই ফসল গরুতে খায় না, গরুতে নাও খেতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি এই হিসাবটা এই প্রডাক্-শানটা যে দিয়েছেন, ব্লকে ক্রপ কাটিং হয়েছিল কি না, ক্রপ কাটিং মানে, এক একর জমির ফসল কেটে ওজন করে দেখা হয়েছে কি না যে গত বছর কত হয়েছিল এবং এই বছর কত হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খোয়াই ব্লকের কয়েকটি ক্রপ কাটিং হিসাব করে আমরা এই হিসাবটা দিয়েছি। ডিফারেন্ট জমির কাটিং একখানে মাপ করে এই হিসাব দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি খোয়াই ব্লকে কোন ক্রপ কাটিং করেননি, বি, ডি, ও, নিজে বলেছেন ক্রপ কাটিং হয়নি, ভুল হিসাব এটা, তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সরকারী হিসাব দিয়েছি এটাকে যদি ভুল বলেন আমার পক্ষে কিভাবে হিসাব দিয়ে ঠিক হবে আমার জানা নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই এলাকাটিতে একটা পাম্প সেটও দেওয়া হয় নি ? মাননীয় স্পীকার স্যার, লাষ্ট কোয়েশ্চানটা দেখুন সেখানে বলা হয়েছে কেন ফসল হচ্ছে না, উত্তরে বলা হয়েছে খরার জন্য হয়নি, এটা ঠিক নয়, খরায়ও ফসল হয়েছে যেখানে যেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই খরার জন্য হয়নি সেটা মানতে আমি রাজী নই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা একটা পাম্প সেট হলে, তার মধ্যে ফসল ফলানো যেত, কিন্তু সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে সেখানে পাম্প সেট দেননি, মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের পার্টি লীডার উনার পক্ষে সরকার ইচ্ছা করে করেছেন, এটা বলা কতটুকু ঠিক আমি জানিনা, ওখানে পাম্পিং সেট থেকে থাকে, কেন সেই ব্লকে দেওয়া যায়নি সেটা আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি খোয়াইর মধ্যে এটা হচ্ছে ওয়াস্ট এফেকটেড এরীয়া এবং দশ/বার বার গিয়েছে বি, ডি, ও'র কাছে পাম্পিং সেটের জন্য, আমি হায়ার করার জন্যও বলেছি, কিন্তু তারপরও একটা পাম্পিং সেট দেওয়া হয় নাই,

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেননা ইট ইজ ক্রিমিন্যাল ফর দি গভর্ণমেন্ট, একটা এলাকায় পাম্পিং সেট না দেওয়া ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বিরোধী দলের নেতা যদি আজকে মনে করেন যে মানুষের জন্য উনাদের দরদ বেশী, আমাদের কোন দরদ নেই, গভর্ণমেন্টকে ক্রিমিন্যাল বলেন যে গভর্ণমেন্টকে আশ্রয় করে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, সেই গভর্ণমেন্ট জানেন কোথায় প্রথম দিতে হবে এবং সেটা মানুষের দরদ হিসাবেই আমরা দেই, উনার কথামত আমরা দিতে পারিনা। উনার যদি সাজেশন থাকে কোথাও দেওয়ার তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেব, এই ভাবে গালাগালি করে গভর্ণমেন্ট থেকে আদায় করে নেবেন সেই ক্ষমতা উনার হয় নাই।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে কথা বলেছেন, এস, ডি, ও, বি, ডি, ও'র কাছে গিয়েছেন, আমাকে নিশ্চয়ই বলতে পারতেন এত যদি প্রয়োজন হত।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐ পদ্মবিল গাঁও সভায় যাতে ফসল ফলাতে পারে তার জন্য গত পাঁচ বছর থেকে ঐখানে একটা ছড়ার মধ্যে…

Mr. Speaker—এটা একটা Separate question.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গত ৫ মাসে তিনি কয়বার খোয়াই গিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা প্রশ্ন হয় না।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুশী হলাম যে উনি স্বীকার করেছেন যে আমিও খোয়াই যাই। (নয়েজ)।

মিঃ স্পীকার—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজনগর ব্লক এলাকায় নলুয়াছড়াতে সেচ প্রকল্পের জন্য কোন পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে কি , এবং	(১) সেচ প্রকল্পের জন্য পাম্প সেট নেওয়া হয়েছিল কিন্তু বসানো যেতে পারে নাই।
২) ঐ নলুয়া ছড়াতে বার মাস জল থাকে কি ?	(২) হ্যাঁ, থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—কোন সালে ঐ মেসিন নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মার্চ দেভেন্‌টি ওয়ানে স্যার।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—কত জমিকে সেচ প্রকল্পে আনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—তার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল ব্লক এলাকায় পাম্পসেট দেওয়া হয়েছিল কিনা? আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, ঐ সেচ প্রকল্পের জন্য সার্ভে করা হয়েছিল, কতটা জমি সেচ প্রকল্পের আওতায় আসবে সেটাই প্রশ্ন। আমি মনে করি এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

মিঃ স্পীকার :—কত পরিমাণ জমি সেচ প্রকল্পে আসবে সেটা আগেই প্রশ্ন ছিল মাননীয় সদস্যের।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—উনার প্রশ্ন ছিল সেচ প্রকল্পে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছিল কি? আমরা বলেছি পাম্প সেট বসানো যায়নি। আজকে সার্ভে সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি তাহলে প্রকল্প করতে নানারকম সার্ভে করতে হয়। সবগুলি প্রশ্ন যদি একটা প্রশ্নের উপর বের করার চেষ্টা করেন তাহলে আমি পারব না। কেন পাম্প সেটটা বসছে না সেটা যদি প্রশ্ন করে তাহলে আমি বলতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি এই প্রশ্ন জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা নলুয়া ছড়াতে পাম্প সেট বসানোর চেষ্টা করছি ১৫ হর্স পাওয়ারের। আমরা প্রথম ভেবেছিলাম নদীর দক্ষিণ পাড়ে বসবে। কিন্তু উত্তর পাড়ের লোক বলছে আমাদের এখানে বসাতে হবে, আবার দক্ষিণ পাড়ের লোক বলছে তাদের দক্ষিণ পাড়ে বসাতে হবে। এই অবস্থায় আমরা বসাতে পারি নি। এখন উনি যদি যোগাযোগ করে দেন তাহলে আমরা বসাতে পারি।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে সেই পাম্প সেট দিয়ে জল না দিয়ে বাতাস যায়?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেটা দিয়ে বাতাস যায় না জল যায় সেটা আমরা কি করে বলব?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এখানে গ্রাম প্রধান আছে কিনা, বা তাদের ধরা হয়েছে কিনা যে সাইটটা সিলেকশান করে দাও?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—যাদের নাকি জমি দেওয়া এবং জনসাধারণ যদি একমত হয়ে এক জায়গায় আমাদের জমি ঠিক করে না দেয় তাহলে আমরা ঝামেলায় পড়ব। গ্রাম প্রধানকে আমরা এই রকম ক্ষমতা দিই নি যে এইখানে ঠিক করে দাও।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জমির জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—বরাদ্দ আমরা করিনি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাইট ঠিক না করে এটা করা হল কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি আগেই বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের এত যোগাযোগ ছিল যে আমরা আশা করেছিলাম আমাদের এটা করতে কোন বেগ পেতে হবে না। কিন্তু যে বাঁধা এসেছে তার জন্য আমরা তৈরী ছিলাম না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—এই প্রকল্প নেওয়ার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা প্রশ্নের জন্য যদি আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের সব খবর রাখতে হয় তাহলে আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিস্টার ইজ নট ইন এ পজিশান টু গিভ দিজ পার্টিকুলারস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা একটা এক্সপারেশান। একজন বিধান সভার সদস্যকে এভাবে চোখ রাঙিয়ে বলা যে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের খবর আমি দিতে পারব না। উনি স্পীকারকে বলবেন। এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। হী শুড অ্যাড্রেস দি স্পীকার অ্যাণ্ড নট দি মেম্বার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন পর্য্যন্ত আমি সব উত্তরই স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে দিয়েছি। আমি এটাই বলেছি যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমি সংগ্রহ করে এনেছি। সমস্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ব্যাপারে জড়িত করে যদি উত্তর দিতে হয় তাহলে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—আমরা ধরে নেব যে প্রশ্ন যখন আসবে মিনিষ্টার তার উত্তর দেবেন। এখন উনি বলছেন সমস্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উত্তর কিভাবে দেবেন, এটা ঠিক নয়। মিনিষ্টার শুড বি ওয়েল কনভার্সেন্ট উইথ দি ফ্যাক্টস।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি উত্তর দিয়েছি। আমরা বলেছি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মাননীয় স্পীকার স্যার যদি কখন সার্ভে করেছেন, কে করেছে, সেই পার্টিকুলাসের জন্য উত্তর দিতে হয় তাহলে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি নিশ্চয়ই দিতে পারব। কিন্তু এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি এর বেশী দিতে পারব না।

Mr. Speaker :—There should be no more supplementaries on this question. Shri Anil Sarkar.

Shri Anil Sarkar :—Question No. 226.

Shri Kshitish Ch. Das :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 226.

প্রশ্ন	উত্তর
১। যেসব গরীব লোক বন থেকে বাঁশ, ছন, লাকড়ি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তেলিয়ামুড়া ফরেষ্ট অফিস কর্ত্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে মাশুল আদায় করে কিনা ;	(১) হ্যাঁ, আদায় করে।
২। যদি করে থাকে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দিনে উক্ত মাশুল আদায় বন্ধ রাখার জন্য সরকার বন বিভাগকে কোন প্রকার নির্দ্দেশ দিয়েছেন কি না ?	(২) না।

Mr. Speaker :—Question hour is over. There are 21 unstarred Questions to-day. Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions and also of the Starred Questions which are not replied to.

The following Bills, received the assent of the Governor on dates as mentioned against each.

1) The Tripura Appropriation Bill, 1972 (Tripura Bill No. 4 of 1972) ... on 17.7.72

2) The Contingency Fund of Tripura Bill, 1972 (Tripura Bill No. 5 of 1972) ... on 27.7.72

3) The Tripura State Legislatu˜ Members (Removal of disqualifications) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 6 of 1972) ... on 27.7.72

4) The Tripura Motor Vehicles Tax Bill, 1972 (Tripura Bill No. 7 of 1972) ... on 27.7.72

These are for information of all members.

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা :—স্যার, আমার তো একটা কলিং এটেনশান আছে।

মিঃ স্পীকার :—সেটা তো আমি ডিস এলাউ করেছি and I have already informed you the reasons for disallowing.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি একটা এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশান মুভ করার জন্য দিয়েছিলাম কিন্তু সেটাকে ডিস-এ্যালাউ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা এর মধ্য দিয়ে একটা

আলোচনার সুযোগ পেতাম, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশানটা ছিল সোনামুড়ার শ্রীমতি লক্ষীরাণী বিশ্বাস ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আরও শতাধিক মানুষ ও শিশুর অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে।......

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পয়েন্ট অব অর্ডার রেইজ করেছেন, কাজেই ইউ সুড টেক ইউর সীট।

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Sir, as the Minister raised a point of order, so he must be allowed to speak on his point.

(The House is going on pendomonium)

Mr. Speaker :—I am requesting him to take his seat, but he is going on with his speaches. So all the speeches should be expunged from the proceedings.*

Announcement regarding date for Discussion on Matters of Urgent Public Importance for short duration.

Mr. Speaker :—I have received notices from Sarbasree Nripendra Chakraborty and Samar Choudhury, Member desiring to raise discussion on—

১) সম্প্রতি আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নরহত্যা, ছুরিকাঘাত, গৃহদাহ, ডাকাতি প্রভৃতির ফলে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি।

২) আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য, যন্ত্রপাতি, বিছানাপত্র, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চরম অব্যবস্থা।

I have admitted the notices. Discussion will be raised on 8th and 9th December, 1972 respectively.

INTIMATION REGARDING RELEASE OF M.L.A.

Mr. Speaker :—I have received a communication from the S.D.M. Sadar, Agartala (Tripura West) regarding release of Shri Radharaman Debnath, M.L.A. I am now reading the communication of information of the Hon'ble members—

"Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that Shri Radha Raman Debnath. M. L. A., who was arrested by police on 28th November, 1972 in connection with Sidhai P. S. Case No. 5(11)72 U/S 5 of Explosive substance Act and was remanded to Agartala.

Central Jail till 12. 12. 72 as informed to your kind honour on 29. 11, 72 has been released to-day the 5th December, 1972 afternoon from Jail custody in furnishing the P. R. Bond of 500·00 (Rupees five hundred) on condition that he will attend the Court as and when called for as the evidences so far collected against him are not considered sufficient for his further detention. The copy of the order sheet dated 5. 12 72 is enclosed herewith for favour of your kind perusal.

Yours faithfully.
Sd/- S L. Dasgupta,
S. D. M., Sadar, Agartala.

Copy of order dated 5. 12. 72

Persued the C/D. The I. O. was given reasonable time to complete the investigation. On perusal of the C/D, I find no further justification to keep the accused in custody for further time and there is no chance of his abscontion and tempering the evidences. Hence the accused is enlarged in furnishing the P. R. Bond of Rs. 500.00 on condition that he will attend the Court as and when called for I. O. to expedite investigation and report.

Sd/-
S. D. M., Sadar,

Papers to be laid on the Table.

Mr. Speaker :— Next item of the House is laying of copies of the Amendment to the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954 on the Table of the House. Now, I shall request the Minister concerned to lay on the Table of the House, copies of the Amendment to the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House Copies of the Amendment to the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954.

Mr. Speaker :—The copies of the Amendment to the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954 be laid on the Table of the House under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939—

Members are requested to collect their copies from the Assembly Library.

Mr. Speaker :— The meeting was adjourned for 10 minutes.

Mr. Speaker :— Next item in the list of Business is laying of a copy of the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972. I would request the SECRETARY, Tripura Legislative Assembly to lay on the Table of the House—A copy of the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972 together with copies of Lok Sabha & Rajya Sabha Debates alongwith a copy of the communication received from Rajya Sabha.

Mr. Secretary :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House-A copy of the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972 together with copies of Lok Sabha & Rajya Sabha Debates alongwith a copy of the communication received from Rajya Sabha.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members are requested to collect their copies of the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972 etc. from the Assembly Library.

PRESENTATION & ADOPTION OF THE REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :— I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House upto the 15th December, 1972.

Mr. Speaker :— I call on Shri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker designated by me to move the motion that—'This House agrees with the allocation of time proposed by the Committee'.

Mr. Dy. Speaker—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker :—The question before the House is the Motion moved by Shri Usha Ranjan Sen that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'
I think 'AYES' have it.

'AYES' have it 'AYES' have it.
The motion is carried.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Introduction of the Bengal Municipal (Tripura Amendment), Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972).

Mr. Speekar :—Next business of the House, the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) is to be introduced in the House. I shall request Shri K. C. Das, Minister in charge of the L. S. G. department to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri Khitish Chandra Das :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Bengal Municipal, Tripura amendment Bill, 1972 (Tripura bill No. 8 of 1972).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge for leave to introduce the Bengal Municipal Tripura amendment bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) be granted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it.

'AYES' have it. 'AYES' have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

(The Secretary read out the long title of the Bill).

Mr. Speaker :—I shall call on Hon'ble Minister in-charge to move his motion to introduce the Bengal Municipal (Tripura amendment) Bill 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972).

Shri Khitish Chandra Das :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Bengal Municipal (Tripura amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill, No. 8 of 1972).

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that the Bengal Municipal (Tripura amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No 8 of1972 be introduced.

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that the Bengal Municipal (Tripura Amendment) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 8 of 1972) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think 'AYES' have it.

'AYES, have it. 'AYES' have it,

The bill is introduced.

Introduction of the Tripura (Courts) Order amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972.)

Mr. Speaker—Next, the Tripura (courts) Order Amendment Bill, 1972 is to be introduced in the House. I shall request Shri M. Nath, Minister in-charge of Law Department to move his motion for leave to introduce the bill.

Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972, Tripura, Bill No. 9 of 1972.

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge for leave to introduce the Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972) be granted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'
As many as are of contrary opinion will please say 'AYES
I think 'AYES' have it.

'AYES have it. 'AYES' have it.
The leave to introduce the Bill is granted.
(Secretary read out the long title of the bill)

Mr. Speaker—I Shall call on Hon'ble Minister in-charge to move his motion to introduce the Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972, Tripura Bill No. 9 of 1972.

Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Tripura (Courts) Order Amendment Bill, 1972, Tripura bill No. 9 of 1972.

Mr. Speaker—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that the Tripura (Courts) order Amendment Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1972) be introduced.
As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Presentation of the Supplementary estimates for 1972-73.

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is the presentation of the supplementary estimates for 1972-73.

Now, I call on the Hon'ble Finance Minister to present before the House the supplementary estimates for 1972-73.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Supplementary estimates for 1972-73.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, you are requested to submit your cut Motions, if any, on the demands for supplementary estimates for 1972-73 within 1 p.m. on Saturday, the 9th December, 1972.

Members are also requested to collect their copies of the following from the Assembly Library—

Demands for supplementary estimates for 1972-73 and motions relating thereto.

Mr. Speaker—Now, I would call on Hon'ble Minister in charge to move that the drought situation of the state be taken into consideration.

STATEMENT TO BE MADE BY THE CHIEF MINISTER REGARDING DROUGHT SITUATION OF THE STATE.

Mr. Speaker—Now I would call on Hon'ble Minister Shri Monsur Ali, as authorised by the Chief Minister to move that—

"The drought situation of the State be taken into consideration."

Shri Monsur Ali :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

ত্রিপুরা এবার অভূতপূর্ব ব্যাপক খরাজনিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত আর্থিক উন্নতির জন্য ত্রিপুরাকে নানারূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হ'তে হয়। মাননীয় সদস্যগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন, সুতরাং এর বিস্তৃত উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। দীর্ঘকাল ধরে এ রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা বিদ্যমান, তদুপরি বর্তমান বছরের এই অভূতপূর্ব খরাজনিত পরিস্থিতি তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে কেবল খাদ্যের অভাব নয়—তার সঙ্গে আমরা পানীয় জলের অভাবও লক্ষ্য করেছি। ঠিক তেমনি, যখন সারা দেশের মত ত্রিপুরাতেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তখন ত্রিপুরার জনগণের ক্রয় ক্ষমতার অভাব লক্ষ্য করেছি। খরা কবলিত অঞ্চলগুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহের সমস্যাও ছিল; আর তাই সরবরাহ ব্যবস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ধরণের সমস্যা অনেক এবং সেগুলো সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। তাই, পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রকে বিশেষভাবে সক্রিয় করে তোলা হয়। অপরিহার্য কতিপয় মূল চাহিদা মেটাবার জন্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হল :

(১) সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা;

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় খাদ্য সংগ্রহ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের খরা কবলিত এলাকায় তা' বন্টনের ব্যবস্থা;

(৩) **জনসাধারণের বিশেষতঃ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার আদিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা :**

(৪) চিকিৎসার সুযোগ এবং বিনামূল্যে ভিটামিন বিতরণ, টিকাদান, মহামারী প্রতিরোধের জন্য রোগ নিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র এমনকি সেনা বাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ সংস্থাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বণ্টন কেন্দ্রগুলো থেকে খাদ্যশস্য বিক্রয় ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার ফলে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে সরকার খরা পরিস্থিতির মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছেন। আমন ফসলের অভাবনীয় ক্ষতি আমাদের সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। জুম এবং আউসের ক্ষেত্রে যে ধরণের জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল—আমন ফসল রক্ষার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় আসছি।

এ বছর অনিয়মিত বর্ষার লক্ষণ দেখে সরকার আউশ ও জুম ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করেন। জনসাধারণের দুর্দশা মোচনের জন্য যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতে খরা কবলিত এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দুর্গত এলাকায় ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে ব্যাপকভাবে সুসংহত উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ত্রিপুরার খরাক্লিষ্ট জনসাধারণের জন্য ভারত সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ভারত সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্যাগুলির কথা বিবেচনা করেন এবং বিভিন্ন ত্রান কাজের জন্য তৎপরতার সঙ্গে এক কোটি আট লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন: ফলে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে ব্যাপকভাবে কাজ করা সম্ভব হয়। আরো অধিক এলাকা রবি শস্যের আওতায় এনে ঘাটতি পূরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচী রূপায়নের উদ্দেশ্যে আরো বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা ভারত সরকার পৃথকভাবে মঞ্জুর করেছেন। এপ্রিল মাসে রাজ্যে তিনশ' আটটি ন্যায্যমূল্যের দোকান ছিল। খরা কবলিত অঞ্চলের জনসাধারণ যা'তে অতি সহজে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য পেতে পারেন তার জন্য আরো ছিয়াত্তরটি ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা হয়। সরকার আরো চৌদ্দ হাজার পাঁচশ মেট্রিক টন চাল এবং সাত হাজার তিনশ' একানব্বই মেট্রিক টন গম মঞ্জুর করেছেন; তার মধ্যে ছয় হাজার মেট্রিক টন চাল এবং এক হাজার একশ' একচল্লিশ মেট্রিক টন গম ইতিমধ্যে আনা হয়েছে। ঐ সমস্ত ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৮,৪২৬ মেট্রিক টন চাল এবং ৩,৮৩২ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ছয়চল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে; আর এর দ্বারা ২৩·৩৫ লক্ষ শ্রম দিবসের সংস্থান সম্ভবপর হয়েছে। গ্রাটুইটাস্ রিলিফ বাবদ ত্রিশ লক্ষ চার হাজার টাকা, দাদন ঋণ বাবদ ১৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং কৃষি ঋণ বাবদ ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বণ্টনের জন্য ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে। গত আট বছরে এইসব খাতে মোট ৯,০৪,১১,৯৯৯ টাকা ব্যয়

হয়েছিল। কেবল মাত্র বর্তমান বছরেই এ পর্য্যন্ত ঐ সকল খাতে মোট ১,২০,২৪,৫৫৪ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। তাছাড়া এ বছর স্বাভাবিক নিয়মকানুন শিথিল করে ভূমিহীন কৃষকদেরকেও ঋণ দেওয়া হয়েছে। এর উপর পূর্ত্ত ও বন বিভাগ খরা কবলিত এলাকার গ্রামাঞ্চলের রাস্তা নির্ম্মাণ, সংরক্ষিত বনের আগাছা পরিষ্কার, বনায়ন ইত্যাদি কর্ম্মসংস্থান উপযোগী প্রকল্প রূপায়ন করেছেন। এর দরুণ বেশ সংখ্যক দুঃস্থ উপজাতি ও অউপজাতির লোকেরা কাজ পাচ্ছেন। সরকারের এসব কাজের ফলে খরা কবলিত এলাকার জনসাধারণের দুর্দশা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। কৃষকগণ কৃষিকাজে পূর্ণ দৃষ্টী দিতে সুযোগ পেয়েছেন।

যদিও অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বৃষ্টীপাতের ফলে জুম ও আউস ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবু কৃষকগণ আমন মরশুমে অনুকূল বৃষ্টিপাতের আশা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কৃষকদের সে আশাও পূর্ণ হয়নি। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী খরায় পানীয় জলের সমস্যা, মহামারীর আশঙ্কা ও গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সরকার তাই ন্যায্য-মূল্যের দোকান মারফত চাল ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ অব্যাহত রেখেছেন এবং টেষ্ট রিলিফ, গ্র্যাচুইটাস রিলিফ, কৃষিঋণ এবং দাদন খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেন যাতে এ সকল সাহায্য দান অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অতিরিক্ত টেষ্ট রিলিফ খাতে ৩২ লক্ষ টাকা, গ্র্যাচুইটাস রিলিফ খাতে ২৮·৬১ লক্ষ টাকা, দাদন খাতে ১০·৫০ লক্ষ টাকা এবং কৃষিঋণ খাতে ৩৬·৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য ভর্তুকীর ভিত্তিতে ইচ্ছুক কৃষকগণ যাতে পাম্পসেট ক্রয় করতে পারেন তার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহে ৫ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প নির্দ্ধারণ করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সঙ্কট লাঘবের জন্য সরকার ৩৫০ টি নলকূপ স্থাপন, ২০০টি পাতকুয়া খনন এবং ১৫০০টি নলকূপ ও ৭৫০ রিংওয়েল মেরামতের মঞ্জুরী দিয়েছেন। এসব কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকা লাগবে। যে সব এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে কিন্তু কার্য্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি সে সব এলাকা নির্ণয় করার জন্য জেলা ও ব্লক পর্য্যায়ের অফিসারগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করার জন্যও তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্যও ২২৬৬২ জনকে প্রাথমিক টিকা, ১,৬৬,৪০৮ জনকে রি-ভেকসিনেশন এবং ১,৭১,১৬৮ জনকে কলেরার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। সুষম পুষ্টির জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও ডিসপেনসারীতে ভিটামিনযুক্ত ঔষধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মজুত করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র বিতরণের সুবিধার জন্য নূতন ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আরো ন্যায্যমূল্যের দোকান ও বিতরণ

কেন্দ্র চালু করা হবে। খরার ফলে খাদ্যশস্যের সম্ভাব্য ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকারকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউল বরাদ্দের অনুরোধ করা হয়েছে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

আমন ধানের ফুল ফোটার আগে পর্য্যন্ত যখন বৃষ্টির লক্ষণ ছিল না তখন টেষ্ট রিলিফ ও কৃষি কর্ম্মসূচী অনুযায়ী মরশুমী বাঁধ নির্ম্মাণ করার জন্য একটি জরুরী কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়। ৮৭০টির অধিক মরশুমী বাঁধ নির্ম্মাণ করা হয়। এর ফলে ২৯,০০০ একর আমন ধানের জমিতে শেষ পর্য্যায়ে এক থেকে দুবার জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে ঐসব এলোকায় আমন ফসলের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। মরশুমী বাঁধ নির্ম্মাণ ছাড়াও পাঁচ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন ১৩৭টি পাম্পসেট ক্রয় করে খরা কবলিত এলাকায় পাঠান হয় এবং সরকারী ব্যয়ে সেগুলি চালানো হচ্ছে। এসব ব্যবস্থা এবং পূর্বে গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে প্রায় ৩১,০০০ একর জমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে স্থাপিত ১৩০০টি আর্টেজীয় নলকূপ ছাড়াও এবছরে আরো ৪০০টি অনুরূপ। নলকূপ বসিয়ে জলসেচ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। অতিরিক্ত ১৫০০টি এইরূপ নলকূপ বসানোর মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। আর শীঘ্রই এর কাজ শেষ হবে। এর ফলে, আর্টেজীয় কূপের সাহায্যে ৬,৩০০ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হবে। চলতি বছরে তিন ও পাঁচ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন প্রায় ২০০টি পাম্পসেট কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হয়েছে। গত বছর পর্য্যন্ত কৃষকগণ তিন ও পাঁচ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ৪৭৫টী পাম্পসেট ক্রয় করেছেন। এ সমস্ত পাম্পসেটের সাহায্যে প্রায় তের শ' একর জমিতে জলসেচ করা চলবে। ১৩টি বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেট ছাড়াও ১৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ৩৭টী ডিজেল চালিত পাম্পসেট স্থাপনের কাজ চলছে। এর ফলে ৪০০০ একর জমি জলসেচের আওতায় আনা যাবে। ১৫,০০০ একর জমিতে জলসেচ করার জন্য প্রায় ৮০০টী মরশুমি বাঁধ নির্মাণের একটী কার্য্যসূচী রূপায়িত হতে চলেছে। যেহেতু বৃষ্টি নেই, আমন ধান রক্ষার জন্য যেমস্ত বাঁধ সমূহ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল তাতেও রবিশস্য উৎপাদনের ব্যাপারেও সাহায্য হবে। এইসব বাঁধ, পাম্পসেট ও কূপ খনন ইত্যাদি কাজ হাতে নেওয়ার ফলে ৫০,০০০ একর জমি বোরো চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এর ফলে, ৫০.০০০ মেট্রিক টন চাল উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

বীজ সার কীট নাশক ঔষধের সরবরাহ গত বছর বাংলাদেশের যুদ্ধের ফলে আনা প্রায় সম্ভব হয় নি। চলতি বছরে এগুলির সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি রেয়েছে। গত বছর যেখানে আনুমানিক ২৩,০০০ টন বোরো ধান উৎপন্ন হয়েছিল, তার তুলনায় বর্ত্তমান আর্থিক বছরে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজ চল্লে ৫০,০০০ টন বোরো ধান উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

রাজ্য সরকার সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন; এবং খরাজনিত যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর। কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল এবং আমাদেরকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে আমরা কেন্দ্রের

কাছে কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি আমরা যখন আমন ফসলের ক্ষতির কথা কেন্দ্রের গোচরে আনি তখন কেন্দ্রে আমাদেরকে খাদ্যশস্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য চাহিদা অনুসারে উপরোক্ত পরিমাণ সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দেন, তবে আমাদেরকেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে হবে। এ ব্যাপারেও ভারত সরকার সকল প্রকারের সাহায্য সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। অতি সম্প্রতি ভারত সরকার আমাদের জন্য এক হাজার টন সরিষা দিয়েছেন যাতে এই সরিষার সাহায্যে আমরা নিজেদের উদ্যোগে তেল তৈরী করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য রোধের ব্যবস্থা নিতে পারি। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের আরো উদাহরণ রয়েছে। আমাদের দুর্দশার বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করে আমাদের মহান প্রধানমন্ত্রী খরা ত্রাণের জন্য তার নিজস্ব জাতীয় খরা ত্রাণ তহবিল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছেন। তার এই দরদ এবং ত্রিপুরার মানুষের বিপদের দিনে তাঁর সংবেদনশীল মনোভাবের জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এ বছর সমগ্র দেশ এক অভাবনীয় খরার সম্মুখীন হয়েছে, এবং কয়েকটি রাজ্যের পরিস্থিতি ত্রিপুরার চেয়েও সংকটাপন্ন। এই সমস্ত রাজ্যগুলিও কেন্দ্রেরই মুখাপেক্ষী। দেশের সম্পদও সীমিত। অপরাপর রাজ্যগুলির তুলনায় আমাদেরকে কেন্দ্র যে পরিমাণ সাহায্য দিয়েছে তাও লক্ষ্য করার বিষয়। একটি রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা যে যে বেশী সাহায্য পেয়েছে তাই নয়—অপরাপর রাজ্যগুলির সঙ্গে লোক সংখ্যার অনুপাতেও ত্রিপুরা অধিক সাহায্য পেয়েছে।

শেষ করার আগে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে এই অনুরোধ করব আপনারা আগেও যেভাবে দুর্যোগের দিনগুলোতে ত্রিপুরার জনগণকে দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবারও সমস্ত রকম রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে গিয়ে এই এই অভাবনীয় খরার কবল থেকে ত্রিপুরার মানুষের দুর্দশা দূর করার জন্য সরকারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি ও ব্যাপারে কোন রকম দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই।

Statement made by Shri Monsur Ali, Deputy Minister regarding drought situation of the State).

(After the statement is made)

Mr. Speaker :—Now the Members may take part in the discussion.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—আর ১৫ মিনিট সময় আছে। এটা আমাদের দেখে বলতে হবে তো।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়:— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এইমাত্র জিনিষটা হাতে পেয়েছি। আমাদের একটু সময় দেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। The House stand adjourned till 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে খরা পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে আরম্ভ হয়েছে, মনে হয় এটা গত এক বছর ধরে আমরা এই খরা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছি। কিন্তু আজকে এই বিধান সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সরকার এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার কত ড্যাম, কত ডিপ টিউব-ওয়েল, কত বাধ বিভিন্ন নালা ও চড়ার মধ্যে করেছেন এবং আরও কাজ চলছে। তাছাড়া সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্বন্ধেও বিভিন্ন দিক দিয়ে সচেতন রয়েছেন এবং দ্রব্যমূল্য যাতে আর বৃদ্ধি না হতে পারে সেজন্যও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এগুলি সত্য কথা। কেন না আজকে মন্ত্রীরাও ভাবছেন এবং আমরা যারা এই হাউসের সদস্য আছি, তারাও ভাবছি কি করে এর মোকাবিলা করা যায়। তাই আমাদের মন্ত্রীরা বিভিন্ন অঞ্চলের খরা পরিস্থিতি কি রকম সেটা দেখার জন্য সফর করেছেন এবং সেই সংগে আমাদের উচ্চ পদস্থ বহু অফিসারও ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন, দেখে কি ভাবে এর প্রতিকার করা যায়, তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করছেন। আজকে সরকার থেকে কৃষকদের কৃষি লোন দেওয়া হচ্ছে, আদিবাসীদের দাদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেটা কিভাবে দেওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। আজকে বলতে গেলে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় সর্বত্র তিনটা ফসল হয়ে থাকে। আউস ফসল খরা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আমরা পাইনি, জুম পাওয়ার আশা ছিল, সেটাও খরায় নষ্ট হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আমন ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য সরকার এই ফসলকে রক্ষা করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করবেন। আমাদের আউস ফসল যেটা নষ্ট হয়েছে, তার প্রায় ৬০ ভাগ হবে, আর জুম ফসল বলতে গেলে ৮০ ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। জুমে যে শুধু ধানই হয়, তা নয়, জুমে নানা প্রকার খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে, এই খরার জন্য। স্যার, আমি নিজেও একজন কৃষক এবং এই কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে বহুবার বহু আলোচনার মাধ্যমে এই এ্যাসেম্বলীতে বলেছি। কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে, সরকার এর কাজ করার দরকার। আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে যখন বাঁধ ইত্যাদি দেওয়া হয়, তখন সরকার থেকে কিছু দেওয়া হয় আর আমরা যারা কৃষক, আমরা কিছু দেই, যাতে করে টেম্পোরারী বেসিসে বাঁধ ইত্যাদি তৈরী হতে পারে। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোথাও কিছু সরকার থেকে করা হয়েছে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনগুলির মধ্যে, সেই রকম কিছু আমরা দেখতে পারলাম না। স্যার, আমি এখানে ২।১টা নজীর দিতে পারি—যেমন এই যে টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল কোথায় দেওয়া হচ্ছে, যেখানে বেশী পরিমাণে চাষযোগ্য জমি আছে, সেখানে যে জল সেচের ব্যবস্থা করার দরকার। এক একটা চড়া কম পক্ষে ১৮।১৯ মাইল লম্বা, কাজেই সেটার থেকে জল যদি কৃষি জমিতে নিতে হয়, তাহলে বেশ বড় একটা বাঁধই করতে হবে, তা নাহলে ঐ চড়াতে যে জল জমা হবে বাঁধ দেওয়ার ফলে, সেটা কন্ট্রোল করা যাবে না বা সেই জলকে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা যাবে না। তারপরে আর একটা আছে, সেটাকে আপনারা কি যে বলেন, ও মনে পড়েছে সেটাকে লিফট ইরিগেশান স্কীম বলে, এই লিফট ইরিগেশান স্কীমের দ্বারা যদি ব্যাপকভাবে কৃষি জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে শত খরা হলেও জমিতে ফসল না হয়ে পারে না, কিন্তু সেই রকমের ব্যবস্থা

কয়টা জায়গায় হয়েছে। তৈছুংছড়া এবং নচ্ছা ছড়া এই হয়ে গেলে কিন্তু বড় বড় অফিসার সেখানে নিয়ে দেখিয়েছি সেখানে বোধ হয় ৯০ পার্সেন্ট আমন ফসল নষ্ট হয়েছে, ১০ পার্সেন্ট পাচ্ছে কিনা সন্দেহ। এই ১০ পার্সেন্ট কেটে মুনির মাহিনা দিয়ে কিছুই পায় নি। এই কর‍ছি করছি করে লাঠি আনতে সাপ চম্পট একটাও নাই, আর কোনখানে বলে সারভে করা হবে, টেকনিশিয়ান যাবে, দেখা যাক কি হচ্ছে। কিন্তু আজকে এখানে এসেম্বলিতে বলছে কি এতটা হয়ে গেছে, আর হচ্ছে। অন্য খানে হচ্ছে কি না জানি না, আমি বলছি উদয়পুরে কতটা হয়েছে। আবার এই দিকে বলছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, দৃষ্টি কোথায় সজাগ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিট পাবেন তার মধ্যে ৫ মিনিট চলে গেছে কিন্তু।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এত কম সময় দিলে মনের কথা বলা যায় না, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আরও সদস্য আছেন, এতে অংশ গ্রহণ করবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কিছু বাড়ান স্যার, আরও ১৫।২০ মিনিট দেন, এই গেল ডিপ টিউবওয়েলের নমুনা। তার পরে বাঁধের নমুনা বলি আমার এই ২৯ মাইলের মধ্যে একটিও হয় নি। তারপরে গর্জি, কাকড়াবন এলাকায় কোথাও কোথাও ছোট ছোট বাঁধ হয়েছে বা হইতেছে আরও হইতেছে যে এইটি কি হইতেছে, ছড়াতে জলই নাই। একটা ছড়ার মধ্যে যদি ৪।৫টা বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে অবস্থাটা কি হবে। সামনে তারা হয়তো খানিকটা জল পাবে, কিন্তু পেছনের তারা পাবে না। কিন্তু ডজন ডজন আমলা খাটছে এই বাঁধ দেওয়ার জন্য। এই তো মন্ত্রী বাহাদুরের বক্তৃতায় শুনেছি সেখানে বার মাস জল থাকে। উন্নয়নের কাজ অবরোধ হওয়ায়, আমি মাইনর ইরিগেশনের এস, ডি, ও, বি, ডি, ও এবং ওভারসিয়ারকে নিয়ে গিয়েছিলাম। হাটতে হাটতে ভদ্রলোকবাবুর পা তো ফুলে গেছে। আমি বললাম এই ছড়াটাতে যদি বাধ দেওয়া হয় তবে টাকা হয়তো ৫০।৬০ হাজার যেতে পারে। কিন্তু জল আনতে পারলে ৩।৪টা মাঠে কৃষকরা ফসল করতে পারবে। সেই গেল তারা, সারভে হলো আবার মাঠে উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হলো। একটা অনুরোধ করলাম যে একটু দেখুন, কি জানি দেখেছে-টেকছে আমি জানি না।

এই হলো আমার এখানে লক্ষ কোটি টাকার হিসাব। সিজনেল বাঁধ এই পর্য্যন্ত, কোথাও ২ হাজার কোথাও ৪ হাজার টাকার করা হয়েছে। কিন্তু কথা হলো ছড়ায় জল না থাকলে এই জল আসবে কোথা থেকে, আর জল পাবে কোথা থেকে। আবার এই দিকে বলছে ষ্টেট রিলিফের কথা, শেষ পন্থা, ক্রেশ প্রোগ্রাম এই যে ৪ টাকা করে দেওয়া হয়, অন্ততঃ আমি তো বলবো উদয়পুরে যে স্কীমগুলি আমরা দিয়েছিলাম, তার মধ্যে হয়তো তারা কয়েকটা কাজ করেছে, কোথাও কোথাও একটা কাজ হতে পারে। কিন্তু একটা কাজও হতেছে বলে আমি দেখছি না। ষ্টেট রিলিফের বেলায়ও এই অবস্থা। এর অবস্থাটা যদি দেখুন চিন্তা করে, একটা ষ্টেট রিলিফে

একজন কর্মচারী বা দুই জন থাকেন এবং বলা হয় সেখানে কাজ নাই। তা হবে কি করে। যদি একটা কাজের মধ্যে একজন সরকারী কর্মচারী থাকে, এত বড় একটা ডিষ্ট্রীক্টে বা একটা ডিভিশনে, তবে তা হবে কি করে। কিছু হচ্ছে না। এই ষ্টেট রিলিফের নমুনা দেখিয়ে দিলাম। পানীয় জলের ব্যবস্থা কিছু করা হয়েছে। কয়টা আমাদের সাব ডিভিশনে দিয়েছে জানি না স্যার, ১২ টার মত হবে। এর মধ্যে দুই একটা চালু আছে। অর্থাৎ আদিবাসী-দের জল খাওয়া শেষ আর কি। পুরানো টিউবওয়েলগুলি কবে ঠিক হবে ভগবান জানেন। তাদের এই হলো আমাদের জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা। এখন সরিষা আনছে, সরিষা বান হবে, তারপর তৈল পাবো। তৈল তো এখন বাজার থেকে ৪ টাকা করে খামো, আর কি। আমার কথা হলো যে উনারা তো খবরই রাখেন না, যে একটা সাবডিভিশনে একটা বি, ডি, ও সরকারী কাজ বা জনসাধারণের কাজ অফিসে করতে পারে। আর একটা এস, ডি, ও বা কতখানি কাজ করতে পারে। তারা সব সময় ব্যস্ত থাকে এই কনফারেন্স আছে, এই মন্ত্রী আসছে ইত্যাদি। মন্ত্রী যাবে তাই তাদের চিন্তা। আছেই বা কি। আমরা যাই আর আসি এই আর কি। বলতে গেলে স্যার, সারাটা দিন লাগবে। চাউল এখন খাচ্ছি সস্তা দামে ১·৭৫ পয়সা, ১·৮০ পয়সা করে। এই সস্তা দামে খাওয়ার কারণটা হচ্ছে এই, দাদন দিতে হয় হাওলাত টাকা দেওয়ার জন্যই কিছু ধান সস্তা দামে বিক্রি করতে হয়। কাজের অবস্থা কি হবে। রবি শষ্যের বেলায়, আলুর বীজের বেলায় সরকার থেকে প্রচার করা হচ্ছে লোন দেওয়া হবে। একখানি জমির আলুর চাষের জন্য ৪০০ টাকা করিয়া দিবে না কি হাজার টাকা করিয়া দিবে, কৃষকদের সর্বনাশ করছে। কৃষকরা হয়তো চেষ্টা করলে চাষ বাস করতে পারতো আলুর বীজ, যোগাড় করতে পারতো কিন্তু এমন সময় বলা হলো পিটিশান করতে। শেষ সময়ে দেখা গেল কিছুই করতে পারে নাই। এক এক জনে বেশী খাওয়ার আশায় এক খানির জাওগায় ৪ খানি করিয়া বসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। ঘুরে ফিরে এইখানে শেষ হয়। ডেভেলপমেন্ট কমিশনার থেকে আরম্ভ করে আর বি, ডি, ও পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। মন্ত্রী পর্যন্ত এসে আর নেই। এই হলো আলুর অবস্থা। রবি শষ্য করবো। পাম্প মেসিন এতদিনে দিয়েছে। আমি বলি উদয়পুরে কয়েকটা যাবে। আর এখন যাবে তারপর রবি শষ্য করবো।

আমি যদি বলি উদয়পুর সাবডিভিশনে কয়টা গেছে? এখনও যাবে, হবে, তারপর রবিশষ্য করব। আলু লাগানোর সময় গিয়ে মরিচ, মূলা লাগানো পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। এইগুলি বাদ দিয়ে বোরো করতে পারতাম, তাহলেও কিছু হত। আর এক মাস, পৌষ মাসের মধ্যে রোয়া দিতে হবে যদি উন্নত ধরণের চাষ আমরা করতে চাই। কিন্তু জল কোথায়? যারা আলি ফেলেছে, তাদের সব বীজ শুকিয়ে গেছে। ধোপিছড়া থেকে শালগড়া পর্যন্ত একটা মোবাইল স্কীম করা হয়েছে, কৃষকরা তাতে খুশি হয়েছে। আমি আগেও বলেছি আরেকটা স্কীম মহারাণী থেকে আপ টু উদয়পুর, শালগড়া থেকে কাকরাবন পর্যন্ত করা হউক, এতে বেশী টাকা লাগে না। এইদিকে তাঁদের নজর নাই। দ্রব্যমূল্য কমা-

নোর জন্য তাদের কোন নজর নাই। দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডালের দাম ২'৫০ টাকা, লংকার কে, জি, ৫ টাকা তেল—৬'৫০ লিঃ, এইভাবে প্রতিটি দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। সরকার অনেক কিছু করছে, কৃষি ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু এই কৃষি ঋণ বিলি বন্টনের ব্যাপারে কৃষকের সর্বনাশ করে দিয়েছে স্যার। যেখানে ৪০০ টাকা দেওয়ার কথা, সেখান ১০০ ২০০ টাকা দিয়ে শেষ করেছে। স্যাংশান ছিল, গভর্ণমেন্ট বলেছে ঢালাও ভাবে কৃষি ঋণ দিয়ে দাও। (রেড লাইট)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি অনেক সময় নিয়েছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমার কথা ভাল লাগবে না স্যার। আমি এখানে বলছি যে অন্ততঃ এলাকার মধ্যে স্থায়ীভাবে যাতে ছড়ার জল আটকানো যায় সেই জায়গা থেকে নালা কেটে এক এক সাবডিভিশন স্কীম এর মাধ্যমে জল সংগ্রহ করে, নালা কেটে দিলে, কৃষকরা ছয় মাইল, সাত মাইল পর্যন্ত জল নিতে পারবে। আদিবাসীদের অবস্থা কি হয়েছে? তাদের জুম গেল, আউষ গেল, সব গেল। দাদন ১০।২০ টাকা খয়রাতি সাহায্য ১০।২০ টাকা দিল, এই দিয়েই সেরে গেছে, এই বছরের জন্য শেষ, এই টাকা দিয়ে ছয় মাস, ১২ মাস কি খেতে পারে স্যার। তাতে কি হল, এই ২০।৩০ টাকা দাদন দিয়ে কি একটা আদিবাসী পরিবার, যাদের জুমিয়া বলি, তারা কি করে চলবে, তা দিয়ে অন্ততঃ ১০০।২০০ টাকা জুমিয়াদের দাদনের ব্যবস্থা রাখার কথা আমি বলেছিলাম। গ্রামের লোক গ্রামীন কাজকর্মে অভ্যস্ত, তারা সহরে এসে বুঝ পায় না। আমরা দেখছি যে গ্রামের লোক মাথায় করে যে ছোট্ট বোঝা মাথায় করে নিয়ে যে সব জিনিষ বাজারে বিক্রি করে, তার থেকে মাশুল আদায় করা হচ্ছে। যদি সে বাজারে বেচে আট আনা, তাকে চার আনা মাশুল দিতে হচ্ছে, এতে সরকারের কি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে স্যার? আবার তাঁরা বলেন গরীবি হটাও। স্থায়ীভাবে যে তাদের জন্য স্কীম করা, তা না করে বছর বছর দাদন আর খয়রাতি সাহায্য, এই করে তাদের বাচানো যাবে না। তাই বলছি এই বছর সরকারকে লঙ্গরখানা খুলতে হবে। উদয়পুর এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে ভবিষ্যতে। কাজেই কিছুটা যেন স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন সরকারের কাছে এই অনুরোধ আমি রাখব। এই বলে মন্ত্রী বাহাদুরকে এই বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় উপমন্ত্রী খরা সম্পর্কিত যে বিবৃতি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এখানে রাখা হয়েছে, বাস্তব অবস্থা, খরা সংক্রান্ত বিবরণীতে যা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশী ভয়াবহ। কারণ পরপর চারটি ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়ও বলা হয়েছে যে আমন ফসল সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট নষ্ট হয়েছে, আউস ফসল, আমন ফসল, এবং মাঝখানে গম এই চারটি ফসল নষ্ট হয়েছে। অবিলম্বে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা উচিত এবং দুর্ভিক্ষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে, দুর্ভিক্ষ এলাকায় যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, অবিলম্বে যদি সরকার

তা না করেন, তাহলে ত্রিপুরা সরকার, জনগণের দায়িত্বে অবহেলার জন্য দায়ী থাকতে হবে। আমি জানি যেসব বড় বড় কৃষক দেড়শত দুইশত মণ ধান পেত, তারা আজকে ২০।৩০ মণ ধান পেয়েছে, মাঝারী কৃষক, নিম্নবিত্ত কৃষক তারাও মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, কি ব্যবস্থা হবে ভবিষ্যতে। আমন ফসল যেটা সামনে হওয়ার কথা, সেটাও হবে না। কারণ জল সরবরাহের প্রয়োজন। অবশ্য সরকার দেখিয়েছেন আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমন ফসলের সম্ভাবনা যেটা হওয়ার সেটাও হবে না এবং তারজন্য যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন সেই সম্পর্কে সরকার দেখিয়েছেন যে তারা ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার মত অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে সামনের দিনে অবস্থা আরও জটিল হবে এবং সেই অবস্থার মোকাবিলার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় এমনিতেই অনাহার অর্দ্ধাহার প্রচণ্ডভাবে চলছে, ব্যাপকভাবে অনাহার অর্দ্ধাহার চলছে এটা যদিও বলা যায় না, কিন্তু অনশন জনিত মৃত্যু ঘটছে। কাজেই কৃষি ঋণ যেটা দেওয়া হয়েছে, একটা গাঁও সভায় ১০।১৫।২০ জন কৃষি ঋণ পাচ্ছে। হাজার হাজার কৃষক যারা কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছে, তাদের দাবীপত্র গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলিকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা দরকার, যে সরকারের পক্ষ থেকে না হলেও যাতে আগামী আমন, বুরো ফসলের জন্য কৃষিঋণ ব্যাপকভাবে দেয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন এবং জরুরী ভিত্তিক দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করার জন্য, সমস্ত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রস্তুত থাকার জন্য ত্রিপুরা সরকারের বলা দরকার। কারণ যে সমস্ত অঞ্চলে অনাহার অর্দ্ধাহার চলছে বিশেষ করে ট্রাইবেল অঞ্চলগুলিতে সেখানে অবিলম্বে লঙ্গরখানা খোলা দরকার। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি গ্র্যাচুয়িটি ঋণ যা দেওয়া হয় সেই ঋণ বাস্তবিক পক্ষে খুব কার্যকরী হয় না, অনেক সময় পক্ষপাতিত্বের নানা ঘটনার কথা শোনা যায়। কাজেই গ্র্যাচুয়িটি ঋণ হিসাবে যেটা দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত এলাকায় খাওয়া পায় না, অনাহার অর্দ্ধাহার চলছে তাদের জন্য গ্র্যাচুয়িটি ঋণ থাকুক বা না থাকুক অবিলম্বে লঙ্গরখানা খোলা দরকার। লঙ্গরখানায় যারা রিয়েলী অ্যাফেক্টেড তারাই খেতে আসবে, তার জন্য লঙ্গরখানা খোলা দরকার শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে। কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার এবং কৃষি ঋণ ব্যাপকভাবে বিলি করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই ব্যাঙ্ক থেকেও যাতে কৃষকদের ব্যাপক হারে কৃষি ঋণ দেয় এবং সরকারী বাজেট থেকেও যে সমস্ত কৃষি ঋণ দেয় এই সমস্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা দরকার। যে সমস্ত কর্ম্মসংস্থান এগ্রিকালচারের সংগে যুক্ত শুধু যে সেগুলিই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাই নয় সমস্ত সেকশানের লোক, কর্ম্মচারী থেকে আরম্ভ করে ব্যবসায়ী বা বিভিন্ন রিক্সাওয়ালা এই সমস্ত সেকশান অ্যাফেক্টেড হয়েছে। কারণ কৃষকের হাতে টাকা না থাকলে সবাই অ্যাফেক্টেড হয়। বিভিন্ন তরীতরকারীর যে পরিমাণ দর বাড়ছে, শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ আজকাল ব্যতিব্যস্ত। কাজেই এই সমস্ত অবস্থায় অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করা দরকার। কৃষক

ছাড়া রিকসাওয়ালা, কারীগর, ছোট ব্যবসায়ী, এই সমস্ত লোক যাতে ঋণ পায় তার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং সরকার থেকেও ঋণ দেওয়া দরকার। আর এই সমস্ত ব্যবস্থাকে যদি অবিলম্বে গ্রহণ করা না হয় তাহলে আমন ধানটা উঠার পরে বাস্তব অবস্থা আরও জটিল হয়ে যাবে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপকভাবে কৃষি ঋণ দেওয়া হোক, খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হোক এবং গ্রামাঞ্চলে স্থায়ীভাবে টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক। এখন ক্যাশ স্কীম যে সমস্ত কার্যক্রম চলছে সেটা দুই মাস বন্ধ থাকলে গ্রামের মানুষ কোন কাজ পাবে না। কাজেই অবিলম্বে স্থায়ীভাবে টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক যাতে কর্মসংস্থানের অভাব না ঘটে এবং এই সমস্ত অবস্থার ভিত্তিতে অবিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্যকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করে বর্তমান অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য এই বিধানসভায় দাবী উত্থাপন করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই অভূতপূর্ব খরা পরিস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে যে বিবৃতি এই হাউসে পেশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই মোটামুটি মুখ্যমন্ত্রীর খরাজনিত বিবৃতিতে খরাজনিত আমাদের ফসলের যে অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে যে দুঃখদুর্দ্দশার সম্মুখীন হয়েছি তার একটা সাধারণ বিবৃতি এখানে দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিটার মধ্যে এমন স্পষ্ট কিছু নেই যে এই অভূতপূর্ব খরার ফলে আমরা যে দুঃখ দুর্দ্দশার সম্মুখীন হয়েছি তার ম্যাগনিচিউড কতখানি, তাতে কি পরিমাণ লোক অ্যাফেকটেড হয়েছে, ট্রাইবেল এলাকাতে কতজন অ্যাফেকটেড হয়েছে এবং তাদের কতদিনের জন্য আমরা আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে, কতদিনের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এই জাতীয় কোন ষ্টেটিসটিক্স এই বিবৃতিতে নেই। কত সংখ্যক কৃষক ফসল পায় নি, ভবিষ্যত ফসল উৎপাদন পর্যন্ত তাদের বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কি পরিমাণ আমাদের প্রয়োজন এই জাতীয় আভাষ এই বিবৃতিতে কিছু নেই। আমি বলতে চাই খরা জনিত যে পরিস্থিতির মোকাবিলা আমাদের করতে হবে, যদি সঠিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হই, আমাদের কষ্ট কতখানি তা লাঘবের জন্য আমাদের কি করতে হবে তার সঠিক তথ্য যদি আমাদের কাছে না থাকে তাহলে আমাদের পরিকল্পনা এবং প্ল্যান বৈজ্ঞানিক ভাবে হবে না। তবে যে প্রগ্রাম এখানে রাখা হয়েছে, খরা জনিত পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য, এইটুকু বলা চলে যে আমাদের সংগতি অনুসারে এই প্রগ্রাম সন্তোষজনক নয়। কিন্তু আমি এই কথার উপর আবার জোর দিতে চাই যে কোন্ শ্রেণীর লোক কিরকম অ্যাফেকটেড হয়েছে, এই অবস্থা কতদিন চলছে এবং তাকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তার সঠিক কোন ব্যবস্থা নিচ্ছি বলে আমার মনে হচ্ছে না। আর একটি জিনিষ আমরা এই বিবৃতিতে দেখেছি এই খরাজনিত পরিস্থিতির ফলে অনেক জরুরী অতিরিক্ত কাজ আমাদের নিতে হয়েছে সরকারের। কি এই যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সেট আপ সেটা শুধু

নর্ম্যাল যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে তার জন্য রয়েছে। কিন্তু যে অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব আমাদের নিতে হয়েছে খরাজনিত পরিস্থিতিতে আমাদের বর্ত্তমান নর্ম্যাল গভর্ণমেন্ট সেট আপে কি সেটা করতে সক্ষম? এই কথাটার উত্তর কিন্তু আমাদের নেই। যে অতিরিক্ত খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য যে অতিরিক্ত কাজের বোঝা সরকারকে নিতে হবে এই অতিরিক্ত কাজের বোঝা নেওয়ার জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সেট আপ রয়েছে কিনা সেই সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে এবং এই অতিরিক্ত কাজের বোঝা বহনের জন্য অতিরিক্ত অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ব্যবস্থার কথা এই বিবৃতিতে নেই বা এই সম্বন্ধে সরকার যে ভাবছেন তাও নয়। তবে পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে খরাজনিত অবস্থার মোকাবিলার জন্য, উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকার কিছুটা চেষ্টা করেছেন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সেট আপে। উপর লেভেলে কিছু কিছু কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা তারা করেছেন, যেমন আমরা দেখেছি প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে অফিসারের আণ্ডারে কয়েকজন অ্যাডিশন্যাল ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার নিয়োগ করতে হবে। এই রকম উপরের লেভেলে কিছু কিছু কর্মচারীর সংস্থান করা হচ্ছে বলে কাগজে দেখেছি কিন্তু বিবৃতিতে সেই কথাও নেই। তাছাড়া আমি বলতে চাই এখানে টেষ্ট রিলিফ, ক্র্যাশ প্রগ্রাম, ছোট ছোট ।সজন্যাল বাঁধ বা বিভিন্ন জিনিষ এর মাধ্যমে গ্রামীণ যে সমস্ত বেকারদের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে এই সমস্ত প্রগ্রাম যদি সত্যি সত্যি কার্যকরী করতে হয় এবং জরুরীভিত্তিতে যদি এইগুলিকে রূপায়িত করতে হয় তাহলে আমার বিশ্বাস, আমি এই সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িত থেকেই বলছি যে এই নর্ম্যাল সেট আপের পক্ষে এটা সম্ভব নয় এবং সম্ভব হচ্ছেও না। আমি জানি আমার সাবডিভিশনে যেখানে ৬০ থেকে ৮০টা টেষ্ট-রিলিফের কাজ হচ্ছে ৮ থেকে ১০ টা ক্র্যাশ প্রগ্রামের কাজ হচ্ছে সেখানে কয়েকটা ভি, এল, ডবলিউ কে দিয়ে, কয়েকটা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে দিয়ে এই সমস্ত কাজের সুপারভিশন হতে পারে না। আমরা দেখেছি, এস, ডি, ও, এর কাছে যখন আমরা টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে বলেছি, বিভিন্ন ব্লক এলাকায় সেখানে তারা বলেন যে ষ্টাফের অভাবের জন্য কাজ করতে পারছেন না। টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করতে পারছেন না। ফলে জনসাধারণের দুর্দ্দশা আরও বাড়ছে। কাজেই বোঝা যায় নর্ম্যাল যে সেট আপ রয়েছে, এই সেটআপে আমরা যে প্রগ্রাম নিয়েছি এই প্রগ্রামকে আমরা ফেস করতে পারব না। কাজেই শুধু টপ লেভেলে কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করে এই অবস্থার মোকাবিলা আমরা করতে পারব না। যেমন নর্ম্যাল সেটআপের বাইরেও কতগুলি কর্মচারী নিয়োগ করে আমরা বাংলাদেশ রিফিউজী আগমনের সময়ে অতিরিক্ত কাজকে পরিচালনা করেছি এই খরাজনিত পরিস্থিতিও আমি অনুরোধ করব সরকারকে লোয়ার লেভেলে যারা সুপারভিশন করবে, যারা ক্র্যাশ প্রগ্রাম সুপারভিশন করবে, যারা ক্র্যাশ প্রগ্রাম সুপারভিশন করবে এবং যা করার জন্য কোন সরকারী কর্মচারী নর্মাল সেটআপের জন্য নয়, সেই অতিরিক্ত কাজ করার জন্য টেম্পোরারী কতগুলি ষ্টাফ নিযুক্ত করে হলেও জরুরীভাবে এই কাজগুলি রূপায়ন করার জন্য সায়েন্টিফিক ওয়েতে এই প্রগ্রামকে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হোক। আদারওয়াইজ যদি আমরা কতগুলি

প্রগ্রাম নিলাম কিন্তু তাকে ইম্পলিমেন্ট করার জন্য যা যা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সেট আপের প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে যদি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা সেই প্রগ্রামকে কার্যকরী করতে প্রস্তুত না হই তা হলে যত ভাল প্রগ্রামই আমরা নিই না কেন আমরা এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারব না। আমার আগে যিনি বলেছেন যে গভর্ণমেন্টের এই বিবৃতির মধ্যদিয়ে দি ম্যাগনিটিচুড অব সিচ্যুয়েশান এ্যাণ্ড দি সাফারিংস অব দি পিপল ইজ নট একস্পোজড। এই খরা পরিস্থিতি যে কি ভয়াবহ, গ্রামাঞ্চলে যারা আছে, পাহাড় অঞ্চলে যারা আছে তারা বুঝে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে এটা এখানে নেই। সেটা যে কত তীব্র, কত ভয়াবহ আর কত সংখ্যক লোক এ্যাফেক্‌টেড তার সংখ্যা এখানে নেই এবং কতদিনের জন্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে সরকারের সে সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা সে সম্বন্ধে অমরা এই বিবৃতি থেকে সঠিক ধারণা নিতে পারছি না। কাজেই আমরা বলব আরও একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে সেটাকে রূপ দেওয়ার জন্য আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারের একটা ইমিডিয়েট ইকনমি সার্ভে কমিশন সেটা আপ করা উচিত যে কমিশন ইমিডিয়েট একটা সর্ভে করবেন। এই খরাজনিত পরিস্থিতিতে ট্রাইবেল অ্যারিয়াতে কি পরিমাণ লোক এ্যাফেক্‌টেড হয়েছে এবং তাদের কত দিনের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, ছোট ছোট এ্যাগ্রিকালচারিষ্টরা কতটুকু এ্যাফেক্‌টেড হয়েছে, তাদের কি কি দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে সে সম্পর্কে একটা সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের ইমিডিয়েটলী হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আমরা দেখেছি টেষ্ট রিলিফ, দাদন, এগ্রিকালচার্যাল লোন, এই গুলি ডিষ্ট্রিবিউশান ব্যাপারেও জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ রয়েছে। আমরা এস, ডি, ও আফিস থেকে কৃষি ঋণ বিলি করা হয় দেখেছি। এই খরা পরিস্থিতিতে হাজার হাজার কৃষক কৃষি ঋণের দরখাস্ত দিচ্ছে। ব্লক অফিস থেকে ভি, এল, ডব্লিউ, মারফত সেই সমস্ত কৃষি ঋণের দরখাস্ত এনকোয়ারী করা হচ্ছে। হয়ত পাচ হাজার পিটিশান তারা এনকোয়ারী করে দিল যে পাচ হাজার কৃষক তাদের জমি আছে, তারা কৃষি ঋণ পাইতে পারে। এই ভেরিফিকেশান করে ভি, এল, ডবলিউ, পাঠিয়ে দিলেন এস ডি, ও, অফিসে কাগজগুলি। কিন্তু এস, ডি, ও, এর হাতে যে টাকা রয়েছে, এস, ডি, ও, হয়ত পাঁচ হাজার পিটিশানের মধ্যে মাত্র এক হাজার স্যাংশান দিতে পারেন। কিন্তু পাঁচ হাজারের মধ্যে যে এক হাজার লোককে সিলেক্‌ট করা হয়েছে সেটা করছে এস, ডি, ও, অফিসের ক্লার্ক যার সংঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই। আমি বলি এই কথা যে কৃষি ঋণ স্যাংশানের বেলায় সমস্ত দায়িত্ব বি, ডি, ও, অফিসে দিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তার ষ্টাফ যারা ভি, এল, ডবলিউ, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, একস্‌টেনশন অফিসার, তারা কৃষকের সংগে ডাইরেক্টলী সম্পর্কিত। আর এস, ডি, ও অফিসের যারা ক্লার্ক যারা নাকি ঘরে বসে ক্লার্কের কাজ করে তাদের সংগে জনতার কোন সংযোগ নেই। কজেই ৫ হাজার কৃষকের মধ্যে কোন ১ হাজার কৃষকের সব চেয়ে বেশী জরুরী তা নির্দ্ধারণ করার দায়িত্ব ক্লার্কদের হাতে না থেকে বি, ডি, ও, আফিসের লোকদের হাতেই থাকা উচিত। কারণ তারা জনসাধারণের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই সমস্ত অব্যবস্থার ফলে কৃষি ঋণের ব্যাপারে আমরা অনেক রকমের দুর্নীতি চলছে দেখতে পাচ্ছি। যাদের কৃষি লোন পাওয়া উচিত, যারা ছোট ছোট কৃষক, যাদের গরু নেই, যারা কৃষি লোন পেলে পরে ফসল ফলাতে পারতো, যাদের দুর্দশার লাঘব হতে পারতো, তারা সেই কৃষি লোন পায়নি। আর যারা তদবির করতে পারে, হামেশাই বা প্রত্যেকদিন যারা এসে অফিসের ক্লার্কদের কাছে ধর্ণা দিতে পারে, যাদের সঙ্গতি আছে সেই সব কৃষকেরাই তাদের কৃষি লোন আদায় করে নিয়ে যায়। আর যারা গ্রামের কৃষক, সে তার ক্ষেতের কাজ ফেলে ছুটাছুটি করে এসে অফিসের ক্লার্কদের কাছে ধর্ণা দিতে পারে না বা টাকা পয়সা খরচ করতে পারে না, তাদের ভাগ্যে সেই কৃষি লোন জুটে না। আজকে যদি একটা গ্রামের মধ্যে বা বি, ডি, সির, মধ্যে ১ হাজার কৃষককে কৃষি লোন দেওয়া হয়, তাহলে কাকে দেওয়ার দরকার, এই যে প্রায়রিটি এটা নির্দ্ধারণ করার দায়িত্ব বি, ডি, ওর উপর থাকা উচিত, এটা এস, ডি, ও অফিসের ক্লার্কের উপর থাকা উচিত নয়, তার কারণ ঐ এস, ডি, ও অফিসের ক্লার্ক সেই জনতার সঙ্গে ক্লোজলি রিলেটেড নয়। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে আমি সরকারকে অনুরোধ করব, কৃষি লোন দেওয়ার দায়িত্ব, টেষ্ট রিলিফ, সীজন্যাল বাঁধ ইত্যাদির সিলেকশান এবং স্যাংশান করার দায়িত্ব, এস, ডি, ও, অফিসে না রেখে ঐ সমস্ত বি, ডি, ও, অফিসে ষ্টাফের অভাবে কাজ করতে পারে না—যেমন মাইনর ইরিগেশানের ব্যাপারে। আমরা এবারে অনেক বেরো ধান পেতাম, যেটা নাকি আমরা আমন ফসলের সময়ে লস করেছি সেটা যদি কম্পেনসেট করতে হয়, তাহলে আমাদের মাইনর ইরিগেশানের কাজকে ত্বরান্বিত করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি বি, ডি, ও, সীজন্যাল বাঁধ করবার জন্য যে সমস্ত প্লেন করেছে, সেগুলির একজন মাত্র ওভারসীয়ার নিয়ে এষ্টিমেট ইত্যাদি করে শেষ করতে পারছে না। এগুলির জন্য টেক্‌নিক্যাল এপ্রুভেল, এবং টেক্‌নিক্যাল স্যাংশান ইত্যাদির দরকার হয়। অথচ সেগুলি ঐ ষ্টাফের অভাবে আন-এপ্রুভড হয়ে পড়ে আছে। কাজেই সমস্ত পরিকল্পনাটাকে যাতে বাস্তবায়িত করা যায় সেজন্য দৃঢ় সুস্থ চিন্তা করে, কি কি ষ্টাফের প্রয়োজন, কি কি এমপ্লয়মেণ্টের প্রয়োজন এই সবগুলি আমাদের কন্‌সিডারেশানে নিয়ে একটা ফুল প্লেজেড বা সামগ্রিক প্রগ্রাম আমাদের নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। আর তা না হলে আমরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারব না। তারপরে আমার এক বন্ধু এখানে লঙ্গরখানার কথা বলেছেন, এটা যেখানে যেখানে টেষ্ট রিলিফে রাস্তাঘাট করার কোন স্কোপ নাই, আর যেখানে টাঙ্গিয়া সিষ্টেমে তাদেরকে কাজ দেওয়ার মত কোন স্কোপ নাই সেখানে যতদিন পর্য্যন্ত তারা নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাদেরকে ফ্রি রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ লোঙ্গরখানা করতে হলে সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, সেখানে রান্না বান্না থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর দয়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সেই দায়িত্ব নেওয়ার মত ক্ষমতা সরকারের নেই। কাজেই সেই সমস্ত রিমোটেড্ ট্রাইবেল এরিয়াতে, যেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ করা যায় না, বা অন্য কোনও কাজ করবার মত স্কোপ নাই, আমাদের হিল এরিয়াতে যে সমস্ত জুমিয়ারা বাস করছে,

তাদেরকে সাময়িকভাবে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হলেও, অন্ততঃ তাদের আবার নূতন করে জুম সীজন আসা পর্য্যন্ত তাদের ফ্রি রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি। তবে আমি এই জন্য লঙ্গরখানা করার পক্ষপাতি নই। কারণ লঙ্গরখানা করে তার দায়িত্ব নেওয়ার মত ক্ষমতা এই সরকারের নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার এমন পরিকল্পনা নিক, যে পরিকল্পনার সঙ্গে আমাদের সাধ এবং সাধ্যের সামঞ্জস্য বিধান হয়। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে এই ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির মত একটা অবস্থার মোকাবিলা করতে সরকার কোন মতেই সক্ষম হবেন না। এবং তার জন্য আমরা একটা গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হব।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে যে একটা ভয়াবহ খরা পরিস্থিতি চলছে..................

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, সেটা হচ্ছে এই যে আমার কাছে যে লিষ্ট আছে, তাতে দেখতে পাচ্ছি এই সভার সকল সদস্যই এই সম্পর্কে কিছু না কিছু বলতে চান। কাজেই সময়টা যদি প্রত্যেকে একটু কম করে নেন, তাহলে সেটা সম্ভব হবে। অর্থাৎ আজকের মধ্যেই আমাকে এটা শেষ করতে হবে।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—এই যে ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির অবস্থা, সত্যি এটার কি হবে, এই খরার থেকে আমাদের জনসাধারণকে কিভাবে বাঁচানো যাবে, এটা সত্যি একটা চিন্তার ব্যাপার। বর্তমানে আমাদের সরকার এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য বোরো ফসল করবার ব্যাপারে যে সব ছোট ছোট ছড়া আছে, সেগুলিতে সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেই ছড়াগুলির অবস্থান হয়তো এমনই যে সেগুলি ঠিকভাবে জমির কাছ দিয়ে গেছে এবং জমিতে জলও উঠছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে ঐ এলাকাগুলি প্রায় অধিকাংশই ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা, তারা সেই জমিতে বোরো করবার জন্য টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় বীজ ধান কিনতে পারছে না, ফলে তাদের অনেকেই এখন পর্য্যন্ত ঐ বোরো ধানের হালি ফেলতে পারে নি। আমি জানি যে আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে এই বোরো ধানের বীজ মাত্র সপ্তাহ খানেক হয় গিয়েছে, ফলে হালি ফেলতে ফেলতে অনেক দেরী হয়ে গেছে তাছাড়া তাদের আর অন্য কোন সুযোগও ছিল না। আর যেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যেমন—কড়ইছড়ায় একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে, এটা সম্পূর্ণ একটা আদিবাসী এলাকা এবং এলাকাতে ব্যাপকভাবে বোরো ধান করার মত একটা সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সেখানে বীজ ধান নেই। সেখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজ ধান দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তারপরে আছে লালছড়া, উড়িছড়া এই রকম কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় যেখানে যেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যেখানে জল জমিতে ঠিকমত উঠছে এবং সেখানে যাতে বোরো ধান ঠিকমত করা যায়, সেজন্য ঐ অঞ্চলের কৃষকদের ফ্রি বীজ ধান দেওয়া নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। আর আমাদের ঐসব এলাকার ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে আমি দেখছি রেশন সপগুলিতে রেশন কার্ডগুলি এ, বি, সি,

ইত্যাদি মার্কা করা হয়েছে। 'এ' যাদের রেশন কার্ড তাদের চাউলের কোটা আছে, আর 'বি' যাদের রেশন কার্ড তাদের হয়তো আটা আর চিনির কোটা আছে। এই এক একটাতে এক এক রকম আছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে যারা নাকি ভাল কৃষক, যাদের নাকি ১/২ দ্রোন জায়গা জমি আছে, তারাও এবার জমিতে কাঁচি দিতে পারে নাই। এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেটা আমি নিজের গ্রাম পেচারথল এবং শান্তিপুরে দেখেছি, সেই সব গ্রামগুলির মধ্যে যারা এক দ্রোনের উপর জমি করেছে, তার এক মোঠ্ঠ ধান বাড়ীতে নিতে পারে নাই অর্থাৎ কাচি নিয়ে জমিতে ধান কাটতে পারে নাই। এভাবে খরার কবলে পড়ে জমিগুলির ধানগাছগুলি মরে গেছে। এই রকম বহু জায়গা কাঞ্চনপুর ব্লকে আছে—, যেমন বেতছড়া, শান্তিপুর, শুকনাছড়া মাটি প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকার জমির ধানগুলি খরায় নষ্ট হয়ে গেছে, জমির মালিকেরা সেইসব জমিতে কাঁচি নিয়ে ধান ক্ষেতে নামতে পারে নাই। তাই আমি আমাদের মাননীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে এ, বি, সি মার্কা, রেশন কার্ড না করে যাতে সবাই পুরাপুরি রেশন পায়, অন্ততঃ এই খরা পরিস্থিতি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর তা যদি না করা যায়, তাহলে জনসাধারণকে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হবে। তাছাড়া আমার এলাকায় কৃষি ঋণের জন্য অনেক দরখাস্ত এস, ডি, ও, এবং ডি, এম, অফিসে কৃষকেরা করেছে। কিন্তু তারা ঠিকমত সেই কৃষিঋণ পাচ্ছে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। কারণ সেখানে এই কৃষি ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে অফিসের কেরাণীরা এবং রেভিনিউ ইনস্পেক্টারেরা ইনকোয়েরী করছে। আমি জানি যে তারা সরজমিনে গিয়ে ইনকোয়েরী করে না, তারা তাদের ঘরে বসেই ইনকোয়েরীর কাজ চালাচ্ছেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় যদু বাবু যা বললেন অনেকটা আমিও লক্ষ করেছি। সেই ইন্সপেকটারের মনতুষ্টি করতে পারে তারাই কৃষি ঋণ পাচ্ছেন। আর যারা পারলেন না, উনারা ঠিকভাবে কৃষিঋণ পান নাই। কৃষির জন্য কৃষিঋণ সম্বন্ধে আগামীতে ভাল করে কৃষিঋণ কৃষকরা যাতে পাইতে পারে, এবং কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারে, তার জন্য একটু উচ্চ পর্য্যায়ের ব্যবস্থা করে কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। এই হলো আমার মতামতের কথা এখন ত্রিপুরার লোক বিশেষ করে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাতে এক্কনে কাজের খুব অভাব। যদিও টেষ্টরিলিফের কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। একজন লোক দুইটাকা করে পাচ্ছে। এখন চাউলের দাম ২ টাকা এছাড়া জিনিষপত্রের দাম এত বেশী যে একটা লোক দুই টাকা রোজগার করে কিভাবে বাঁচতে পারে? সেদিক দিয়া একটু চিন্তা করা দরকার। আমার মনে হয় টেষ্ট রিলিফের রেইটটা আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে একটু বাড়লে পর জনসাধারণ অনেকটা স্বস্তি হবে সেদিক দিয়ে আমি মাননীয় সরকারের কাছে একান্ত অনুরোধ রাখছি। যাতে না কি কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাতে ব্যাপকভাবে কাজ দেওয়া হয় এবং রেশ সপগুলির এ. বি. সি, না করিয়া সোপগুলি থেকে যাতে বরাবর রেশন পাইতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। আর উচ্চ পর্য্যায়ে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়, আর ফ্রি বীজ

ধান দেওয়া হয়, এইটা মাননীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমংগচাবাই মগ।

শ্রীমংগচাবাই মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে খরা পরিস্থিতির জন্য আউশ ফসলের যা ক্ষতি হয়েছে মনে হয় তুলনামূলকভাবে আমন ফসলের থেকে কম হয়েছে। একমাত্র ফসল নষ্ট হয়েছে জুমের ফসল, এখন আমনের ফসল। জুমিয়াদের অবস্থা চিন্তা করতে গেলে ভগবানের আশীর্বাদে আমরা এখন বাহাদুরী নিতে পারি না। পাটের দর, তুলার দর এবং কার্পাসের দর বেশী হওয়ায় জুমিয়ারা এখন কোন রকমে বেঁচে আছে। আমি ১৮—মুহুরী, লংতরাই পাহাড় ঘুরে দেখেছি যে এখানে আশাপূর্ণ রাজাপাড়া, গয়াচাঁদ পাড়া, অশ্বথমা রাজাপাড়া, রিয়াম ছদ্রীপাড়া, হরিদাস রাজাপাড়া, তৈছবাড়ী, বীরমণি রাজা পাড়া, লংতরাই নহাতন্তা পাড়াতে, লংথরায় মন্থুপুর যেখানে ১৫টি পরিবার আছে, সেখানে দুইটি পরিবারের খোরাকী আছে, যেখানে ১৩টি পরিবার আছে, সেখানে দুই তিনটি পরিবারের দুই মাস তিন মাসের খোরাকী আছে। বাকীগুলি অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, কোনরকমে দিন যাপন করছে, আর মাস দুই পরে অনাহারে তাদের কাটাতে হবে, বাঁচার অবস্থা তাদের থাকবে না। কারণ আমরা এখনও সেখানে টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে রাস্তা করতে পারিনি. তারা আমাদের এখানে সমতলে আসতে গেলে ছয় সাত মাইল হেঁটে আসতে হয়। আমি নিজে চিন্তা করেছি, এস. ডি. ও, বি. ডি. ও'র সংগে আলাপ আলোচনা করেছি—যে আগামী জুম ফসল পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পরিবারকে যে সমস্ত পরিবার-এর খাদ্য নাই, তাদের টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে ৬০ টাকা করে দেওয়া যায় কিনা, না হয় প্রতিটি পরিবারকে রেশানে সাবসিডির মাধ্যমে—যেখানে ১.২৬ পয়সা কে, জি, সেখানে অর্দ্ধেক দামে রেশান চাউল সাবসিডি দিয়ে তাদের বাঁচানো যায় কিনা সেই বিচার বিবেচনা করার জন্য স্থানীয় অফিসারদের সংগে আমি পরামর্শ করেছি। সরকার বর্ত্তমানে যে পাম্প মেশিনগুলি আনলেন সেই পাম্প মেশিনগুলি যদি এক মাস পূর্বে আনতেন, তাহলে মনে হয় যে ফসল নষ্ট হয়েছে সেই ফসলের অর্দ্ধেক অংশ বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম। এখানে দুঃখের বিষয় সেখানে লিফ্ট ইরিগেশানে একটা মেশিন বসানোর চেষ্টা হয়েছিল—২০ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন মেশিন, কিন্তু কারেন্টের অভাবে সেটা বসাতে পারে নাই। যদি সেটা বসানো যেত ৪০ একর জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারতাম। আমি পাওয়ার হাউসের এস, ডি, ও'র কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন যে সেই লালসিংমুড়ার মাঠে পাওয়ার নেওয়া যাবেনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই যে জলসেচের জন্য কমলপুরের জন্য ৫৮ হাজার টাকার একটা বাজেট করেছে, এর মধ্যে ২৭ হাজার টাকা স্যাংশান পেয়েছে, আর বাকীগুলি স্যাংশান পায় নাই। ওখানে ছোট ছোট ছড়া আছে, সেখানে যদি মূল কেটেই হউক, আর পাহাড় কেটেই হউক, জলসেচের ব্যবস্থা যদি করা যায়, বলদং ছড়াতে, তাহলে সেখানে ৫০

এরূপ জমিতে বোরো করতে পারে। ঐ ব্যাপারে চাই আমাদের কমলপুর এলাকার হালাহালির গরীব কৃষকদের মধ্যে বোরো ধানের বীজ যদি অতি সত্বর বিলি করেন তাহলে অধিকাংশ কৃষক সাহায্য পাবেন, বিশেষ করে আমি একথা বলতে চাই আমাদের কমলপুর এলাকায় হালাহালির উপরের অংশে বিশেষ করে ছোট ছোট ছড়াগুলি যে আছে, সেই ছড়াগুলিতে আগে প্রচুর পরিমাণে জল ছিল, অনাবৃষ্টির কারণে জল শুকিয়ে যায়, বাধ দিয়ে জল তুলা যায় না। লালছড়া, বলদং ছড়ার মাঠ দেখলে দেখবেন ফসলের কি ভয়ংকর অবস্থা। আমরা ডিজেল পরিচালিত ১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন মেশিনের দাবী করেছিলাম, এখনও সে মেশিনগুলি পাওয়া যায়নি। বড় বড় মাঠগুলির যদি ফসল না পাওয়া যায় তাহলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাজেই আমি বলব সরকার দেশের এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যাতে সতর্ক থাকেন, তারজন্য আবেদন করে বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খরার অবস্থার উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ষ্টেটমেন্ট, যা আমরা আলোচনা করছি, এতে এমন অনেক কথা আছে, যে কথাগুলি একটার সংগে আরেকটার সামঞ্জস্যহীন। প্রথমতঃ আমার বক্তব্য—সারা দেশের মত ত্রিপুরাতেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, যেমন এখন আমরা সেটা কন্‌ট্রোল করে ফেলেছি—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নেই, এখন স্বাভাবিক অবস্থায় আছি, কিন্তু ঘটনা কি? সারা ভারতবর্ষের চিত্র কি? এখানে বলা হয়েছে—সারা দেশের মত ত্রিপুরাতেও দ্রব্যলমূ্য বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তখন ত্রিপুরার জনগণের ক্রয় ক্ষমতার অভাব লক্ষ্য করছি। খরা কবলিত অঞ্চলগুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহের সমস্যাও ছিল, তাই এই সরবরাহ ব্যবস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ধরণের সমস্যা অনেক এবং সেগুলো সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। তাই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রকে বিশেষভাবে সক্রিয় করে তোলা হয়; অপরিহার্য্য কতিপয় মুল চাহিদা মেটাবার জন্য যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হল সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। তাহলে আজকে আমরা আবার সেই মহাভারত; রামায়ণের যুগে চলে গেছি। কেন জানি না, এর কোন অর্থ হয় বলে আমার মনে হয় না। পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রী ওয়াই, বি, চ্যবন একথা স্বীকার করেছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা। গত ১২ মাসে দাম বেড়েছে শতকরা ১৬ ভাগ, খাদ্য দ্রব্য এর মূল্য বৃদ্ধি। অন্যান্য জিনিষের দাম বেড়েছে ৪·৮ ভাগ। গত মে মাস থেকে গত ছয় মাসে খাদ্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১২·৬ ভাগ। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি অন্যান্য জায়গাতে যে অবস্থা, তার চাইতে ত্রিপুরার অবস্থা বেশী ভয়াবহ, এইজন্য যে বাইরে থেকে ত্রিপুরাতে মাল আমদানী করতে হয় এবং তার যে আনার ব্যবস্থা তা অত্যন্ত জটিল, এই জটিল অবস্থাতে স্বাভাবিক ভাবেই কলিকাতা যেটা পাঁচ টাকা, সেটা ত্রিপুরাতে ৫·৫০ টাকা হবে। সুতরাং এখানকার অবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় এই অবস্থা নাই, ত্রিপুরা

রাজ্যের মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার সঙ্গে আছে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা, সেই বেকার সমস্যা সমাধান, মানে ত্রিপুরার গ্রামীন বেকারদের জন্য টেষ্ট রিলিফ এর ব্যবস্থা করেছে প্রচুর, আরও টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে কি? খরার মোকাবিলা এর দ্বারা করতে পেরেছি কি? আমার আগে যতিন বাবু যে কথা বলেছেন, সরকারী অফিসগুলিতে আগে যে ষ্টাফ ছিল, এখনও সেই ষ্টাফ আছে। তারপর পরিমাণ দেওয়া হয়েছে কত? ইতিমধ্যে ৪৬ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। গ্র্যাটুইটাস রিলিফ বাবদ ৩০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা, দাদন ঋণ বাবদ ১৬ লক্ষ ২৩ হাজার এবং কৃষিঋণ বাবদ ৩১লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বন্টনের জন্য ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে। গত আট বছরে এইসব খাতে মোট ১,০৪,১৭,৯৯৯ টাকা ব্যয় হয়েছিল। আর এই বছর এই সময়ের মধ্যেই ব্যয়িত হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৫৫ টাকা। তারপর সরকার এইসব করেছে, আমি ভাল কাজ বলছি কিন্তু অবস্থা কি, এরপর সরকার মঞ্জুর করেছেন। পূর্বে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অতিরিক্ত টেস্ট রিলিফ খাতে ৭২ লক্ষ টাকা, গ্র্যাটুইটাস রিলিফ খাতে ১৬·৬১ লক্ষ টাকা, দাদন খাতে ১০·৫০ লক্ষ টাকা এবং কৃষিঋণ খাতে ৩৬·১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাহলে এই যে খরচ করা হবে, সেটা খরচ করবে কে? কি করে করা হবে? টাকা বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। আমরা এই বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে দুঃখী মানুষের সেবা করতে পারতাম, তাদের খাবার দিতে পারতাম। কিন্তু প্রথমেই এখানে বলা হয়েছে যে খরার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র এমন কি সেনাবাহিনী, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ সংস্থাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা কি করেছে আমি জানি না। আমাদের ত্রিপুরার খরা বিধ্বস্ত অঞ্চলে আদৌ সেনা বাহিনী এসেছিল কিনা জানি না। তবে আমি যতটুকু জানি কিছু বি, এস, এফ এর ও সি. আর, পি'র লোক গ্রামে, পাহাড়ি অঞ্চল থেকে চাউল বাইরে আনার জন্য এবং পাহাড়া দেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছিল, তাছাড়া পূর্ত দপ্তরের রাস্তার কাজেও কিছু বি, এস, এফ, নেওয়া হয়েছিল। চাউলগুলি যাতে রাস্তায় লুটপাট হয়ে না যায়, তার জন্য কিছু লোক সেখানে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমরা আমাদের মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না, ঐ পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেদের দিয়ে যদি চাউল বইয়ে নিতে পারতাম, তাহলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত, এইভাবে সি, আর, পি দিয়ে চাউল বহন করে নেওয়ার ব্যবস্থা কিভাবে কি হয়েছে, তার নিয়ম কোথায় আছে আমি জানি না। পূর্ত বিভাগ থেকে রাস্তা করানোর কাজে ২০০ জন লোক নেওয়ার যেখানে প্রগ্রাম ছিল, সেখানে ৩০ | ২৫ জন দিয়ে চুক্তির মাধ্যমে সে কাজ করানো হয়েছে, ডেইলি লেবারের হিসাবে নয়। মায়ার টাকা বরাদ্দ করে কিন্তু এই অবস্থার মোকাবিলা করা গেল না। আমরা গত বিধান সভায় এই খরার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পরবর্তী সময়ে সেইভাবে কাজ করানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু তারপর যখন বৃষ্টি নামল, তখন সরকার ভাবলেন খরা থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু তা নয়। আমরা সেই কথাটাই বলেছিলাম, আমাদের কথার উপর বিশ্বাস রেখে যদি অগ্রসর হতেন এবং পাম্প সেট আনতেন—আমরা বলেছিলাম

নদীগুলিকে কাজে লাগানো হউক। নদীগুলিতে বড় বড় পাম্প সেট বসিয়ে জল সরবরাহ করে ছোট ছোট ছড়াগুলি থেকে জল সরবরাহ করার চেষ্টা করা হউক। কিন্তু সেদিন সরকার পাম্প সংগ্রহ করতে পারেন নি আজকে জল শুকিয়ে গেছে। ত্রিপুরার অবস্থা এমন নয় যে আজকে টাকা বরাদ্দ করলেই কালকে পাম্প সেট পাওয়া যাবে তা নয়। সেদিন আমার এলাকায় একটা পাম্প সেট বসাতে মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছিলাম, ডেভলাপমেন্ট কমিশনারকে বলেছি, তিনি সাত জায়গায় কথা বলেছেন, তার যে শুভ ইচ্ছা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু হল না, কারণ ত্রিপুরাতে পাম্প মেশিন নেই। ত্রিপুরার যে কলিকাতা সাপ্লায়ার, তিনি কলিকাতা থেকে আনতে পারেন নি, পুনা থেকে নাকি আসছে ৩৪টি পাম্প মেশিন, যদিও গভর্ণমেন্ট এর প্রোগ্রাম ছিল ১০০টি পাম্প মেশিন কেনার। ইমারজেন্সী ক্রপ করার জন্য ভারত সরকার একটা পরিকল্পনা করেছেন, ত্রিপুরা সরকারের সেটা করা উচিত ছিল, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার করেন নাই, করেছেন বলে আমার মনে হল না, কারণ এখানে আমি দেখছি না। আজকে পুনা থেকে আসবে, এ্যাসেম্বলীতে আসবে, তারপর মাঠে যাবে, তারপর জল দিয়ে কতটা ফসল করা যাবে, ঈশ্বর জানেন। বর্ত্তমানে যে কর্ম্মচারীদের পেটার্ণ, এদেরদ্বারা এত বড় কাজ কোনমতেই সম্ভব নয়। এত কোটি কোটি টাকা খরচ করতে বলা হবে এইসব পাম্পসেট বসিয়ে, কিন্তু কর্ম্মচারী একই, লোক বাড়ছে না। যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে কর্ম্মচারী বাড়াতে আপত্তি কোথায় আমি জানি না। ১৩৭টি ছোট পাম্প মেসিন দেওয়া হয়েছে, সেগুলির তেল কিনতে হবে, বসানো হবে, তারপর ছড়াতে কোথায় জল পাওয়া যাবে কে জানে। সুতরাং ষ্টাফ প্যাটার্ণ বৃদ্ধির জন্য যতিন বাবুর সঙ্গে আমি একমত। এটা যদি বাড়ানো না যায়, তাহলে সরকারের যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, সেটা কার্য্যকরী হবে না। এখানে বলা হয়েছে যে পাঁচ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন ১৩৭টি পাম্প সেট ক্রয় করে খরা কবলিত এলাকায় পাঠান হয়, এবং সরকারী ব্যয়ে সেগুলি চালানো হচ্ছে। কথা হল, (রেড লাইট) আমাকে একটু সময় দিন স্যার। এখানে ডিজেল, মবিল কিছু নেই। আমাকে ভি, এল, ডবল্যু বলেছেন। কোন কোন জায়গায় যখন তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, পি. ই. ও'র সংগে দেখা হয়েছে, তিনি বলেছেন যে এমন কোন অর্ডার তিনি পান নাই, তবে মুখে বলা হয়েছে চালিয়ে যাও এটা একটা সুন্দর জিনিষ, কিন্তু যদি লিখিত অর্ডার না থাকে, সেই অফিসার কি করে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করাতে পারেন? যদিও উর্দ্ধতন অফিসার বলেছেন, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে খুঁত খুঁতে ভাব রয়ে গেছে। আমি একথাটা এখানে উল্লেখ করলাম এইজন্য যে সরকারের ২০শে নভেম্বর একটা চালাও অডার ছিল এটা চালিয়ে যাও, তারপর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর লিখিত কোন অর্ডার গেল না। তারপর পাম্প সেট চালাবার জন্য যে ডিজেল মবিল লাগবে তা তারা পাচ্ছে না। সুতরাং গভর্ণমেন্টের সদিচ্ছা মৌখিক না থেকে এমনভাবে চালনা করা উচিত যে পাম্প সেট শুধু থাকলেই চলবে না পাম্প সেট যেগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি যেন চালু থাকে।

মিঃ স্পীকার :— আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ ফিনিশড।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আর একটু স্যার। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে তারা বলেছেন এইসব কাজের জন্য ২০ লক্ষ টাকা লাগবে। তার অর্থ হচ্ছে গ্রামে জল নাই এটা সরকার উপলব্ধি করে মোটামুটি একটা অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয় নি। এই কয় মাসের মধ্যে গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও দ্রুত করা উচিত ছিল। মিলিটারী দিয়ে কাজ করছি ইত্যাদি না বলে এই পানীয় জলের ব্যবস্থাগুলি আমরা তাড়াতাড়ি যদি করতে পারতাম তাহলে ভাল হত। এইসব ব্যবস্থা যদি দ্রুত না করা হয় তাহলে আমার মনে হয় জনসাধারণের কোন উপকারে এইগুলি আসবে না। তারপর বসত নিরোধের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে গ্রামে গ্রামে সেটা সম্পূর্ণ নগণ্য। সুতরাং এই দিকেও স্বাস্থ্য দপ্তর তৎপর হতে পারলেন না। আমি বলব যে সরকার উপলব্ধি করছেন আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত। কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আরও দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কৃষিঋণ আরও দেওয়া উচিত। কারণ কৃষিঋণ যদি না দেওয়া হয় তাহলে জমি বন্ধক রেখে আরও তারা ঋণ করতে বাধ্য হবে এবং গরু কিনতে পারবে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সরকারকে আরও বেশী পরিমাণে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বর্তমান খরা পরিস্থিতি উপলক্ষে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যে ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই। খরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি দেখেছি যে বেশ প্রগ্রাম নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার জন্য যে কর্মচারী দরকার তা নেই। সেজন্য গরীব লোকদের যে সাহায্য পাওয়া উচিত তা তারা পাচ্ছে না। খরা পরিস্থিতির দরুণ সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এবারও বুরোর জন্য আমরা সিজন্যাল বাঁধ দেওয়ার কথা বলছি। কিন্তু প্রতিবারেই আমরা দেখছি সময় মত সেগুলি হয় না। তার জন্য তারা সময় মত জল পায় না। তারপর দেখা যায় সিজন্যাল বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ২/৪টা যদি পার্মানেন্ট করে রাখা হয় তাহলে কৃষকদের অসুবিধা হয় না। ত্রিপুরাতে ছড়া, নালা প্রচুর আছে, তাতে জলের ব্যবস্থা করা যায়। আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী মির্জাতে প্রচুর জলের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু গভর্ণমেন্ট ৬।৭ হাজার টাকা খরচ করলেন সেটা পরে দেখা যায় যে বাঁধ ভেঙ্গে যায়। এই অবস্থায় যদি পার্মানেন্ট কিছু করা হয় তাহলে উপকার হবে। অনেক জায়গা আছে, লিফট ইরিগেশন করলে বিরাট জায়গায় জলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গভর্ণমেন্ট যদি এইগুলি করেন তাহলে কৃষকদের উপকার হয়। সরকার থেকে অনেক জায়গায় রেশন শপ খোলা হচ্ছে। কিন্তু তার শ্রেণী বিভাগ করাতে, এ, বি, সি, তাতে অনেক দরিদ্র লোক বঞ্চিত হয়। সুতরাং আমার মনে হয় রেশন সমানভাবে ডিষ্ট্রিবিউশন করা প্রয়োজন। আর টেষ্ট রিলিফে আমাদের যে কাজ হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে টাকা দেওয়া হয় সেটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দুই টাকা মজুরী। এটা ভারত সরকারের সংগে আলোচনা করে বাড়ানো যায় কিনা সেটা দেখা উচিত।

তা না হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঁচা সম্ভব নয়। খরা পরিস্থিতির জন্য আমার সাজেশান হচ্ছে প্রত্যেক কনষ্টিটিউয়েন্সীতে যদি একজন অফিসার দিয়ে সাহায্য করা হয় তাহলে গরীব কৃষকেরা উপকৃত হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন সমগ্র ত্রিপুরার খরার যে সমস্যা তা আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। আমার দৃষ্টিতে মনে হয় যে খরা উপলক্ষে ত্রিপুরাতে আরও অনেক সমস্যা আছে এবং ত্রিপুরা খরায় জর্জরিত। এইটুকু ভাষণের মধ্যে আমার মনে হয় যে সব সমস্যা স্থান পায় নি বা স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখানে লেখা আছে যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং ভিটামিন খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি বলতে চাই এই যে ভিটামিন খাদ্য সেটা কয়টা গ্রামে দেওয়া হয়েছে। হয়ত আগরতলার আশে পাশে দিতে পারেন। কিন্তু আমরা যারা প্রতিনিধি আছি এখানে আমাদের মনে হয় না, তাঁদের মনে হয় কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয় না যে কোথায় পুষ্টিকর খাদ্য পৌঁচেছে। জনসাধারণের যে সত্যিকারের চীৎকার সেই চীৎকার আমরা শুনেছি যে আমাদের ভিটামিনের দরকার নাই, আমাদের কয়েক মুঠো চাল দিয়ে যেন সরকার রক্ষা করেন। আমাদের ত্রিপুরাতে যখন খরা দেখা দিয়েছিল, আমরা যারা প্রতিনিধিরা আছি এবং আমাদের যে মাননীয় মন্ত্রীরা আছেন, আমার বিশ্বাস তারা যদি এইসব প্রগ্রাম এবং সরকারের যে কর্মধারা নেওয়া হয়েছে তা যদি ঠিক খরা যখন দেখা দিয়েছিল তার সাথে সাথে যদি নিতাম তাহলে আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে সামনের দিনে যে আরও দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা দেখা দিত না। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই মাছের দাম, ডালের দাম, তেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। মাছের কথা তো চিন্তা করাই যায় না। আমাদের যারা শ্রমিক আছে তারা তো মাছের চোখ দেখেই না। আমরা হয়ত কেউ কেউ দেখেছি মাছের চোখ। তারা না খেয়ে মরছে। সুতরাং আমাদের এই খরা পরিস্থিতিতে কি করা উচিত সেটা ভেবে দেখা দরকার। সরকার এই করবেন সেই করবেন, শুধু এটা বললেই চলবে না। অন্যান্য নরম্যাল পজিশানে বা স্বাভাবিক অবস্থাতে তারা যেভাবে কাজ করতেন, তার থেকে যে খুব একটা বেশী জোর দিয়ে তারা কাজ করছেন বলে আমার মনে হয় না। কারণ, কৃষি ঋণের ব্যাপারে আমরা যা বলেছি, আমরা প্রতিনিধিরা যা বলেছি এবং আমাদের মন্ত্রী মশাইরা যা বলেছেন যে আমাদের টাকা আসছে, শুধু লাখে লাখে টাকা কৃষি ঋণ সবাই পাবে। আমাদের এই প্রতিশ্রুতিতে আমাদের কথায় বিশ্বাস করে, আমাদের গ্রামের লোকেরা, কৃষক ভাইরা, শ্রমিক ভাইরা হাজার হাজার দরখাস্ত করেছে, এবং প্রত্যেকটি পিটিশানের পিছনে আমার মনে হয় ৫০ টাকা করে খরচ করেছে আবার কোন কোন জায়গায় ৪০০ টাকা লোনের জন্য ২০০ টাকা ঘুষ দিতেও হয়েছে। কিন্তু কেন? আমরা আজ খরা বলে চীৎকার করছি আমাদের বিরোধী পার্টিও চীৎকার করছে, আজকে জনসাধারণের জন্য

৪০০ টাকার জন্য ২০০ টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে, এতে করে আমাদের সবারই লজ্জা পাওয়া উচিত। আজকে আমি নিজের এলাকার কথাই এখানে বলছি যে রাজনগর থেকে যখন গরীব চাষী ভাইরা এই কৃষি লোনের জন্য বিলোনীয়ার এস, ডি, ও অফিসে আসে তখন হয়তো তাদের সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করাতে ৩ মাস লেগে যায়। আবার অনেকে হয়তো এই কৃষিঋণ পাচ্ছে না, অনেকের হয়তো ৪০০ টাকার লোণের জন্য ২০০ টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমি বলি, এই সব কেন? কৃষক ভাইরা তো তাদের জমি সরকারের ঘরে বন্ধক দিয়েই সরকার থেকে এই লোণ নিচ্ছে। তা সত্বেও তারা কেন সময় মত তাদের সেই লোন পাচ্ছে না। আমরা বলেছি এবং আমাদের মন্ত্রী মশাইরা বলেছে যে আমরা তোমাদেরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করব, যাতে তোমরা তোমাদের কৃষি কাজ করতে পার এবং তোমাদের ফসলের পরিমাণ বাড়াতে পার। আজকে শুধু কৃষি লোণের কথাই নয়, সরকার থেকে বলা হয়েছে যে জনসাধারণের পুষ্টির জন্য তাদের ভিটামিন সরবরাহ করা হবে, এই করা হবে, ঐ করা হবে, সেই অনেক রকমের ঘোষণা। কিন্তু মন্ত্রীরা সেটা বল্লেও সরকারী যন্ত্রকে পরিচালিত করবার জন্য যে লোকজনের অভাব রয়েছে, তারই জন্য সেগুলিকে ঠিকমত কার্য্যকরী করা যাইতেছে না। তাই আমি মনে করি, এই খরা পরিস্থিতির ঠিকমত মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রত্যেক অফিসে আর কিছু লোক নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের অফিসগুলিতে খরার আগে যে লোকজন ছিল, এখনও তাই আছে। আর হয়তো এর জন্যও কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, যেহেতু বর্ত্তমানে খরা পরিস্থিতির যে আকার তার সংগে পাল্লা দিয়ে তাদের পক্ষে সেই কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। আজকে এক দিকে টেষ্ট রিলিফের কাজ, একদিকে ক্রাস প্রগ্রামের কাজ, কৃষি ঋণের দরখাস্তগুলির তদন্ত করা অন্য দিকে অপুষ্টি জনিত জনসাধারণকে ভিটামিন সরবারহ করার কাজ, এই যে সরকারের একটা বিরাট প্রগ্রাম, এগুলির হিসাব করতে করতে আমাদের সবই কাবার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল আমাদের কি করতে হবে এবং কি করলে পরে ত্রিপুরার সমস্ত কর্ণারের জনসাধারণের এই মুহূর্ত্তে আমরা উপকার করতে পারি এবং তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য যেটা সরকার দিতে চাইছে, সেটা তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে এবং গ্রামের গরীব জনসাধারণের মুখে আমরা দুই মুঠো ভাত দিতে পারি। আর শুধু এটা করলে পরে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যাবে না, এর পরেও আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে। কাজেই সরকার আজ যেটা করতে চাইছেন, সেটা আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি, আমাদেরও সরকারের সংগে সহযোগীতা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই হাউসে আমরা যারা আছি, তাদের সবার কাছে আমি এই অনুরোধ রাখব যে সরকার জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য যে সব পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনা অনুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য গ্রামে যাচ্ছে কিনা, গ্রামের জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র গ্রামে যাচ্ছে কিনা এবং তাদের অপুষ্টিজনিত অবস্থা দূর করবার জন্য ভিটামিন যাচ্ছে কিনা সেদিকে যেন আমরা সবাই সজাগ দৃষ্টি রাখি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ভয়াভহ খরা পরিস্থিতি চলছে, সেই খরা পরিস্থিতিকে আমরা কি ভাবে উপলব্ধি করছি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কি কাজ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি, তার সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে অনেক কথাই বলেছেন। আমরা জানি এই যে খরা ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে, এটা আজকের নতুন কিছু নয়, এটা অনেক দিন আগেই থেকে চলে আসছে এবং এই খরার মোকাবিলা করার জন্য আমরা গত বাজেট অধিবেশনেও অনেক আলোচনা করেছি। কাজেই এই খরার মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের কি কি কাজ করতে হবে, সেই সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর মোকাবিলা করার জন্য আমরা আগে যতটুকু করতে চেয়েছিলাম এবং যা আমাদের করার উচিত ছিল সেটা যে আমরা করতে পারিনি, সেটা আমাদের নিঃসংকোচে স্বীকার করা উচিত। এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে এক কোটি ৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং এর জন্য আরও ৪২ লক্ষ টাকা পৃথকভাবে মঞ্জুর করেছেন এবং আমাদের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী তাঁর ত্রান তহবিল থেকে আরও ৫০ হাজার টাকা দান করেছেন, এর জন্য আমি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তথা মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই কিন্তু এই খরা পরিস্থিতির কথা শুধু মুখে বললেই হবে না, এর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ইনটেন্সিভ কিছু করতে হবে। আমাদের এই যে খরা পরিস্থিতি, তার মোকাবিলা করার জন্য আমরা কি করেছিলাম, তার অনেকগুলি সম্পর্কে কালিপদ বাবু বলে গেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমরা যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করলেই এর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, টাকা যাতে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগে, সে দিক দিয়ে আমাদের কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজেই আমিও উনার এই কথার সংগে এক মত। টাকা আমরা বরাদ্দ করলাম ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা যদি ঠিকভাবে খরচ না করা হয়, তাহলে আমরা এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারব না, তার কারণ আমরা দেখেছি যে আমাদের জুম ফসল গেল, আউস ফসল গেল, আমন ফসলও গেছে আর সামনে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বরো ফসল। আমরা আশা করছি যে এই ফসল আমাদের ভালই হবে। কিন্তু এই ফসলকে ভালভাবে ফলাতে গেলে আমাদের যা যা করতে হবে, সেই সম্পর্কে আমাদের এখন থেকেই কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের এই বরো ফসল আমরা মাঘ মাস করতে শুরু করব, সেজন্য আমরা পর্য্যাপ্ত বরাদ্দ রাখছি। কিন্তু এটা করতে হলে আমাদের যা কিছু করণীয়, সেটা ত্বরান্বিতভাবে করতে হবে, তবে যেভাবে কাজ এগুচ্ছে তাতে আমার মনে হয় না, যে এটাও আমরা ভালভাবে ফলাতে পারব। তার কারণ হচ্ছে আমরা মন্ত্রী মশাইর বিবৃতি থেকে দেখছি যে আমরা গত বছরই নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী ৫০ হাজার টন বরো ধান ফলাতে পারব বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু সেখানে হয়েছিল মাত্র ২৩ হাজার টন। কাজেই আমরা আশা করলেও সেটা আমাদের আশানুযায়ী হচ্ছে না। তাই বলছিলাম, যে আমরা যদি এখন থেকে সেই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা না নিতে পারি, তাহলে আমাদের আশানুরূপ বরো

ফসল হবে না এবং তাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের আর বাঁচার মতো কোন ব্যবস্থাই থাকবে না। আমাকে আমাদের এই ব্যাপারে যদিও যদি কিছু করতে হয়, [illegible] পরিমাণে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে, সেই রূপ সেচের ব্যবস্থা যদি [illegible] করতে না পারা যায়, তাহলে আমাদের ডিপ টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে, আর তাও যদি না হয়, তাহলে আমাদের আর্টিফিসিয়েল ওয়েতে ড্রিলিং মেশিন ইত্যাদি বসিয়ে [illegible] জমির উপর উঠানো যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ভাইরা যাতে সময় মত বীজ ধান এবং কৃষি ঋণ ইত্যাদি পেতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব করতে পারলেই আমরা যেটা অনুমান করছি যে গত বছরে আমাদের যেখানে তেইশ হাজার টন বরো ধান হয়েছিল, এবার আমরা সেটাকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টন করতে পারব। আর যদি সবের ব্যবস্থা আমরা না করতে পারি, তাহলে আমাদের যে অনুমান, সেটা অনুমানই থেকে যাবে এবং এটা কাগজে পত্রেই থাকবে। কারণ আমরা এখন যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এই রকম হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়েছি যে কৃষিঋণ পাবে। লক্ষী নাগের ভাষায় বলছি যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে সকলেই কৃষিঋণ পাবে সকলেই দাদন পাবে, সকলেই সমস্ত কিছু পাবে। কিন্তু পেয়েছে কি? কেন পায় নি? এই কেন-র উত্তর পেতে হলে আমাদের অনেক গভীরে যেতে হবে। গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কেন আমরা প্রপার ডিষ্ট্রিবিউশান করতে পারলাম না। কোথায় সে অসুবিধা? কে তার জন্য দায়ী? কারা দায়ী? সেটা যদি আমরা এখন বের করতে না পারি তাহলে বরো ফসলও আমাদের ঘরে আসবে না। দেখছি, মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ৫ হর্স পাওয়ার পাম্প দিয়ে এই আমন ধানে জল দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এইটা তখন অনেক দেরীতে এসেছে। তথাপি কৃষকের কিছু কিছু উপকার করার জন্য আমন ফসলের শেষবারের মত জল সেচের ব্যবস্থা চলছিল সেটা ৫ হর্স পাওয়ারের পাম্পের সাহায্যে। দেখছি যেখানে নদী থাকে সেখান থেকে জলসেচ করতে একখানি জমিতে একটা ৫ হর্স পাওয়ারের ওয়ার্কিং কেপাসিটি থাকে ডেইলি ৮ ঘন্টা। সেই ৮ ঘন্টা লেগে যায়। তার কারণ হচ্ছে মার্চ মাস থেকে এখন পর্য্যন্ত এক ফুটা বৃষ্টি যেখানে নেই সেখানে সেই ৫ হর্স পাওয়ারে পাম্প দিয়ে জমি ভেজানো যাবে কি। জলসেচ করার মানে কি প্রথমবার জল জমির ফাটল দিয়ে জমিতে ঢুকবে, তারপর জমি ভিজবে, জল বাড়বে। কাজেই এই সব অবাস্তব কথা বলে কোন লাভ নেই। করতে হবে যেটা সেটা আমাদের তড়ান্বিত করা উচিত। একটা কথা বলছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৫ মিনিট কাজেই বলতে পারলাম না। হ্যাঁ, লাল বাত্তি জলছে। আমাকে কি ২/৩ মিনিট সময় দেওয়া যাবে? তিনটি মিনিট। কথা হচ্ছে এই আমরা তখন বলেছিলাম, সমস্ত বিধান সভা তখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল মার্চ ও এপ্রিল মাসে খরার ব্যাপারে। জুলাই মাসে। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে খরার মোকাবিলা করতে হবে। জরুরী অবস্থার মানে কি? যুদ্ধকালীন অবস্থা। সেই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার মত আমরা খরার মোকাবিলা করবো। কিন্তু কি করেছি। কালী ব্যানার্জী মহাশয় বললেন সদস্য, মাননীয় সদস্য, যে সন্দেহ কোথাও

জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে কিছু করা হয়েছে কিনা। আমি দেখিনি। কিন্তু এই সব কথা বলে তো কোন লাভ নেই। এই সব কথা বলে শুধু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হবে। যারা প্রতিনিধি এইখানে এই হাউসে রয়েছেন তাদের বিভ্রান্ত করা হবে। আমরা জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো ভেবে ক্ষুদ্র কৃষকগণকে, ভূমিহীন ভাইদের সকলকেই বলেছি তোমরা চিন্তা করো না সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বিলি হচ্ছে। সে কোটি কোটি টাকা যে অসৎ ব্যবহার হয়নি সেটা বলবো না। তাই বলে যে সব টাকাই লুটপাট হয়েছে সে কথা বলতে চাই না। তার প্রপার ডিসট্রিবিউশান করার কতকগুলি অসুবিধা আছে। কি কি অসুবিধা প্রথমতঃ বলবো এইটার সঙ্গে আমি একমত যে, ষ্টাফ কর্মচারীবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি দেখছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কোন বি, ডি, ও-র কাছে টাকা নিতে গেলে তারা ভয়ে দিচ্ছে না। কিন্তু করতে হবে কি, এখন। বি, ডি, ও একজন রেভেনিউ অফিসার তাদের পক্ষে সে টাকা খরচ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সে টাকা যদি ঠিকমত কাজে না লাগানো যায় এবং সে টাকা যদি ঠিক ঠিকভাবে খরচ না করা যায় তাহলে অফিসার কি কোন দায়িত্ব নেবে না?

মিঃ ডিপ‌ুটী স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলতে চাই যে শুধু বরো ফসলের আশায় বসে থাকলে চলবে না। জনসাধারণের কাজ করবার কেপাসিটি কমে গেছে। গ্রামে গ্রামে রেশন সপ বাড়াবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শুধু রেশন সপ বাড়ালেই চলবে না। সে রেশন সপ থেকে চাউল আনার মত তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের আজকে জমি নেই, আউশ ফসল নেই, কিছুই যাদের হয়নি তাদের হাতে টাকা কোথা থেকে আসবে। কাজেই সেদিকে চিন্তা করতে হবে। এইটা অস্বাভাবিক নয়। যদি এক বছর বৃষ্টি না হয়। তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে। কাজেই আজকে যদি আমরা স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারি, বিশেষ করে আদিবাসী এলাকায়, তাদের যদি অন্ততঃ নগদ টাকার ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে সেই রেশন সপের মাল পয়সা দিয়ে কেনা হবে না। আসল কথাটা হচ্ছে সেটা লুটতরাজ হয়ে যেতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীরাধারমন নাথ।

শ্রীরাধারমন নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে খরা পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি রেখেছেন সেটা খুব আরজেন্ট তথ্য পরিবেশন করেছে এবং এর উপরে মাননীয় সদস্যরা যা বলেছেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। আমি বেশী কিছু বলবো না। আমি শুধু একটি কথাই এখানে আলোচনা করতে চাই যে বিগত বিধানসভায় সকল সদস্যরাই খরা পরিস্থিতি নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তাহা আমাদের গ্রামের চাষী-ভাই, ভূমিয়া ভাই প্রত্যেককে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে এই কথা বলেছিলাম যে এই যে খরা পরিস্থিতি সেইটার

জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না, কাহাকেও কষ্ট করতে হবে না সবাই মিলে সাহায্য করবে৷ এবং টাকা পয়সার কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত যা আমরা দেখছি সে কথাগুলি অনেকটা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। আমি এখানে আসার আগে কিছু দিন কয়েকটা এলাকায় গিয়ে দেখেছি প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে জল চুরি হচ্ছে। চুরি করলে অপরাধ এইটা সাধারণ কথা। এই যে চুরি হচ্ছে তার অনেক রিপোর্ট আমি পেয়েছি। আমার একটা গ্রাম আছে যেখানে ১৬৯টি পরিবার বাস করে। সেই ১৬৯টি পরিবারের জন্য বিগত ২০ বছরের মধ্যে আমাদের প্রশাসন বা আমাদের সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নি। একটা রিংওয়েল বা একটা টিউবওয়েল কোন রকম জলের ব্যবস্থা করেননি। এবারও প্রথম থেকেই আমি বলছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমার যে এরিয়া সেটা অত্যন্ত উঁচু জায়গায়, সেখানে কোন নালা নেই। সেটা হচ্ছে কানেশ্বরে। তারপর একমাত্র যে জুরি নদী আছে সেটা ১২ মাইল দূরে। সেটা থেকে জল নিতে বান্ধ দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। বান্ধটা এমন অদ্ভুত মতে দেওয়া হয়েছে যে সেই বান্ধ দেওয়ার পরে দেখা গেল একটা মাঠ জলে ডুবে গেছে। এই বান্ধে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ টাকা খরচ হয়েছে। সেইটার খবর আপনারা নিশ্চয় পত্রপত্রিকায় দেখেছেন। সেটা কি করে হলো। সেটা কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে। তিনি ভাবছেন আমাদের সরকারী কর্মচারীরা চেক দিতে পারেন নি। যার ফলে সে বান্ধটা কেটে দিতে হয়েছিল। এবং সেই বান্ধটা কেটে দিতে গিয়ে ওখানে একটা গরীব চাষীর এককানির বেশী জমি নদীতে পরিণত হয়ে গেছে। আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু আমার আপত্তিটা সেখানে খুব একটা আমল দেওয়া হয়নি। এখন আবার সেখানে সেই বান্ধটাই দেওয়া হচ্ছে। বোরো ক্ষেতের চিন্তা নিয়ে এই বান্ধটা দেওয়া হচ্ছে। এই বান্ধ দেওয়ার ফলে বুরো ক্ষেতের তো কোন কিছু হবেই না বরংচ আরও কাছের এলাকার ক্ষেতের ক্ষতির কারণ হবে। আমাদের যে সব টাকা খরচ হচ্ছে, এমনিতে বেশী হচ্ছে কিন্তু যে টাকাটা হচ্ছে সে টাকাই যদি ঠিক ঠিক ভাবে খরচ না করতে পারি তাহলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার হবে আর কিছুই নয়। ফলে আমরা সবাই যে উপকারটুকু পাওয়ার কথা তার থেকে বঞ্চিত থাকছি। গ্রামের সব মানুষেরই চিন্তা কোথা থেকে জল পাওয়া যায়। এই বান্ধটা যদি একটু নীচু জায়গায় দেওয়া যায় জলটা ঘুরে নীচের দিকে যাবে। কিন্তু যে বান্ধটা দেওয়া হয়েছে সেটা থেকে জল ঘুরে উপরে গিয়ে কৃষকদের সাহায্য করবে। এই হলো জুরি নদীর বান্ধ যেটা আপনারা কয়েকদিন আগে পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন। আমি এই হাউসের কাছে একটি আবেদন রাখছি এখান থেকে মন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে দেখুন। ধর্মনগরের আরও দুই তিন জন এম, এল, এ, যারা এখানে উনারাও জানেন আমি আপত্তি করেছি। কিন্তু তথাপি সেখানে আবার বান্ধটা হচ্ছে। কেন এইখানে সরকারী টাকাটা খরচ হচ্ছে। যেখানে একবার ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে বান্ধ দিয়ে আবার সেটা কাটা হয়েছে অথচ সেখানেই আবার বান্ধ দেওয়া হচ্ছে। আর আমি এখন থেকে মন্ত্রী পরিষদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি তারা দয়া করে এসে দেখুন অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে। এখন যদি পানীয় জলের ব্যবস্থা না করা হয় অচিরেই শুনবেন যে সেখানে এই জল চুরির কেইস

নিয়ে কোর্টে মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে। মানুষ খুনাখুনি হচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া ঃ— তেলিয়ামুড়া ব্লকে দক্ষিণ কাকলিনগর, দক্ষিণ ব্রহ্মছেড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গিলাতলি, বড়মুড়া—প্রতিটি এলাকাতে ইতিমধ্যে আমি দুইবার করিয়া পরিদর্শন করিয়াছি এবং যাদের সংগে দেখা করেছি, তাঁরা হচ্ছেন এগ্রিকালচারের এক্সটেনশান অফিসার, ডি. এল, ডবল্যু বড়মুড়া, রামছড়ি, শান্তিছড়া, প্রত্যেকটি ছড়ার উপর বাঁধের জন্য আমি ইতিপূর্বে অনুরোধ রাখিয়াছিলাম, সমস্ত আইনের বন্ধনকে শিথিল করে, জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যতশীঘ্র সম্ভব জলসেচের ব্যবস্থা যাতে করা হয়, সেকথা আমি অনুরোধ করেছিলাম এবং আমি নিজে চেষ্টা করে কৃষি দপ্তরের বড় অফিসারদের নিয়ে গিয়ে দুই দুইবার তদন্ত করিয়ে দিয়েছি এবং আমার এখানে ব্যাপক এলাকায়—দক্ষিণ ব্রহ্মছেড়ায় যান, ছড়া আছে, জল অফুরন্ত, গভীরতা বেশী, বাঁধ দিয়ে জল তুলে ভালভাবে চাষাবাদ করা যাইত, কিন্তু বার বার বলা সত্বেও তা করা হলনা। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে দুই হাজার টাকা খরচ করে যদি বাঁধ দেওয়া যেত অনেক দ্রোণ জমিতে বোরো ফসল করা সম্ভব হত—যদি ইতিপূর্বে মাইনর ইরিগেশান, কৃষি দপ্তর ইত্যাদি থেকে স্টেপ নেওয়া হত, কিন্তু তা করা হলনা, যার জন্য তিন তিনটি ফসল কৃষকদের নষ্ট হয়ে গেছে। সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে যে খোয়াই সাবডিভিশনের ব্রহ্মছেড়া, গিলাতলি, এইগুলি হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র, সমস্ত ফসল সেখানে নষ্ট হয়ে গেছে জলের কারণে। সেখানে ১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন ছয় থেকে নয়টা যদি পাম্প মেশিন দেওয়া যাইত, রবি ফসল দূরের কথা, আমন ফসলও সেন্ট পারসেন্ট রক্ষা করা যাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, বড়মুড়ার এমন একটা অবস্থা, যেমন আমি এখানে উল্লেখ করেছিলাম রূপছড়া ইত্যাদি জায়গায় খাদ্য থাকা দূরের কথা, সেখানে জংগলে পর্যন্ত নাই। আমি নিজে দেখেছি, সেখানে জল পর্যন্ত চুরি হয়, কিছুক্ষণ আগে রাধারমন বাবু বলেছিলেন যে জল চুরি হয়, সেটা ঠিক কথা। মানুষ রান্না, খাওয়া এবং স্নানের জল পর্যন্ত পায় না। যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে, তারা হয়তো আড়াই মাইল দূর থেকে কামলা দিয়ে ভাড়ি দিয়ে টিন করে জল আনে, তারপর স্নান করে, খায় এবং গরু বাছুরকে খাওয়ায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার তেলিয়ামুড়া ব্লকে বৈদ্যুতিক উপায়ে ছড়া থেকে জল তুলে, বিস্তীর্ণ মাঠ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল দেওয়ার ক্ষমতা সেইসব ছড়ার আছে, সেখানে যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে অন্ততঃ বোরো ফসল নাইনটি পারসেন্ট আমরা রক্ষা করতে পারি। (রেড লাইট):

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর মধ্যে আখড়াইবাড়ী অঞ্চলে সেন্ট পারসেন্ট ফসলই শেষ হয়ে গেছে। তুইসিংছড়া অঞ্চলে—এখানে মারাত্মক অবস্থা। তারা শুধু ট্রাইবেলই নয়, ননট্রাইবেল সিডুল কাষ্ট সবাই আছে, তারা যাতে জি, আর পান তার জন্য অনুরোধ রাখব। কারণ তারা কৃষি ঋণ পায় না, যেহেতু তাদের জমি নাই। তারা আগে বড়মুড়া থেকে বাঁশ, ছন ইত্যাদি এনে, বাজারে বিক্রী করে জিবীকা নির্বাহ করত, কিন্তু এখন সেগুলিও শেষ হয়ে

গেছে। তাদের যদি কোনরকম ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে তাদের মারাত্মক অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের কৃষি ঋণ দিতে পারছিনা, যেহেতু তারা ট্রাইবেল নয়, জংগলের সম্পদ নিয়ে বিক্রী করে তারা বাঁচতে পারে, সেই অবস্থাও এখন নাই। এই সম্পর্কে আগেও আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু কতটুকু কি হয়েছে জানিনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটুকু বক্তব্য রেখে, আবার আমি অনুরোধ করছি আমার এলাকায় যে সমস্ত ছড়া আছে, সে সমস্ত ছড়ার মধ্যে জল আছে, সেখানে যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাহলে বোরো ফসল অনেকটা বাঁচাতে পারব। ছুইসিং ছড়া, বাণীয়ছড়া আছে, এই সমস্ত এলাকাতে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে খরা পরিস্থিতিতে জলের অভাব ইত্যাদির যখন সমস্যা, তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মনের কথা প্রকাশ করার জন্য এ্যাসেম্বলী যে ডেকেছেন, অতি দীর্ঘদিন পড়ে হলেও, আমি সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ অতি আশা আকাঙ্খা করে আমাদের সরকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার জন্য তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। তৃতীয়তঃ ধন্যবাদ জানাই আমাদের মন্ত্রী সভাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরার যে সীমিত অর্থ সেই অর্থ এবং ক্ষমতা থাকা সত্বেও মোটামুটি যে অর্থ মঞ্জুর করেছেন বিভিন্ন খাতে সেজন্য তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আজকে এই যে অর্থ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খরা সম্পর্কে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে লক্ষ লক্ষ টাকার একটা ফিরিস্তি এখানে আছে। টাকার অংকের দিকে আমি নাই বা গেলাম। কারণ বাস্তবে কতগুলি জিনিষের দিকে আমার আসতে হচ্ছে। এবারের খরায় কেবল খরা বলেই আমরা মোটামুটি বাজীমাত করতে চাইলাম। দেখা গেল খরার মোকাবিলা করতে গিয়ে যে সমস্ত পদ্ধতি বা যে সমস্ত কাজ আমাদের করতে হয় সেই কাজের মধ্যে যে কতগুলি অসুবিধা দেখা দিল সেই সম্পর্কে আমি কতগুলি বিষয় তুলে ধরছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিগত অক্টোবর মাসে ত্রিপুরার কৃষি মন্ত্রীর কাছে লিখিত ভাবে জানিয়েছিলাম এবং পত্রিকায় বিবৃতিও দিয়েছিলাম যে দূরাঞ্চলে খরাতে আউস ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আমন ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জন্য আগে থাকতে যাতে বুরো ধান চাষ করা যায় সেজন্য সর্বরকম উপায় বের করার জন্য বলেছিলাম, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আমার কথায় সাড়া দিয়েছিলেন এই কথা সত্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই অক্টোবর মাসে সিজনাল বাঁধ, মাইনর ইরিগেশন এবং অন্যান্য পাম্প সেট দেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করেছেন এবং দিয়েছেনও। কিন্তু বিগত ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কৈলাসহর ব্লকের মধ্যে একটাও সিজনাল বাঁধ হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে টাকা চেয়েছিলাম, তারা টাকা দিলেন। কিন্তু সিজনাল বাঁধ হয় নি। তারা টাকা কোথায় দিয়েছিলেন ? নিশ্চয় ব্লকের কাছে। বি, ডি, ও, এর কাছে। গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি কাঞ্চনপুরে গিয়েছিলাম। আমি দেখেছি তারা কয়েক মাসে বেশ কয়েকটা সিজনাল বাঁধ দিয়ে ফেলেছেন কিন্তু কুমার

ম্নাটের বি, ডি, ও, কি ঘুমিয়েছিলেন ? তিনি টাকা থাকা সত্বেও কেন সেটা করলেন না ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি চাই তিনি তার তদন্ত করবেন কিনা ? তখন কার বি, ডি, ও, সাহেব কৈলাসহর ব্লকের সমস্ত জনসাধারণকে ধোকা দেবার জন্য ইচ্ছা করে সেই কাজগুলি করেন নি। আমি এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তদন্ত চাইছি। কেন এই সীজন্যাল বাঁধ হল না ? যদি সীজন্যাল বাঁধগুলি হত তাহলে আমন ফসল কিছু কিছু পেত, সংগে সংগে বুরো ধানও পেত। ইদানিং কালে হয়ত কিছু হচ্ছে। এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিলোণের ব্যাপারে প্রচুর টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই স্পীচের মধ্যে হয়ত অনেক টাকার কাথা আছে। কিন্তু আমি দেখেছি আমি চ্যালেঞ্জ করছিলাম সরকারকে যে কৈলাসহর বিভাগে সত্যিকারের কৃষক যারা তারা কৃষি ঋণ পায় নি। কিন্তু একটা পানের দোকানদার পেয়েছে। এটা কি করে পায়। এটা কি মন্ত্রীরা দেয় না সরকারী কর্মচারীরা দিচ্ছে ? কথায় কথায় তারা ইনকৃলাব জিন্দাবাদ করে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ যখন কৃষিঋণ পাচ্ছে না তখন এইগুলি করা চলে না। কাজ করে তোমরা সমন্বয় কমিটি কর, কাজ করে তোমরা বেতন নাও। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে জানি একজন কৃষক, দেবেন্দ্র রায়, ফটিকরায়ে বাড়ী। সে ৩০০ টাকার স্যংশানের জন্য পাঁচবার কৈলাসহর গিয়েছে। তার জন্য তার একশ' টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও সে টাকা পায় নি। একজন কৃষক যদি দিনের পর দিন অফিসে ঘুরতে হয় তাহলে আমার জিজ্ঞাসা যে ত্রিপুরার মানুষ কি আপনাদের গদীতে বসিয়ে তামাসা দেখার জন্য রেখেছেন ? আপনারা যদি এটা না করতে পারেন তাহলে আপনাদের যোগ্যতার উপর ত্রিপুরার জনসাধারণের আস্থা আসবে কি আসবে না আপনারা ভেবে দেখুন। আর, ডাবলিউ, এস, সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল, আমাদের সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা আর, ডাবলিউ, এস, এ খরচ দেখিয়েছেন আমরা সেই টাকা বাজেট পাশ করেছি হাত তুলে। আর একটি নজীর দেখাতে চাই যে কৈলাসহর ব্লকে ১৯৭২-৭৩ সালে ১৮ টা স্যাংশান অর্ডার হয়েছে। স্যাংশান অর্ডার জুলাই মাসের প্রথমদিকে গেছে এবং তখন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত একটা রিংওয়েল হয় নি। টেণ্ডার হয়ে গেছে জুলাই মাসে। কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডার হল না, রিং ওয়েল হল না। তা হলে কি বলতে চান যে কৈলাসহর ব্লকের লোকদের কোন জলের অভাব নাই ? তা না হলে তো এই তিন চার মাসের মধ্যে বা ৭২-৭৩ সালের মধ্যে একটা রিং ওয়েল হতে পারত। এত টাকা যেখানে খরচ দেখানো হয়েছে সেখানে এই পাঁচ মাসের মধ্যে কি কিছুই হতে পারে না ? তাহলে কে করে নাই ? নিশ্চয়ই এই বি, ডি, ও, সাহেব আমার কৈলাসহরের লোক'দর ধোকা দিচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে নেই তবু আমি হাউসের কাছে দাবী রাখছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কাছে তদন্ত চাই কেন একটা রিংওয়েল হল না (এ ভয়েস মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন) (রেড লাইট) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চিকিৎসা ব্যাপারে অনেক কথা আছে। এখানে একটা কথা আছে যে চিকিৎসার সুযোগ ও বিনামুল্যে ভিটামিন দেওয়ার কথা আছে। কৈলাসহর ব্লকের মধ্যে প্রায় সাড়ে চারটা কনষ্টিটিউন্সী আছে। আমি যেখান থেকে পাশ করে এসেছি সেখানে সিংগের

বিল, বিলাসপুর, ডলুগাঁও, বনবিলা, ঢেপাছেড়া ইত্যাদি অঞ্চল আছে। সেই জায়গা সম্বন্ধে বলব এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা জানেনা যে সরকার বিনা মূল্যে ঔষধ দেয়। টি, বি, রোগীরা কৈলাসহর হাসপাতাল থেকে ঔষধ আনে। তাদের কার্ড দিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কয়েকটা সাদা বড়ি দেয়। সাদা বড়িতে টি, বি, রোগ সারে কিনা সেটা আমার জানা নেই। আমি জানি কয়েকদিন আগে আমার কাছে একটা রোগী এসেছিল, সে বলল আমাকে কয়েকটা সাদা বড়ি দেয়। রক্ত পড়ে, বমি হয়, এই অবস্থায়ও সাদা বড়িই শুধু দেয়। সেটা কিরকম চিকিৎসা অতি অল্প উদাহরণেই বুঝতে পারেন। আমাদের এই সমস্ত অঞ্চলে ডাক্তার নেই, হস্পিটাল নেই বিভিন্ন অঞ্চলে। কাজেই প্রতিশ্রুতি এই রকম অনেক দেখেছি কাগজে পত্রে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে বলব যে আপনারা আর কাগজে পত্রে না বলে প্রেকৃটিকেলী মাঠে আসুন এবং মাঠে গিয়ে দেখুন আমাদের জনসাধারণেরা কি ভাবে, কি অবস্থায় আছেন। সেই প্রত্যক্ষভাবে দেখে তার যথপোযুক্ত ব্যবস্থা কি করে করা যায়, তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু কাগজে বলে আর মানুষকে ধোকা দিবেন না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খরা পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখানে দুই চারটি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের এই খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা গত জুলাই মাসেও এই সভায় আমাদের বক্তব্য রেখেছি, সেই সময়ে আমরা সরকারের কাছে নানা রকমের সাজেশান রেখেছি, কিন্তু আমাদের সেই সাজেশান অনুসারে তার স্বল্পাংশই কার্য্যকরী করা হয়েছে এবং তার অধিকাংশ অংশই কার্য্যকরী হয় নি। আর তা যদি সত্যি কার্যকরী হত, তাহলে আজকে আবার নুতন করে এই খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে এই ধরণের কোন ষ্টেটমেণ্ট আসত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তাব বক্তব্যের মধ্যে সারা ভারতের খরা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন, সারা ভারতে যে একটা খরা পরিস্থিতি চলছে, সেই কথা আমরা কেউ অস্বীকার করছি না। কিন্তু সারা ভারতের যে অর্থনীতির বুনিয়াদ, সেই বুনিয়াদ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভিন্ন ধরণের আমাদের এই ত্রিপুরা রাজের মানুষের জীবন ধারণের একমাত্র পথ হচ্ছে এই কৃষি। খরাতে সেই কৃষি কাজ এবং কৃষি ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সময়ে আমাদের আউস ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমনের ফসলও ক্ষীণ আশা ছিল। আমরা দেখে আসছি যে দুর্গাপূজার সময়ে অথবা কালি পূজার সময়ে প্রায় বৎসরেই বৃষ্টী হয়, কিন্তু এই বছর তা হয় নি। তাই সরকারী হিসাব কি জানি না, তবে আমার মতে শতকরা ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই ফসলের যে ঘাটতি, সেটা আমরা কিছু পরিমাণে পূরণ করতে পারি যদি আমরা বর্ত্তমান সময়ে বরো ফসলের উপর জোর দেই। কিন্তু এই বরো করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে, তা আমার মনে হয় অত্যন্ত মন্থর গতিতেই চলছে। আমাদের যে সরকারী যন্ত্র আছে, বি, ডি, ও, এস, ডি, ও, আছেন, তারা অফিসের মধ্যে অফিসের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেন। তারা সেই অফিসে বসে যেসব ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, যে আমরা

এই করব, সেই করব, কিন্তু গ্রামের মধ্যে যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে, যেমন গ্রাম প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের সংগে বসে কোন মিটিং করতে আমি শুনিনি, যে কৃষকের যে অগ্রিকালচারাল প্রবলেম, তাদের যে দুর্দশা, সেইসব এর সমাধানের জন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। বর্ত্তমানে আমাদের যে গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে, তার কাছে আমি একজন এম, এল, এ হিসাবে হয়তনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ করার সুযোগ পাই এবং তার জন্য হয়তো সরকারী কর্মকর্ত্তারা কিছুটা সংশয় করে চলেন, কিন্তু গ্রামের মধ্যে যেসব গ্রাম প্রধান আছেন, তাদের সংগে সুষ্ঠু যোগাযোগ করার প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেন না। এতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে তাদের গণতন্ত্রের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা আছে? কিন্তু আমি বলতে পারি এবং আমার ধারনা এই যে গ্রামের লোকের সংগে যদি সুষ্ঠু যোগাযোগ রাখা হয়, তাহলে তাদের যে সমস্যা সেই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামের লোকেরা যেসব জায়গাতে ছড়াতে বাঁধ দেওয়ার জন্য বলছে, সেখানে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে নাকি টেক্‌নিক্যালে অসুবিধা। আর এই টেক্‌নিক্যাল অসুবিধার কথা বলে, গ্রামের লোকেরা যেখানে বাঁধ চাইছে, যেখানে না দিয়ে তাদের খেয়াল খুসী মত বাঁধ দেওয়ার ফলে সেখানে জমিতে জল উঠছে না। এই রকম ২।১টা এ্যাকজাম্পল আমি এখানে দিতে পারি। যেমন লাগারছড়াতে, পূর্ব্ব বগাবাসাতে একটা পাম্পসেট বসানো হয়েছে এবং সেটা অচল হয়ে পড়ে আছে। তারপরে আছে জোলাইবাড়ী, সেখানেও একটা স্লুইস গেট দেওয়া হয়েছে, অথচ সেটা দিয়ে কৃষকের জমিতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা পাম্পসেট স্লুইস গেট ইত্যাদি করেছি কিন্তু সেইসব কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা বিংশ শতাব্দিতে বাস করছি, এই শতাব্দিতে মানুষ চন্দ্রে যাচ্ছে অথচ আমরা যেসব পরিকল্পনা করছি, সেগুলি বাস্তবায়িত করবার জন্য আমাদের যারা সরকারী কর্ত্তাব্যক্তি অথবা যেটা সরকারী যন্ত্র, তারা সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে না বলেই এই রকম হচ্ছে বলে আমাদের ধারণা। মনে হয় আমরা এখন সেই মান্ধাতার আমলেই বাস করছি। যাক সেইসব কথা, আজকে যেখানে সরকার বলেছিলেন যে খরার মোকাবিলা করবার জন্য মিলিটারী ডাকা হয়েছে, কিন্তু আমাদের মাননীয় সদস্য কালিপদ বাবু যে কথা বলেছেন যে কোথায় খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মিলিটারী নিয়োগ করা হয়েছে, যেটা আমাদের কিছু জানা নেই। কাজেই আমিও তার সংগে এক মত। কাজেই ঐ মিলিটারী নিয়োগ করার কথাটা কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, কার্য্যতঃ সেটার কিছুই করা হয় নি। তারপরে ক্রাশ প্রগ্রাম সম্পর্কে নানা প্রকারের শ্রেণী সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই, শ্রেণী সংগ্রাম বলছি এই জন্য যে পি, ডবলিউ, ডি, আর আমাদের সিভিল এস, ডি, ওর মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই, আবার সিভিল এস, ডি, ওর সংগে আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টের ক্লেস, বি, ডি, ওর সংগে এস, ডি, ওর ক্লেস লেগেই আছে, অর্থাত তাদের একের সংগে অন্যের একটা সংগ্রাম লেগেই আছে। এই ধরণের যে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি তার মোকাবিলা করতে হলে যে একটা কো-অপারেশনের দরকার, সেটা আমাদের এই ত্রিপুরাতে খুবই কম। ফলে এই

ক্রাস প্রগ্রামের জন্ত যে টাকা স্তাকশান করা হয়, সেখানে বলা হচ্ছে যে পি, ডবলিউ, ডি থেকে টেক্নিক্যাল এ্যপ্রুভ্যাল আসছে না এবং তার জন্য ক্রাস প্রগ্রামের কাজ আরম্ভ করা যাচ্ছে না। আবার এস. ডি, ও বলছে আমি ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মঞ্জুরী দিতে পারি, আর এই ৫ হাজার টাকার উপর যদি দিতে হয় তাহলে সেখানে এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের এপ্রুভ্যাল লাগবে। আর এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বলছে, তোমার ওভারসীয়ার যা করেছে, সেটা হয় নি, এটা আমার ওভারসীয়ার দিয়ে করাতে হবে। এভাবে বছর কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই ঐসব সরকারী ডিপার্টমেন্টের প্রতি আমার আবেদন হল যে আপনাদের ডিপার্টমেন্ট আর ডিপার্টমেন্টে যে ক্লেস এটা ভুলে গিয়ে বর্ত্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে তার থেকে আমাদের মানুষকে বাঁচানোর জন্য একে অন্যের সংগে সহযোগিতা করুন। আমার এই আবেদন আজকে এই হাউসের মধ্যেমে তাদের কাছে রাখতে চাই। আজকে যে রকম খরা দেখা দিয়েছে তাতে হয়তো কাজের চাপ পড়ে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্ম্মচারীরা সারাদিন ধরে কাজ করে চলছে। এখানে তাই একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের সাব-ডিভিশান গুলিতে যে এস, ডি,.ও অফিস এবং বি, ডি,ও অফিস আছে, সেগুলিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাব রয়েছে, আর যার রয়েছে তাদের উপর অত্যন্ত কাজের লোড অনেক বেড়ে গেছে। তাই আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি যে সমস্তার গুরুত্ব উপলব্দি করে ঐসব অফিসে যেন আরও বেশী করে এল, ডি, সি, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় লোক শীঘ্রই নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে আমাদের এস, ডি, ওরা এবং বি, ডি, ওরা বেশী করে মফঃস্বলে গিয়ে সেখানকার বাস্তব অবস্থাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এখন যে কাজের লোড আছে, এই অবস্থায় তাদের মফঃস্বলে গিয়ে ঘুরাঘুরি করে সবকিছু দেখা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তারপরে এখানে লোঙ্গরখানা সম্পর্কে যে প্রশ্ন এসেছে, এর সংগে আমি এক মত নই। আমার যেটা মনে হয় সেটা হল এই অবস্থায় গ্রামের সাধারণ লোকের কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। অর্থাৎ গ্রামের লোক যাতে ২।৪ পয়সা রোজিরোজগার করতে পারে, সেজন্য এই ক্রাস প্রগ্রাম অথবা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কাজ করে তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে, বিশেষ করে যেসব রেশন এর দোকান খোলা হবে, সেগুলির থেকে এই পয়সা দিয়ে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকারের অবিলম্বে করা উচিত। আর ফিডিং সেণ্টার সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে প্রতিটি গাও সভায় যেন এই ধরণের দুইটি করে ফিডিং সেণ্টার খোলা হয়, তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আজকে দেখছি এই ব্যাপারেও ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে একটা ক্লেস চলছে। যেমন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যেসব ফিডিং সেণ্টার করবে, সেগুলিতে সোস্তাল ডিপার্টমেন্ট কোন সহযোগীতা করতে চায় না, তারা বলছে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে যেগুলি খোলব, সেগুলি আমরা দেখাশুনা করব, আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যেগুলি করবে, সেগুলির মধ্যে আমাদের বরাদ্দকৃত অর্থ আমরা খরচ করতে পারব না অথবা তারা যেগুলি করবে সেগুলির মধ্যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কোন টাকা খরচ করা যাবে না। কিন্তু আমি বলি

এই হেন অবস্থায় আমরা যদি মত বিরোধ করি, তাহলে এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার আমরা কোন মতেই করতে পারব না, অর্থাৎ মানুষকে বাঁচানোর কোন পথই আমাদের থাকবে না। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেসব দুর্গম পাহাড় অঞ্চল আছে, সেইসব অঞ্চলের মানুষদের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে যেন বেশ কিছু পরিমানে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো যেখানে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল আছে সে সব অঞ্চলে কিছু পরিমাণ তারাই পাবে খয়রাতি সাহায্য এবং সেখানে আজকে একটা প্রশ্ন আছে যে এস, ডি, ও থেকে নোটিশ গিয়েছে যারা ন্যায্য মূল্যের দোকান করবেন, রেশনের দোকান করবেন তাদের ৫০০ টাকা করে সিকিউরিটি মানি জমা দিতে। এই যে ৫০০ টাকা সিকিউরিটি মানি জমা করমতা আজকে সাধারণ লোকের আছে কি না আমার সন্দেহ আছে। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো ৫০০ টাকার সিকিউরিটি মানি তুলে ওনারা নেবেন। আমি বলছি এই জন্য যে খরাতে ত্রিপুরার অবস্থা শোচনীয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সরকারের কাছে এই আবেদন রাখছি যে ৫০০ টাকার সিকিউরিটি মানি যেন তুলে দেওয়া হয়।

জল সেচের কাগজের হিসাবের সংগে আমার একটু সন্দেহ আছে। আমরা জলসেচের যে ব্যবস্থা করছি, যে পরিমাণ জলসেচের কথা ধরা হয়েছে আমার সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ হচ্ছে আমি খয়ামুখ পাম্প সেটের ব্যাপারে দেখেছি সেখানে কাগজের হিসাব হচ্ছে ৪০ খানি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৪০ খানি হিসাব হচ্ছে মাসের এক তারিখ ২ খানি, ২ তারিখ ২ খানি, ৩ তারিখ ২ খানি, ৪ তারিখ ২ খানি, এই ভাবে প্রতিদিন হিসাব করে হয়তো ২০ দিন ৪০ খানির জলসেচের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বাস্তব হিসাবের সঙ্গে কাগজ কলমের হিসাবের গড়মিল আছে।. কাজেই সুষ্ঠু জলসেচের ব্যবস্থা করা উচিত এবং ভাল সেচ ব্যবস্থা যদি করা না হয় তবে আমাদের ত্রিপুরার কৃষকরা বাঁচবে না। ত্রিপুরাতে বারমাসি ছড়া আছে। সেই বারমাসি ছড়ার জল দিয়ে বাংলাদেশে ও ফসল বর্তমানে তুলছে। কিন্তু এই বারমাসের ছড়ার জল আমরা আজ পর্য্যন্ত কৃষকদের দিতে পাচ্ছি না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমাকে দুই মিনিট সময় দিন। জানি না মাইনর ইরিগেশন কি কাজ করছে। নলুয়াছড়াতে '৭১ ইংরাজীতে জলসেচের জন্য যে পাম্প সেট গেছে তা আজ পর্য্যন্ত বসানো হয় নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকার আজ পর্য্যন্ত সেট দিয়েছে সেই পাম্প সেট এখনো অকেজো অবস্থায় পরে আছে। আশেপাশে মাঠে জমিতে অথচ এখানে বছরের পর বছর ধরে পরে আছে এই পাম্প সেট। মানুষের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ বাধা দিয়েছে তাই এই সেট বসানো সম্ভব হয় নাই। মানুষকে অনর্থক দোষ দেওয়া হচ্ছে। মানুষের একটা দাবী ছিল যে দুই পাশে এই সেট বসানোর জন্য। দুই পাশে বসানো হলে মানুষ দুই দিকে উপকৃত হতো। অথচ সরকার বলছে বাজেট প্রভিশান নাই।

আমরা এইটার প্রতিকার করবো। কিন্তু কন্‌সিডার করার কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনছি। এই বারের বাজেটেও তার কন্‌সিডারের কোন লক্ষণ দেখছি না। এখানে শুধু টেকনিকেল অসুবিধার কথা বলা হচ্ছে। সরকার টেকনিকেলের অজুহাত দেখিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। টেকনিকেলের অসুবিধার কথা এমনভাবে বলেছে যেন আমরা সাধারণ মানুষ এইটা কিছুই বুঝি না। আমার মনে হয় টেকনিকেলের অর্থ সাধারণ মানুষকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে দিনের পর দিন যে ভাবে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে তাতে গরীব সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলতে। বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে যেন এই ব্যবস্থা করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা সত্যি আমাদের কাছে আপাত দৃষ্টিতে আশা ব্যঞ্জক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমি গ্রামের মানুষ গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছি, এই যে বিবৃতি, এই বিবৃতিতে আমরা যা পাচ্ছি, বিবৃতির সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে যদি বিচার করতে যাই, আমরা কিন্তু গ্রামের মধ্যে তার অনেক কিছু পাই নাই। ক্ষুদ্র ত্রিপুরার পক্ষে সরকার যে প্রচেষ্টা একটা বিরাট প্রচেষ্টা, এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। সহস্রাধিক নলকূপ বসিয়েছেন, খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য, কিন্তু নলকূপগুলি বা পাম্প সেট বসানোর যে ব্যবস্থা করেছেন, সেইগুলি সত্যি সত্যি খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য করেছিলেন না সহজ খাতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে করেছিলেন, সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনা। খরা পীড়িত এলাকাগুলি বাছাই করেছিলেন কি না আমি জানি না। আমি একটি এলাকায় বাস করি, যেখানে নদী নালা কিছুই নাই, এক মাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কৃষকরা চাষাবাদ করে থাকে। আজকে প্রকৃতি বিমুখ, কৃষকের সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা নাই। অন্ততঃ নলকূপ বসিয়ে জমিতে জল উঠানোর ব্যবস্থা কৃষকদের করে দেওয়া সেটাও আমাদের করে দেওয়া হল না। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে নদী নালা কিছু নেই, তদুপরি সরকারের যে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া, সেটাও আমরা পাই নাই। যেমন টিউব ওয়েল, যথেষ্ট ব্যবস্থা সরকার করেছেন বলে সরকার বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা একটা টিউব ওয়েলও আজ পর্যন্ত পাই নাই। আমি দুঃখিত একটা রিং ওয়েল বা একটা টিউব ওয়েল আমার এলাকাতে হয় নাই। রি-সিং কিং অব টিউব ওয়েল হবে; কিন্তু তিনটি টিউব ওয়েল করার পরই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এই রকম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলছি। অথচ সরকারী বিবৃতিতে দেখতে পাচ্ছি, বিরাট কাজ হচ্ছে, কিন্তু আমরা সেই কাজের অংশীদার হতে পারি নি। এখানে সরকারের যে প্রচেষ্টা এমনভাবে চলেছে বলে আমার মনে হয় যে সহর এবং সাবডিভিশানাল সহরগুলি তার সুযোগ সুবিধা

পাচ্ছে, যারা গ্রামের লোক, ত্রিপুরার দূরবর্তী অঞ্চলে যারা বাস করছে, তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাবই দেখিয়েছে বলে আমার ধারণা। আমার কমলাসাগর এলাকা, সীমান্তবর্তী এলাকা তার উপর দিয়ে বাংলা দেশের ঝড়ের তাণ্ডব গেছে, সেখানে যে ঘটনা ঘটে গেছে, তারপর পরপর খরার তাদের আউস গেল, আমন গেল, জুট গেল, সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, সেই অঞ্চলে সরকার জলের ব্যবস্থা করেন নি। আজকে কমলাসাগর এলাকায় আমরা জমিতে বোরো ফসল করবার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, সেখানে আমি বি, ডি, ও সাহেবকে ওভার ফ্লোর মাধ্যমে বোরো চাসের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলাম, তিনি কথাও দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পরে স্যাংসান পাননি বলে আমাকে জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আপনারা নিজেরা পাইপ বসিয়ে করে নেন, তারপর আমি স্যাংশান করিয়ে দেব কিন্তু আমার গ্রামের মানুষের যে দুরবস্থা চলছে, তার মধ্যে নিজেরা পয়সা খরচ করে পাইপ কিনে ওভার ফ্লো বসানের ব্যবস্থা করতে পারে, তেমন অবস্থা নাই। আজকে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে আর কয়েকদিনের মধ্যে সেই প্রচেষ্টা হয়তো বানচাল হয়ে যাবে। আমাদের সরকারের বিবৃতিতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সরকার এমন একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন, যার জন্য বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে তার কারণ কি? আমার এলাকাতে বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে তার কারণ আমার এলাকায় গরীব ভাইদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, একাধারে তাদের হাতে পয়সা নাই, কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা, কোনরকমে অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করছে, অনাহারের সম্মুখীন হতে চলছে, যদিও পুরোপুরি অনাহার থাকছেনা, তথাপি অল্প কিছুদিনের মধ্যে অনাহারে তাহা থাকতে বাধ্য হবে। তাহলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা নিশ্চয়ই হ্রাস পেয়েছে। বিবৃতিতে যে বলা হয়েছে, তা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে, কিন্তু আমি জানি আমার এলাকায় হয় নাই, যেটা হয়েছে, সেটা তাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। সরকারের যে প্রচেষ্টা, সেটা মহত প্রচেষ্টা, কিন্তু আমরা যারা দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের মানুষ, আমরা উপেক্ষিত হয়ে চলেছি। বিভাগীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে আবেদন রাখব তিনি খরা অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে অন্ততঃ সত্যিকারের যাতে লোকের উপকার হয়, খরা অঞ্চলগুলি যাতে উপকৃত হতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে দপ্তর পরিচালনা করেন। কারণ সত্যি সত্যি যেখানে জলের দরকার, সেখানে যাতে জল পায়, সেই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীমধুসূদন দাস। আপনি পাচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন, কারণ সময় নাই।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই সভাতে খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ভাষণ, সেটা কাগজে পত্রে মোটামুটি সন্তোষজনক, এবং এটার মধ্যে বিভিন্ন সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্লক সম্পর্কে যে মোটামুটি বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্য আমার মনে হয় সত্য। আজকে সরকার সীজন্যাল বাঁধ, ওভার

স্লো প্যাম্প সেটে-এর জন্য যে টাকার অংক দেখিয়েছেন, সেই টাকার অনুযায়ী যদি ঠিক ঠিক ভাবে কাজ হত, মাঠে যদি টাকার অংক সরকারী কর্মচারীরা ঠিকভাবে কাজে পরিণত করতেন, তাহলে হয়তো খরা পরিস্থিতি নিয়ে আজকে আমরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করছি, সেটা করতে হতনা। উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটা কথা বলছি। বিশালগড় ব্লকের বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে যে কয়টি সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছে, জমি যখন পেকেছে, তখন সেই বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে। তার পূর্বে বাঁধগুলি দেওয়ার জন্য বি, ডি, ও, এস, ডি, ওকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু বি, ডি, ও, এস, ডি, ও তখন বললেন যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে বাঁধগুলি নষ্ট হয়ে যাবে অতএব ভেবে চিন্তে বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃষ্টি হলে ৫০০/৬০০ টাকার বাঁধ নষ্ট হয়ে যাবে সেটার চিন্তা উনারা করলেন, কিন্তু বৃষ্টি না হলে যে হাজার হাজার একর জমির ফসল, কমে ত্রিশ ভাগে দাঁড়াবে সেই চিন্তা উনারা করেন নি, সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। এমন অনেক জায়গায় আমি নিজে ইনিসিয়েটিভ নিয়ে বাঁধ করিয়েছি, আমাকে প্রস্তুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বি, ডি, ও তার টাকা আজও দিতে পারে নাই। আরেকটা আমি জানি যেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, চার পাচ বছর আগে একটা স্লুইস গেট নাগীছাড়িতে করা হয়েছিল, দুই তিন হাজার একর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু সেই স্লুইস গেট আজ দুই বছর যাবত অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, সেটা ঠিক করার জন্য ডিভিশন নাম্বার ৪ পি, ডব্লিউ ডি—তে বার বার অনুরোধ করা সত্বেও সেটা করা হয় নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি অফিসার পাঠান, তাহলে দেখে আসতে পারেন। এত হাজার টাকা খরচ করে সেটা করা হল, সেটা এখন অচল অবস্থায় আছে। একজন কর্মচারী সেখানে রাখা হয়েছে, সেকি কাঁপড় দিয়ে জল আটকাবে? সেই যদি বাঁধ এবং স্লুইস গেটের অবস্থায় হয়, আমরা অতিরিক্ত বোরো ফসল যে, ফলাব সেটা এইভাবে বাঁধ দিয়ে কতটুকু করতে পারব সেটা চিন্তার বিষয়। পৌষ মাসের পর বীজ বপন করবে, কিন্তু আমার মনে হয়, অধিকাংশ কৃষকরেই বীজধান ক্রয় করে এনে জমিতে বপন করতে পারবে সেই ক্ষমতা নেই। তদুপরি জলাভাব। আমার জানামতে বিশালগড় ব্লকে একটা বাঁধও দেওয়া হয় নাই, যে বাঁধের জল আটকে কৃষকরা হালচাষ করে জমিতে জল দিয়ে বীজ বপন করতে পারছে। আমি বি, ডি, ও সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি বলেছেন আচ্ছা ঠিক আছে কিছুদিনের মধ্যে দেওয়া হবে। আমি তখন বললাম যে খুব তাড়াতাড়ি অন্ততঃ কোন অবস্থায়ই যাতে চৈত্রমাস পাড় না হয়, তাহলে খরা আবার টেনে দেবেন। আর যদি তা হয় আমাকে মৌখিক আশ্বাস দেন, আমি বাঁধগুলি করিয়ে নেই, কিন্তু তিনি বললেন আমি মৌখিক আশ্বাস দিতে পারিনা, যেহেতু আগের যে বাঁধ হয়েছে তার টাকা দিতে পারি নাই, কেন দিতে পারেন নাই, টাকা আছে কি নাই, সেটা আমার জানার কথা নয়, সেটা বি, ডি, ও সাহেবই বলতে পারেন। আমি আরেকটা কথা এখানে বলছি যে এখানে আমার মনে হয় টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডের কথা যেটা আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা চন্দ্রশেখর বাবু বলেছেন, সেই কথাটা মোটামুটি সত্য। আমারা যদি বলি এখানে একটা বাঁধ

যদি দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের অনেক জমি উপকৃত হবে, যদি সেটা করার ইচ্ছা তাদের না থাকে তাহলে তারা বলবেন যে টেকনিক্যাল দিক বিচার বিবেচনা করিয়া এই জায়গাতে বাঁধ দিলে বাঁধ ভেংগে যাবে, ফসলের ঠিক উপকার করতে যেয়ে, অপকারই বেশী করব। এইদিকে চিন্তা করতে গেলে আমাদের ভাবতে হয়, আমাদের মন্ত্রী বা এম, এল, এ'দের মধ্যে যাতে টেকনিক্যাল ম্যান থাকে, তাঁদের দিয়ে যাতে ঐ দপ্তরের কার্যগুলি দেখাশোনা করানো হয়, বা মন্ত্রীর যদি টেকনিক্যাল লোক থাকে, তাদের দিয়ে যদি এইসব কাজগুলি দেখাশুনা করানো হয়, তাহলে আমরা এই টেকনিক্যালের ফাঁকিতে আর পড়ব না। কারণ এই টেকনিক্যাল ফাঁকিতে যা ফসল নষ্ট হয়েছে, তার ৩০ থেকে ৫০ ভাগ ফসল এই টেকনিক্যাল হাতের দ্বারা নষ্ট হয়েছে। এটা সত্য, আমরা যেদিন থেকে সরকার গঠন করেছি, আমাদের পর পর (রেড লাইট) (মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে দুই মিনিট সময় দিন)। দুইটি খরার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠা, সত্যি সেটা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। কতকগুলি সরকারী কর্মচারী, তাদের কাজে গাফিলতি আছে, কৃষি করছি করে দিন কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। পূর্ব্ববর্তী বিধান সভায় জাতীয় কর্মচারী যে আমরা দেখতে পেয়েছি, তাদের কথা আমরা সুবিদিত। বর্ত্তমানে মন্ত্রীসভা যদি তাদের দিয়ে কাজ করাতে চেষ্টা করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ 'এর হাত থেকে রেহাই পাবেন না। আমার মনে হয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণ মূলক কাজে তাঁরা যাতে নিজেদের নিয়োজিত করেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু সেইদিকে তারা সচেষ্টা হচ্ছেন না বলেই আমার বিশ্বাস। তাই ডিপার্টমেন্টাল মন্ত্রীকে এইজন্য সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের দিকে যাতে সুদৃষ্টি রাখেন যাতে তাদের সাহায্যে কাজগুলি করিয়ে নিতে পারেন। পাম্পিং সেটের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেইগুলি নষ্ট হয়ে গেলে, মেরামতের জন্য যে টেকনিক্যাল ম্যান, বা মেকানিকস, তাদের কিছুটা অভাব ত্রিপুরাতে আছে। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই মেকানিক্যাল জাতীয় লোক যাতে অনেকটু বেশী করে নিয়োগ করা হয়, এবং ঠিক সময় যাতে এই পাম্প সেটগুলি ঠিক করতে পারে। আর তাছাড়া আমার আরও মনে হচ্ছে যে কৃষক বর্ত্তমানে যে দুরাবস্থায় পতিত হয়েছে, তাদের বীজ, সার ইত্যাদি বোরো ফসলের জন্য যদি বিনামূল্যে দেওয়া না হয়, তাহলে ৫০/৬০ ভাগ কৃষক বোরো ফসল বপন করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এর মাধ্যমে এই বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, অন্ততঃ পক্ষে বোরো ফসলের জন্য বিনামূল্যে যাতে সার, বীজ ধান ইত্যাদি দেওয়া হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি হাউসের সামনে পেশ করেছেন এবং আমাদের সামনে কৃষি উপমন্ত্রী যে তা উপস্থাপিত করেছেন, তার জন্য মন্ত্রী মণ্ডলীকে ধন্যবাদ দেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি পেশ করেছেন এবং আমাদের উপমন্ত্রী যেটা পড়েছেন তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমার মনে হয় মন্ত্রী মণ্ডলী

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন আছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। গত জুলাই মাসে আমরা যখন খরা সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন যে আলোচনা হয়েছিল সে সময়ে আমরা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত এই খরাকে মোকাবিলা করার জন্য বলেছিলাম। সেইভাবে যদি মন্ত্রী মণ্ডলী তখন কাজ করত তাহলে আজকে এতটা হা হুতাশ করতে হত না এবং কয়েক কোটি টাকার আমন ফসল অতিরিক্ত উৎপাদন হতে পারত। আজকে কোন জায়গায় শতকরা ৪০ ভাগ, সবচেয়ে কম যেখানে সেখানে শতকরা ৩০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সেটা নষ্ট হত না যদি হাউসে যে আলোচনা হয়েছিল সেই আলোচনার সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতেন। পাম্পসেট এখন তারা দিচ্ছেন। কিন্তু তখন যদি ক্যালকাটা থেকে কোন মন্ত্রী গিয়ে নিজে ব্যবস্থা করে নিয়ে আসতেন তাহলে আজকে এই অবস্থা হত না। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন সাজেশান রেখেছেন। তবে এখন এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ মোকাবিলা করার জন্য যে অর্থ আমরা দেখছি সেটা পর্য্যাপ্ত বলে আমি মনে করি। আর একটা কথা বলা দরকার যে গত ৮ বৎসরে যে বরাদ্দ ছিল বিভিন্ন খাতে, বিশেষ করে কৃষি ঋণ ইত্যাদি বাবতে, এই কয় মাসে তার চেয়ে অধিক অর্থ আমরা খরচ করেছি বিভিন্ন খাতে। যেসব কর্মচারী অতিরিক্ত কাজ করেছেন এইজন্য আমি সেই সমস্ত কর্মচারীকে এবং যারা অফিসার আছেন তাদেরকে ত্রিপুরার জন্য যে অতিরিক্ত কাজ করেছেন সেজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ এটা বুঝা দরকার যে ৮ বছরের ওয়ার্ক লোড কয়েক মাসে করা এটা সম্ভবপর নয়। অতএব সম্পূর্ণ না হোক বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী দরদী মন দিয়ে কাজ করেছেন। কাজেই আমি আবার তাদের ধন্যবাদ জানাই। আর আগামী দিনে খরা মোকাবিলা করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে অর্থাৎ, প্রায় আরও এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই টাকাগুলি যাতে কৃষিঋণ পাবার একটা সহজতর রাস্তা বের করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ কৃষকদের যে হয়রাণি করা, এই হয়রাণি থেকে যাতে তারা রক্ষা পেতে পারে। ১০ | ১২ বছর আগের কথা আমি দেখেছি যে কমলপুরের এস, ডি, ও টেবিল চেয়ারে বসে সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিঋণ মঞ্জুর করতেন। আজকাল তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে রেভিনিউ ইন্সপেক্টার দিয়ে। এই সব তদন্তের ব্যবস্থা না করে স্পাংশান্ ক্লপীজ টু হানড্রেড ফিফটি অন দি স্পট এই ব্যবস্থাই যুক্তি সঙ্গত। আর ঋণ দেওয়ার বেলা করতে কি রেভিনিউ রিসিট এবং টাইটেল মঞ্জুরী দেখতেন যে এই জায়গাটা অন্যত্র বাঁধা নেই। সেদিন যেটা সম্ভবপর ছিল, আজকে সেটা হবে না কেন? আমি জানি আমার সাবডিভিসনে কৃষিঋণ পেতে গেলে কৃষককে অনেক হয়রানি পোয়াতে হয়। মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছেন যে এস, ডি, ও গ্রাম প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেন না। কথাটা হয়ত বিলোনীয়া মহকুমা সম্পর্কে সত্য। কিন্তু আমার মহকুমায় দেখেছি গ্রাম প্রধান কৃষিঋণ দানের সম্পর্কে যে লিস্ট দেন সেই লিস্টই এস, ডি, ও মঞ্জুর করেন। কাজেই ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ত কোন কোন কোন জায়গায় আছে। কিন্তু সেই সমস্ত দূরীভূত করে যাতে আমরা

ত্রিপুরাবাসীকে রক্ষা করতে পারি সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য অফিসার নয়, ভি, এল, ডবলিউ এই ধরণের আরও কিছু স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করে যাতে আমরা বরো ফসল উৎপাদন করতে পারি এবং আগামী আউস ফসলও উৎপাদন হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যাতে আমরা অগ্রসর হই সেইদিকে আবেদন রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মিঃ শৈলেশ সোম।

শ্রীশৈলেশ সোম :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বিবৃতি মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী পাঠ করেছেন এর উপরে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় এই বিবৃতির মধ্যে কোন কোন মাননীয় সদস্য কিছু কিছু কাজ যথাযথভাবে করার উল্লেখ নেই বলে বলেছেন। কিন্তু এই বিবৃতিটা সরকারের খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার সামগ্রিক একটা রূপকে এত সংক্ষিপ্ত আকারে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। সুতরাং যে কথাটা সরকার বুঝাতে চেয়েছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যে দেশ খরাজনিত এক গভীর পরিস্থিতির সামনে আজকে দাড়িয়ে এটাকে আমরা ছোট করে দেখতে চাই না। সমস্ত দেশের এবং হাউসের প্রতিটি সদস্যের দৃষ্টিকে আমরা এইদিকে আকৃস্ট করতে চাই। তিনি এই কথা বলেছেন যে পরিস্থিতি যতই গুরুতর হোক না কেন আমরা এই পরিস্থিতিকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাই। কোন হতাশা যাতে মানুষের মনে জাগ্রত না হয় যার অনিবার্য্য পরিণাম হিসাবে সমাজের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা এবং কোন দেশ যত বড় সমস্যারই সম্মুখীন হোক না কেন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারে যদি সমগ্র জাতি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, তার সমস্ত সাহসিকতা দিয়ে তাকে পর্য্যুদস্ত করার অদম্য মনোবাসনা নিয়ে দাড়ায়। এ জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে চেয়েছেন তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে যে সরকার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। এই সম্পর্কে কিছু সরকারী কর্মচারীর ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ত আছে যথেস্ট পরিমাণ সরকারী কর্মচারী না থাকার দরুন এবং পাম্পসেট ইত্যাদি যথোপযুক্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার উপযুক্ত নয়, এই কথা তিনি বলেছেন। স্বল্প পরিসরে সমস্ত কথা বিবৃত করা হয়ত সম্ভব হয়নি। তার জন্য সরকারের অনুসৃত নীতি তার কার্য্যক্রম ছয় পৃষ্ঠার একটা বিবৃতির মধ্যে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার সম্পূর্ণভাবে সজাগ, অবহিত প্রতিটি অবস্থার জন্য এবং কি কি কাজ কি কি অসুবিধার কারণে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পক্ষে বাধা স্বরূপ দাড়িয়েছে তা সমস্ত সদস্য অবহিত। কর্মচারীদের অপ্রতুলতার কথা, টেষ্ট রিলিফের কথা, টেষ্ট রিলিফের কাজে যে টেকনিক্যাল অসুবিধার কথা বলা হয়েছে, পাম্প সেট ইত্যাদির অপ্রতুলতার কথা, নদীগুলি থেকে জল সরবরাহের কথা সেই সমস্ত বিষয়ে সরকার যথেষ্ট অবহিত। কিন্তু এই অল্প পরিসরে এই বক্তব্যের মধ্যে সেটা তুলে ধরা সম্ভব হয় না। ত্রিপুরা সরকার মনে করছেন, ত্রিপুরার মন্ত্রী মণ্ডলী মনে করছেন, সেটা হচ্ছে এই যে পরিস্থিতি অত্যান্ত জটিল এবং এই জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা উদাসীন নই, আমরা নিস্ক্রিয় নই

এবং নির্বাক দর্শকও নই। সরকার তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে চায়,বীরত্বের সংগে এবং সাহসের সংগে। এই সম্পর্কে যতগুলি বিচ্যুতি আছে, যতগুলি অসুবিধা আছে সরকার তার মোকাবিলা করতে চায় এবং তারই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছি এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারও তাতে সাড়া দিয়েছেন। আজকের এই পরিস্থিতি এটা সারা ভারতে রয়েছে,২১ টি রাজ্য বাদে, আর সমস্ত অংগ রাজ্যেই হয় খরা পরিস্থিতিতে বিপর্য্যস্ত,না হয় ঝরে বিপর্য্যস্ত,আর না হয় বন্যায় বিপর্য্যস্ত,সারা ভারতেই এর কোন না কোনটার সম্মুখীণ হয়েছে। আর প্রতি প্রান্তের সরকারই সেটা সংগে সংগে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারপরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, আমাদের এই প্রান্তের জিনিষ পত্রের দাম বাড়ার কথা বলা হয়েছে, আবার কেউ কেউ তুলনামূলকভাবে আমাদের এই প্রান্তের জিনিষ পত্রের বেশী দামের কথা বলেছেন, কিন্তু এটা যথাযথ সত্য নয়। বাজার দর হিসাবে যদি দেখা হয়, পশ্চিম বঙ্গের সংগে যদি আমাদের ত্রিপুরার তুলনা করা হয়, তাহলে দেখব যে ডাল ইত্যাদি খাদ্যশস্যের দাম পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় আমাদের ত্রিপুরাতে কম। ডালের দর সেখানে এত বেশী এবং ডালের এত অভাব যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার আমাদের বাফার ষ্টক থেকে কিছু ডাল নিতে চেয়েছেন বা আমরা তাদের ডাল দিয়ে সাহায্য করতে পারি কিনা, সেই সম্পর্কে খুজ খবর নিয়েছেন। সুতরাং ঐ প্রান্তের তুলনায় এই প্রান্তের বাজার দর অনেক বেশী, এই কথা মানতে পারি না। তারপরে আমার মাননীয় সদস্য চন্দ্র শেখর দত্ত যে একটা কথা বলেছেন, সেটা অতি মূল্যবান, সেটা হচ্ছে বাংলা দেশের লোকের যে পার্সেজিং ক্যাপাসিটি বা ক্রয় ক্ষমতা তার তুলনায় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের ক্রয় ক্ষমতা অনেক কম। আর তারই জন্য অন্যান্য রাজ্যের সংগে আমাদের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার যাতে সমতা থাকে, সেজন্য সরকার চেষ্টা করছে। আমাদের এই রাজ্যের মানুষের সাফারিংস যে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী, এই কথা আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে এই রাজ্যের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যাতে বাড়ে। আর ক্রাস প্রগ্রাম এবং টেষ্ট রিলিফের কথা সেজন্য বলা হয়েছে এবং এই সবের মধ্য দিয়ে যাতে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে সেজন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তারপরে লোঙ্গরখানা খোলার কথাও কেউ কেউ বলেছেন আবার কেউ কেউ বলেছেন যে ত্রিপুরাকে একটা দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করা হউক। কিন্তু একটা লোঙ্গরখানা খুলে আমরা সমস্ত জাতিকে তার মধ্যে ঠেলে দিতে পারিনা। এটা অত্যন্ত কলংকের কথা এবং দুঃখের কথা যে একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিককে আমরা একটা লোঙ্গরখানা খোলে তার মধ্যে ঠেলে দেব। একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার, একটা গণতান্ত্রিক সরকার যারা নাকি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এখানে এসেছে, তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হতে পারে না। আজকে যে পরিস্থিতি চলছে, এটাকে আমরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের মতই মোকাবিলা করতে চাই। কারণ বিগত বৎসরে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ১৫ লক্ষ অধিবাসী যে ভাবে আরও

১৬লক্ষ লোককে খাওয়াবার এবং থাকবার সংস্থান করে দিয়েছিল,তাদের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির এবং দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে, তা আমরা কোন দিনই ভুলতে পারব না। কাজেই আজও তারা যতই আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হউন না কেন,জিনিষ পত্রের দাম যতই বাড়ুক না কেন, তারা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য যারা এগিয়ে আসবে; এই বিশ্বাস আমার আছে।আর আমাদের সরকারও এই অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য চুপ করে বসে নেই, আমাদের আদিবাসী অঞ্চল দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে যাতে সস্তা দরে জিনিষপত্র পাওয়া যায়, সেজন্য সরকার বিশেষ ভাবে চিন্তা করছেন এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকার এই সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত অভিনিবেষ সহকারে এবং মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করে দেখছেন এবং সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্য দিয়ে তার মোকাবিলা করবার চেষ্টা করছেন। এবং এর জন্য যদি আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এনে এর মোকাবিলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং বিগত বছরের ন্যায় দেশ যেমন ভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থার সম্মুখীণ হয়েছিল ঠিক এবারেও সমগ্র জাতি এক প্রাণে এক স্পন্দনে একত্রিত হয়ে এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার চেষ্টা করবে, সংকটের মোকাবিলা আগের মতই সকলের সহযোগীতার মাধ্যমে করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার বর্তমান খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে যে মন্তব্য রেখেছেন এটার মূল্য যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। এই ব্যাপারে ত্রিপুরার অধিকাংশ জনতা এবং কৃষক আমাদের মন্ত্রী পরিষদ যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে অবস্থা এসেছে, বিশেষ করে খরায় খাদ্য সমস্যা যে অবস্থায় এসেছে তাতে তারাও কোন অংশে কম উদ্বিগ্ন নয়। কাজেই এই যে কৃষক যাদের উপর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি নির্ভর করে তাদের কথা আমরা গত বিধান সভাও এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য যে পদ্ধতি ও কার্য্যক্রম নেওয়ার কথা বলেছি এবং তার মাধ্যমে তাদের সাহস ও ভরসা দিয়েছি এবং তাদের মনে একটা সাহস জুগিয়েছি। আমরা বলেছিলাম যে তোমরা নির্ভয়, তোমাদের জন্য ত্রিপুরা সরকার সজাগ আছে। কাজেই যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা তাদের মনে সাহস জুগিয়েছিলাম, বাস্তব পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে তাদের তরিতরকারী করতে হলে প্রারম্ভিক যে জলের দরকার ছিল, সেই পর্য্যায়ে তারা জল পায়নি এবং আমন ফসলের প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে যে জল পাওয়ার কথা ছিল, তাও তাদের সব জায়গাতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার দিকে যতটুকু নজর দেওয়ার দরকার ছিল, সেটা বাস্তবে আমরা দিতে পারিনি এটা বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি। অবশ্য ভারত সরকার আমাদের ত্রিপুরার খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ আছে এবং আমাদের ত্রিপুরার মন্ত্রী পরিষদ ভারত সরকারকে এই খরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই আমাদের ত্রিপুরা সরকার এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার

এজন্য আমাদের যথেষ্ট অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেজন্য নিশ্চয় আমাদের তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র টাকা বরাদ্দ করলেই আমাদের ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, এই কথা আমরা সকলেই জানি। কাজেই ফিল্ডে গিয়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবে তাদের অভাব আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, এটা অবশ্য অনেক সদস্যই বলেছেন। (মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করুন) স্যার, আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। এখানে জনতার প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের কিছু বলার দরকার আছে। কোথায় কোথায় কি করা দরকার, কি ভাবে আমরাই বা সরকারকে সহ-যোগিতা করতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের কিছু বলতেই হবে। তাই আজকে এখানে যে একটা লেখা আছে তাতে দেখতে পাচ্ছি—ত্রিপুরার খরা অঞ্চল, সমগ্র ত্রিপুরাটাই খরা অঞ্চল কিনা, এটা আমি বুঝতে পারছি না। বা এটা বলতে ত্রিপুরা কিছু কিছু জায়গা খরায় আক্রান্ত হয়েছে মীন করে কিনা, এটা আমার কাছে একটা খটকা লাগছে। কাজেই আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে জানতে চাই যে ত্রিপুরা সামগ্রিক ভাবে খরায় আক্রান্ত হয়েছে না ত্রিপুরার কোন কোন অংশ বিশেষ আক্রান্ত হয়েছে। কারণ এখানেআর এক জায়গায় বলা হয়েছে ত্রিপুরার খরা কবলিত এলাকার গ্রামাঞ্চল সমূহ, কাজেই এটা আমি ভালভাবে বুঝতে চাই। আজকে ত্রিপুরাতে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে বলে এখানে বলা হচ্ছে, তাই সমাস্যাটা কত গভীর, সেই সম্পর্কে আমাদের আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং দরকার হলে আজ থেকে আমাদের রেশনসপগুলির মাধ্যমে চাউল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাধারণ লোকদের কাছে পৌছিয়ে দিতে হবে এবং গ্রামের সাধারণ লোক যাতে আরও বেশী করে রোজি রোজগার করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিপুরাতে বর্তমান সময়ে যে একটা পরিস্থিতি চলছে, তাতে গ্রামের সাধারণ মানুষকে যদি আমাদের বাঁচাতে হয়, তাহলে তারা যাতে উচিত মূল্যে জিনিষ পায়, সেই ব্যবস্থা যেমন আমাদের করতে হবে আবার তেমনি আমাদের ফসলের উৎপাদন যাতে বেশী পরিমাণে বাড়তে পারে, তার দিকে আমাদেরও নজর দিতে হবে। কাজেই এই দিক দিয়ে আমাদের বুরো ফসল এর উৎপাদন বাড়তে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের এখন থেকে নিতে হবে আর এরজন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা যেটা নেওয়া হচ্ছে, সেটাও আমাদের জানা আছে। আমি আমার উত্তর জেলার কথা এখানে বলতে পারি, সেখানে প্রেকটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ম্যান থাকার দরকার, অথচ তা সেখানে নেই এবং না থাকার দরুন স্যাংশান আসছে, কাজ হবে এভাবে সমস্ত কাজই চলছে, কিন্তু কাজ কিছু এগুচ্ছে না। অথচ সেখানকার কৃষকেরা বলছে যে আমাদের জলের দরকার। কাজেই যেখানে যেখানে কাজ করা হবে, সেখানে যদি কাজের লোক না থাকে, তাকে যদি অনেক দূর থেকে এসে সেই মফঃস্বলে কাজ করতে হয়, তাহলে সেটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠে। অর্থাৎ যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটা এখানে এসেছে, এটাকে যদি গুরুত্বসহকারে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে আমার ঐ উত্তর অঞ্চলের জন্য একজন প্রেকৃটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার থাকার দরকার আছে এবং

সেই অঞ্চলের জন্য যে সমস্ত প্লেন প্রোগ্রামগুলি তৈরী হবে, সেগুলি ঠিকমত তার দ্বারা কার্যকরী করা সম্ভব হবে। আর তা না হলে শুধু টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদি দিয়ে, এখান থেকে ঐখানে দৌড়াদড়ি করে কোন লাভই হবে না এবং বর্ত্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে এটাকে মোকাবিলা করবার জন্য আমরা যুদ্ধকালীন যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, সেটা নিতে পারব না। তাই আমি শুধু বক্তৃতা দেওয়ার কথা বলি না। বর্ত্তমান অবস্থায় যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভালভাবে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে, আর তা না হলে আমাদের জনসাধারণের আরও বেশী করে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হবে। কাজেই এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের এখন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে আমরা কৃষকদের ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি, সেজন্য বাঁধ দিতে হবে এবং এই বাঁধ দিয়ে তাদের জমিতে প্রচুর পরিমানে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারই সাথে সাথে তাদেরকে সার দিয়ে বীজধান দিয়ে সাহায্য করতে হবে। কেন না আমাদের কৃষক ভাইরা বলছে, যে তারা জল পেলে বুরো ফসল ফলাতে পারবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফসলের উৎপাদনও বাড়াতে পারবে, কাজেই তাদের কথায় আমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।... এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে আমাদের বুরো ফসল করতে হবে এবং তার জন্য কৃষকরার যে মানসিক প্রস্তুতির দরকার সেই প্রস্তুতির দিকে আমরা এতটুকু অগ্রসর হয়েছি কি না। আমরা দেখছি অনেকে বলে বুরো ফসল করলে তার পরবর্তী ফসল ক্ষেতে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর একটু বলে শেষ করছি। আমি আর এক মিনিট চাই। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা অবস্থা হচ্ছে এই যে আপনারা জানেন সবচেয়ে খ্যাতি সম্পন্ন জায়গা কৃত্তি অঞ্চল। বুরো ফসলের জন্য খ্যাতি সম্পন্ন। আমি যে অঞ্চল থেকে দাড়িয়েছি সেই কৃত্তি অঞ্চলে ইছংগা নামে একটি নালা আছে। যার জন্য খরায় বার বার কৃষকের বুরো ফসল নষ্ট করে। একবার কৃষকদের বুরো ফসল নষ্ট হলে তাদের আর বাঁচার পথ থাকেনা। এবার একটা নতুন পরিকল্পা নেওয়া হয়েছে স্লুইস গেইট। যদি সময়োপযোগী সেই স্লুইস গেইট নেওয়া হয় তাহলে বুরোর জন্য যে ব্যাপক চেষ্টা চলছে তা সফল হবে। বুরো ফসল করলেই যদি হঠাৎ আচম্বিতে বৃষ্টি আসে তাহলে বুরো ফসলের সর্বনাশ হবে। কাজেই পূর্বাহ্নেই আমি মাননীয়মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একটা আবেদন রাখবো। পরিকল্পনা যদি নেওয়া হয় তাহলে যেন তাহা যথাসময়ে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়। সময় মত কাজ না করার জন্য ত্রিপুরার কৃষক অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ত্রিপুরার অর্থনীতি বানচাল হয়ে যায়। এই জন্য আমি অনুরোধ রাখবো সময়োপযোগী টাকা এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা, অনুগ্রহ করে আপনি ৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী যে আজকে হাউসের সামনে বক্তব্য রাখলেন তাতে বুঝা গেল আমরা অত্যন্ত সচেতন আছি সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। কিন্তু তার মধ্যে ২। ১টি জিনিষ আমি বলতে এখানে বাধ্য হচ্ছি। এখানে অনেক সদস্য আছেন, মন্ত্রী মহোদয়রাও আছেন, অনেক কর্মচারী ভাইরাও আছেন, তারা নাকি বলেন আমরা গ্রামমুখী হবো, আমাদের হওয়া, আজকে আমি বলছি এই কারণে যে সারা ত্রিপুরাতে ৮টি ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং আরও ১৬টি বাড়ানো হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের সারা অমরপুর সাবডিভিশানে একটিও নেই। তাই আমি বলতে চাই এই ভাবে কি আমরা দিনের পর দিন গ্রামমুখী হচ্ছি। তাই আমি এই হাউসের মাধ্যমে, মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে অনুরোধ করবো যাতে গ্রামের লোকেরা ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে যাতে ভাল জিনিস সস্তায় পেতে পারে সে রকম ব্যবস্থা করবেন। আজকে আগরতলা এসে দেখি বেবীফুড নিয়ে অত্যন্ত কাড়াকাড়ি চলছে। কিন্তু সারা অমরপুরে, একটা সাবডিভিশান সেখানে হাজার হাজার লোক বাস করেন, সেখানে তো এই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। তাহলে কি আমরা এইটাই বুঝবো যে গ্রামের মানুষ অবহেলিত দিনের পর দিন। তারপর আসছে পানীয় জলের ব্যবস্থা। আপনারা আজকে যারা টাউনে আছেন তারা কল্পনাও করতে পারবেন না যে আমাদের উপজাতী ভাইয়েরা ছড়াতে বান্ধ দিয়ে জল খাচ্ছেন, এমন কোন জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়নি। যে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার বোরেল ওয়ার্কে কাজ করেন উনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল উনি বললেন বর্ষার সময় আমাদের নলকূপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বৎসর তো বর্ষাও হয়নি। অদ্য পর্যন্ত আমাদের অমরপুরে একটি রিংওয়েল দেওয়া হয়নি। তারপরে আসছি টিউবওয়েলের কথায়। যেখানে আজকে ডিপার্টমেন্ট টেইকআপ করেছেন সরকার থেকে যেখানে নিজে করা হয় সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নমানের কাজ। কন্ট্রাক্টারের হাতে পুট আপ করলে ভাল হতো। সেই জন্য আমি অনুরোধ করবো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যদি দয়া করে সরজমিনে তদন্ত করেন, আজকে আমাদের উপজাতী ভাইয়েরা কি অবস্থায় আছেন এবং অমরপুরের জনসাধারণ যেখানে পাহাড় সমতল জায়গা নেই সেখানে আজকে পানীয় জলের কি অবস্থা। আমি সরকারের কাছে আবেদন করবো তারা যদি নোংরা জল খায় তবে অচিরেই মহামারীতে আক্রান্ত হবে। তাই অনুরোধ করবো যে আগামী দিনে যাতে আমাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। তারপরে বিশেষ করে আমি বলছি আজকে আমাদের অমরপুরে একটি মাত্র ভ্রাম্যমান পাম্প মেসিন দেওয়া হয়েছে। তা দিয়ে কোন কৃষকের জমিতে জল দেওয়া সম্ভব নয়। কেউ বলছে আজকে মৈলাকে, কেউ বলছে আজকে বীরগঞ্জে জল দেওয়া হউক। এই নিয়ে সেখানে মারামারির উপক্রম। তাই আমি অনুরোধ করবো শীঘ্র করে যেন পাম্প সেটের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক পাম্প সেট আছে যেগুলি অনেক দিন যাবত অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কারণ মেকানিক নাই। সেই জন্য বলি মেকানিক ছাড়া এই পাম্প মেসিন দেওয়ার কোন অর্থ থাকে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মৌলানা আব্দুল লতিফ।

মৌলানা আব্দুল লতিফ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খরা পরিস্থিতি নিয়ে যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। খরাতে ত্রিপুরার কৃষকরা বিশেষ করে তারা প্রকৃতির কৃপার উপর নির্ভরশীল আমরা দেখেছি কয়েকটা কীর্তি এখানে যে অনেক কিছু করা হয়েছে, অনেক কিছু করা হয়েছে সত্য কিন্তু হয়েছে অত্যন্ত নগন্য, অত্যন্ত অপ্রচুর। আমি একটা সাবডিভিশানের লোক কৈলাসহরে বাড়ী, অনেক কিছু দেখলাম সেখানে জলসেচের জন্য অনেক কিছু হয়েছে। কিন্তু আমি আমার কনষ্টিটিউএনসিতে দেখি নাই কোথাও এক বিন্দু জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি নিজে জানেন কৈলাসহরের যে অঞ্চলে আমি বাস করি সে অঞ্চলে বৃহৎ অংশে বরাবর বুরো ক্ষেতের চাষ হচ্ছে। কিন্তু এবার আমার মনে হয় ৩/৪ শো: একরের মধ্যে ৫০ একরেই বুরো ফসল হবে না। জল মোটেই নাই। আমাদের সেখানে চাড়া লাগানো, চাড়া বেশ বড় হয়েছে কিন্তু জল নাই। সেই জন্য আমি আমার কৃষি মন্ত্রী বন্ধুকে কালকে বলেছিলাম দয়াকরে সেখানে ২।৩টি নলকূপ করে দিন যদি দেন তবে সে অঞ্চলের অন্ততঃ ২।৩ হাজার বুরো ধান উৎপন্ন হবে তা না হলে সেখানে কিছুই হবে না। আমি অনুরোধ রাখবো—

মিঃ স্পীকার :— ২।৩ হাজার মন।

মৌলানা আব্দুল লতিফ :—২।৩ হাজার মন। ছয়রাতি, চন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকাতে প্রচুর বুরো ধান হয়। কিন্তু যদি জলের ব্যবস্থা না করা হয় তবে কিছুই হবে না। জল নাই। ছড়াতে জল নাই। যেখানে জল থাকতো সেখানে জল নাই। কোন দিকে জল নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, জলের জন্য মানুষও মরবে এবং কৈলাসহরের অবস্থা বলছি, সেখানে পুষ্করিণীতে জল নাই, কুয়াতে জল নাই, কোন দিকে জল নাই। গত এপ্রিল মাস থেকে চীৎকার করে আসছি নল কূপের জন্য, রিংওয়েলের জন্য। আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত একটা টিউবওয়েলও সেখানে হয়েছে কি না সন্দেহ। আমার বাড়ীর সামনে একটি টিউবওয়েল ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, বোধহয় জানেন সে টিউবওয়েল আজ পর্যন্ত ঠিক হয় নাই। আমি বললাম একজন এম, এল, এ, আমার বাড়ীর সামনে এক ফার্লং দূরে সেই টিউবওয়েল। ৩।৪ টা গ্রামের মানুষ এইটা থেকে জল নিয়ে খায়। সেখানে এই একটা টিউবওয়েল হলো না। এই মেসিন নাই, এই নাই, সেই নাই। আমার মনে হয় বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী যে সিসটেম করেছেন যদি এইটা একটু কাজে লাগে যদি কুয়া করা হয়, পাম্প সেট দেওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই আমাদের দুর্দ্দশার কিছুটা উপশম হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তা হতে অনেক সময় এখনও বাকি আছে। অফিসাররা বলেন কি করবো টেকনিকেল অফিসার নাই। এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার নাই আমরা কি করবো। বি, ডি, ও বলেন আমাদের টেকনিকেল ম্যান আমরা কি করবো। বলেন যে টিউবওয়েল যে সমস্ত লোকে মেরামত করে তারা নাই। আমাদের এক এক জন একসটেনশান অফিসার আছেন, আমরা কি করবো। শোনেন আপনারা টাকা দিচ্ছেন সত্য কিন্তু যে হারে টাকা দিচ্ছেন সেই হারে কাজ হচ্ছে না। আমি বলবো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দয়া করে খবর রাখবেন এই যে টাকাগুলি সংকাজে ব্যয় হচ্ছে কি না।

আমি একটু আগে এস, ডি, ও অফিসে গেলাম আপনার কি কি কাণ্ড পেয়েছেন দেখি, আমরা সেখানে আলোচনা করবো। উনি বললেন যে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশী নাই। আড়াই লক্ষ টাকা সেংশনের জন্য রেখেছেন। তারপরে দেখালেন ১৬৬৬৫ টাকা আছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলবো এত টাকা যেখানে আছে সেখানে উনি বললেন বেশী নাই।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members time is over to-day. বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনারা চান, তাহলে আমি হাউসের সময় ১৫ মিনিট বাড়িয়ে দিতে চাই।

মৌলানা আবদুল লতিফ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাইনা, তবে আমি অনুরোধ করব যে স্কীমগুলি আপনারা নিচ্ছেন, সেগুলির ইমপ্লীমেন্টাশান যেন হয়। আপনারা টাকা দিচ্ছেন, সত্যি, কিন্তু লোকে সেটা পাচ্ছেনা, সময় মত পাচ্ছেনা সেটা আপনাদের দেখা দরকার। আমি বলব টেস্ট রিলিফ খাতে টাকা আছে ২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, সেই টাকা খরচ করুন, অনেক লোকের তাতে উপকার হবে, ছোট ছোট রাস্তা করতে পারেন কিন্তু সেই টাকা খরচ হবে না। শুধু টাকা রাখছেন কাজ হচ্ছে না। তাই আমি অনুরোধ করব আমার মন্ত্রীসভাকে যাতে এই টাকাগুলি কাজে লাগে আপনারা সেটা করুন। চীফ সেক্রেটারীর (ইঞ্জিনীয়ারের) সংগে আমার দেখা হল, উনি আমাকে বললেন আজকে আমার মিটিং ছিল, ডি, এম, এস, ডি, ও'র সংগে, খরা সম্পর্কে যে রিপোর্ট তাঁরা দিচ্ছেন, এবং আপনারা যে রিপোর্ট দিচ্ছেন, সেটা অনেক ফারাক। আমি বললাম চীফ সেক্রেটারী সাহেব দয়া করে ভাল করে খবর নেবেন। যদি খবর ভাল করে না নেন, তাহলে ত্রিপুরার ভয়াবহ বিপদ। ত্রিপুরাবাসীর ভয়ংকর বিপদ। ত্রিপুরার অফিসাররা রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করেন, আমরা দেখেছি, আমরা মাঠে যাই, আমরা মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, সেখানে ধান নাই গাছে আমি নিজেও একজন কৃষক, মাননীয় স্পীকার মহোদয় জানেন। আমার পরিবারে অনেক লোক। আমার একটা গোলাঘর ছিল, সেখানে ভাদ্র মাসে ধান উঠে। অতি দুঃখের সহিত বলছি যে যেখানে দেড় শত, দুই শত মণ ধান পাই, এবার ৩০ মণ ধানও পাই নাই। এই হচ্ছে অবস্থা। এই হচ্ছে ভয়াবহ ছবি। আমি এই অনুরোধ রাখব আপনারা অফিসার পাঠিয়ে যে খবর সংগ্রহ করবেন, সেটা বাস্তব খবর যাতে সংগ্রহ করেন। বাস্তব ছবিটা কি? আপনারা মনে করছেন যে ৫০ ভাগ থেকে ৬০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেটা ভুল হবে। আমি বলছি যে ৭৫ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে। গ্রামে গ্রামে হাহাকার আরম্ভ হয়ে গেছে। একটা কথা আছে যে এক বাঁচাতে পারেন ঈশ্বর আর বাঁচাতে পারে জাতিয় আমলা। আমি বিশ্বাস করি প্রকৃতির দয়ালের উপর আমরা নির্ভর করছি শতকরা ৯৫ ভাগ। আমি ত্রিপুরাতে কিছুই যে হয় নাই, সেটা বলবনা। আমি বলছি যা হওয়ার দরকার, সেই অনুসারে অপ্রচুর। আমি তাই কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করব অন্ততঃ এই লোকগুলিকে বাঁচাবার জন্য দয়া করে প্রত্যেক অঞ্চলে দুই তিনটি করে ডীপ টিউব ওয়েল করে দেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাইমনি মিয়াৎ চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত জুলাই মাসে খরার বিষয়টি নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল, তখন আমি ছোট ছোট বাঁধ দেওয়ার কথা এবং পাম্পিং মেশিন আমার এলাকায় দেওয়ার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই জিনিষটা আজও হয় নাই। আর বীজ ধান দেওয়ার কথা যে বলা হয়, আমার কৃষকদের মাছমারা গাঁওসভা থেকে বীজ ধান আনার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বীজ কোথায়? টাকা ইত্যাদি দেওয়ার কথা কিন্তু টাকা দিয়েও কোনো ধানের বীজ পায় নাই, ঐ বীজ ধান কি হল? আমাকে বি, ডি, ও সাহেব বলেছেন যে বীজ ধান যা পাওয়া গেছে তা বিলি করা হয়েছে। সেইরকম নাগিছড়াতেও হয়েছে। যে ছোট ছোট বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা আগে যদি বাঁধ দেওয়া হত তাহলে জল থাকত। কিন্তু অসময়ে বাঁধ দিলে জল কি করে থাকবে আমি একজন এম, এল, এ। কিন্তু তারা আমার কথা মোটেই শোনে না। অথচ জনসাধারণ আমাকেই এসে বলে। এখন আমি কি উপায় করি। ক্র্যাশ প্রগ্রাম, টেস্ট রিলিফের টাকা দেওয়া হয়। সেটাও ঠিক ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে কিনা তাও দেখা দরকার। কর্মচারীরা কোন কাজ কর্ম করে না। সাধারণ লোক কাছে গেলে তাদের কোন পাত্তাই দেয় না। এটা কেন হয়? আমি এটা পছন্দ করি না। আমি বলছি গাঁওসভা আছে, কমিটি আছে। তাদের ক্ষমতা দেওয়া হোক। সেটা দেওয়া হয় না। ব্লকের কর্মচারীরা টিপ সই দিয়ে জাল নাম দিয়ে টাকা নিজেরাই নিয়ে নেয়। তারা বলে টাকা দিয়েছে। কিন্তু এই টাকা কে পেল? কোথায় দেওয়া হল?

কোন কোন জায়গাতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে—যেমন বাঁধ দেওয়া হয়েছে উড়িছড়া, মাছমারায়। আমি তাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে এইখানে বাঁধ দেওয়া হোক। দপদাতে হয় নাই। আমার কথা যদি না শোনে তাহলে বিধানসভার সদস্যের কি মূল্য আছে। কোন কোন জায়গাতে পাম্পিং সেট দেওয়া হয়, কৃষকের সেটা কিনে নিতে হয়। কোন কোন ব্লকের কতগুলি দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের তো কিনবার ক্ষমতা নেই। আমার কাঞ্চনপুর এলাকার মানুষ খুবই গরীব। তাদের ফ্রি দেওয়া হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now discussion on this statement made by the Hon'ble Minister-in-charge on the drought situation is over and I think almost all the members persent in the House to-day have participated in the discussion. Only the reply of the Minister is pending for which I would like to fix up a subsequent day. I think all will agree with me. (Voice-Yes.). Only for reply I shall fix up a day for the Minister.

The House stands adjourned till 11 A. M, on Friday, the 8th December, 1972.

ANNEXUR 'A'

STARRED QUESTION NO. 10

By—Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Minister-in-Charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গত জুলাই-আগষ্ট মাসে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এর ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কতজনকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম এবং কে কোন বছরে পাশ করেছে তার বিবরণ ;

২) প্রার্থীর সংখ্যা কতজন ছিল ; এবং

৩) 'ক ভিত্তিতে প্রার্থীদের বাছাই করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ২৩ জনকে, তাদের নাম ও কে কোন বছরে পাশ করেছে তাহা এতদসঙ্গে গ্রথিত বিবরণীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২) ৭৮ জন, এবং

৩) নিম্নলিখিত ভিত্তিতে প্রার্থীদের বাছাই করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল ;

(ক) যারা সর্বাগ্রে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় পাশ করেছে এবং যারা একই বৎসরে পাশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর অনুযায়ী।

(খ) যেসব প্রার্থী আই-ও-সি বা অন্যান্য লাভজনক চাকুরীতে নিযুক্ত রয়েছে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

(গ) যে সমস্ত প্রার্থী ডিপ্লোমাধারী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দপ্তরে নিম্নতর পদে নিযুক্ত ছিল তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) যে সমস্ত প্রার্থী নরসিংগড় পলিটেক্নিক হতে ডিপ্লোমা পেয়েছে কেবল তাদেরই নিয়োগপত্র দওয়া হয়েছে।

(ঙ) যে সমস্ত প্রার্থী তাদের পরিবারের লোক সংখ্যা ও আয়ের বিবরণ দেয়নি তাদের প্রার্থীপদ বিবেচনা করা হয় নি।

(চ) যেসব প্রার্থীর পরিবারে একজনও চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীর চেয়ে বেশী বেতনের চাকুরীতে নিযুক্ত নেই সেই প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

(ছ) তপশীলি জাতিভুক্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে।

Name of the Candidates appointed.			Year of their passing.
1.	Shri	Khokan Ch. Saha	1968
2.	,,	Gouranga Ghosh	1968
3.	,,	Rakhal Ch. Dey	1969
4.	,,	Ashutosh Debnath	,,
5.	,,	Prafulla Ch. Paul	,,
6.	,,	Dibyendu Nag	,,
7.	,,	Milan Kanti Sarkhel	,,
8.	,,	Sukdeb Majumder	,,
9.	,,	Tilak Sen Gupta	,,
10.	,,	Jnan Ranjan Deb	1970
11.	,,	Subodh Ch. Dey	,,
12.	,,	Pankaj Kr. Dey	,,
13.	,,	Debabrata Choudhury	,,
14.	,,	Nani Gopal Deb Nath	,,
15.	,,	Dibyendu Banerjee	,,
16.	,,	Narayan Ganguly	,,
17.	,,	Sudhendu Bikash Kar	,,
18.	,,	Sankar Chakraborty	,,
19.	,,	Sankar Kr. Chakraborty	,,
20.	,,	Anil Ch. Dey	,,
21.	,,	Ailen Ch. Roy	,,
22.	,,	Khitish Ch. Deb Nath	,,
23.	,,	Tarani Kanta Paul (S.C)	1971

STARRED QUESTION NO. 204

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

(ক) সরকার কি অবগত আছেন, যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত খাসদয়াল মৌজা গাঁও সভা, আথরা গাঁও সভা, গয়ামণি মৌজা গাঁও সভা, বেলছড়া গাঁও সভা, রতনপুর গাঁও সভা, সমতল পদ্মবিল গাঁও সভার অধীনে প্রায় সমস্ত জমির ফসল খরায় জলিয়া গিয়াছে এবং এখনও অধিকাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন হইতেছে না; এবং

(খ) যদি অবগত থাকেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত এলাকার জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

(ক) ইহা সত্য নহে যে, এইসব এলাকার প্রায় সমস্ত জমির ফসল জলিয়া গিয়াছে ও অধিকাংশ জমিতে ফসল উৎপাদন হইতেছে না।

(খ) খরাজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এই সকল এলাকায় নিম্নবর্ণিত সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

১) আমন ও বরো জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ;

২) আমন বীজধান সরবরাহ ;

৩) কৃষি ঋণ ও দাদন বিলি ;

৪) টেষ্ট রিলিফ ;

৫) গ্রেচুইটাস রিলিফ ;

৬) গ্রামীন কর্মসংস্থান।

STARRED QUESTION NO. 430

By—Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পে কত টাকা খরচ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে উদয়পুর বিভাগে কত টাকা ?

২) উদয়পুর বিভাগে উপরোক্ত সময়ে মোট কত একর জমিতে জলসেচ (ইরিগেইট) করা হইতেছে ?

উত্তর

১) মোট ২৮,১১,৬৫৩ টাকা, তন্মধ্যে উদয়পুর মহকুমায় খরচ হয়েছে ৩,১৫,৬৬৩ টাকা।

২) উদয়পুর মহকুমায় স্থায়ী প্রকল্পগুলি ১২২৩ একর জমিতে জল সেচ করিতে সক্ষম, ইহা ছাড়া কৃষি বিভাগ হইতে সাময়িক বাঁধ ইত্যাদি দ্বারা বৎসরে গড়ে প্রায় ৪৫৮৬ একর জমিতে জলসেচ করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 328.

By—Shri Abiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর অক্টোবর পর্য্যন্ত জিরানীয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে কয়টি Jute Retting tank খনন করা হইয়াছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ;

২) এই কাজগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হইয়াছে কিনা ;

৩) যদি না করা হইয়া থাকে তাহার কারণ ;

৪) এই ব্লকের অন্তর্গত বোরাখায় জলের অভাবে কৃষকরা মেস্তাপাট পঁচাইতে পারিতেছে না, সরকার কি ইহা অবগত আছেন ; এবং

৫) যদি অবগত থাকেন, তবে কৃষকদের স্বার্থে এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) ২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৮৯টি পাট পঁচাইবার পুকুর খনন করা হইয়াছে। বাকী ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ঐ ৮৯টি বাবত মোট টাকা ১৬,৪৫৭,৫০ ব্যয় হইয়াছে।

২) হঁা।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) হঁা।

৫) ২টি পাট পঁচাইবার পুকুর খনন করা হইয়াছে এবং ২টি অস্থায়ী বঁাধের জল ও পাট পঁচানোর কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 215.

By— Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department Shri S. Sengupta.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া গৌরা ছড়াতে জল সেচের জন্য কয়টা পাম্প সেট বসেছে ;

২) কত বছর আগে ঐ পাম্প সেট বসানো হয়েছে ?

৩) এই পাম্প সেট দ্বারা কত কাণি জমিতে জল সেচ করা হয়।

উত্তর

১) ২টি।

২) প্রায় ৯ (নয়) মাস আগে।

৩) প্রায় ৩৮ কাণি।

STARRED QUESTION NO. 271.

By— Shri Subal Chandra Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ফটিকরায় বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার একটি পরিকল্পনা নিয়াছেন;

২) যদি নিয়া থাকেন তবে কোন সালে টাকা সেংসন হয়েছে এবং কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার কবে এবং কাহাকে দেওয়া হয়েছে;

৩) উক্ত কাজটি কত দিনের মাঝে হবে বলে সরকার আশা করেন ?

উত্তর

১) হাঁ

২) ১৯৭০ সালে সেংশন হইয়াছে, শ্রীশৈলেন দাস কণ্ট্রাক্টরকে কাজ দেওয়া হইয়াছে, ওয়ার্ক অর্ডার ২০।৪।৭১ইং তারিখে দেওয়া হয়েছে।

৩) ১৯৭৩ সনের মে মাসের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 372.

By— Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭২ ইং গোলাঘাটি (সদর) 'লফ্ট ইরিগেশন এর উদ্বোধন হয়েছিল কিনা ; এবং

২) ইহা কি সত্য ১৫ই নভেম্বর ঐ স্থান থেকে জল সেচের যন্ত্রপাতি সরিয়ে আনা হয়েছে ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) উদ্বোধনের দিন ব্যবহৃত ৩টি ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্প সেট সাক্শন ডেলিভারী পাইপ সহ এখনও গোলাঘাটিতে রহিয়াছে এবং এগুলি কৃষকগণ রবিশস্যে জল সেচ প্রদানে ব্যবহার করিতেছেন। কিছু এলোমিনিয়ামের পাইপ যাহা ১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্পে ব্যবহৃত হইবে, এবং যাহা সেচের জন্য এই মুহূর্ত্তে লাগিতেছে না তাহাই ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে। কৃষকগণের ইচ্ছানুযায়ী উপরে উল্লিখিত ৩টা ৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প সেট বিভিন্ন স্থানে সেচের জন্য চালিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 277.

By— Shri Sunil Chandra Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) আগরতলা শহর রক্ষার জন্য যে বাঁধটি দেওয়া হয়েছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের বিগত ৫ বছরের ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব;

খ) এই বাঁধ রক্ষার জন্য বিগত ১০ বৎসর Tools & Plants খাতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

(ক)	১)	১৯৬৭-৬৮	১,৬৪,৪৪৮ টাকা
	২)	১৯৬৮-৬৯	১,৬০,১৬৪ ,,
	৩)	১৯৬৯-৭০	২,২১,৪৯০ ,,
	৪)	১৯৭০-৭১	৩,১৮,৮০৭ ,,
	৫)	১৯৭১-৭২	২,৭৭,৪৭১ ,,

(খ) ৮৬৫৩ টাকা

STARRED QUESTION NO. 275

By—Shri Sunil Chandra Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধলাই নদীর ভাঙ্গনের ফলে মাণিকভাণ্ডার গ্রামের মনিপুরী বাড়ী ও কমলপুর টাউনের কমলানগর পাড়া নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে ইহা সত্য কিনা ,

২। ইহার প্রতিকারের জন্য সরকার কোনও আবেদন পাইয়াছেন কিনা , এবং

৩। পাইয়া থাকিলে এই সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে কিনা ;

উত্তর

১। মানিকভাণ্ডার মনীপুরী বাড়ী ও কমলপুর কমলানগর এলাকায় ধলাই নদীর ভাঙ্গন পরিদৃষ্ট হয়।

২। এরূপ আবেদন পত্র ইদানিং কালে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না ,

৩। নদীর ভাঙ্গন রোধ করার জন্য কোন প্রকল্প করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 336

By—Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Irrigation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খরা পরিস্থিতিতে জলসেচের জন্য ত্রিপুরা সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ?

২। এই পরিকল্পনার দ্বারা বর্ত্তমান সনে কি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। খরা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার বিভিন্ন স্থানে পাম্প সেট বসানো, অস্থায়ী সাময়িক বাঁধ নির্মাণ, আর্টিসেয়েন টিউবওয়েল বসানো এবং চাষীদের মধ্যে ৫০% ভর্তুকী দিয়া পাম্প সেট বিতরণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এবং

২। এই পরিকল্পনার দ্বারা প্রায় ২৯, ০০ একর জমিতে সেচ করা যাইতে পারে।

STARRED QUESTION NO. 397

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সহরে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা Indoor ও outdoor হাসপাতাল, বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং শহরের প্রত্যেক অংশে Extend করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? এবং

২। যদি থাকে, কবে পর্যন্ত এ সব এক্সটেনশান সম্ভব হবে. এবং

৩। জলের কোন Reservoir এবং Filter ব্যবস্থা সেখানে আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩৩·৫ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প তৈরী করা হইয়াছে এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদন নেওয়া হইতেছে। প্রকল্পটি রূপায়ণের কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে আরম্ভ হইবে।

৩। রিজার্ভারের ব্যবস্থা আছে কিন্তু ফিলটারেসানের পরিকল্পনা নাই কারণ গভীর নলকূপ হইতে জল সরবরাহ করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 296

By—Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমার মনু বাজারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার প্রস্তাবটি ত্বরান্বিত করা হইবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 278

By—Shri Radharaman Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর ব্রজেন্দ্রনগর সাতসঙ্গম P. W D. রাস্তার জন্য কোন সনে জমি একোয়ার করা হইয়াছিল ;

২। কতজন এ পর্যন্ত ঐ রাস্তা একোয়ার করা জমির ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে এবং কতজন এপর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পায় নাই।

৩। যাহারা ক্ষতিপূরণ পায় নাই তাহাদের বর্তমান আর্থিক বৎসরে তাহা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৬৫ইং সন

২। ২১ জন ক্ষতিপূরণ পাইয়াছে, বাকী ১৫ জন এখনও ক্ষতিরণ পায় নাই।

৩। না।

STARRED QUESTION NO. 249

By—Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বগাফা ব্লক এলাকায় বগাফা ছড়াতে কতটা পাম্প সেট বসানো হয়েছে ,

২। ঐ পাম্প সট কতটা জমিতে জল সেচের কথা ছিল ?

১। কোন পাম্প সেট বসানো হয় নাই।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

STARRFD QUESTION NO. 67

By—Shri Bulu Kuki

প্রশ্ন

১। অম্পি বাজারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কতদিনের মধ্যে সরবরাহ করা হইবে ?

৩। না থাকলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৩ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে সরবরাহ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 145

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। এ বছর পর্য্যন্ত কোন মহকুমায় কতজন পি, ডব্লউ, ডির গ্যাং লেবার ছাটাই করা হয়েছে তার হিসাব।

২। এই সকল ছাটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ করার কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?

উত্তর

১। একজনও নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 262

By Shri Samar Chaudhury,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া শহরের নিকটবর্ত্তী গোমতী নদীর উপর একটি স্থায়ী S.P.T. bridge নির্ম্মাণের জন্য tender call করা হয়েছিল এবং যথাযথ ভাবে contractorও নিযুক্ত হয়েছিল, এবং

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত কাজে site selection না করার ফলে stay order দিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

STARRED QUESTION NO. 404

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। পি, ডব্লিউ, ডির অধীনস্থ Mates দের Departmental candidate হিসাবে treat করে Promotion দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা বর্তমানে আছে কি এবং

২। Mates ও Work Charged Employees দের Service Regularisation এর ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। Mate ও Work Charged Employees দের চাকুরী নিয়মিত করার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 388
BY Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহের জন্য কয়টি পাবলিক হাইড্রেন্ট আছে এবং সেগুলি কবে স্থাপন করা হয়েছে,

২। এই হাইড্রেন্টের মধ্যে কয়টা চালু আছে, এবং

৩। হাইড্রেন্টের সংখ্যা জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো হচ্ছে না কেন?

উত্তর

১। ১২৭টি তার মধ্যে ১২২টি ১৯৬৭ সালে, ৪টি ১৯৬৯ সালে এবং ১টি ১৯৭২ সালে করা হইয়াছিল।

২। ১২০টি।

৩। হাইড্রেন্টের সংখ্যা বেশী বাড়ানো হলে জলের চাপ কমিয়া যাওয়ার এবং পরিশোধিত জলের অপচয় বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 129
By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গোমতী বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে,

২। এই প্রকল্পে বর্ত্তমান ত্রিপুরার কত সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত আছেন,

৩। এই প্রকল্পের জন্য গত সেপটেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হয়েছে?

উত্তর

১। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ মার্চ '৭৪ ইং সনে এবং সমস্ত কাজ ৭৪ সনের শেষ ভাগে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। ২৩২ জন নিয়মিত কর্মচারী।

STARRED QUESTION NO. 334
BY Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় অভূতপূর্ব খরা পরিস্থিতিতে কৃষকদের বিনামূল্যে আলু, সরিষা, বোরো ধানের ও অন্যান্য বীজ এবং সার বিলি করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি এবং

২। না থাকলে তাহার কারণ।

উত্তর

১। রবি মরশুমে কোন পরিকল্পনা করা হয় নাই।

২। যেহেতু দুঃস্থদের জন্য টেষ্ট রিলিফ, খয়রাতি সাহায্য কৃষিঋণ, ক্রপলোণ ও দাদনের ব্যবস্থা আছে।

STARRED QUESTION NO. 70
BY Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ ইং সালে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের অন্তর্গত বড়মুড়া ও আঠারমুড়া ফরেস্ট অফিস হইতে কতজন জুমিয়ার বিরুদ্ধে কতগুলি ফরেস্ট case করা হইয়াছে তাহার অফিস ভিত্তিক হিসাব এবং

২। মোট কতজনের কত টাকা জরিমানা বা সাজা হইয়াছে ?

উত্তর

১। আঠার মুড়া ফরেস্ট অফিস তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসের অন্তর্গত নয়। ইহা আঠার মুড়া ভূমি সংরক্ষণ রেঞ্জ অফিসের অন্তর্গত। বড়মুড়া ফরেস্ট অফিস হইতে ২৪ জন জুমিয়ার বিরুদ্ধে ৯টি কেইস এবং আঠার মুড়া ফরেস্ট অফিস হইতে ১ জন জুমিয়ার বিরুদ্ধে ১টি কেইস করা হইয়াছে।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনামত ৪টি মামলা কোর্ট হইতে উঠাইয়া বিভাগীয় নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, বাকী ৬টি মামলা এখনও বিচারাধীন আছে। কাজেই সাজা বা জরিমানার প্রশ্ন উঠে না

STARRED QUESTION NO. 240
BY Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state.

১। সিপাইজলা মৃগ উদ্যানের জন্য এখন পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এখন উদ্যানে কয়টি মৃগ আছে,

২। মৃগ উদ্যানের জন্য কাকে সরকারী কনট্রাক দেয়া হয়েছিল,

৩। উদ্যানের বেড়ায় ব্যবহৃত শালের খুটিগুলির জন্য বনবিভাগ কত মাশুল আদায় করেছেন,

৪। মৃগের জন্য নির্দ্ধারিত জলাধারে জল আছে কি, না থাকলে কিভাবে জল সংগৃহীত হয় ?

উত্তর

১। সিপাইজলা মৃগ উদ্যানের বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য এখন পর্য্যন্ত মোট টাকা ৪৪৫৭৫.৫০ পয়সা খরচ হইয়াছে এবং মৃগ উদ্যানে বর্ত্তমান ৭টি মৃগ আছে।

২। নিম্নতম টেণ্ডার এর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীগোপাল চন্দ্র দেবনাথকে সরকারী কনট্রাক্ট দেওয়া হয়।

৩। বন বিভাগ মৃগ উদ্যানের বেড়ায় ব্যবহৃত শালের খুঁটি গুলির জন্য মোট ২৮৪০ টাকা মাশুল আদায় করিয়াছে।

৪। মৃগের জন্য নির্দ্ধারিত জলাধারে বৃষ্টির অভাবে বর্ত্তমানে জল নাই। উদ্যানে রক্ষিত পাত্রের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 269
BY Subal Chandra Biswas

Will the Hon'bie Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কৈলাসহর Sova Tea Estate এ কতজন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করে,

২। উক্ত বাগানের শ্রমিকেরা তাদের প্রয়োজনীয় ন্যায্য পাওনা পাইতেছে কি?

উত্তর

১। স্থায়ী শ্রমিক—৬১ জন।

২। হ্যাঁ পাইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 61
By Shri Nishi Kanta Sarker,

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Forest Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬৮—৬৯ইং সনে এবং ১৯৭১ইং সনের ২৫শে মার্চ্চ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত বি, টি, বিল ব্যতীত ফরেষ্ট রেভিনিউ মহকুমা ভিত্তিক কত টাকা আদায় হইয়াছে?

উত্তর

১৯৬৮—৬৯ ইং সনে এবং ১৯৭১ ইং সনের ২৫শে মার্চ্চ হইতে অক্টোবর ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত বি, টি, ব্যতীত ফরেষ্ট রেভিনিউ কত আদায় হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম	১৯৬৮—৬৯ ইং	২৫শে মার্চ্চ ১৯৭১ইং হইতে অক্টোবর ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত।
১। সদর	টাকা ৭,০০,২৪৪.১৭	টাকা ৭,০০,৪২৯.৬০
২। সোনামুড়া	,, ১,৪০,৪৯০.৮৭	,, ৫,২৬,৬৫৫.২৩
৩। উদয়পুর	,, ৩,১৮,৯৯৪.৮৩	,, ৯,২৬,৭৭৮.৫৫
৪। বিলোনীয়া.	,, ২,৭০,৩৯৭.৫৮	,, ৭,৩৮,০৭৬.৩৬
৫। সাব্রুম	,, ৪৪,৮২১.০৩	,, ২,০০,৭৮০.৭৭
৬। অমরপুর	,, ১,৪৪,৪৬৬.১৬	,, ৪,৩৯,২৪৪.৩১
৭। খোয়াই	,, ১,৬৯,৯৫৫.৬৪	,, ৪,৬৮,৯১০.৫৪
৮। কৈলাসহর	,, ১,৫০,৯৭৮.২৭	,, ৫,১২,৯৭২.৭০
৯। ধর্ম্মনগর	,, ১,৪০,৯২৪.৭৭	,, ৩,৭৪,৯২৪.৮
৯। কমলপুর	৫৪,২৪৯.১৩	,, ২,৪১,৭৩৩.৫৯
	টাকা ১৭,৭৫,৫২২.৪২	টাকা ৫২,০০,৫০৫.৭৩

STARRED QUESTION NO. 21

By Shri Nripendra Chakrabarty.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state.

১) সরকার কি সম্প্রতি এই মর্মে কোন অভিযোগ পেয়েছেন যে, ধর্মনগর রাণী বাড়ী টি এষ্টেট কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাদেশের শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করেছেন ?

২) যদি অভিযোগ পেয়ে থাকেন, সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন।

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের শ্রমিকেদের কাজে নিয়োগ বন্ধ হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 420

By Shri Sunil Saha

Will the Minister in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। অমরপুর অমর সাগর দীঘিতে ও ফটিকসাগর দীঘিতে গত তিন বৎসরে কত পরিমান মাছের পোনা ছাড়া হয় (বাৎসরিক হিসাব)।

২। উক্ত কাজ তদারকির জন্য বর্ত্তমানে কতজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং তাদের জন্য গত তিন বৎসর মোট ব্যয় কত , এবং

৩। এই মৎস্য চাষে গত তিন বৎসরে আয়ের পরিমান কত ?

উত্তর

১। গত তিন বৎসরে পোনা ছাড়ার বাৎসরিক হিসাব :—

	৬৯—৭০	৭০—৭১	৭১—৭২
ক) অমরসাগর	—	১১,৪০০	৩২,০০০
খ) ফটিকসাগর	১৮,৭৫০	১৬,০০০	১৯,০০০
মোট :—	১৮,৭৫০	২৭,৪০০	৫১,০০০

২। নয়জন। তাহাদের জন্য গত তিনবৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমান টাকা ২০১৮১ (কুড়ি হাজার একশত একাশী টাকা)।

৩। টাকা ২৫,৫১৪.৪৯ (পঁচিশহাজার পাঁচশত চৌদ্দ টাকা উনপঞ্চাশ পয়সা)

STARRED QUESTION NO. 351

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of L. S. G. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পৌর এলাকায় মহারাজগঞ্জ বাজারে প্রায় শতাধিক তৌজি বিহীন ঘর আছে ?

২। যদি থাকিয়া থাকে তবে এই ঘরগুলি সম্পর্কে তৌজি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি ?

উত্তর

১। ৮১টি তৌজি বিহীন ঘর আছে।

২। না

STARRED QUESTION NO. 218

By Shri Anil Sarker.

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ৯ই অক্টোবর ত্রিপুরা পৌর কর্মচারী সমিতি স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রীর কাছে কোন গণ ডেপুটেশন চেয়েছিল কিনা,	হ্যাঁ
২। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর উক্ত গন ডেপুটেশন গ্রহণ করেছেন কিনা ?	না

STARRED QUESTION NO. 260

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। পোকার আক্রমণ থেকে আমন ফসল উৎপাদন রক্ষা করতে ১৯৭২—৭৩ সালে সোনামুড়া মহকুমা এলাকায় কোন কোন গ্রাম সেবক অঞ্চলে যে, ভি, এল, ডব্লিউ জোন কত পরিমান কীট নাশক ঔষধ এবং কয়টি স্প্রে মেশিন সরবরাহ করা হইয়াছে (১৯৭২ এর ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত)

২। 'সোনামুড়া মহকুমা প্রত্যেক, ভি, এল, ডব্লিউ জোনে ১৯৭২ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কয়টি স্প্রে মেশিন কার্যকরী অবস্থায় ছিল এবং ১৯৭২এর মার্চ্চের পূর্ব্বেই কয়টি কার্য্যের অনুপযুক্ত ছিল ?

উত্তর

১। ১৯৭২—৭৩ ইং সনে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম সেবক অঞ্চলে কীট নাশক ঔষধ ও স্প্রে মেশিন সরবরাহের পরিমান ছিল নিম্নরূপ :—

গ্রাম সেবক অঞ্চল	কীট নাশক ঔষধ (কেজি)	স্প্রে মেশিন (সংখ্যা) হস্ত চালিত		শক্তি চালিত
		সরকারী খাতে	কৃষকের কাছে বিক্রয়	
১। ধনপুর	২৫৫.০	৩	৫	—
২। বাশপুকুর	২৭৫.০	৪	৫	—
৩। মতিনগর	১৬৫.০	—	৪	—
৪। বক্সনগর	১৩০.০	২	৩	—
৫। নিদয়া	৭০.০	—	৫	—
৬। কাঠালিয়া	৪০.০	—	৬	—
৭। রবিগোপাল পাড়া	২৪১.৫	—	১৯	—
৮। মেলাঘর	২৯১.০	৪	১১	—
৯। নলছড়	২২৫.০	—	১১	—
১০। রহিমপুর	১৬.০	—	৩	—
১১। বাগমারা	১৯৫.০	—	৩	—
১২। সোনামুড়া	৭৬২.০	১	১৮	২
১৩। খাস চৌমুনী	৪৫.০	—	৬	—
১৪। টক্সা পাড়া	৩৫.০	—	২	—
১৫। ভেলুয়ারচর	১০০.০	—	২	—
১৬। জুমের ঢেপা	১২০.০	—	৩	—
১৭। কামরাঙ্গাতলী	৫২.০	—	২	১
১৮। কলমচোরা	৭৯.০	—	৬	—
১৯। বড়খোলা	১৮৯.০	—	১৬	—
	৩২৮৫.৫	১৪	১২৮	৩

২। প্রত্যেক গ্রামসেবক অঞ্চলে কতটি স্প্রে মেশিন ১৯৭২ইং সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর কার্য্যকরী ছিল এবং ৩১শে মার্চে কতটি কাজের অনুপযুক্ত ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

গ্রামসেবক অঞ্চল	১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ইং এ কার্য্যকরী ছিল (সংখ্যা)		৩১শে মার্চ, ১৯৭২ইং এ কাজের অনুপযুক্ত (সংখ্যা)
	হস্তচালিত	শক্তিচালিত	হস্তচালিত
১) ধনপুর	৯	—	৬
২) বাশপুকুর	।	—	১
৩) মতিনগর	৭	—	৪
৪) বক্সনগর	৬	—	৩
৫) নিদয়া	৫	—	—
৬) কাঁঠালিয়া	১	১	৮
৭) রবিগোপাল পাড়া	—	—	—
৮) মেলাঘর	১৩	—	—
৯) নলছড়	৯	—	১৩
১০) বাঘমারা	৩	—	৯
১১) সোনামুড়া	১৩	২	১৩
১২) খাস চৌমুনী	৫	১	—
১৩) তক্সা পাড়া	১	—	১
১৪) ভেলুয়ারচর	২	—	১
১৫) জুমেরঢেপা	৫	—	.
১৬) কামরাঙ্গাতলী	৩	২	৪
১৭) কদমছড়া	৩	—	৯
১৮) বড়খোলা	—	—	—
মোট—	৯২	৬	৭৭

STARRED QUESTION NO. 202
By Shri Bidya Chandra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১৯৭২ইং সনে খোয়াই ব্লকের অধীনে রতনপুর গাঁওসভা, বেলছড়া মৌজা গাঁওসভা ও সমতল পদ্মবিল মৌজা গাঁওসভার অধীনে কি পরিমাণ জমিতে কানি প্রতি কতটুকু আউস ফসলের উৎপাদন হইয়াছে ?

উত্তর

১৯৭২ইং সনে প্রতি গাঁওসভা এলাকায় আউস ধান ফসলের অন্তর্গত জমির আনুমানিক পরিমাণ ও কানি প্রতি আনুমানিক উৎপাদন নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

গাঁওসভার নাম	আউস ধান ফসলের অন্তর্গত জমির আনুমানিক পরিমাণ		কানি প্রতি উৎপাদনের আনুমানিক হার-ধান
	কানিতে	একরে	কিলোগ্রামে
১) রতনপুর গাঁওসভা	১,৭৫০	৭০০	১৮২
২) বেলছড়া মৌজা গাঁওসভা	২,২৫০	৯০০	১৮২
৩) সমতল পদ্মবিল মৌজা গাঁওসভা	২,০০০	৮০০	১৪০

STARRED QUESTION NO. 290
By—Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

সাবরুম মহকুমার ফেণী নদী ও মনু নদী হইতে পাম্পসেটের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কিনা ?

উত্তর

হ্যাঁ, উপযুক্ত স্থানে ব্যবস্থা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 299

By –Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মহকুমায় বুরোধান ও রবি শস্য করার জন্য বিশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্পিং সেট বসানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি না ; এবং

খ) থাকিলে কবে নাগাদ বসানো হইবে ?

উত্তর

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 358

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি ?

২। করে থাকলে কবে পর্য্যন্ত রাস্তাগুলির উন্নয়ন কার্য্য শুরু হবে ? রাস্তাগুলির নাম :—

ক) ধর্মনগর টাউন আলগাপুর বরুয়া কান্দি রাস্তা।

খ) ধর্ম্মনগর টাউন সকাইবাড়ী বরুয়া কান্দি রাস্তা।

গ) চন্দ্রপুর (ধর্মনগর) মেইন রোড থেকে পশ্চিমে চন্দ্রপুর রাস্তা।

ঘ) চন্দ্রপুর ধর্ম্মনগর পচাপুর বাজার কুত্তার পাশা রাস্তা।

উত্তর

১। হাঁ।

২। কাঠের পুল তৈরীর কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাস্তা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা জনসাধারণ ছাড়িয়া না দেওয়ায় মাটি কাটার কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়ার পর রাস্তা উন্নয়নের জন্য মাটি কাটার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 293

By Shri Kalipada Banerjee.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) বর্তমান সনে প্রচণ্ড খরা অবস্থায় আমন ফসল রক্ষা করার জন্য সাবরুম মহকুমায় সরকার পাম্পসেট বসাইয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ?

খ) করিয়া থাকিলে কোন কোন স্থানে কি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

ক) হঁা।

খ) ১) সাবরুম—ত্রিশ একর।

২) হরিণা—দুই একর।

৩) বংকুল—পাঁচ একর।

৪) গার্ডাং—পাঁচ একর।

৫) শ্রীনগর—পনর একর।

৬) ছোটখিল—নয় একর।

৭) সোনাইছরি—তিন একর।

৮) মনু—তের একর।

৯) জলেফা—তেইশ একর।

উত্তর

১। হঁা।

২। ড্রেন করার প্রস্তাব আছে ; কোন সংস্থা বিদ্যুৎ খরচ বহন করিতে রাজী হইলে ইলেকট্রিক ইনষ্টলেশন দেওয়া যাইতে পারে ; ধর্মনগর সহরের পানীয় জল সরবরাহ করার প্রকল্প রূপায়িত হইলে বাজারেও পানীয় জল সরবরাহ করা যাইতে পারিবে। পায়খানা ও প্রস্রাবাগার নির্মান করার কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 16

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ চা বাগানে শ্রমিকদের কোন বছর পর্যন্ত বোনাস দেয়া হয়েছে .

২। বকী শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হয় নাই এমন চা বাগানের নাম ;

৩। বকেয়া বোনাসের জন্য সরকার মালীকদের কিভাবে চাপ দিচ্ছেন ?

উত্তর

১। ক) মহাবীর চা বাগানের শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে ৮·৩৩ শতাংশ বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

খ) রামদুর্লভপুর ও সরোজনী চা বাগানের শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে ৮·৩৩ শতাংশের আংশিক বোনাস দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭০ পর্য্যন্ত সমস্ত বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

গ) আদরিনী, লক্ষী লোঙ্গা, তুফানায়া লোঙ্গা, ফটিকছড়া, গোপালনগর, কলকলিয়া (উত্তর), গোলকপুর, শোভা, হাফলংছড়া, মহেশপুর, মরলা, পিয়ারাছড়া, বাণীবাড়ী এবং মধুসূদন বাগান সমূহে পূর্বতন হারে (অর্থাৎ ৪% বা ৪০ টাকা) ১৯৭১ ইং সনের বোনাস দেওয়া হইয়াছে। এবং হরেন্দ্রনগর, দুর্গাবাড়ী, বিনোদিনী, মনতলা, মেখলীবন্দ, কল্যাণপুর, দেবস্থল, সোনামুখী, নটিংছড়া, মন্ ভ্যালী, মুক্তিছড়া, ধর্ম্মনগর চা বাগান সমূহে উত্তর পূর্ব্বতন হারে আংশিক বোনাস ১৯৭১ ইং সনের দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত বাগান সমূহে ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত সম্যক বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

ঘ) ১) হরিশনগর চা বাগানে ১৯৭১ ইং সনে শ্রমিকদের প্রত্যেককে ২৫·০০ টাকা হারে বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত কোন বোনাস বাকী নাই।

২) মালাবতী চা বাগানে ১৯৭১ ইং সনে শ্রমিকদের প্রত্যেককে ১৫·০০ টাকা হারে বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৩) কালাছড়া চা বাগানের শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে ৫ শতাংশের ৩/৪ অংশ বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত বোনাস দেয়া হইয়াছে।

ঙ) ১) মেখলীপাড়া চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনের ৪ শতাংশ অথবা ৪০·০০ টাকা হারে বোনাস দেয়া হইয়াছে। মাত্র ১৯৬৮ ইং সনের ১/৩ অংশ বোনাস দেওয়া বাকী আছে।

২) হরিদাসপুর চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে পূর্বতন হারে বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত কম বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

৩) কৃষ্ণপুর চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে পূর্বতন হারে বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত আংশিক বোনাস দেওয়া হইয়াছে।

৪) হীরাছড়া চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে পূর্বতন হারে (৪%) বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৭০ ইং সনের বোনাস দেয়া হয় নাই।

৫) কালীশাসন চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে পূর্ব্বতন হারে (৪%) আংশিক বোনাস দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত আংশিক বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৬) রাংরুং চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে পূর্বতন হারের (৪%) আংশিক বোনাস দেয়া হইয়াছে। ১৯৬৯ ইং ও ১৯৭০ ইং সনেও আংশিক বোনাস দেয়া হইয়াছে

চ) ১) নৃপেন্দ্রনগর চা বাগানে কোন বোনাস দেয়া হয় নাই। এই বাগান প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

২) মোহনপুর চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে কোন বোনাস দেয়া হয় নাই। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৩) সিমনাছড়া ও ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান শ্রমিকগণ ১৯৭১ ইং সনে প্রত্যেকে ২৫·০০ টাকা বোনাস হিসাবে পাইয়াছে। ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৬৯ ইং পর্য্যন্ত কোন বোনাস দেয়া হয় নাই। ১৯৭০ ইং সনে প্রত্যেক শ্রমিককে ১৫·০০ টাকা হিসাবে বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৪) খোয়াই চা বাগান শ্রমিকদের ১৯৭১ ইং সনে প্রত্যেককে ১০·০০ টাকা বোনাস হিসাবে দেয়া হইয়াছে। ১৯৬৮ ইং সন হইতে ১৯৭০ ইং সন পর্য্যন্ত আংশিক বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৫) লীলাগড় চা বাগান একেবারেই কোন বোনাস দেয়া হয় নাই।

৬) লুধুয়া চা বাগান শ্রমিকগণ ১৯৭১ ইং সনে নিম্নহারে বোনাস পাইয়াছে।

১। প্রত্যেক পুরুষ—১০·০০ টাকা

২। ,, মহিলা—৭·০০ ,,

৩। ,, শিশু—৫·০০ ,,

১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত আংশিক বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৭) জগন্নাথপুর চা বাগান শ্রমিকগণ ১৯৭১ ইং সনের বোনাস পায় নাই। ১৯৭০ ইং সনে আংশিক বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৮) হালাইছড়া বাগানে ১৯৭১ ইং সনের বোনাস দেয়া হয় নাই। ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত বোনাস দেয়া হইয়াছে।

৯) গারদ টিলা ও ডেরাং টিলা চা বাগানে ১৯৬৮ ইং সন হইতে ১৯৭১ ইং সন পর্য্যন্ত কোন বোনাস দেয়া হয় নাই।

২। হরিশনগর, মালাবতী, কালাছড়া, লুধুয়া, দেবস্থল, সোনামুখী, নটিংছড়া, রাংরুং, লীলাগড় এবং নৃপেন্দ্রনগর চা বাগান সমূহ।

৩। বকেয়া বোনাসের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষকে যথারীতি তাগাদা দেয়া হইতেছে। তৎসত্ত্বেও যাহারা বোনাস আইন অনুযায়ী বোনাস দিতেছেন না তাহাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ আদালতে নালিশ রুজু করা হয়। কমলপুর বিভাগে ২টি, খোয়াই বিভাগে ৩টি এবং কৈলাশহর বিভাগে ১টি মামলা রুজু করা হইয়াছে। কমলপুর ও খোয়াই বিভাগের মামলার টাকা আদায় ও বিলি করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 60

By Sri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমায় ১৯৭০-৭১ ইং সনে নূতন কোন ফরেষ্ট প্লেন্টেশন হইয়াছে কিনা ?

২। হইলে কোন মৌজায় কি পরিমাণ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। হইয়াছে।

২। মৌজা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

মৌজার নাম	প্লেন্টেশনের জায়গার নাম	আয়তন	
ক) চন্দ্রপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট—	পেরাতিয়া	২০·০০ হেক্টর	(৪৯·৪২১ একর)।
	জুলাইবাড়ী	২১·০০ ,,	(৫১·৮৯২ ,,)।
	সোনাইছড়ি	১০·৮০ ,,	(২৬·৬৮৬ ,,)।
		মোট—৫১·৮০ হেক্টর	(১২৭·৯৯৯ একর)।
খ) দুধ পুষ্করিণী—	কাকড়াবন	৯·৬০ হেক্টর	(২৩·৭২১ একর)।
		মোট— ৯·৬০ হেক্টর	(২৩·৭২১ একর)।
গ) রাধাকিশোরপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট—	বাগমা	৮·০০ হেক্টর	(১৯·৭৬৮ একর)।
	ধ্বজনগর	৬·০০ ,,	(১৪·৮২৬ ,,)।
		মোট— ১৪·০০ হেক্টর	(৩৪·৫৯৪ একর)।
ঘ) গর্জি রিজার্ভ ফরেষ্ট—	গর্জি	১৪·০০ হেক্টর	(৩৪·৫৯৪ একর)।
	দক্ষিণ মহারাণী	৬·৪০ ,,	(১৫·৮১৪ ,,)।
		মোট— ২০·৪০ হেক্টর	(৫০·৪০৮ একর)।
ঙ) বড়মুড়া দেবতামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট—	কলসীমুড়া	৬·০০ হেক্টর	(১৪·৮২৬ একর)।
	ওয়ারঙ্গবাড়ী	৫·০০ ,,	(১২·৩৫৫ ,,)।
		মোট— ১১·০০ হেক্টর	(২৭·১৮১ একর)

UNSTARRED QUESTION NO. 331

By Shri Abhiram Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত?

২। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার বেকারদের চাকুরী বা কর্মসংস্থানের ইন্টারভিউ নিয়াছেন?

৩। যদি সত্য হয় তবে কতজন ইন্টারভিউ দিয়াছেন—বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে।

৪। যাহারা ইন্টারভিউ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কতজনে চাকুরী বা কর্মসংস্থান হইয়াছে—বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ৩১ | ১০ | ৭২ ইংরাজী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ৩৫,৬২২ জন।

২) হ্যাঁ। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে সমস্ত ৩য় শ্রেণীর শূন্য পদ পূরণের উদ্দেশ্যে এই বৎসর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে একটী Interview নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৩) সারা ত্রিপুরায় সর্বমোট ১৩৭১২ জন প্রার্থী এই ইন্টারভিউর জন্য হাজির ছিলেন। বিভাগ ভিত্তিক (Department wise) কোন ইন্টারভিউ নেওয়া হয় নাই।

৪) ১২৩ জনকে নিযুক্তির offer দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা শিক্ষা বিভাগে দিয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 20

By Shri Nripendra Chakraborty,

Will the Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন চা-বাগানে কত জন চা-শ্রমিককে ১৯৬০ সন হইতে ১৯৭২ সন পর্য্যন্ত ছাঁটাই করা হয়েছে;

২। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শ্রমদপ্তরে অভিযোগ এসেছে এবং কোন ক্ষেত্রে শ্রমদপ্তর কি ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন?

উত্তর

১। ১৯৬০ ইং হইতে ১৯৭১ ইং পর্য্যন্ত লিলাগড় চা-বাগানে ১৫ এবং মনুভ্যালী চা বাগানে ৩০ জন ছাঁটাই হয়েছে। ১৯৭২ ইং সনে কোন চা-শ্রমিক ছাঁটাই হয় নাই।

২। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমদপ্তরে অভিযোগ আসায় শ্রমদপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে লিলাগড় চা-বাগানে ছাঁটাই নোটিশ প্রাপ্ত ২০ জনের মধ্যে ৫ জনের এবং মনুভ্যালী চা-বাগানে ৫০ জন ছাঁটাইর নোটিশ প্রাপ্ত মধ্যে ২০ জনের ছাঁটাই আপোষ মীমাংসায় রহিত হয় এবং উপরোক্ত ২৫ জন উক্ত দুই বাগানে স্থায়ী কর্মী হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 131

By Shri Ajoy Biswas,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার চা বাগান সমূহ কি সর্বশেষ হারে (শতকরা ৮·৩৩) বোনাস এবার পূজার সময় দিয়াছেন ?

২) যদি না দিয়া থাকেন, কোন্ বাগান কত টাকা হারে বোনাস দিয়াছেন তার বিবরণ,

৩) যে সকল বাগান বকেয়া বোনাস দেন নাই তাদের নাম ও কোন বছরের বকেয়া তার বিবরণ।

উত্তর

১) সর্বশেষ হার (শতকরা ৮·৩৩) অনুযায়ী ১৯৭১ সনের বোনাস মহাবীর চা বাগান সম্পূর্ণ এবং রামদুর্লভপুর ও সরোজিনী চা বাগান আংশিক দিয়াছে।

২(ক) আদরিনী, লক্ষীলোঙ্গা, তুফানীয়ালোঙ্গা, ফটিকছড়া, গোপালনগর, কলকলিয়া (উত্তর), গোলকপুর, শোভা, হাফলংছড়া, মহেশপুর, সবলা, পিয়ারাছড়া, রাণীবাড়ী, মধুসূদন, মেথলীপাড়া, হরিদাসপুর, কৃষ্ণপুর এবং হীরাছড়া বাগান সমূহ পূর্বতনহারে (শতকরা ৪·০০ টাকা) আংশিক বোনাস দিয়াছেন।

(খ) হরেন্দ্রনগর, দুর্গাবাড়ী, বিনোদিনী, মনতলা মেঘলীবন্দ, কল্যাণপুর, দেবস্থল, সোনামুখী, নটিংছড়া, মনুভ্যালী, মুর্তিছড়া, ধর্মনগর, কালাছড়া কালিশাসন এবং রাংরুং চা বাগান সমূহ পূর্বতনহারে (শতকরা ৪·০০) আংশিক বোনাস দিয়াছেন।

গ) হরিশনগর চা বাগান প্রতি শ্রমিককে ২৫·০০ টাকা হারে, মালাবতী চা বাগান ১৫·০০ টাকা হারে, সীমনাছড়া ও ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান ২৫·০০ টাকা হারে, খোয়াই চা বাগান ১০·০০ টাকা হারে এবং লুধুয়া চা বাগান প্রত্যেক পুরুষ ১০·০০ টাকা, প্রত্যেক মহিলা ৭·০০ টাকা এবং প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে ৫·০০ টাকা হারে বোনাস দিয়াছেন।

৩। বাগানের নাম	বকেয়া বোনাসের বিবরণ
১) মেথলা পাড়া	১৯৬৮ ইং সনের ½ অংশ।
২) নৃপেন্দ্রনগর	মোটেই বোনাস দেয় নাই (প্রায় পরিত্যক্ত বাগান)।
৩) হরিদাসপুর	১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ ইং সনের আংশিক।
৪) কৃষ্ণপুর	১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত আংশিক।
৫) সীমনাছড়া ৬) ব্রহ্মকুণ্ড	১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৬৯ ইং পর্য্যন্ত পুরা বোনাস এবং ১৯৭০ ইং সনের আংশিক।
৭) গারদটিলা ৮) ডেবাংটিলা	১৯৬৮ ইং হইতে ১৯৭১ ইং পর্য্যন্ত।
৯) খোয়াই	১৯৬৮ ইং হইতে ১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত আংশিক।
১০) নীলাগড়	মোটেই বোনাস দেওয়া হয় নাই।
১১) লুধুয়া	১৯৭০ ইং পর্য্যন্ত আংশিক
১২) হীরাছড়া	১৯৬৯ ইং সন।
১৩) জগন্নাথপুর	১৯৭০ ইং সনের আংশিক।
১৪) কালিশাসন	১৯৭০ ইং সনের আংশিক।
১৫) রাংরুং	১৯৬৯ ইং এবং ১৯৭০ ইং সনের আংশিক।

UNSTARRED QUESTION NO. 309
By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of L. S. G. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আগরতলায় পৌর সভায় কতজন কর্মচারী আছেন এবং এর মধ্যে কত মাষ্টার রোল ও কতজন রেগুলার establishment এ আছে এবং এর মধ্যে কতজন permanent,

২) উক্ত পৌর সভায় তিন বছরের উর্দ্ধে কাজ করছেন অথচ স্থায়ী হননি এই রকম কতজন কর্মচারী আছেন ?

৩) স্থায়ী না করার কারণ ?

উত্তর

১) আগরতলা পৌরসভায় মোট ৩২৩ জন কর্মচারী আছেন। এর মধ্যে ১০৩ জন Muster Roll এবং ২২০ জন রেগুলার establishment এ আছেন এবং এর মধ্যে ৯০ জন permanent.

২) আগরতলা পৌর সভায় তিন বৎসরের উর্দ্ধে কাজ করছেন অথচ স্থায়ী হয়নি এমন ১৫৮ জন কর্মচারী আছেন।

৩) মিউনিসিপ্যালিটির পূর্বতন বিধান অনুযায়ী ১০ বৎসরের উর্দ্ধে চাকুরী হইলে তৎপর চাকুরীতে স্থায়ী করা হইত, এবং এযাবৎ তদনুযায়ী স্থায়ী করা হইয়াছে। Agartala Municipal Employees (Appointment & condition of Services Rules) 1971, এর Rule 8(1) এ তিন বৎসর যাহারা regular চাকুরী করছেন তাহাদের স্থায়ী করার বিধান রহিয়াছে। তিন বৎসরের চাকুরী যাহাদের পূর্ণ হইয়াছে তাহাদের স্থায়ী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION No. 407
By: Shri Amarendra Sarma

Will the Minister-in-charge of the Public Works Department be plased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর কুর্তি অঞ্চলে ইছন মিয়ার নালার বন্যায় প্রায় বছরই কদমতলা বাজারের উত্তর থেকে কুর্তি অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহা কি সরকার অবগত আছেন ;

২। যদি অবগত থাকেন তবে ঐ নালার বন্যা নিরোধের জন্য কোন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

৩। হলে সেটা কি ধরণের এবং কবে পর্যন্ত রূপায়িত হবে ?

উত্তর

১। হাঁ

২। হাঁ

৩। কুর্তি নদী গর্ভ গভীর করা এবং বামতীর বরাবর একটি বাঁধ নির্মাণ করা। ইচ্ছা মিয়া নালায় ৪ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি স্পান পাইপ স্লুইস এবং কালাছড়িতে একটি ৪ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট স্পান পাইপ স্লুইস নির্মান করা।

প্রকল্পটি রূপায়িত হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION No. 142
By Shri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রিজার্ভ ফরেষ্টের (R. F.) মধ্যে এখনও কত জুমিয়া বসবাস করে তার R. F. ভিত্তিক হিসাব .

২। এদের মধ্যে Forest Village এর অন্তভূক্ত কতজন তার Forest village ভিত্তিক হিসাব এবং

৩। এদের জুমকাটার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা ?

উত্তর

১। এখনও পুনর্ব্বাসনের সুবিধা পায় নাই এইরূপ প্রায় দশ হাজার চারিশত উনপঞ্চাশ জুমিয়া পরিবার সংরক্ষিত বনে, প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে এবং রক্ষিত বন ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করে। যেহেতু তাহারা প্রায়শঃ তাহাদের বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে, তৎহেতু সংরক্ষিত বনে বাসকারী জুমিয়ার সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ কষ্টকর।

২। Forest village অন্তর্গত জুমিয়াদের হিসাব Forest village ভিত্তিক নিয়ে দেওয়া গেল :—

আঞ্চলিক বন বিভাগের নাম	Forest Village এর নাম	পরিবার সংখ্যা
১। দক্ষিণ ভূমি সংরক্ষণ আঞ্চলিক বিভাগ :—	১। রূপছড়া	৮
	২। মানিক বাড়ী	৫
	৩। বিস্তাবাড়ী	৩
	৪। তুইছারাংছড়াপাড়া	৬
	৫। মানিকপাড়া	৩
	৬। তুই ছাকমা	১
	৭। নলবাগলাপাড়া	৯
	মোট—	৩৫
২। দক্ষিণ আঞ্চলিক বন বিভাগ, বগাফা :—	১। গরজানিয়া	৩৩
	২। পিপাড়িয়াখলা	৯৫
	৩। বগাচতল	১৫
	৪। যশমুড়া	৩৬
	৫। সিদ্ধিনগর	৪
	৬। গাবতলী	৬
	৭। ডিমাতলী	২
	৮। আনন্দপুর	১৭
	৯। চাকমা কলনী— কালমা	১৩
	১০। নিউ মগ কলনী—কালমা	১২
	১১। মধ্য পিলাক কলনী	১৭
	১২। সুবরাং মগ কলনী	৩৭
	১৩। বটামুনি কলনী—বামছড়া	১৯
	১৪। বাশি কলনী—বামছড়া	২১
	১৫। কাকুলিয়া কলনী	১৬
	১৬। মনু ঘাট	৪৫
	মোট—	৩৮৮

আঞ্চলিক বন বিভাগের নাম	Forest village এর নাম	পরিবার সংখ্যা
৩। সদর আঞ্চলিক বন বিভাগ, আগরতলা :—	১। সিপাহীজলা	১৭
	২। রাজামুড়া	১৩
	৩। চণ্ডীঠাকুরপাড়া	১৩
	৪। গামারছড়া	১১
	৫। নাগীছড়া	৩
	৬। আড়ালিয়া	৩
	৭। তুলাটলিবাড়ী	৯
	৮। ঝাটাকুলা	১০
	৯। মনাই পাথর	২৯
	১০। নীদয়া	৩১
	মোট—	১৩৯
৪। আমবাসা আঞ্চলিক বন বিভাগ :—	১। রাইপাশা (পরবর্ত্তী সময়ে ৪টি পরিবার চলিয়া গিয়াছে)	৫
	২। কাঞ্চনপুর (পরবর্ত্তী সময়ে ৩টি পরিবার চলিয়া গিয়াছে)	৪
	৩। ডলুবাড়ী	৩
	৪। চামল ছড়া	৫
	মোট—	১৭
	(৭টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	
৫। উত্তর ভূমি সংরক্ষণ আঞ্চলিক বন বিভাগ :—	১। মরাছড়া	৩২
	২। সিধংছড়া	৭২
	৩। রামডুলা চৌধুরী পাড়া	১৯
	৪। ধনীছড়া	৯
	৫। শান্তিপুর	৬
	৬। উগলছড়া	১১
	৭। আচুরাইপাড়া	১৬
	৮। পংছড়া	৯
	মোট—	১৭৪

৬। উত্তর আঞ্চলিক বন বিভাগ :—

১।	মুরাইবাড়ী	১১
২।	দক্ষিণ উনকোটি (৮টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	১০
৩।	সোনাইমুড়ি	৮
৪।	নবজয়পাড়া	১৩
৫।	বাথারাইবাড়ী	১১
৬।	কাছারীছড়া	৮
৭।	জুরী (৬টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	১১
৮।	পিপলাছড়া (৩টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	১১
৯।	নীলবসন পাড়া এবং কাছারি ছড়া (১১টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	১৫
১০।	বিশুরাই রিয়াং পাড়া (১৭টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	২৯
১১।	বক্রাহামপাড়া (৭টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	৭
১২।	বালানলছড়া (৭টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)	১৩
১৩।	মিতিংগাছড়া	১৭
	মোট—	১৬৪

(৫৯ টি পরিবার পরবর্ত্তী সময়ে চলিয়া গিয়াছে)।

৭। উদয়পুর আঞ্চলিক বনবিভাগ :—

১।	পতিছড়ি	২৫
২।	বনপল্লী নং ১	১৭৭
৩।	বনপল্লী নং ২	৪০
৪।	ধুপতলী	৪
৫।	গর্জি	৫৪
৬।	হাঁছুপাড়া	৫
৭।	গর্জিঅলংবাড়ী	৯
৮।	বানাফাবাড়ী	৬
৯।	তাকমাছড়া	৮
১০।	নমচন্দ্রপাড়া	৩
১১।	দক্ষিণ মহারাণী	৫
১২।	অলংবাড়া	৪৩
১৩।	সোনাইছড়ি	১৪
১৪।	জুলাইবাড়ী	৬৫
১৫।	মইদাবাড়ী	২২
১৬।	বরাবাড়া	১১
১৭।	মায়াপুরী	১৩
১৮।	শান্তিরাই বাড়ী এবং বাড়িখা বাড়ী	২৩
১৯।	রাইয়া বাড়ী	৪
	মোট—	৫০১

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে মোট ১৪১৮টি জুমিয়া পরিবার Forest village এর অন্তর্গত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ৬৬টি পরিবার এরই মধ্যে তাহাদের নির্দ্ধারিত জায়গা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

৩। আইনানুসারে R.F. এবং P.R F. এর মধ্যে জুম কাটা নিষিদ্ধ। কিন্তু কতগুলি ছোট খাট বাধা নিষেধ আরোপ ব্যতিরেকে প্রকৃত পার্বত্য জুমিয়ারা রক্ষিত বনে জুম চাষ করিতে পারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 252

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার আর্টেজীয় কূপ দ্বারা কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় কিনা এটা সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন কি ?

২। এই সম্পর্কে সোনামুড়া ব্লক কমিটি কি কোন সুপারিশ করেছিল ,

৩। এই মহকুমার under ground water জল সেচের জন্য ব্যবহার করতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হাঁ

২। হাঁ।

৩। আপাতত: ১৯৭২—৭৩ ইং সনে ১৯টি আর্টেজিয়ান টিউবওয়েল বসানোর মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 43

By Shri Nripendra Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় যে সকল চা বাগান আছে, তাদের নাম, শ্রমিক সংখ্যা ও হেড্ অফিসের ঠিকানা ?

২) যে সকল বাগান বর্ত্তমানে বন্ধ আছে তাদের নাম, বন্ধ থাকার কারণ ?

৩) প্রতাপগড় টি এষ্টেট এর ম্যানেজিং এজেন্টদের নাম এবং ঠিকানা,

উত্তর

Name of Tea Estate	Number of Workers.	Name of Head Office
1, Harishnagar T. E.	64	M/s. Harishnagar Tea Estate, 27, Circus Avenue, Cal-17.
2. Malabati T. E.	26	Proprietor, Malabati Tea Estate, Sekerkote, Bishalgarh, Tripura.
3. Mekhlipara T. E.	303	The Mekhlipara Tea Co. Ltd, 51-A, Jatindra Mohan Avenue, Calcutta-5.

1	2	3	4
4.	Nripendranagar T. E.	19	The Proprietor, Nripendranagar Tea Estate, Joynagar, Agartala.
5.	Adarini T. E.	65	Nilajit & Company, 2, Mission Row, Calcutta-1.
6.	Harendranagar T. E.	226	Old Kalibari Lane, Krishnagar, Agartala, Tripura.
7.	Durgabari T. E.	25	M/s. M. Chatterjee & Co. (P) Ltd. 9, Ezra Street, Cal-1.
8.	Benodini T. E.	73	Old Kalibari Lane, Krishna-nagar Agartala, Tripura.
9.	Laxmilonga T. E.	122	The Tipperah Tea Corporation Ltd, 162 Bepin Behari Ganguly Street, Cal-12.
10.	Tufanialonga T. E.	102	-Do-
11.	Fatikcherra T. E.	192	The Peerless Tea & Industry Ltd, 3/1, Mangoe Lane, Cal-1
12.	Gopalnagar T. E.	95	Sabakaran Madan Lal, B. K. Rd. Agartala, Tripura.
13.	Kalkalia T. E. (North).	29	Kalkalia Tea Estate, P. O. Kalkalia, Tripura.
14.	Haridaspur T. E. (previously known as Kalkalia Tea Estate (S)	25	The Propritor, 29-B, Old Kali-bari Rd,Krishnanagar, Agartala.
15.	Mohanpur Tea Estate.	88	The Proprietor, 43-A, Sadanan da Road, Calcutta-26.
16.	Kalacherra Tea Estate	95	The Propreitor, 1 B, Apurba Mitra Road, Calcutta-26.
17.	Mantala Tea Estate.	318	M/s. Mantala Tea Co. Ltd, 28, Waterloo Street, Cal-1.
18.	Maghlibundh Tea Estate	175	Old Kalibari Lane, Krishnanagar Agartala, Tripura.
19.	Krishnapur Tea Estate.	86	Managing Director, Krishna-pur Tea Estate, Bardowali, Agartala.
20.	Simnacherra Tea Estate.	58	Official Liquidator, High Court, Calcutta.

1	2	3	4
21.	Brahmakunda Tea Estate.	24	Official Liquidator, High Court, Calcutta.
22.	Ramdurlabpur Tea Estate.	438	P-36, Radha Bazar Street, Room Mo. D-38, 2nd Floor, Calcutta-1.
23.	Mahabir Tea Estate.	408	60/60, Haripada Dutta Lane, Calcutta-33.
24.	Garadtilla Tea Estate.	62	Leasee-B. Purkayastha, Manik Bhandar, Po. Manik Bhandar, Tripura.
25.	Darangtilla Tea Estate.	15	-Do-
26.	Khowai Tea Estate.	133	M/s. Tripureswari Tea & Trading Co. Ltd, 83, Park Street, Calcutta-16.
27.	Kalyanpur Tea Estate.	94	Old Kalibari Lane, Krishnanagar, Agartala, Tripura.
28.	Lilagarh Tea Estate.	29	Prop. Lilagarh Tea Estate, P. O. Sabroom, Tripura.
29.	Ludhua Tea Estate.	38	Prop. Ludhua Tea Estate, P. O. Sabroom, Tripura.
30.	Devasthal Tea Estate.	32	Tripura Tea Co. Ltd. 4, 26 & 26/7, Hindusthan Park Street, Calcutta--29.
31.	Hiracherra Tea Estate.	205	The Silkote Tea Co. Ltd, 4, Saklot Place, Calcutta-13.
32.	Sonamukhi Tea Estate.	109	The Tripperah Tea Co. Ltd, 26 & 26/7, Hindusthan Park Street, Calcutta-29.
33.	Nottingcherra Tea Fstate	30	Nottingcharra Tea Co. Ltd, P. O. Kailasahar, Tripura.
34.	Jagannathpur Tea Estate.	35	Official Liquidator, Gauhati High Court.
35.	Golokpur Tea Estate.	431	The Golokpur Tea Co. Ltd, 52/3A, Harish Mukherjee Rd, Calcutta-25,
36.	Halaicherra Tea Estate.	171	Umar Haji Shekoor, Partner, Halaicherra Tea Estate. Kailashahar, Tripura.

1	2	3	4
37.	Sarojini Tea Estate.	40	Srimati Sarojini Kundu, 2/1, Vidyasagar Colony, P. O. Garia, 24 Parganas.
38.	Kalishasan Tea Estate.	101	Kalishasan Tea Company, Ltd, P. O. Karimganj. Cachar.
39.	Rang Rung Tea Estate.	127	S. L. Kundu, Proprietor, Rang Rung Tea Estate, 73, Raja Basanta Roy Road, Calcutta-29.
40.	Sova Tea Estate.	59	Pro. Sova Tea Estate, P. O. Kailashahar, Tripura.
41.	Manuvalley Tea Estate.	438	6 Mangoe Lane, Cal-1.
42.	Marticherra Tea Estate.	463	Director, The Dilkhusa Tea Co. Ltd, 71/A, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.
43.	Huplongcherra Tea Estate.	361	M/S. Huplongcherra Tea Co. Ltd, 7, Kripanath Lane, Calcutta-5.
44.	Dharmanagar Tea Estate.	239	The Vikrampur Tea & Industry Co Ltd, 117-A, S. P. Mukherjee Road, Calcutta-26.
45.	Maheshpur Tea Estate.	520	M/s. Maheshpur Tea Co. (P) Ltd, 28, Waterloo Street, Calcutta-1.
46.	Sarala Tea Estate.	194	Prop. Sarala Tea Estate, Umesh Bhaban, 35, Naktala Road, Calcutta-49.
47.	Pearacherra Tea Estate.	354	M/s. P. C. Chatterjee & Co. 6, Misson Row, Cal-1.
48.	Ranibari Tea Estate.	321	The Ranibari Tea Co. Ltd, P. O. Karimganj, Cachar, Assam.
49.	Madhusudan Tea Estate.	229	The Madhusudan Tea Co. Ltd, P. O. Karimganj, Cachar, Assam.

২) ক) সিমনাছড়া, খ) ব্রহ্মকুণ্ড, গ) জগন্নাথপুর, ঘ) নৃপেন্দ্রনগর, ঙ) প্রতাপগড়, চ) ঈশানপুর, ছ) যাদবনগর, জ) রাজলক্ষী, ঝ) সুরমা, ঞ) জামথুম এবং নরসিংগড়।

(ক) (খ) (গ) নং বাগাণ লিকুইডেশনের অবস্থায় আছে। (ঘ) নং বাগান হয়ত আর্থিক অবস্থার জন্য বন্ধ। অন্যগুলি অনেক বৎসর যাবৎ বন্ধ, সঠিক কারণ জানা নাই।

প্রতাপগড় টি এষ্টেট ত্রিপুরা হিল ডেভলাপমেণ্ট কোঃ অধীনস্থ বাগান।

৩) শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য, উক্ত কোঃ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঠিকানা—২৯, পুরাতন কালীবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

UNSTARRED QUESTION NO. 259.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রুদ্রসাগর মৎস চাষ ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পে গত পাঁচ বৎসরে কি কি মৎস চাষের কার্য্য সূচী রূপায়ন করা হয়েছে ;

২) এই প্রকল্প থেকে গত ১৯৬০-৬১ সন হতে ১৯৭১-৭২ সন পর্য্যন্ত বৎসর ভিত্তিক মৎস্য বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য ;

৩) এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করতে কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট করা ছিল কি ?

উত্তর

১) একটি স্লুইস্ গেইটের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং একটি লেবরেটরীর কাজ চালু আছে।

২) রুদ্রসাগর লেইক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিজস্ব সম্পত্তি বিধায়, এই প্রকল্পে মৎস্য বিক্রয় করিয়া সরকারের অর্থোপার্জ্জনের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

৩) এইটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত একটি প্রকল্প এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই এই প্রকল্পের কার্য্যসূচী রূপায়নের সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 253.
By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

QUESTIONS

1. How many acres of land had been irrigated in Sonamura Sub-Division during the year 1971-72.

2. Names of the reclamation and drainage schemes which were implemented in Sonamura Sub-Division for irrigation purposes during the period from 1967 to 1972 and are these schemes functioning well now ; and

3. The additional irrigation facilities provided in Sonamura Sub-Division to face the drought situation during 1st April, 1972 to 30th September, 1972 and number of total irrigated land ?

ANSWERS

1. 6050 acres.

2. From 1967 to the end of 1972 financial year the following reclamation and drainage schemes were taken up.

a) Mohanbhog Drainage Scheme.
b) Telkajla reclamation scheme.
c) Kamrangatali reclamation scheme.
d) Dhalaijala reclamation scheme.
e) Padmadhepa reclamation scheme.

In most of the cases the normal maintenance work of the schemes is in progress.

3. 8 (eight) 5 H. P. Pumping Sets were distributed to the cultivators at subsidy. It is estimated that about 80 acres of land were irrigated by these pumps.

UNSTARRED QUESTION NO. 255.
By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া সহরের ওয়াটার সাপ্লাইয়ের প্রকল্পের জন্য মোট কত টাকা এষ্টিমেট করা হয়েছে তার হিসাব;

২) এই প্রকল্পের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; এবং

৩) এই প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ?

উত্তর

১)	রেইজিং মেইন এবং ডিষ্ট্রিবিউশান সিসটেম	২,৬২,৫০০ টাকা
	টিউব ওয়েল রিজার্ভারপাম্প হাউস এবং কোয়াটার	৪,২৫,৬০০ টাকা
	ল্যাণ্ড একুইজিশান	৩,০০০ টাকা
	মোট—	৬,৯১,১০০ টাকা
২)		৫০,০০০ টাকা
৩)		২৫০ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 266
By **Shri Subal Chandra Biswas.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state,

প্রশ্ন

ক) ১৯৭১-৭২ সনে Horticulture loan বাবদ কতটাকা খরচ হয়েছে ; এবং

খ) কে কে ঐ টাকা পেয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

ক) ৫৩,১৭৫.০০ ।

খ) ঋণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা ও টাকার পরিমাণ সম্বলিত একটি তালিকা এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল।

Statement showing the names and addresses of persons who got Horticultural loan during 1971-72 with amounts.

Sl. No.	Name and address.	Total amount of loan issued during 1971-72.
1	2	3
1.	Shri Dukhu Pantanti, S/o. Kretil Pantanti Vill & P. O. Fatikcherra, Tripura.	Rs. 1,000/-
2.	Shri Goladhan Deb Barma, S/o. Late-kulendra Deb Barma, Vill. & P. O. Fatikcherra, Tripura.	Rs. 1,000/-
3.	Shri Radha Krishna Deb Barma, S/o. Late Mangal Ch. Deb Barma, Vill. Kechangraipara, P. O. Kamalghat.	Rs. 500/-
4.	Shri Nanda Lal Chakraborty, S/o. Late Nagendra Ch. Chakraborty, Vill. Nehal chandranagar, P. S. Bishalghar, Tripura.	Rs. 8,000/-
5.	Shri Chandra Kanta Choudhury, S/o. Late Jagat Chandra Choudhury, Vill. Rajghat, P. O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 1,000/-
6.	Shri Kamala Kanta Barua, S/o. Late Baisnab Chandra Barua, P. O. & Vill. Jogendranagar, Tripura.	Rs. 500/-
7.	Shri Suresh Ch. Datta, S/o. Late Mani Ram Datta, Vill. Nehalchandranagar, P. S. Bishalgar, Tripura.	Rs. 1,000/-

1	2	3
8.	Shri Suresh Ch. Das. S/o. L. Sonatan Das, Vill—Nehalchandranagar, P. S. Bishalgharh, Tripura.	Rs. 1,000/-
9.	Shri Jamini Chandra Das, S/o. Late Kula Chandra Das, Vill—Kamalghat, Nutan Basti, P.O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 1,000/-
10.	Shri Gaya Charan Deb Barma, S/o. Lt. Mani Chandra Deb Barma, Vill—Ramnarayanthakurpara, P. O. Kamalghat Tripura.	Rs. 500/-
11.	Shri Waki Roy Deb Barma, S/o. Late Harekrishna Deb Barma, Vill. Legunga P. O. Kamalghat.	Rs. 1,000/-
12.	Smti. Kiran Bala Deb, W/o. Lt. Satish Chandra Deb, Vill—Nehalchandranagar, P. S. Bishalghar, Tripura.	Rs. 1,000/-
13.	Shri Sukumar Ranjan Das, S/o. L. Sirish Chandra Das, Vill. Badharghat, P. S. Kotwali, Tripura.	Rs. 2,500 /-
14.	Shri Ram Chandra Deb Barma, S/o. Lt. Lakshmi Kanta Deb Barma, Vill. K. Lefunga, P. O. Kamalghat, Tripura	Rs. 1,000/-
15.	Shri Mangal Deb Barma. S/o. Lt. Chandra Kanta Deb Barma, Vill Bhati Fatikcherra. Tripura.	Rs. 1,000/-
16.	Shri Ram Chandra Deb Barma, S/o. Lt. Rabi Chandra Deb Barma, Vill—Krishnamadhupara, P. O Kamalghat, Tripura.	Rs. 1,000/-
17.	Shri Sukha Roy Deb Barma, S/o. Lt. Ram Sadhu Deb Barma, Vill—Bhati Fatikcherra, P. O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 750/-
18.	Shri Ratan Kairi, S/o. Lt. Bangshi Kairi, Vill—Jamirghat, P. O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 500/-
19.	Shri Shikha Roy Deb Barma, S/o. Lt. Saranjoy Choudhury, Vill—Saranjoypara, P. O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 1,000/-

20.	Shri Sarat Chandra Deb Barma, S/o. Late Baidya Chandra Deb Barma, Vill—Rangcherra, P. O. Mohanpur, Tripura.	Rs. 750/-
21.	Shri Sunadhan Deb Barma, S/o. Lt. Hari Chandra Deb Barma, Vill—Rajghat, P. O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 750/-
22.	Shri Ram Chandra Bhim, S/o. Lt.Kanta Bhim, Vill—Noagaoui, P. O. Kamalghat, Tripura.	Rs. 1,000/-
23.	Shri Annada Prasad Singh Roy, S/o. Mahabdar Ch. Sing Roy, P. O. & Vill. Brajapur, Bishalghar.	Rs. 1,000/-
24.	Smti. Parbati Debi. W/o. Lt. Jagneshwar Deb Barma. P. O. Kamalghat, Vill. Rajghat, Tripura.	Rs. 500/-
25.	Shri Khilling Roy Deb Barma S/o. Lt. Haricharan Deb Barma, Rajnagar, Kamalghat, Tripura.	Rs. 1,000/-
26.	Shri Jyotish Ch. Paul & Shri Kshitish Ch. Paul, S/o. Lt. Sarat Ch. Paul, Muharipur, Bogafa Block.	Rs. 1,500/-
27.	Shri Niranjan Dey, S/o. Lt. Surendra Kr. Dey, Bogafa, Block.	Rs. 1,500/-
28.	Shri Har Gobinda Das & Nayan Ch. Das, Santirbazar, Bogafa Block.	Rs. 2,000/-
29.	Shri Haralau Mog, S/o. Lt. Mokhai Mog, Kanchannagar, Bogafa Block.	Rs. 2,500/-
30.	Shri Sital Ghosh. S/o. Lt. Bipin Ch. Ghosh, Mirza, Udaipur block.	Rs. 500/-
31.	Shri Rabidas Tripura, S/o. Lt. Chandra Kr. Tripura, Nachinnagar, Rajnagar Block.	Rs. 1,000/-
32.	Shri Upendra Kr. Das, S/o. Lt. Bechu Ram Das, Rajnagar, Rajnagar Block.	Rs. 750/-
33.	Shri Basanta Kr. Das, S/o. Lt. Haridas Das, Rajnagar, Rajnagar Block.	Rs. 500/-

1	2	3
34.	Shri Niranjan Sen, S/o. Lt. N. K. Sen Piperiakhola, Rajnagar Block.	Rs. 2,500/-
35.	Shri Nikhil Ch. Debnath, S/o. Shri Mohan Debnath, Chaltamara, Paikhola, Rajnagar block.	Rs. 2,000/-
36.	Shri Thirta Soam Kaipeng, Vill—Taidu-dhepa, Ampinagar, Amarpur Block.	Rs. 1,000/-
37.	Shri Sukumar Daś, Kalachari, Salema Block.	Rs. 525/-
38.	Shri Gouranga Ch. Das, Darang, Salema Block.	Rs. 525/-
39.	Shri Khaison Singha, Debicherra, Salema block.	Rs. 700/-
40.	Shri Jaladhar Das, Uptakhali, Panisagar block.	Rs. 700/-
41.	Md. Inamulla, Shakhaibari, Panisagar block.	Rs. 350/-
42.	Shri Lalit Singha and others, Deocherra, Thilthai, Panisagar block.	Rs. 350/-
43.	Shri Suresh Ch. Dey, West Chandrapur, Panisagar block.	Rs. 700/-
44.	Shri Gunadhar Tripura, Gongacherra, Sanaicherra, Panisagar block.	Rs. 700/-
45.	Shri Hunarak Singha, Kheranjuri, Panisagar block.	Rs. 700/-
46.	Shri Surendra Lal Chakma, Machmara, Kanchanpur block.	Rs. 350/-
47.	Shri Hunuman Singh, Deocherra, Thilthai, Panisagar block.	Rs. 350/-
48.	Shri Srikanta Das, Uptakhali, Panisagar block.	Rs. 350/-
49.	Shri Banka Behari Debnath, Uptakhali, Panişagar block.	Rs. 350/-
50.	Shri Barindra Kr. Das, Khudrakandi, Panisagar block.	Rs. 700/-

1	2	3
51.	Shri Sudhanya Kr. Deb, S/O. Lt. Ganga Charan Deb, P.O. Panisagar.	Rs. 150/-
52.	Shri Hariday Nath, S/O. Shri Gula Nath, Vill—Sarashpur, P. O. Kadamtala.	Rs. 150/-
53.	Shri Kamini Mohan Nath, S/O. Nabin Nath, Vill—Sarashpur, P. O. Kadamtala.	Rs. 150/-
54.	Shri Uday Chandra Nath, S/O. Lt. Sarat Chandra Nath, Vill—Sarashpur, P. O. Kadamtala.	Rs. 300/-
55.	Shri Kunja Mohan Das, S/O. Lt. Krishna Ch. Das, Vill—Kukinala, P.O. Rowa Bazar.	Rs. 300/-
56.	Shri Braja Gobinda Nath, S/O. Lt. Sadhu Nath, Vill. & P. O. Padmabil.	Rs. 150/-
57.	Shri Sanath Kumar Datta, S/O. Lt. Surendra Kr. Datta, Vill. & P. O. Dewanpasa.	Rs. 300/-
58.	Shri Charan Khaira, S/O. Lt. Adhikari, Vill—Balucherra, P. O. Sanicherra.	Rs. 300/-
59.	Shri Birendra Kr. Dey and others S/O. Sri Binode Behari Dey, Vill. & P. O. Baru Kandi.	Rs. 225/-
60.	Shri Suresh Ch. Deb Nath, S/O. Lt. Surjamanu Deb Nath, Vill—Algapur, P. O. Dharmanagar.	Rs. 225/-
61.	Shri Binode Behari Deb, S/O. Lt. Bipin Behari Deb, Vill. & P. O. Dharmanagar.	Rs. 225/-
62.	Shri Jagindra Kar, S/O. Jatindra Nath Kar, Vill. & P. O. Chandrapur.	Rs. 225/-
63.	Shri Naresh Ch. Deb, S/O. Lt. Nityananda Deb, East Barukani, P. O. Dharmanagar.	Rs. 300/-
64.	Shri Gopesh Ch. Das, S/O. Lt. Gouranga Ch. Das, Vill—Hrua, P. O. Kalamcherra.	Rs. 225/-

1	2	2
65.	Shri Annada Ch. Deb, S/O. Lt. Rampharan Deb, Vill—Halflong, Shripur, P. O. Halflong.	Rs. 300/-
66.	Shri Sailen Dhar, S/O. Lt. Sasay Ch. Dhar, Vill—Uptakhali.	Rs. 300/-
67.	Shri Nibaran Ch. Deb Nath, S/O. Lt. Nityananda Deb Nath, Vill—Dewanpasa, P. O. Halflong.	Rs. 225/-
68.	Shri Sudhir Bhattacharjee, S/O. Lt. Prasanna Bhattacharjee, Vill—Lakhinagar, Dharmanagar.	Rs. 150/-
69.	Shri Sarajini Debi, W/O. Sri Digendra Kr. Nath, Vill & P. O. Uptakhali.	Rs, 300/-
70.	Shri Jamini Dhar, S/O. Sri Dinonath Dhar, Vill—Bagoan Tatikorai, P. O. Mashli.	Rs. 300/
71.	Shri Ramsingh Deb Barma, S/O. Lt Sama Charan Deb Barma, Vill--Dhanbilash, P. O. Birchandranagar.	Rs. 300/-
72.	Shri Pulin Behari Das, S/O. Lt. Dinanath Das, P. O. & Vill—Gakulnagar.	Rs. 300/-
73.	Shri Gourhari Deb Barma, S/O. Lt. Brindaban Das Baishnaba, Vill—Rajkandi, P. O. Gokulnagar.	Rs. 300/-
74.	Shri Arabinda Chakraborty, S/O. Lt. Harendra Chakraborty, Vill—Rajnagar P. O. Katikoli.	Rs. 150/-
75.	Shri Bimal Ch. Bhattacharjee, S/O. Lt. Biswasar Bhattacharjee, Vill—Taghari, P. O. Fatikoli.	Rs. 150/-
76.	Shri Adhairam Malakar, Baghan, Panisagar block.	Rs. 525/-
77.	Shri Annata Sadhan Jamatia, S/O. Lt. Pradip Charan Jamatia, Vill—Mandirhour, P. O. Salema.	Rs. 300/-
		Rs. 53,175/-

STARRED QUESTION NO. 124.

By— Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) এ বছর কোন চা বাগানে মালিক পক্ষ কত জন শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করেছেন, তার বাগান ভিত্তিক হিসেব।

২) এই ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের ব্যাপারে শ্রম দপ্তর কোথায় কি ব্যবস্থা নিয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। এ বছর কোন শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই করা হয় নাই।

২। নিষ্প্রয়োজন।

UN-STARRED QUESTION NO. 402.

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hou'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১; ধর্মনগর বাজারের মাছ বাজার ছাড়া অন্যান্য অংশের উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। বাজারে ড্রেন ইলেকট্রিক ইন্‌ষ্টলেশন, পানীয় জল, পায়খানা ও প্রস্রাবাগার প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ? না হলে, কবে পর্য্যন্ত হবে ?

UN-STARRED QUESTION NO. 15.

By— Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'be Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কোন চা বাগানে Registered Labour কত ?

২। ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ বাগানে standing order চালু না থাকায় শ্রমিকদের স্থায়ী করা হয় না ; এবং

৩। যে সকল বাগানে এখনও standing order চালু হয় নি তাহাদের নাম ?

উত্তর

চা বাগানের নাম ও শ্রমিক সংখ্যা

১। হরিশ নগর চা বাগান—	৫৫
২। মালাবতী চা বাগান—	১০
৩। মেখলি পাড়া চা বাগান—	১৬৮
৪। নৃপেন্দ্র নগর চা বাগান—	৯
৫। আদরিনী চা বাগান—	৩৩
৬। হরেন্দ্র নগর চা বাগান—	১৩৮
৭। দুর্গাবাড়ী চা বাগান—	৮
৮। বিনোদিনী চা বাগান—	৫৫
৯। লক্ষীলুঙ্গা চা বাগান—	৮২
১০। তোকানীয়া লোঙ্গা চা বাগান—	২৭

বাগানের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা—

১১। ফটিক ছড়া চা বাগান— ১১২
১২। গোপাল নগর চা বাগান— ২৯
১৩। কলকলিয়া (নর্থ) চা বাগান— ৭
১৪। হরিদাসপুর চা বাগান — ২
১৫। মোহনপুর চা বাগান— ৫১
১৬। কালাছড়া চা বাগান— ৬১
১৭। মনতলা চা বাগান— ১৯৯
১৮। মেঘলিবন্ধ চা বাগান— ১১২
১৯। কৃষ্ণপুর চা বাগান— ৩৭
২০। সীমনা ছড়া চা বাগান— ৫৮
২১। ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান— ২৪
২২। রাম দুর্লভপুর চা বাগান— ২৯১
২৩। মহাবীর চা বাগান— ২৮৮
২৪। গারদটীলা চা বাগান— ৩২
২৫। দারংটিলা চা বাগান— ১৩
২৬। খোয়াই চা বাগান— ১৩৩
২৭। কল্যাণপুর চা বাগান— ৫৮
২৮। লীলাগড় চা বাগান— ১৭
২৯। লুধুয়া চা বাগান— ৩৮
৩০। দেবাস্তল চা বাগান— ৩২
৩১। হীরাছড়া চা বাগান— ২০৫
৩২। সোনামুখী চা বাগান— ১০৯
৩৩। নটিংছড়া চা বাগান— ২৩
৩৪। জগন্নাথপুর চা বাগান— ৩৩
৩৫। গোলকপুর চা বাগান— ৩৯৪
৩৬। হালাইছড়া চা বাগান— ১৬৬
৩৭। সরোজিনী চা বাগান— ৩৬
৩৮। কালীশাসন চা বাগান— ১০১
৩৯। রাং রোং চা বাগান— ১২৭
৪০। শোভা চা বাগান— ৫৯
৪১। মনোভেলী চা বাগান— ৩১৪
৪২। মুর্ত্তীছড়া চা বাগান— ২২৬
৪৩। হাফলং ছড়া চা বাগান— ২৫৫
৪৪। ধর্ম্মনগর চা বাগান— ১৬৯
৪৫। মহেশপুর চা বাগান— ২৩৪
৪৬। সুরমা চা বাগান— ১৯
৪৭। প্যারী ছড়া চা বাগান— ২০৪
৪৮। রাণী বাড়ী চা বাগান— ১১৯
৪৯। মধুসূদন চা বাগান— ১৫০

২) ইহা ঠিক নয়।

৩)

১। মালাবতী চা বাগান— ১০
২। নৃপেন্দ্র নগর চা বাগান— ৯
৩। আদরিণী চা বাগান— ২৩
৪। দুর্গাবাড়ী চা বাগান— ৮
৫। বিনোদিনী চা বাগান— ৫৫
৬। কলকলিয়া (নর্থ) ,, ৭
৭। হরিদাসপুর চা বাগান— ২
৮। মোহনপুর চা বাগান— ৫১
৯। কালাছড়া চা বাগান— ৬১
১০। গারদটিলা ,, ৩২
১১। দারংটিলা ,, ১৩
১২। কল্যাণপুর চা বাগান— ৫৮
১৩। লীলাগড় চা বাগান— ১৭
১৪। লুধুয়া চা বাগান— ৩৮
১৫। দেবাস্তল চা বাগান— ৩২
১৬। হীরাছড়া চা বাগান— ২০৫
১৭। নটিংছড়া চা বাগান— ২৩
১৮। জগন্নাথপুর চা বাগান— ৩৩
১৯। সরোজিনী চা বাগান— ৩৬
২০। কালী শাসন চা বাগান— ১০১
২১। রাং রোং চা বাগান— ১২৭
২২। সোভা চা বাগান— ৫৯
২৩। হাফলং ছড়া চা বাগান— ২৫৫

UNSTARRED QUESTION No. 233

By—Sri Ajoy Biswas

Will the Minister-in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ অব্দি প্রাক্তন মন্ত্রি ও গেজেটেড অফিসারেরা ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত Poultry Farm থেকে কত টাকার ডিম, মুরগী ও মাংস Credit এ (বাকী তে) নিয়েছেন ., ঐ সকল মন্ত্রী ও অফিসারদের নাম ও টাকার পরিমাণ —

২। তন্মধ্যে কত টাকা এখনও মন্ত্রী অফিসারদের নাম বাকী পড়ে আছে (নাম ও টাকার পরিমাণ ·)

৩। ঐরূপ বাকী পড়ে থাকার কারণ কি ?

উত্তর

১। (ক) মং ৬,১৫৪.০৫

(খ) মন্ত্রী ও অফিসারদের নাম ও টাকার অংক দর্শাইয়া এতদ সঙ্গে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

২। (ক) মং ২,৭১৮.২৭ ১৯৭২ জুলাই পর্য্যন্ত।

(খ) মন্ত্রী ও অফিসারদের নাম ও টাকার অংক দর্শাইয়া এতদ সঙ্গে একটি তালিকা দেওয়া হইল।

৩। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের অনেকে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় বাকী আদায় বিলম্ব হইতেছে।

ক্রমিক নং	প্রাক্তন মন্ত্রী ও গেজেটেড অফিসারের নাম	১৯৬৭ইং সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭২ ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত কত বাকিতে দেওয়া হইয়াছে।
		টাকা, পঃ
১।	শ্রী আর, পি, সেন	৪৬৫.৪৩ পঃ
২।	,, কে ভেন স নাথন	৩১.১৫ পঃ
৩।	,, এস, এল, সিংহ	৮৬.৭৪ পঃ
৪।	,, এস, আলী	২২.৭০ পঃ
৫।	,, টি, এম, দাসগুপ্ত	৫.৯০ পঃ
৬।	,, বি, দাস	৩৪.০০ পঃ
৭।	,, এম, এল, ভৌমিক	২০.০০ পঃ
৮।	,, পি, মজুমদার	৮৫.০০ পঃ
৯।	,, পি, কে দাস	৭৩.৪৬ পঃ
১০।	,, ডাঃ ভি, চেণ্টিস	১০৪.৫০ পঃ
১১।	,, এস, সি, সরকার	৩২.৩০ পঃ

১	২	৩
		টাকা
১২।	শ্রী ডাঃ দাসগুপ্ত	৮.০০ পঃ
১৩।	,, ডি, কে, রায়	৩৮.৩৮ পঃ
১৪।	,, আর, কে, দেববর্ম্মা	৬৪৫.২৬ ,,
১৪।	,, এম, সেনগুপ্ত	৪৭.০৫ ,,
১৬।	,, পি, কে, দেববর্ম্মা	১৯১.০০ ,,
১৭।	,, এইচ, এস, দুবে	১৮.০০ ,,
১৮।	,, কোচার	২৬৪,০০ ,,
১৯.	,, বি, কে, ভট্টাচার্য্য	১১.২৫ ,,
২০।	,, ডাঃ রমন	৬৬.৯০ ,,
২১।	,, এ, কে, সেন	৬.০০ ,,
২২।	,, আই, পি, গুপ্ত	৩৪৩.৭৫ ,,
২৩।	,, জে, ম, লিগু	৮৬৫.৫৮ ,,
২৪।	,, ডাঃ বানার্জি	১০.০০ ,,
২৫।	,, এ, কে, লোধ	১০.০০ ,,
২৬।	এস, সি, কর	৩৯.৭৫ ,,
২৭।	এ, কে, পাল	৪.০০ ,,
২৮।	,, এস, বানার্জি	১০.০০ ,,
২৯।	,, এন. এম, দেববর্ম্মা	১৬.০০ .
৩০।	,, এস, সি, রায়	৬.০০ ,,
৩১।	,, জে, ডি, ফিলোম্যান ডস্	৪৩৩.৬০ পঃ
৩২।	,, কে, কিপজেন	৩৮৭.৪৫ ,,
৩৩।	,, এস, এন, মল্লিক	৩.২৫ ,,
৩৪।	,, পি, কে, লাহিরি	৭.৯০ ,,
৩৫।	,, জে, সি, রায়	২২.৭৫ ,,
৩৬।	,, ভি, কে, কিল্লা	১৫৮.০০ ,,
৩৭।	,, বাওয়া	১৩৩.৮৫ ,,
৩৮।	,, এ, নাথ	২৮.৭০ ,,
৩৯।	,, আর, বদরিনাথ	৭২.১০ ,,

১	২	৩
		টাকা পঃ
৪০।	শ্রী কে, ভি, বটলুম	২৯·২০
৪১।	,, আর, এন, গাঙ্গুলি	৮০·৯৫ ,,
৪২।	,, ডাঃ এইস, এস, রায় চৌধুরী	৭৫·৪০ ,,
৪৩।	,, এইস, জি, রায়	১৮·৮৫ ,,
৪৪।	,, জি, এন্, চ্যাটার্জি	১০৪.৩৫ ,,
৪৫।	,, এন, চন্দ্র	৬৫·৬০ ,,
৪৬।	,, এইস, ঘোষ	৩৩·০০ ,,
৪৭।	,, রায় মুখার্জি	৫০.০০ ,,
৪৮।	,, এস. শঙ্কর নারায়ণ	৩২·৮০ ,,
৪৯।	,, কে পি, দত্ত	৩৪·২০ ,,
	সর্ব্বমোট টাঃ	৬,১৫৪·০৫ ,,

এনেক্সার—"বি"

ক্রমিক নং	প্রাক্তন মন্ত্রী ও অফিসারের নাম	অন্তবধি পর্য্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমান
১।	শ্রী আর, পি, সেন	টাকা ৩৭০·০০ পয়সা
২।	,, এস, এল, সিংহ	,, ৮২৯-৬৫ ,,
৩।	,, ডাঃ দে	,, ২৮·৫০ ,,
৪।	,, এস সি, সরকার	,, ১৬·৬০ ,,
৫।	,, আর, কে, দেববর্ম্মা	,, ৫০৬·১২ ,,
৬।	,, ডাঃ জি, রমন	,, ২·১০ ,,
৭।	,, আই, পি, গুপ্ত	,, ৪৮·২৫ ,,
৮।	,, এস, সি, কর	,, ৩৪·৭৫ ,,
৯।	,, এস, ব্যানার্জি	,, ১০·০০ ,,
১০।	,, জে, ডি, ফিলোমনডস	,, ৪৮·৬৫ ,,
১১।	,, কে, কিপজেন	,, ২৫২·৩৫ ,,
১২।	,, ভাওয়া	,, ১৩১·১৫ ,,
১৩।	,, এ, নাথ	,, ১৭·৭০ ,,
১৪।	,, আর, বদরিনাথ	,, ৬৩·৭০ ,,
১৫।	,, কে, রতনম	,, ২২·১০ ,,
১৬।	,, আর, এস, গাঙ্গুলী	,, ৬১·৩৫ ,,
১৭।	,, ডাঃ এইস, এস, রায়চৌধুরী	,, ৭৫·৪০ ,,
১৮।	,, জি, এন, চ্যাটার্জি	,, ৪৫·৩৫ ,,
১৯।	,, এন, চন্দ্র	,, ৩৩·১০ ,,
২০।	,, এইস, ঘোষ	,, ৩৩·৭০ ,,
২১।	,, রায় মুখার্জি	,, ৫০·০০ "
২২।	,, শঙ্কর নারায়ণ	,, ৪·২৫ ,,
২৩।	,, কে, পি, দত্ত	" ৩৪·২০ ,,

মোট টাঃ ২,৭১৮·২৭ ,,

UNSTARRED QUESTION NO—110
By—Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সরকার Ground water explore করার জন্য এ পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

২। Over flow Tube well এর জন্য সরকারের নিকট কত আবেদন পত্র পৌঁছেছে।

৩। ঐ সম্পর্কে তারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

৪। খোয়াই মহকুমায় এ বছর এ পর্যন্ত যাদের Over flow Tube-well এর জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা ?

উত্তর

১। ১১টি এক্সপ্লোটরী টিউব ওয়েল করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহা কাজে রূপায়িত করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ভূ-জল সংস্থার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

২। ২২২৯ টি।

৩। আবেদন পত্রগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা হয় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত নওয়া হয়।

৪। সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য ॥ কাহাকেও ব্যক্তিগত সাহায্য দেওয়া হয় নাই। (যাদের জমিতে Over flow বসান হইয়াছে)

ANNEXURE "A"

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 110—Item 4

Name of Persons given assistance	Address
1. Shri Samiran Ch. Deb. S/o. L. Suresh Ch. Deb.	Singicharra.
2. Shri Basanta Kr. Sen, S/o. L. Baikuntha Kr. Sen.	,,
3. Shri Indramani Nath, S/o. L. Sarat Nath.	,,
4. Shri Jogendra Kr. Majumder, S/o.	Durganagar.
5. Rajendra Ch. Das, S/o. Nakul Ch. Das.	Jambura.
6. Shri Haripada Bhowmik, S/o. Dwarika Bhowmik.	,,

	1	2
7.	Shri Jogendra Ch. Das.	Jambura.
8.	Shri Jitendra Ch. Debnath, S/o. Shri Nilmani Debnath	Mahadevtilla.
9.	Shri Nakul Ch. Nath, S/o. Kashi Kanta Nath.	Ganki.
10.	Shri Bashi Tati, S/o. L. Madhab Tati.	Tablabari.
11.	Shri Abani Mohan Datta, S/o. L. Rabi Datta.	Jambura.
12.	Shri Bhanu Ch. Das, S/o. Kamini Das.	"
13.	Shri Prakash Ch. Deb, S/o. Lt. Nabin Ch. Deb.	"
14.	Shri Amar Ch. Debnath, S/o. Shri Girish Ch. Debnath.	Singicharra.
15.	Shri Manindra Ch. Shil, S/o. Narendra Shil.	Sonatala.
16.	Shri Priatosh Biswas, S/o. Radhacharan Biswas.	"
17.	Shri Monomohan Das, S/o. L. Ichali Das.	Ajagartilla.
18.	Shri Khirode Ch. Deb, S/o. Ram Kr. Deb.	Jamira.
19.	Shri Surjya Mani Deb, S/o. L. Sanatan Deb.	North Sonatala.
20.	Shri Jogendra Ch. Dutta, S/o. Indra Mohan Dutta.	Middle Sonatala.
21.	Shri Amulya Ch. Das, S/o. L. Mahesh Ch. Das.	East Sonatala.
22.	Shri Upendra Ch. Das, S/o. L. Bipin Ch. Das.	Samrutilla (Sonatala).
23.	Shri Upendra Ch. Das, S/o. Madhu Das.	Teblabari.
24.	Shri Kartic Ch. Das, S/o. L. Harendra Ch. Das.	Bhabatoshpara (Sonatala).

1		2
25.	Shri Naresh Ch. Das, S/o. L. Krishna Mohan Das.	Ajagartilla.
26.	Shri Gagan Ch. Das, S/o. L. Gopal Das.	North Sonatala.
27.	Shri Adhindra Ch. Deb, S/o. Aswini Deb.	Middle Sonatala.
28.	Shri Bijoy Kr. Paul, S/o. L. Bipin Behari Paul.	East Sonatala.
29.	Shri Laxminarayan Deb Barma, S/o. L. Dularam Deb Barma.	Teblabari.
30.	Shri Nirmal Ch. Bhattacherjee, S/o. L. Nibaran Bhattacherjee.	Khowai Town.
31.	Shri Abala Das S/o. Anil Das, Shri Amulya Das, S/o. L. Kunjamohan Das.	Paschim Singicharra.
32.	Shri Gakul Deb, S/o. Nandalal Deb, Shri Prafulla Deb	Barabil.
33.	Shri Kanu Malakar, S/o. L. Umesh Malakar Shri Benu Malakar, S/o. "	West Singhicharra.
34.	Shri Abindra Mitra, S/o. L. Banamali Mitra. & Shri Ramesh Mitra, S/o. L. Dinabandhu Mitra.	Barabil.
35.	Shri Arun Paul, S/o. Shri Abani Paul & Shri Ananda Deb S/o. Chandan Deb.	"
36.	Shri Akhay Kr. Das, S/o. Shri Joy Ch. Das, & Shri Narendra Roy S/o.	Singhicherra.
37.	Shri Gopal Sukla Baidya, S/o. Kumar Sukla Baidya & Shri Nepal Sukla Baidya. S/o. Haradhan Sukla Baidya.	Barabil.
38.	Shri Adhir Deb, S/o. Srish Deb & others.	

	1	2
39.	Shri Jagadish Das, & Shri Kartic Das. } S/o. Jagat Das	Paschim Singhicherra.
40.	Shri Dayananda Dutta Chowdhury, S/o. Joy Kumar Dutta Chowdhury & Shri Nirode Dutta Chowdhury.	West Singhicharra.
41.	Shri Sankar Modak S/o. Rajani Modak & Shri Ramani Modak S/o. L. Gagan Modak.	Barabil.
42.	Shri Sukta Urang S/o. L. Mahala Urang & Shri Baladeb Mura, S/o. L. Bishra Mura.	West Singhicherra.
43.	Shri Binode Nath, S/o. L. Bhim Nath & others.	Singhicharra.
44.	Shri Girindra Nath S/o. Haragobinda Nath & Shri Udai Nath.	Barabil.
45.	Shri Ratan Tati S/o. Ranya Tati & others.	Cherma.
46.	Shri Girindra Sabdakar, S/o. Upendra Sabdakar.	,,
47.	Shri Jitendra Dutta, S/o. Jagat Dutta & others.	Durganagar.
48.	Shri Prabhat Ch. Deb, S/o. L. Iswar Deb & others.	North Durganagar.
49.	Shri Rup Charan Nath. S/o. L. Gagan Nath & Shri Ganga Charan Nath.	Durganagar.
50.	Shri Hari Mohan Deb, S/o. L. Kshetra Mohan Deb & Shri Pyori Mohan Deb. S/o. L. Kshetra Mohan Deb.	Barabil.
51.	Shri Hari Mohan Das, S/o. L. Ramdhan Das.	Jambura.
52.	Shri Dwarika Das.	Dwarikapur Goan Sabha.
53.	Shri Nagendra Da.	,,
54.	,, Nirapada Deb.	,,

1	2
55. Shri Aswani Sil.	Dwarikapur Gaon Sabha.
56. ,, Kulendra Routh.	,,
57. ,, Sonaton Deb.	,,
58. ,, Premananda Das.	,,
59. ,, Surendra Biswas.	,,
60. ,, Haralal Chakraborty.	,,
61. ,, Kamini Das.	,,
62. ,, Ranjit Roy.	,,
63. ,, Atindra Sen.	,,
64. ,, Jogesh Roy.	,,
65. ,, Jatindra Chowdhury.	,,
66. ,, Motindra Biswas.	,,

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, December, 8, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 8th December, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, Four Ministers, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members.

MR. SPEAKER—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

STARRED QUESTIONS

MR. SPEAKER—Shri Nishi Kanta Sarkar.

SHRI NISHI KANTA SARKER—Question No. 85.

SHRI DEBENDRA KISHORE CHOUDHURY—Mr. Speaker, Sir, Question No. 85.

QUESTION

ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম্য বাজারগুলির উন্নতি কল্পে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে কিনা ;

যদি করিয়া থাকেন, তবে উদয়পুর এলাকার উত্তর মহারাণী বাজার, চন্দ্রপুর বাজার, চন্দ্রপুর R. F. বাজার, গাজীছড়া বাজার বাইলা মৌজার তৈপানী বাজার, এগুলির উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১) গ্রাম্য বাজার উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২) এই বাজারগুলি উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত হয় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এটাকে উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ধরণের বাজারগুলি উন্নয়নের জন্য কি স্কীম নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমরা বাজারগুলির উন্নয়ন পর্যায়ক্রমে করে যাব বলে ঠিক করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উন্নয়ন মানে কি রাস্তাঘাট না ড্রেনেজ ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বাজার উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি সেখানে যাতে আমরা অ্যাকমডেশানের ব্যবস্থা করতে পারি, ড্রেনেজ ভাল করতে পারি এবং যাতে জনসাধারণের জন্য ইউরিন্যাল, লেট্রিন থাকে সেই ব্যবস্থা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই ধরণের বাজারের অধিকাংশ-গুলিতেই পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—যেখানে আমরা পারছি সেখানে দিয়েছি এবং দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কোন্ বাজারগুলি নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর জন্য সেপারেট প্রশ্ন চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বাজারগুলির উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আগরতলার বাজার এবং তার আশে পাশের বাজারগুলির উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তভূক্ত আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আছে তো বুঝেছি। কিন্তু আমি যে একটা নাম দিয়েছি এইগুলি পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে আমরা আস্তে আস্তে সবগুলিই পরিকল্পনার মধ্যে নেব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায়—৩১৪।

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তেলিয়ামুড়া ব্লকের পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে হয়েছিল ?	১) তেলিয়ামুড়া ব্লক পঞ্চায়েতের নির্বাচন ২২।৪।৭২ তারিখে হয়েছিল।
২) তেলিয়ামুড়া ব্লকের ব্লক কমিটি (বি, ডি, সি,) গঠন হয়েছে কিনা ?	২) না।
৩) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ ?	৩) কমিটিতে পাঁচজন ব্লক সদস্য

অন্তর্ভূক্ত এবং তাদের অধিকার এবং কার্যকাল সম্পর্কে কমিটি সরকারী সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয় নাই।

শ্রীঅনিল সরকার—প্রায় ৬/৭ মাস আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল। তারপর বলা হচ্ছে যে মনোনীত প্রার্থী সদস্যদের নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট কমিটি হয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এটা কি এই কারণ না যেহেতু সেখানে তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রগতিশীল অংশ জয়লাভ করেছে সেজন্য কৌশলে বিডিসি বাতিল করার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, আমার কথাটা পরিষ্কার যে ব্লক কমিটিতে যারা সদস্য হবেন তারা কতদিন পর্যন্ত সদস্য হিসাবে থাকবেন এবং তাদের মধ্যে কেউ ঐ কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন কিনা. এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে দেখার জন্যই এটা করতে দেরী হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে চান যে ব্লকের নমিনেশনের ব্যাপারে তেলিয়ামুড়ার জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, আর তা যদি না হয়, তাহলে অন্যান্য ব্লকের বি, ডি, সি হয়ে গেল অথচ তেলিয়ামুড়াতে দেরী হচ্ছে কেন ?

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, যখন এটা হবে তখন সমস্ত ব্লকের জন্যই একই রকম ভাবে করা হবে এবং সেটা করার জন্য দেরী হচ্ছে যাতে সমস্ত ব্লকই এক সঙ্গে পেতে পারে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বর্ত্তমানে যে খরা পরিস্থিতি চলছে তাতে রিলিফ ইত্যাদির কাজ কর্ম করার জন্য এই বি, ডি, সির পরামর্শ নেওয়া একান্ত আবশ্যক ?

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, এটা পরিষ্কার যে গ্রাম প্রধানদের সংগে এই সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শুধু তাই নয় সরকারের এমনও নির্দ্দেশ আছে যে শুধু গ্রাম প্রধানদের সংগেই নয় অন্যান্য গ্রাম সভার যারা মেম্বার আছে তাদের সংগেও এই সব ব্যাপারে আলোচনা করে কাজ কর্ম্ম করতে হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি। আমার প্রশ্ন ছিল বি, ডি, সির পরামর্শ অত্যাবশ্যক কিনা ?

শ্রীমুনছর আলী—স্যার, শুধু প্রধানই নয় অন্যান্য মেম্বার যারা আছেন, তাদের পরামর্শও নেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই তাদের যাতে আরও বেশী করে ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া যায়, সেজন্যই দেরী হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা স্বীকার করবেন কি যে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যই এই কমিটি গঠন করা হচ্ছে না ?

শ্রীমুনছর আলী—স্বীকার স্যার, যে সব মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত তারা সব সময়ে এই দুর্নীতির খোয়াব দেখে থাকেন। কাজেই উনার বেলাও ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

শ্রীঅনিল সরকার—মন্ত্রী মহোদয় যারা মনোনীত হবে তাদেরকে কি নূতন নূতন ক্ষমতা দেওয়ার কথাটা নূতন করে বিবেচনা করা হচ্ছে না এই সব করার জন্য আগেই থেকে কোড, কণ্ডাক্ট বা রীতিনীতি কিছু আছে ?

শ্রীমুনছর আলী—তারা কি ভাবে কতদিন তাতে থাকতে পারবেন না পারবেন, এই সব আগে কিছু ছিল না, এখন সেগুলি ভেবে দেখা হচ্ছে। কাজেই কিছুটা দেরী হতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার—মন্ত্রী মহোদয়, মেলাঘরে ব্লক কমিটি হতে দেরী হল না, সেখানে ১৫ দিনের মধ্যেই সব কিছু হয়ে গেল অথচ তেলিয়ামুড়ার ব্যাপারে কেন দেরী করা হচ্ছে।

শ্রীমুনছর আলী—সেটাতো আমরা সুষ্ঠভাবে কাজ কর্ম করার জন্য করেছি।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর আগে সেখানে কোন বি, ডি, সি ছিল কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমনসুর আলী—আমি না জেনে বলতে পারব না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মেলাঘরে পঞ্চায়েত ইলেকশান করে হয়েছে এবং সেখানে নূতন করে কোন বি, ডি, সি গঠন করা হয়েছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমুনছর আলী—সেখানে ২৮ তারিখে গঠন করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৯

শ্রীমুনছর আলী—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৯৯, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে রামদয়াল মৌজা গাঁওসভা, আথড়া গাঁওসভা গয়ামনি গাঁওসভার অধীনে কতটি রিং-ওয়েল ও টিউব-ওয়েল আছে ?	রামদয়াল মৌজা গাঁওসভায় ১টি রিং-ওয়েল ও একটি টিউব-ওয়েল এবং আথড়াবাড়ী গাঁও সভায় ৫টি রিং-ওয়েল আছে। গয়ামনি গাঁও সভায় রিং-ওয়েল বা টিউব-ওয়েল নাই।
২) যদি থাকিয়া থাকে, তাহলে রিং-ওয়েল ও টিউব-ওয়েলের মধ্যে মোট কতটি চালু অবস্থায় আছে এবং অকেজো অবস্থায় কয়টি আছে ও গাঁও সভা ভিত্তিক মোট সংখ্যা কত ?	রামদয়াল গাঁও সভায় ১টি রিং-ওয়েল চালু অবস্থায় আছে ও ১টি টিউব-ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে। আথড়াবাড়ী গাঁও সভায় ৩টি রিং ওয়েল চালু ও ২টি অকেজো অবস্থায় আছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত এ্যাসেম্বলি সেসানের প্রসিডিংসে ৩০ পাতায় আছে সেখানে তিনি বলেছিলেন যে কোন কোন গাঁও সভায় টিউবওয়েল নাই আমি সেখানে প্রশ্ন করেছিলাম। তবে ১৯৭১-৭২ সালে ৭টি ওভার ফ্লো টিউব অয়েল বসানো হয়েছে। সেগুলি কোথায় আছে আমাকে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমুনছর আলী — স্যার, উনার প্রশ্নে তো ওভার ফ্লোর কোন কথা নেই। তবে যে ৭ টা ওভার ফ্লোর কথা বলেছেন, সেগুলি কোথায় আছে, সেটা যদি আমি উনাকে বলে থাকি, তাহলে পরে দেখে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার প্রশ্নে জানতে চাইছেন যে সেখানে টিউব-ওয়েল বা রিং-ওয়েল আছে কিনা, এই তো ?

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা — আমি জানতে চাইছি যে যেখানে যেখানে নেই বলে বলছেন সেখানে টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উনি বিবেচনা করেন কিনা। আর যদি এগুলি করে সেখানে জল না পাওয়া যায় তাহলে সেখানে ডিপ টিউব ওয়েল করার ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রীমুনছর আলী — যেখানে যেখানে নেই, সেখানে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা সব সময়ে বোধ করে থাকি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৭।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে সরকারের নিকট থেকে গ্রুপ বনডে দাদন গ্রহীতাদের গ্রুপের সমগ্র ঋণের দায় থেকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা সত্বেও	১। হ্যাঁ। গ্রুপবনডের সর্ত্তানুসারে প্রত্যেক গ্রহীতা বণ্ড দাতা যুক্ত এবং এককভাবে যুক্তভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী। অতএব আইনানুযায়ী ব্যক্তিগত ভাবে একের ঋণ পরিশোধ করা

মুক্তিদেওয়া হচ্ছে না এবং গ্রুপের অন্যান্যের অপরিশোধিত ঋণের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে সংশিত ক্রোক পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে ?

সত্বেও গ্রুপের অন্যান্যের অপরিশোধিত ঋণ অনাদায়ে তাহার প্রতি সংশিত পরোয়ানা জারী করিতে বাধা নাই।

২। ইহা কি সত্য যে ব্যক্তিগতভাবে নিজ দাদন ঋণ পরিশোধ করার পরও দরিদ্র উপজাতি কৃষকের সামান্য দুই এক কানি স্থাবর সম্পত্তি গ্রুপের অন্যান্যের ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে নিলামের নোটীশ দেওয়া হয়েছে ?

২। সুনির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না থাকায় এ বিষয়ে কোন তথ্যাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর নহে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই আইনটাকে পরিবর্তন করার বিষয়ে কোন চিন্তা করেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এখানে আইন পরিবর্ত্তনের কোন চিন্তা করার কথা হচ্ছে না। যাহা প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তর দিয়েছি মাত্র।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি স্পেসিফিক উত্তর চেয়েছিলাম যে এই আইনটাকে সংশোধন করে জনসাধারণের স্বার্থে আইনটাকে আবার নূতন করে সংশোধিত করা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কোন চিন্তা করেন কিনা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এখানে বিধান সভার ৭ জন সদস্য যদি এই বিষয়ে চিন্তা করেন তবে এই টা পরিবর্ত্তন করার সম্ভাবনা আছে।

মিঃ স্পীকার—আপনি অনুগ্রহ করে এই প্রশ্নটার উত্তর আরেকবার দিন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভার ৭ জন সদস্য যদি এইটা পরিবর্তন করার জন্য নির্দিষ্ট ভাবে চিন্তা করে নির্দিষ্টভাবে এখানে এই বিধান সভাতে সেটা আনা হয় তবে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চিন্তা করেন এইটা আমি জিজ্ঞাসা করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একক চিন্তাতে ত্রিপুরা রাজ্য চলে না।

শ্রীসমর চৌধুরী—সরকারী পক্ষ থেকে এই সম্পর্কে কোন আইন সংশোধন প্রস্তাব আনার সম্পর্কে কোন বিবেচনা আছে কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— জনসাধারণের অসুবিধাগুলি দেখবার জন্য সত্য সত্যই আমাদের আইন সংশোধন করবার পলিসি আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—এই নির্দিষ্ট বিষয়টি, এই নির্দিষ্ট আইনটি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে কোন বিবেচনা করেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এখন পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার সমাপ্তি হয় নি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকার অবগত আছেন কি যে উপজাতি	১) কালেক্টরের অনুমোদন ব্যতীত উপ-

জনসাধারণের জমি সম্পূর্ণ যে আইনি ভাবে অ-উপজাতির লোকজনের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং	জাতিদের জমি অ-উপজাতিদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে বলে কোন ঘটনা আদালতের গোচরীভূত হয় নাই।
২) যদি অবগত থাকেন, ঐ জমি উপজাতির হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?	২) ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ আইনের ১৮৭ নং ধারা সম্পর্কে কালেক্টরগণ সচেতন আছেন। আইনের সর্তসমূহ প্রতিফলিত না হলে তারা কোন উপজাতীয়দের ভূমি হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করেন না। অন্য কোন রূপে হস্তান্তরিত করা হলে তাহা সরকারের অনুমোদিত নহে এবং এবং অ-উপজাতী খরিদ্দারের ভূমির উপর কোন সত্ব, স্বামীত্ব বর্তায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ধারাটি তিনি উল্লেখ করেছেন, ভূমি আইনের সে ধারায় ভূমি হস্তান্তরের কি কি ব্যবস্থা আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— ভূমি আইন অনুসারে, উপজাতিদের জমি অ-উপজাতীয়রা কালেকটরের আদেশ ব্যতীত আনতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যদি কেউ কিনে তার কোন শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আছে কিনা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী-- যদি কালেকটর আদেশ প্রদান না করেন তাহলে তা কোন মতেই সরকারী অফিসে রেজিষ্ট্রি হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব হলোনা। যদি কেহ আন-রেজিষ্টার্ড জমি কিনে তাহলে তাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে? না এইটা অন্যায় দখল করবেন।

যে জমি, মাননীয় স্পীকার স্যার, জমি হস্তান্তর মানে রেজিষ্টার্ড আনরেজিষ্টার্ড যে কোন রকমের হতে পারে। কাজেই জমি হস্তান্তর মাননীয় স্পীকার স্যার, জমি হস্তান্তর মানে, যারা অজ্ঞ তাদের কথা আলাদা। জমি হস্তান্তর, মানে আমি বলছি, অবৈধ। অবৈধ আমার প্রশ্নের মধ্যে আছে। প্রশ্নে আছে প্রশ্নটা পড়ে দেখুন। যারা প্রশ্ন করছেন আমাকে তারা প্রথমে প্রশ্নটা পড়ে দেখুন। এইটা কোর্ট কাছারী না এইটা এসেমব্লি। এখানে প্রশ্নের মধ্যে এই কথা বলা হয়েছে যে বে-আইনি ভাবে যে সমস্ত জমি দখল করা হয়েছে, তার উপরে জমি হস্তান্তর, যদি কেহ বে-আইনিভাবে করে তাহলে এই আইনে কি শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বে-আইনিভাবে হস্তান্তর হচ্ছে সেটা সরকারের জানার উপায় নেই। কারণ আজকে কোন উপজাতি যদি বলে যে আমার জমিটা চাষ করে দিন আমি হয়তো করতে পারি। সেটা কি বেআইনিভাবে পেয়েছি না সেটা সৎইচ্ছায় আমাকে করতে দিচ্ছে সে প্রমাণ করবো কি করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে পাহাড়ী উপজাতিদের জমি, উপজাতিদের নামে রেজিষ্ট্রি করে অ-উপজাতিয়রা ভোগ দখল করছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সরকম কোন নালিশ সরকারের কাছে এখন পর্যন্ত এসে পৌছেনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সাব্রুম ঘোড়াডলকে সংকুড়া ত্রিপুরার জমি, শ্রীহরিচরণ চৌধুরীর নামে রেজিষ্ট্রি হয়েছে এবং শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত নামে এক মহাজন এইটার ভোগ দখল করছেন। এবং এই অভিযোগ নৃপেন চক্রবর্তী শ্রীহরিচরণ চৌধুরীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এবং আজকে পর্যন্ত কোন জবাব পান নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আজকে শ্রীহরিচরণ চৌধুরীর জমি যদি কাহাকে চাষ করতে দেওয়া হয় সেটা বোধ হয় বেআইনি নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি—

মিঃ স্পীকার—অনেক প্রশ্ন হয়ে গেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভারসিটি, কলোনাইজেশান স্কিম অব ত্রিপুরা সম্পর্কে একটা এসেসমেন্ট করেছেন এবং সেই রিপোর্টে দেখা যায় যে জুমিয়া কলোনির জমি মহাজন যারা অ-উপজাতিয় মহাজন কলোনির জমি তাদের হাতে চলে যাচ্ছে। এই এসেসমেন্ট রিপোর্ট যা আসাম ইউনিভারসিটি এক্ষণে এসেসমেন্ট করেছেন এই তথ্য মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এইটা সরকারী ভাবে জানা নেই। যে উপজাতীদের জমি অ-উপজাতীয়রা কিনে দখল করে আছেন।

মিঃ স্পীকার—I think that there should be no more supplementary question.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উপজাতীদের জমি যাতে উপজাতীদের হাতে থাকে সে জন্য কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা চিন্তা করছেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোরচৌধুরী—সরকারের কাছে চিন্তা আছে এবং তার ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এরোপ্লেন ঘাটির জন্য যে জমি এ্যাকুজিশান হয় তার মধ্যে অধিকাংশ অ-উপজাতীয় লোকেরা বেআইনিভাবে যে জমি দখলে রাখে অর্থাৎ বেআইনি হস্তান্তরিত জমি যা উপজাতীদের হাতে ছিল যার ফলে একটা কোর্ট ঠিক করা হয় যে জমি যাহা বেআইনিভাবে দখল করা হয়েছে তার জন্য টাকা দেওয়া হবে না। এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আই থিঙ্ক এটা সেপারেইট কোয়েশ্চান। সেপারেট প্রশ্ন করলে এইটার উত্তর পাবেন।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বলছেন যে এইটা তার জানা নেই। কোর্টে —

মিঃ স্পীকার—সেপারেট প্রশ্ন করুন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

শ্রীমুনছর আলী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) শিল্প বিভাগ কর্তৃক এ যাবত কতগুলি পাওয়ারলুম ক্রয় করা হইয়াছে,	২৪ (চব্বিশ)টি।
২) এই পাওয়ারলুমগুলি কি পুরাতন মডেলের, যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে আধুনিক ধরণের পাওয়ারলুম ক্রয় করা হয় নাই কেন,	না, প্রশ্ন উঠে না।
এবং	
৩) এই পাওয়ারলুমগুলি কি এখন চলিত অবস্থায় আছে ?	না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—এই সব পাওয়ারলুম কিনতে কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

শ্রীমুনছর আলী—৮৪,৮০০ টাকা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—এই সব পাওয়ারলুম কেনায় সরকারী অর্থের মিসএ্যাপ্রপ্রিয়েশান হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা এবং যদি থাকেন তাহলে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে এ্যাকশান নিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রীমুনছর আলী—আমার জানা নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—এই পাওয়ারলুমগুলি কোন ট্রেনিং সেন্টার ওপেন করার জন্য কেনা হয়েছিল কি?

শ্রীমনসুর আলী—না, কেনা হয়েছিল ত্রিপুরায় যারা লোক আছে, তাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করবার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানেন কি যে পি, এ, সি ১৯৭০ সালের রিপোর্টে এই পাওয়ারলুম কেনা সম্পর্কে এ্যাডভার্স কমেন্ট করা আছে?

শ্রীমুনছর আলী—নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবুলু কুকি।

শ্রীবুলু কুকী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে এখনও উপজাতী জুমিয়াদের ঘরচুক্তি খাজনা মহারাজার আমলের খাজনার হার অনুযায়ী আদায় করা হইতেছে।	হ্যাঁ।
২) সত্য হইলে গত ১৯৬৫ সালের ঘরচুক্তি খাজনার সংশোধিত আইন অনুযায়ী কেন আদায় করা হইতেছে না?	আইন বলবত হয় নাই।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন, এই যে ঘরচুক্তি খাজনা কোন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কি হারে আদায় করা হইতেছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—পুরান ত্রিপুরা—৩·৫০ টাকা। বাগুেল দফা : ৩·৫০ টাকা, জামাল দফা—৩·৫০ টাকা, বৈথাম দফা—৩·৫০ কলই দফা—৩·৫০ টাকা, দারথল কুকি—৩·৫০, রাংখাল দফা—১৫০ টাকা, নোয়াতিয়া—৫·০০ টাকা, কুকি—৫·০০ টাকা। চাখমা—৫·০০ টাকা। হালাম দফা—১·৫০ ও ৪ ·· টাকা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন এই বিভিন্ন রেটে ঘর-চুক্তিতে খাজনা করা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হয়েছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এখানে প্রশ্নটা ছিল ঘরচুক্তি খাজনা মহারাজার আমলের খাজনার হার অনুযায়ী আদায় করা হইতেছে কিনা, আমি উত্তর দিয়েছি—হ্যাঁ। সুতরাং মহারাজার আমলের আইন অনুসারেই হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি কৈলাশহরে এবং কমলপুরে ঐ ঘরচুক্তি খাজনা এই বছরে বকেয়া শুদ্ধ আদায় করা হচ্ছে এবং সেই সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পেয়েছেন কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ঘরচুক্তির বকেয়া খাজনা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠেনা, কারণ এই বছর খাজনা, খরা জনিত পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅজয় বিশ্বাস। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণ মোমন ত্রিপুরা—কোয়েশ্চান নম্বার ১৪৯।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭২ এর অক্টোবর মাসে বিলোনিয়া জোলাইবাড়ী এলাকায় যাদের কৃষি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে, বিলোনিয়ার হাকিম তাদের কৃষি ঋণ থেকে পুরানো বকেয়া কেটে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন,	না। ১৬
এবং	
২) যদি সত্য হয়ে থাকে তার কারণ।	এক নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, যে ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট, সাউথ তাঁর কাছে কোন, কোন, কৃষকের বকেয়া হিসাবে ঋণ কেটে নিয়ে তারপর ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার নাম এর লিষ্ট পর্যন্ত সাবমিট করা হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আমরা যাদের প্রয়োজন. তাদের কৃষি ঋণ দিচ্ছি, এই রকম অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যেখানে নাকি আগে কৃষি ঋণ নিয়েছিলেন, বর্তমানে কৃষি ঋণ নেবার সময় বলেছেন পুরানো ঋণ কেটে নিতে, সুতরাং জোর করে কাহারও কাছ থেকে কেটে নেননি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর নেবেন কি, এস, ডি, ও তাদের ঋণ দেওয়া বন্ধ রেখেছেন যেহেতু তারা বকেয়া দিতে রাজী হননি এবং এ' ঋণ পরিশোধ করার ফলে তারা যে ঋণ পেয়েছে, সেটা কোনরকমেই কাজে লাগাতে পারেনি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এখানে ১৪৮ জনকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ১২৬ জন পুরানো ঋণ কেটে দিয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী পাথী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত জুলাই এবং আগষ্ট মাসে অমরপুর এর বিভিন্ন অঞ্চল চাতীতে ফসল নষ্ট করার খবর সরকার পেয়েছেন কি,	হ্যাঁ। আমরা খবর পেয়েছি।
২। যদি পেয়ে থাকেন, ক্ষতিগ্রস্থদের কিভাবে সাহায্য করেছেন ?	উপযুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ সাহায্য এবং আমন ধানের জন্য বিনামূল্যে বীজ ধান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি, এই ধরণের কৃষকদের কিছুই দেওয়া হয়নি, এরকম কৃষকও আছে ?

শ্রীপাখী ত্রিপুরা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে ওখানে এই ধরণের চাতীতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কিছুই দেওয়া হয় নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— যদি এইরকম থেকে থাকে তা হলে সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন চাতীতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কত পরিমাণ টাকা এবং বীজধান সাহায্য করেছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— এইরকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জানাতে পারব।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন কোন এলাকায় হাতীর উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার — দিস শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা —করবুক, পূর্ব করবুক এবং রাইমাশর্মা, বিশ ঘর গণ্ডাছড়া পূর্ব এলাকায় ঘর বাড়ী পর্যন্ত ভেঙেছে, এটা এখনও পর্যন্ত ক্ষতি পূরণ পায় নি। তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন কি সরকার ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— আমি বলেছি সরকারের কাছে প্রার্থনা করতে। তা হলে আমরা সাহায্য দেব।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে তারা এক পয়সা ও পান নাই ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি তো বলেছি যে তারা সরকারের কাছে প্রার্থনা করলে দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোথায় কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এটা তো আগেই বলা হয়েছে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি অফিসে আসেন, তা হলে আমি দিতে পারব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ফ্যাক্টস দিতে পারছেন না। একটা এলাকার নামও দিতে পারেন নি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় — যারা সাহায্য করেছেন সেখানকার সরকারী লোক থেকেই কি এই তথ্য সংগ্রহ করে বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি বলেছি সরকারের কাছে প্রার্থনা করলে দেওয়া হবে। সরকার যখন চলে তখন তাদের তথ্যের উপরেই নির্ভর করে বলা হয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৬।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ১৮৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত তিলক ঠাকুর পাড়ার (মরগাং) সোস্যাল টিচার শ্রীযামিনী দেবনাথকে সুতারমুড়া হইতে মরগাং বাড়ীর টেষ্ট রিলিফের রাস্তাটি করানোর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে;	দুটি প্রশ্নের উত্তরেই 'হ্যাঁ'।
২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এটা কি সরকারী নীতির সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ?	

শ্রীনিরঞ্জন দেব— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কখন রাস্তার কাজ তদারকী করেন এবং কখন তার ডিউটি পালন করেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমাদের সরকারী নীতি অনুসারে যখন যা প্রয়োজন সেটাই করতে হয়। এখন খরা পরিস্থিতিতে অন্যান্য কাজ যদি ক্ষতি হয় তবুও টেষ্ট রিলিফের কাজের উপর জোর দিচ্ছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেব— সোস্যাল টিচারদের উপর এই দায়িত্ব না দিয়ে গ্রামীণ বেকারদের উপরে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—গ্রামীণ বেকারদের উপরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কিছু রোজগার করার জন্য।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৪।

শ্রীমুনছর আলী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৪।

QUESTION

১। চম্পকনগর রেশমশিল্প কেন্দ্রে বর্ত্তমানে কতজন শ্রমিক কতদিন ধরে কাজ করছেন?

২। এবং তাদের কতজনকে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে পরিণত করা হয়েছে।

ANSWER

১। চম্পকনগর রেশমশিল্প কেন্দ্রে বর্ত্তমানে ৮ জন শ্রমিক দিন মজুর হিসাবে নিয়োজিত আছেন। তাহারা কেহই একটানা মাসিক মজুরীর অধিকারী নহেন বিধায় গড় হাজিরায় দৈনিক মজুরী কর্ত্তন হয়। তাহাদের মজুরী মাষ্টার রোলের ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

২। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—যেখানে ৬ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত কাজ করছে সেখানে তাদের স্থায়ী করার কোন ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীমনসুর আলী—সরকারের এখন পর্যন্ত এইরকম কোন সিদ্ধান্ত নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ১২ বছর পর্যন্ত যারা কাজ করছেন তাদের পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে তাদের রেগুলার করার সুযোগ দিবেন কিনা?

শ্রীমুনছর আলী—মাননীয় সদস্য মহোদয়, আমরা বলেছি আমাদের প্রয়োজন মত কাজটা দিই। মাষ্টার রোলে আমরা তাদের টাকা দিই।

অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে চম্পকনগরে শ্রমিকরা মাষ্টার রোলে কাজ করে তারা আজকে কত বছর যাবত কাজ করছে?

শ্রীমুনছর আলী—এই প্রশ্ন আসে না যেহেতু যখন কাজ থাকে তখনি কাজ দেওয়া হয়। এইরকম কর্মী বহু আছে হয়ত আমার ঘরে না হয় আপনার ঘরে। মাষ্টার রোলে টাকাটা দিতে হয় সেজন্য তারা মাষ্টার রোলে আসছে সেটা। আইনে আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাতে পারেন যে এই যে ১০ বছর যাবত মাষ্টার রোলে কাজ করছে, যখন তাদের সেরিকালচারে কাজ থাকে না তখন তারা কি কাজ করে?

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষের খোজ খবর রাখতে হয় কে কোথায় কাজ করে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি খবর রাখেন যে ৬/৭ জন শ্রমিক ১০।১২ বছর যাবত যারা চম্পকনগরে সেরিকালচারে কাজ করছেন তারা আর কোথায় যায় নি? যে বক্তৃতা করছেন তা নয়।

শ্রীমনসুর আলী—আমি জানি না মাননীয় সদস্যদেরকে কোথায় কাজ করছে, আমরা যখন কাজ করাই তখন তাদের আমাদের দরকার হয়। তাদের পার্মানেন্ট করা না করা আমাদের পোষ্ট ক্রিয়েশানের সংগে সম্বন্ধ। যেহেতু আমাদের কোন পোষ্ট নাই তখন আমাদের নেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি নিজে অ্যাসেম্বলীর মেম্বার, আমি হাউসের সামনে বক্তব্য রাখছি তারা একটানা কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলিকে তদন্ত করে তাদের স্থায়ী করবার ব্যবস্থা করবেন কি না -

শ্রীমনসুর আলী—আমি বলেছি যখন দরকার পড়ে তখন তাদের নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিপার্টমেন্টে কোন পোষ্ট খালি নাই ?

শ্রীমনসুর আলী—যে ধরণের কাজ তারা করে সেই ধরণের কাজ নাই বলেই এইভাবে কাজ করতে হচ্ছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই শ্রমিকদের মাষ্টার রোলে দৈনিক মজুরী কত ?

শ্রীমুনছর আলী—পুরুষ ৪ টাকা, আর মেয়ে ৩ টাকা।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৫।

শ্রীমনসুর আলী—ষ্টার্টেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭১-৭২ সালে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লোন মোট কত টাকা দেওয়া হইয়াছে, এবং	মোট ৫৩ হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়েছিল।
২) উপরোক্ত সময়ে কৈলাশহর মহকুমাতে কে কে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লয়েছেন লোন তাদের নাম ও ঠিকানা এবং কত করে পেয়েছেন ?	কৈলাশহর মহকুমায় কেউ পাননি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে এই বছর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়ার জন্য সরকার কতটাকা বরাদ্দ করেছেন ?

শ্রীমনসুর আলী—স্পীকার স্যার, এটা পরিস্কার নয়, এটা কি কোন ডিষ্ট্রিক্টের, শুধু কৈলাশহর না সমস্ত ত্রিপুরার জন্য।

সুবল চন্দ্র বিশ্বাস—স্যার, এটাতো আমার প্রশ্নের মধ্যেও পরিস্কার আছে যে ১৯৭১-৭২ সালে মোট কত টাকা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কৈলাশহর থেকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোনের জন্য কত দরখাস্ত এই বছর পাওয়া গিয়েছে ?

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, দুই জনের থেকে দরখাস্ত পাওয়া গেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ঐ দরখাস্তগুলি কি কারণে বাতিল করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনসুর আলী—বাতিল করা হয় নি, তবে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৫৩ হাজার টাকা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়া হয়েছে বলছেন, তা কোন মহকুমায় কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীমনসুর আলী—স্যার, এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৬, স্যার

প্রশ্ন	উত্তর	
১) হালাহালি বাজার হইতে বিগত ৫ বছরে কত জমা আদায় হইয়াছে, তাহার বাৎসরিক হিসাব ;	সন	আদায়কৃত ইজারা টাকার পরিমাণ
	১৩৭৪ বাং	৩,০০০ টাকা
	১৩৭৫ বাং	৫,১৯৬ "
	১৩৭৬ বাং	২,০৪৯ "
	১৩৭৭ বাং	৪,২১৬ "
	১৩৭৮ বাং	৫,৫০১ "
২) ইহা কি সত্য যে ধলাই নদীর ভাঙ্গনের ফলে বাজারের একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় বাজার হইতে সরকারের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে ?	কমে নাই।	

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, হালাহালি বাজারে কতগুলি দোকান ভিটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, সেই হিসাব সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সেটা সরকারের জানা নেই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি এই বাজার আগে ৯/১০ হাজার টাকায় ডাক হত ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— আমি তো বিগত ৫ বছরের হিসাব এখানে দিলাম তাতে দেখা যাচ্ছে ১৩৭৮ বাং যে আয় হয়েছে, সেটা অন্যান্য বছরের তুলনায় কম হয় নি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার এই তথ্য জানা আছে কি যে এই সব বাজারগুলি যদি সুষ্টভাবে এবং সুন্দর ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাহলে সেগুলির থেকে সরকারের অনেক বেশী রেভিনিয়ু আসতে পারে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— বাজারগুলি যাতে সুন্দরভাবে হয় এবং সেগুলি থেকে যাতে সরকারের রেভিনিয়ু বাড়ে সেজন্য প্রয়োজন হলে আমরা নূতন করে ভাল জায়গায় বাজার করার চেষ্টা করে থাকি।

শ্রীরাধা রমণ নাথ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮১, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে ত্রিপুরার জমি নামজারী বন্ধ আছে?	না।
২) ১৯৭২ ইং সনের নভেম্বর পর্যান্ত ত্রিপুরায় এই যাবত কতটি নামজারীর দরখাস্ত সরকারের হস্তগত হইয়াছে, এবং	১৯,৬৩৩টি দরখাস্ত
৩) এ' নামজারীর দরখাস্তগুলির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে?	নিষ্পত্তি কার্য্য চলিতেছে।
৪) ইহা কি সত্য যে নামজারী না হওয়ার ফলে অনেক জমির খরিদ্দার জমি খরিদ করার পর খাজনা দিতে গেলে সরকার খাজনা গ্রহণ করিতেছেন না?	ইহা সত্য নহে। যে পর্য্যন্ত নামজারী না হয় খরিদ্দার ভূমির মূল মালিকের নামে প্রাপ্য পরিশোধ করতে পারেন।

শ্রীরাধা রমণ নাথ—স্যার, আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব পরিষ্কার হল না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—বলেছি তো, যে নামজারী বন্ধ নাই।

শ্রীরাধা রমণ নাথ—ধর্মনগর মহকুমার কোথায় কোথায় নামজারী হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, তিনি যদি ধর্ম্মনগর সম্পর্কে এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি তার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারব।

শ্রীরাধা রমণ নাথ— স্যার, আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি রেজেষ্ট্রী অফিসে রেগুলারলী জমি খরিদ বিক্রির রেজিষ্ট্রি হচ্ছে অথচ কোন নামজারী হচ্ছে না। যার ফলে যারা জমি খরিদ করল, তারা সেই জমি সত্ব পাচ্ছে না, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— স্যার, উনি যদি কোন পার্টিকুলার এরিয়া সম্বন্ধে জানতে চান, তাহলে আমি তার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারি।

শ্রীমধু সূদন দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নামজারীর কাজ কতদিনে শেষ হবে, তা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—সরকার যতদিন থাকবে, ততদিনই চলবে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নামজারী না হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের যে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়, তার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— কৃষি ঋণ থেকে কোন কৃষকের বঞ্চিত হওয়ার কথা নয়, যেহেতু সরকার খাস জমি বন্ধক রেখেও তাদের কৃষি ঋণ দিচ্ছে। এছাড়া অন্যভাবে কোন কিছু করা হয়ে থাকলে, সেটা সরকারের জানা নেই।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাদের খাস জমি দখলে আছে, তাদের কত হারে ঋণ দেওয়া হয়, বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— যে হারে দেওয়ার নিয়ম আছে, সেই হারেই দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীরাধারমন নাথ—স্যার, আমি যে আমার জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, যেটা নাকি আমার নামে নামজারী ছিল, খরিদ্দার সেই জমি দিয়ে কি সরকার থেকে ঋণ নিতে পারে, যেটা তার নিজের নামে নামজারী হয় নি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—কেন দেওয়া হবে না, যে খরিদ্দার তার তো রেজিষ্ট্রি করা দলীল রয়ে গেছে এবং সেই দলিল দিয়েই সরকার থেকে যে কোন ঋণ নিতে পারে।

MR. SPEAKER—Question hour is over. There are 28 Unstarred questions for to-day. The Ministers may lay on the table of the House the reply to the Unstarree Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—হাউসের পবিত্রতার দিকে লক্ষ রেখে, আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টা হচ্ছে এই যে ডিসএলাউং কোয়েশ্চান টেগ আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান।

মি: স্পীকার—আপনি কাইনডলি আমার চেম্বারে দেখা করুন আমি বলে দেব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আচ্ছা। আমি আপনার সংগে দেখা করেছি। আপনি আমার কিছু উত্তরও দিয়েছেন। তথাপি এই বিষয়টা—

মি: স্পীকার—I can not allow to discuss on this issue here, in the House.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কোয়েশ্চান সম্পর্কে আমরাও একটা ডিসকাশান চাই।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমার মনে হল আপনার কাছে একটা চিঠি দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সেই জন্যই বলছি। তাছাড়া আমরা একটা ডিসকাশান চাই যদি বলেন আপনার চেম্বারে দেখা করি।

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ, আমি রাজি আছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আপনি ব্যবস্থা করুন, আমাদের ইনভাইট করুন, আমরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা বুঝতে চাই যে আমাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা।

মিঃ স্পীকার—নিশ্চয়ই আলোচনা করবো এই সম্বন্ধে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—জিনিসটা বুঝতে চাই সেই জন্য আপনি ডাকবেন এবং আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো।'যে আমরা সত্য সত্যিই এখানে কাজ করতে পারবো কিনা। সেটা আমি বুঝবার চেষ্টা করবো মাননীয় স্পীকারের কাছে। যে ভাবে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাতে আমাদের ইনফলেক্ট হওয়া স্বাভাবিক যে আমাদের সম্ভবতঃ এখানে কাজ করার সুযোগ ক্রমশঃ কমে আসছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য,' আমি তা মনে করি না। আপনি যে বলছেন আপনাদের সুযোগ সুবিধা সেটা আপনারা এম, এল, এ, হিসাবে, বিধান সভার সদস্য হিসাবে পাওয়ার অধিকার তার থেকে আপনারা বঞ্চিত হচ্ছেন তা আমি স্বীকার করিনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আমি খুশী হবো যদি এইটা না হয়। আর যদি এইটা হয় তাহলে আমরা জনসাধারণের কাছে বলতে বাধ্য হবো যে আমাদের যে জন্য পাঠিয়েছেন তার পূর্ণ সুযোগ আমরা পাই নাই। সেই জন্য মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করবো আমাদেরে ডাকুন, আমাদের বক্তব্য শুনুন এবং তারপরে দেখুন আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম্ম আছে কিনা।

মিঃ স্পীকার—নিশ্চয়ই। আমি আপনাদের সংগে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, লিডার অব দি অপজিশানরা বললেন সেটা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ—

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি বলছি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম সেইটা আর এইটা এক নয়। কারণ এইটা বুঝতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

মিঃ স্পীকার—আমি তো কোন প্রশ্নের সম্বন্ধে ডিসকাশন করছি না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটা যদি আপনি নাই শুনতে চান তাহলে আমি বলতে পারবো না ব্যাপারটার কিছু। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে একই গ্রাউণ্ডে ৩৫ এবং ১৬ রুলের রোলস এণ্ড কণ্ডাক্ট বিসনেস অব দি হাউসে, এইটার আগে তো আছে। আমার ৫টি কোয়েশ্চান বাতিল, বাকীগুলি এলাও করেছেন। আর আগে তো আছে ৫টা কোয়েশ্চান সম্বন্ধে অপজিশান লিডার এডমিটেড রয়েছেন। সে কথা আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম। সেটা কি করে হলো। সেইটা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীকালিপদ বানার্জী—আপনি যদি ডাকেন আপনার চেম্বারে।

মিঃ স্পীকার—আমি এইটা বলছি তো। মাননীয় বিরোধী দলের নেতার প্রস্তাবের সংগে এইটার সম্বন্ধ আছে। আমি বলছি তো আলোচনা করবো।

MR. SPEAKER—Next item of the list of business is the presentation of the reports of the Committee, No I, Public Accounts Committee. I would call Sri Tarit Mohan Dasgupta, Chairman, to proceed to present before the House the 8th report of the Public Accounts Committee.

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House, the 8th reports of the Public Accounts Committee.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—চেয়ারম্যান অব দি পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটি আলোচনা সুরু করবেন এবং অন্যান্য সদস্যরা সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। গুজরাট এ্যাসেম্বলীর নিয়ম কানুন আমি দেখাতে পারি সেখানে এবং আরও কয়েকটি বিধানসভার নজীর আমি দেখাতে পারি। কাজেই আমি চাই এই সভায় আমার যে মোশান সেটা গৃহীত হউক।

মিঃ স্পীকার—আমি এগজামিন করে দেখব।

COMMITTEE ON ESTIMATES

MR. SPEAKER— I would call on Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman to present before the House the 9th and 10th Reports of the Committee on Estimates.

SHRI SUNIL CH. DUTTA—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 9th and 10th Reports of the Committee on Estimates.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

MR. SPEAKER— I would call on Shri Kalipada Banerjee, Chairman to present before the House the 1st Report of the Committee on Government Assurances.

SHRI KALIPBDA BANERJEE—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the 1st Report of the Committee on Governmet Assurances.

MR. SPEAKER—Hon'ble Members are requested to collect their copies of the Reports from the Assembly Library.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION.

MR. SPEAKER—Next item in the List of Business is discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short Duration on—

সম্প্রতি আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নরহত্যা, ছুরিকাঘাট, গৃহদাহ, ডাকাতি প্রভৃতির ফলে আইন—শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি।

Notice has been given by Shri Nripendra Chakraborty. I call nn Shri Nripendra Chakraborty to start discussion.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যে জরুরী বিষয়টির উপর আলোচনা উত্থাপন করছি, সেই বিষয়টি হয়—'সম্প্রতি আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নারী হত্যা, ছুরিকাঘাত, গৃহদাহ ডাকাতি প্রভৃতির ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি।'

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আগরতলা সহরের যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি আগরতলার একটা গণ পত্রিকার একটি খবর থেকে সমগ্র পরিস্থিতির গুরুত্বটা হাউসকে বুঝিয়ে দিতে চাই। 'জনপদ' গত ২৯শে নভেম্বর এ একটা খবর বেরুয় যে বাণীর বাজারে ঝড়না নামে একটা মেয়ে দিনের বেলা সিনেমা (মেটিনি শো) দেখে বাড়ী যাচ্ছিল, ঐ সময়ে তিন জন যুবক কর্তৃক অপসারিত হয় এবং ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়, এবং অভিযোগকারীর সন্দেহ সেই বালিকাকে জোর করে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই একটা খবর সমগ্র আগরতলা সহরের শুধ নয়, সমগ্র ত্রিপুরার উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কারণ আগরতলা সহর কলিকাতা শহর নয়; ছোট সহর, এখানে যারা দুষ্কৃতিকারী, তাদের নাড়ী নক্ষত্র পুলিশ জানেনা, এবং কোন জায়গায় ঘটনাগুলি ঘটেছে, কি ধরণের ঘটনা ঘটছে, সেইগুলি পুলিশের না জানার কথা নয়। ষ্টাগিং, ছিন্তাই, নিত্যকার ঘটনা। গৃহদাহ, ক্র্যাকারী, চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী, শিক্ষকদের লাঞ্ছনা করা নিত্যকার ঘটনা, কিন্তু কোন এ্যাকশান নেওয়া হয়না। মার্ডার হচ্ছে, আগরতলা কলেজ প্রাঙ্গনে একজন ছাত্রও খুন হল, দিনের বেলায়, পুলিশ জানল, দেখল যে **হোষ্টেলে ঢুকল, কিন্তু পুলিশ হোষ্টেলে ঢুকল না, পুলিশ কুকুর নিয়ে গেল না, কিন্তু পুলিশ কুকুর নিয়ে গেল তারপর যখন সমগ্র সহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ল তখন পুলিশ বাধ্য হল যেতে। তারপর দেখা গেল, যদি কাগজের খবর সত্য হয়, ছুরি, রক্তাক্ত কাপড় বেরুল সেখান থেকে, মাননীয় স্পীকার স্যার, কিন্তু কোন এ্যাকশান নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার কয়দিন আগে দুইটি ছেলে ফুল তুলতে গেছে. ছোট ছেলে এসে বলল আমার দাদাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারপর খবরের কাগজে বেরুল ছেলেটা নাকি বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। পুলিশ থেকে কোন এ্যাকশান নেওয়া হয়নি। তারপর তার স্কুলের ছাত্র, অভিভাবক যখন ছুটে গেল, তখন পুলিশ বাধ্য হল একজনকে গ্রেপ্তার করতে। মাননীয় স্পীকার স্যার আগরতলা কি চম্বলের জংগল যে, অপরাধিদের খোঁজে পাওয়া যায় না? এখানে হত্যা করতে পারে, চুরি করতে পারে, দিনে দুপুরে ডাকাতি করতে পারে এবং সেই

ঘটনা ঘটছে। আর আগরতলার বাইরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা আমি লিষ্ট আপ করছি। আমি কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতে চাই। কয়েকদিন আগে শান্তিরবাজার একটা যুবক নিহত হল, পুলিশের থানা কতদূর—এক মিনিটের রাস্তা নয়, পুলিশ নিষ্ক্রিয়, কোন ষ্টেপ নিলেনা পুলিশ। সমগ্রএলাকার ছাত্ররা, যুবকরা পাহারা দিল * * যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তারপর চার পাঁচ মাইল দূরে, পরের দিন তারা তাদের ধরে নিয়ে এল, পুলিশের কাছে দিয়ে দিল। যেখানে নিহত যুবক আসামীদের নাম বলে তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে, তাদের ধরা হয় নি। আর যাদের ধরা হয়, তাদেরও সংগে সংগে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, শচীন্দ্র দেববর্মা, কমলপুর, একজন সরকারী কর্মচারী, ছুটিতে বাড়ী এসেছে, তাকে রাত আটটা নয়টার সময় খুন করে, ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে যায়, তার রক্তাক্ত কাপড় সেখানে পড়ে থাকে, আসামী ধরা পড়ল, আসামী স্বীকার উক্তি দিল, নিহত ছেলেটার জামা কাপড় বেরুল, তারপরও পুলিশ নিষ্ক্রিয় কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার ১১/৯/৭২, ৪৯২ নং জীপ করে একদল লোক চম্পকনগর গেল পিস্তল, ডেগার নিয়ে, একজন যুবকের রক্ত চাই চীৎকার করতে আরম্ভ করল, যুবকদের নাম, গাড়ার নাম্বার ইত্যাদি দেওয়া হল, কোন এ্যাকশান নেই। কোন এ্যাকশান নেই, পুলিশ একটা ছেলেকেও গ্রেপ্তার করলনা, যদিও করে থাকে সেখানকার জনসাধারণ জানেনা কারণ তাকে হয়তো একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার ধর্মনগর একটা দুইটা নয়, চার পাঁচটা মারডার কেস—দারোগা পর্যন্ত মারডার হয়েছে, কিছুই হয়নি। বাগানের মধ্যে এক জায়গায়, সেখানে পর্যন্ত একজন শিক্ষককে মারা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুর নিলমনি সিং একজন সরকারী কর্মচারী মিটিং এ্যাটেণ্ড করছেন, দিনের বেলায় সরকারী মিটিং সেখানে কয়েকজন গুণ্ডা গিয়ে তাঁকে পিটাল, সমস্ত লোক দেখল, সেই সরকারী কর্মচারীটি * * নাম বলল কোন এ্যাকশান নেই। একটা ছেলেকেও গ্রেপ্তার করলনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ কি এত নরম? অন্যদের বেলাতো এই নরম নয়, কাজল বর্দ্ধনকেতো গুলি করে হত্যা করা হয়, যারা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য—যে সমস্ত যুবকরা আন্দোলন করে তাদের বিরুদ্ধেতো এখনও কেস চলছে—১৯৭০ সালের কেস—১৯৭০ সালে ধর্মঘট করেছিল, আর আজকে ১৯৭৩ সাল এই তিন বছর ধরে তাদের কেস নিষ্পত্তি হলনা, এদের বেলায় তো পুলিশ নরম নয়। উপজাতি এলাকা একজন আত্মহত্যা করলে পুলিশ সেখানে কুকুর নিয়ে যেতে পারে, ক্যাম্প বসাতে পারে, বাইখুরা পুলিশ ক্যাম্প করতে পারে বে-আইনি জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করার জন্য পুলিশ ক্যাম্প করতে পারে, আর গুণ্ডাদের ধরবার জন্য পুলিশ এত নরম কেন। যে পুলিশ বিলোনীয়ায় পাক যুদ্ধের সময় সেখানে জনা কয়েক ছেলে একটা বাজার করেছিল সেটা নাকি ফরেষ্ট এর এলাকা, তাদের বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হল, সেই কেস এখনও চলতে পারে। যখন সমস্ত লোক পালিয়ে গিয়েছিল, তখন কতিপয় লোক সেখানে একটা বাজার করেছিল বলে তাদের অপরাধ, ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য যে প্রয়াস তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলতে

পারে, শুধু কি তাই, তাদের বি,এস এফ দিয়ে পিটিয়েছে, হাজতের মধ্যে পুলিশ তাদের পিটিয়েছে, খোয়াই মেজিষ্ট্রেট কগনাইসেন্স দিয়েছেন যে হাজতে পুলিশ যেয়ে পিটিয়েছে। ফটিকরায় কুমারঘাট যুবকদের পিটিয়েছে।

কৈলাসহরে চালুইছড়া বাগানে স্ত্রীর সামনে স্বামীকে পিটিয়েছে। সমস্ত ঘটনা সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে বিনন্দ রিয়াংকে কিভাবে বেয়নেটের খোঁচা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। যে চৌকিদার এই হত্যার নায়ক তাকে কি অ্যারেষ্ট করা হয়েছে? করা হয় নি। সেখানকার মাননীয় এম, এল, এ নিজে সেই মুমুর্ষ বিনন্দ রিয়াংকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, বাঁচাতে পারেন নি। তিনি আজকে হাউসে আছেন। তিনি জানেন কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। বিনন্দ রিয়াং এর অপরাধ কি? তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়েছিল কোর্টে হাজিরা দেয় নি বলে। পুলিশকে তো ঘুষ দেয় নি: সাংঘাতিক অপরাধ। সে অপরাধের খেসারত তাকে দিতে হয়েছে চরমূল্যে এবং সমস্ত পুলিশ অমরপুরে ট্রাইবেল মেয়েদের মলেষ্টেশান করেছে দিনের বেলাতে মদ খেয়ে মেয়েদের পেছনে ছুটেছে। লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে? কোন ষ্টেপ নেওয়া হয় নি। কাঞ্চনপুরে দশদায় স্লেভ ক্যাম্প করা হয়েছে। সেখানে একটা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এই হাউসকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে সেই মেয়ে এখনও আনট্রেসড। রিয়াং মেয়েকে চুরি করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাকে গর্ভবতী করা হয়েছে। পুলিশ কোথা থেকে এই ক্ষমতা পেল? কারণ পুলিশ জানে যে এই রাজত্ব তাদের। কাজেই তারা যা খুশী তাই করতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগে এই হাউসের এম, এল, এ, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রাধারমণ দেবনাথ। বি, এস, এফ কে প্ল্যান ড্রেস পাঠানো হয়েছিল সকালে। নাম হচ্ছে হরিদাস শীল। ক্যাম্প হচ্ছে কাতলামারা। সেখানে একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড তার শোবার ঘর থেকে পেয়েছে। রাধারমণের ছেলেরা হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিয়ে খেলা করে? বাচ্চা ছেলেরা খেলা করে যে তার শোবার ঘরে একটা হ্যাণ্ড গ্রেণ্ড রেখে দেওয়া হয়েছে? অন্য কোন ঘরে গিয়ে ঢুকে নি তো। ঢুকলো, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ড গ্র্যানেড বার করল। তারপর রাধারমণ যখন জানতে চাইল ওয়ারেন্ট কোথায়? বললো যে এটা বি, এস, এফ, থেকে করা হয়েছে। এটা আপনাদের আই, জি, অব পুলিশ করছে না। আশ্চর্য্যের কথা, ওয়ারেন্ট থাকবে না, চার্জ লিস্ট পাবে না। আজও চার্জ লিস্ট পায় নি। তছনছ করে দিয়ে এল। বাবা আর ছেলে খেতে বসেছিল। খাবার থালা থেকে তুলে নিয়ে এল। সাক্ষী হেড মাষ্টার। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তিনি দেখেছেন। পুলিশ যা খুশী তাই করতে পারে। এম, এল, এ, দের নিয়েও করতে পারে। এত ক্ষমতা পুলিশ এর এল কোথা থেকে?

মাননীয় স্পীকার, স্যার, * * শুধু কি আমাদের উপর আক্রমণ করছে? এই হাউসের আর একজন এম. এল, এ — খবরের কাগজের রিপোর্ট যদি সত্যি হয়, শ্রী নিশিকান্ত সরকার, তাঁকে দুইজন মন্ত্রীর সামনে * * পিটিয়ে এল। আমি শুনেছি তিনি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছেন। অ্যারেষ্ট করা হয়েছে? সেই * * অ্যারেষ্ট করা হয়েছে? বিশালগড়ে আক্রমণ করা হয়েছে বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। একটা * * অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। আগরতলা শহরে মহারাজগঞ্জ বাজারে স্টেপ করে মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সাহাকে। কি করা হয়েছে? ** অ্যারেষ্ট করে নি বলে মহারাজ গঞ্জ বাজারের সমস্ত ব্যবসায়ীদের হরতাল করতে হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়নামার গাঁও সভার প্রধান সুধীর চাকমা, সুধীর মাষ্টার তাকে * * গিয়ে পেটালো। অ্যারেষ্ট করা হয়েছে? একটা * * অ্যারেষ্ট করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ** এরা অধিকাংশ হচ্ছে কংগ্রেসের এবং এরা কংগ্রেসের বিভিন্ন দলে বিভক্ত। যদি একদলের * * মারে, আর একটা দলের * * আসে। * * সরকার প্রটেকশান দিচ্ছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিলোনীয়াতে একদল * * বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়েছিল। আমার কাছে লিস্ট আছে। যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়েছিল তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। সেদিন সৌভাগ্য বশতঃই হোক আর দুর্ভাগ্য বশত: হউক আমি সেদিন বিলোনীয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এক বিরাট সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল এবং যাদের নামে ওয়ারেন্ট হয়েছিল সেই * * সেদিন তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা দিয়েছিল। যদি মুখ্যমন্ত্রীকে ফুলের মালা দেয় তাহলে ** মাফ হয়ে যাবে ওয়ারেন্ট থাকলেও।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গুণ্ডা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — গুণ্ডাকে কি বলব মাননীয় মন্ত্রী বলুন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ — আমার কথা হল গুণ্ডা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

মিঃ স্পীকার — তিনি বলেছেন গুণ্ডা শব্দটা আনপার্লামেন্টারী। এটা আমি পরে দেখব। যদি আনপার্লামেন্টারী হয় তা হলে একসপাঞ্জ করে দেব পরে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — ধর্মনগরে যে সমস্ত মার্ডার হয়েছে, তার কিছু মার্ডারার তথাকথিত

* * "Expunged as ordered by the Chair, on 8-12-72"

নকশালদের ধরা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুলিশ জানে কারা নকশাল, কিন্তু অ্যারেষ্ট করে নি। অ্যারেষ্ট করে নি কেন? তারা দেখেছে আগরতলাতে বা অন্যান্য জায়গায় যারা এক সময়ে মাওসেতুং আমাদের চেয়ারম্যান বলে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখিত, যারা মহাজনকে খুন করেছে বলে দেওয়ালে দেওয়াল লিখত তারা ইন্দিরাগান্ধী যুগ যুগ জীও লিখছেন।

মিঃ স্পীকার — অনারেবল মেমবার, গুণ্ডা শব্দটা আনপালা'মেন্টারী ঠিকই। আনপালা'-মেন্টারী ইফ রেফা র্ড টু সার্টে ন পলিটিক্যাল পার্টি। আপনি কংগ্রেস দলেরলোককে গুণ্ডা বলেছেন। অতএব সেটা একসপাঞ্জড হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — আমি তো কোন রাজনৈতিক দলের নাম বলিনি। আমি বলেছি এরা একটা দলের অন্তর্ভু'ক্ত।

মিঃ স্পীকার — দিস ওয়ার্ড শুড বি একস্পাঞ্জড।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পলিটি-ক্যাল * * আজকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, দলভূক্ত করা হচ্ছে এবং কংগ্রেস অফিস থেকে ফোন করলে আর তাদের অ্যারেষ্ট করা হয় না।
কাজেই আমরা দেখতে পাই যে পলিটিক্যাল গুণ্ডাদের আজকে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তাদের দলভূক্ত করা হচ্ছে এবং গণরাজ অফিস থেকে ফোন করলে পরে এক গাড়ী পুলিশ এসে যায়। এই তো সেদিন উমাকান্ত একাডেমিতে বোমা ফেটেছে এবং তাতে কয়েকটি ছেলে আঘাত পেয়েছে, আর কয়েকজনকে ধরা হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ' গণরাজ অফিস থেকে ফোন করা হল, মশাই ওদের ছেড়ে দিন। এই সব ঘটনাই আজকে ঘটছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, গণরাজ পত্রিকার কেউ এখানে উপস্থিত নেই, কাজেই তার সম্পর্কে এখানে কিছু বলা উচিত কিনা, এটা আমি জানতে চাইছি?

মিঃ স্পীকার—তিনি তো গণরাজ পত্রিকা অফিস সম্পর্কে বলছেন, ব্যক্তিগতভাবে কারো নামে কিছু বলছেন না। কাজেই উদাহরণ স্বরূপ তিনি এটা বলতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—স্যার, এই যে পরিস্থিতি তাতে আজকে গুণ্ডা এবং পুলিশকে

সাহস দেওয়া হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে তাদের রাজত্ব ভালভাবে কায়েম হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ডাকাতি হচ্ছে, গর্জিতে একটা ভয়াভহ ডাকাতি হয়েছে, খুণ সহ ডাকাতি হয়েছে, অথচ আসল যে আসামী, তাদেরকে ধরা হচ্ছে না। আর যারা ভূমিহীন, গরীব তাদের গ্রামকে গ্রাম লুঠ করা হচ্ছে। এই তো বেলবাড়ী মৌজা সদরে, সেখানে সাধারণ একটা চুরি হয়েছে, সেখানে পুলিশ বাড়ী বাড়ী ঢুকে সমস্ত লোককে ধরে নিয়ে এসেছে এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার আর মারপিট করেছে। আসামীর নাম করে গ্রাম শুদ্ধ লুঠ করে নিয়ে এসেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, পুলিশকে এই অধিকার কে দিয়েছে? এই চুরি ডাকাতি আজকের থরা পরিস্থিতিতে আরও বাড়বে এবং এই পুলিশ গ্রামের গরীবদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে আসতে চাইবে। সমস্ত বর্ডারের মানুষ আশা করেছিল যে বাংলাদেশ হয়েছে, এবার তারা রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে, কিন্তু আমরা দেখছি আবার সেই কেট্যাল লিফ্‌টিং চলছে। বি, এস, এফ গরু চুরি বন্ধ করার জন্য নয়, চিনি চালান বন্ধ করার জন্য নয়, এমন কি আমাদের এখান থেকে সাইকেল পার্টস পর্যান্ত চোরা চালান হচ্ছে, সমস্ত বর্ডারেই তারা জেনেশুনে এ' গরু চোরকে সাহায্য করছে। গভর্ণমেন্ট কি বলবেন যে তারা কয়টা লিফটিং কেস ধরতে পেরেছে এবং কয়টা কেট্যাল লিফ্‌টারকে শাস্তি দিয়েছে? বলুন মন্ত্রী মশাইরা বলুন? যে বি, এস, এফকে আমরা পুষছি সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে এই বর্ডারকে রক্ষা করবার জন্য, কিন্তু আমাদের বর্ডারে এই যে স্মাগ্লিং গরু চুরি সমেত চলছে, আজকে এটা আরও প্রচণ্ড ভাবে চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে সেই সব ঘটনার কথা আর বাড়াতে চাই না। আড়ালিয়াতে আমরা দেখেছি পর পর দুই দিন ঘরে আগুণ লাগানো হল এবং দিনের বেলায় ডেকে এনে লোকজনকে মারা হচ্ছে, এই সমস্ত ঘটনাই আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের ডিস্কাশসানের ভিতরে উল্লেখ করেছি। যারা ১৯৭০ সাল থেকে ইমেজ তৈরী করে আসছেন, এই দেশে সমাজতন্ত্র বিল্ড আপ করবে বলে এবং সব সময়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টা করছেন বলে বলছেন, আমরা আজকে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে তারাই সেই গুণ্ডার রাজত্ব এবং পুলিশ রাজত্ব কায়েম করার জন্য চেষ্টা করে আসছে। তারা ভাবছেন যদি কোন একটা দলের উপর উৎপীড়ন করা যায়, তাহলে তাদের দলের লোকেরা যা খুশী তাই করতে পারবেন, তার বিরোধী দলকে ধংশ করবার জন্য ছোরা চালানো যাবে এবং তাদের অফিসে অফিসে আক্রমণ করা যাবে এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের উপরও সেই আক্রমণকে আরও বিস্তার করা যাবে। আর এটাই হচ্ছে আজকের ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসী শাসনের অবস্থা।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, নর হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি বলে যে কয়টা ঘটনার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এখানে যে সর্ট ডিস্কাশান

উপস্থিত করেছেন, আগরতলা শহরে ও অন্যান্য কতগুলি অঞ্চলে যে সমস্ত ঘটনা—যেমন শান্তির বাজারের ছাত্র হত্যা, এই সমস্ত ঘটনা আগরতলাতে যা ঘটেছে বাস্তবিক পক্ষে এই সম্পর্কে জনসাধারণের কোন কোন অংশের মধ্যে একটা ব্যাপক বিক্ষোভ রয়েছে এবং সরকারের উচিত এই সমস্ত ঘটনা যা ঘটেছে অবিলম্বে সেগুলির তদ্বির করার জন্য পুলিশ যাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, বিশেষ করে আগরতলা শহরের মধ্যে বা অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যেমন গন্ডিতে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার। আর ইদানিংকালে কলেজের মধ্যে যে ছাত্র হত্যা হয়েছে, কলেজের বোর্ডিং এর ষ্টুডেন্টস, এই সমস্ত ঘটনা খুবই মর্মান্তিক, এই সবগুলির জন্য জনসাধারণের মনে স্বাভাবিক ভাবে একটা উদ্বেগ এর কারণ আছে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাকে রাজনৈতিক ভাবে রূপ দিয়ে রাজনীতির সংগে জড়িয়ে ফেলা অথবা এখানে যে সব বিভিন্ন পার্টি রয়েছে, সেগুলির নীতির সংগে জড়িত করে দেওয়া হয়, তা হলে আমার মনে হয় যে এটা একটা ভাল কাজ করা হবে না। যদি এগুলিকে তার সংগে জড়িত করা হয়, তাহলে আইন শৃঙ্খলাকে আরও জটিল করে তোলা হবে। কাজেই এই সব নিয়ে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া কারো পক্ষে উচিত নয়। যে সব ঘটনা গুণ্ডাদের দ্বারা হয়েছে, যে সব ঘটনা দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা হয়েছে, সেগুলি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং সেই সঙ্গে সরকারের উচিত সেগুলি সম্পর্কে যাতে যথাযথ সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে অহেতুক উত্তেজনাকে প্রশমিত করা এবং জনসাধারণের মনে উদ্বিগ্নতা কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু এগুলিকে রাজনৈতিক রূপ দিতে গিয়ে আমরা যেটা পশ্চিমবঙ্গেও লক্ষ্য করেছি, তাতে খুব একটা ভাল ফল হয় নি। তাহলে এখানে যে ভাবে মাননীয় সদস্য এই সব ঘটনাকে রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে এনে সমস্যাকে আরও পিছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তাতে সেগুলির প্রতিকারের ব্যাপারে সহায়ক হবেনা। কিন্তু আমি বলব যে এই সব ঘটনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু এটাকে সামগ্রিক ভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে বলে বলা হবে কিনা, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সরকারকে বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে সেগুলি যাতে আর না ঘটতে পারে, সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের মনে যাতে আর উদ্বেগের সৃষ্টি না হতে পারে, তার ব্যাবস্থা করা উচিত।

ডিসকাশন যেভাবে এসেছে, ডিসকাশনের উপর যে আলোচনা কিছুক্ষণ আগে নৃপেন বাবু করেছেন সেইটা অনেকটা প্রহসন মূলক। প্রহসনমূলক এই জন্য বলছি যে আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নরহত্যা, ছুরিকাঘাত, গৃহদাহ, ডাকাতি প্রভৃতির ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি তো মোটেই হয়নি যেখানে এইরকম ২/১ টা ঘটনা ঘটেছিল সেখানে যেই আমাদের পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে

গিয়েছে, তেমনি সেখানে একটা রব উঠেছে পুলিশ কেন তাদেরকে এরেষ্ট করেছে। তাহলে একদিকে বলবো আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে আর একদিকে বলবে আইন শৃঙ্খলাকে যারা রক্ষা করতো যাবে সে পুলিশ আইন শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে সুশৃঙ্খল শান্তি রক্ষা করে যাবে, তাদেরই বিরুদ্ধে আবার আক্রোশমূলক প্রতিরোধ। কাজেই এইটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। সরকার যেখানে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ যে খুন, নরহত্যা, যেখানে ঘটবে যেখানে চুরি ডাকাতি হবে, যেখানে নরহত্যা, গুণ্ডামী চলবে, সেই খানে ট্রাইবেল হোক নন ট্রাইবেলই হোক আইন কাহাকেও ক্ষমা করবে না। তাকে ধরবার জন্য ও এই ধরার ফাক দিয়ে যদি কেউ পলিটিক্যাল গেইম করতে চায়, যে ট্রাইবেল এরিয়াতে বেলবাড়ীতে চুরি হয়েছে সেখানে সমস্ত ট্রাইবেল বাড়ীকে তছনছ করেছে এই একটা অজুহাত দিয়ে যদি কেউ বলে আমি অত্যন্ত ট্রাইবেল দরদী তাহলে সেটা ভুল করা হবে। তার বুঝা উচিত ট্রাইবেলকে কেউ ধরতে যায়নি, কোন সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষকে ধরতে যায়নি। পুলিশ কোন ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেলকে ভেদাভেদ করতে যায় নি সেখানে পুলিশ গিয়েছে চোরকে ধরার জন্য। পুলিশ সেখানে গিয়েছে গুণ্ডামী দমন করার জন্য। সুতরাং সেটা লক্ষ করতে হবে যে পুলিশ কিসের জন্য গিয়েছে। সেখানে ট্রাইবেল দরদ দেখিয়ে রাজনীতির বাহবা নেওয়া কোন রকমেই চলবে না এবং চলতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন জায়গায়, এমন কোন ঘটনার উল্লেখ করা হয় নাই যেখানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। এমন কোন ঘটনা তিনি উল্লেখ করতে পারেন নাই যে এই অমুক জায়গাতে এই রকম ঘটনার ফলে আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ অবনতি হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, উত্তেজিত হলে চলবে না আপনি যেমন এখানে কান নিয়ে এসেছেন এই রকম কান সবারই আছে। আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বা ডিটেওরিয়েট করেছে বলে যে তিনি বিদ্রূপাত্মক বক্তৃতা দিয়েছেন তার কোন ভিত্তি নাই। এমন কোন ঘটনার উল্লেখ তিনি করতে পারেন নি যে তারা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানের মধ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। যেখানে সমাজ আছে সেখানে মানুষ আছে, যেখানে মানুষ চলবে সেখানে হয়তো চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি চলতে পারে এবং সেটা সমগ্র দেশে সমগ্র জগতে সমগ্র রাষ্ট্রে এই পর্যন্ত চলে আসছে। আপনাদের যে রাজ্য, আপনারা যে রাজ্যের গর্বে গর্বিত হয়ে এখানে এসে বসেছেন সেই রাজ্যেও চুরি, রাহাজানি অনবরত ছিল। সেখানে মাওসেতুং রাজত্বেও চুরি ডাকাতি বন্ধ নেই। সুতরাং রাহাজানি ও আইন পরিস্থিতির ডিটেরিওরেইট যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানেও কম হয় নি সেটা বললেন না কেন। সেটা বলতে হবে সত্যকে স্বীকার করতে হবে। আমরা চাই আমরা যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি সমাজকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য আমরা কোন] জায়গায় চুরি ডাকাতি হতে দেবনা। যারা সমাজ বিদ্রোহী যারা সমাজের কল্যাণ চায় না তাদের আমরা কোন মতেই রেহাই দেব না।

তাদের দমন করবই। আমরা পুলিশ দিয়ে হয় দমন করবো, মানুষ দিয়ে মানুষকে দমন করবো, কিন্তু অমানুষকে কখনও বাঁচতে দেবনা। সেই জন্য আপনারা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে যে জায়গায় চুরি, রাহাজানি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সেখানে কেন পুলিশ গেল, পুলিশ গেল সমাজকে রক্ষা করার জন্য। ভাল মানুষকে সুশৃঙ্খল ভাবে সমাজে রক্ষা করবার জন্য, যাতে মানুষ তাদের সম্পত্তি নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে পারে। চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া যাদের অভ্যাস তারা হয়তো প্রশ্রয় দিতে পারেন কিন্তু কংগ্রেস সরকার চোরকে প্রশ্রয় দিবে না, দিতে পারেনা। সেই জন্যই যেখানে চুরি ডাকাতি রাহাজানি সেখানে পুলিশ গেছে তদন্ত করতে সেখানে তদন্ত করে যাদেরকে সন্দেহ করেছে তাদেরকে আটক করেছে। প্রয়োজন হলে গ্রাম শুদ্ধ করতে পারে। একটা কোন না কোন অঘটনে যদি কাহাকেও সন্দেহ করা হয় তিনি যদি নেতাও হন তাহাকে রেহাই দেওয়া হবে না। তাকে ও এরেষ্ট করা যেতে পারে। অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখেছিলাম যে কি যেন একটা গ্রেনেট না কি পাওয়ার মূলে কোন এম, এল, এ, গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। যিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যে সমাজকে রক্ষা করবে তার ঘরে গ্রেনেট। হিংস্র প্রকৃতির একটা মানুষ সে যদি শান্তি সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করতে চায়, পৃথিবী যেখানে শান্তির জন্য উদগ্রীব সেখানে একটা গ্রেনেট দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে দমন করা সম্ভব নয়। সেই জন্য পুলিশ দেখিয়ে দিয়ে গেল তিনি যত বড় লিডারই হউন না কেন যত বড় ক্ষমতাশালীও হউননা কেন সমাজ তাকে ক্ষমা করবে না পুলিশও তাকে ক্ষমা করবে না। এরেষ্ট করছে, করবেই। সমাজের কল্যাণমূলক কাজ করবার আগে আপনারা লক্ষ রাখবেন যাতে সমাজে এই সমস্ত দুর্নীতি মূলক কাজ না হতে পারে। সেটা আমরা আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। সাধারণ মানুষ হোক, আর অসাধারণ মানুষই হোক নেতা হোক আর যাই হোক পুলিশ তাদেরকে ক্ষমা করবে না। সুতরাং আইন শৃঙ্খলার একটা ডিটেরিওরেইট হয়েছে বলে যে প্রশ্নমূলক বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে সে বক্তৃতার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি বলবো যে এই রকম বক্তৃতা দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না, সমাজের মনওজয় করা সম্ভব নয়। মানুষ বুঝেছে তাই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তারা আজ কংগ্রেস সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং এই সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সমাজকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করবে।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার।

মিঃ স্পীকার—আপনি ৫ মিনিট বলবেন। ফিনিস বাই ৫ মিনিটস।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা—

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের পক্ষের কয়েকজন বলতে চান। উনারা যদি বলেন আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমাদের কয়েকজন বলার আছে। কাজেই সময়ের দরকার।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে কি না, আমরা বাজেট সেশানে লক্ষ করেছি। ত্রিপুরার মানুষের জন্য কৃষকের জন্য যে বাজেট করা হয়েছে তার তিন গুণ করা হয়েছে পুলিশের জন্য। তারা প্রথমে এসে বলেছিলেন আমরা সে শাসক নই যে শাসক ত্রিপুরায় জুলুম করেছে। আমাদের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা গরীবি হটানো এবং ত্রিপুরার মানুষের পরিবর্তন করার জন্য অনেক এজেন্সি নিয়ে তারা এখানে এসে হাজির হয়েছেন। এবং পুলিশ বাজেট গরীব হটানোর জন্য করেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে যেটা প্রমাণ পাচ্ছি, আইন শৃংখলার, একটার পর একটা ঘটনার অবনতি ঘটছে। প্রকাশ্য দিবালোকে নারী ধর্ষণ, পুলিশ ক্যাম্পে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নারী হরণ করা হচ্ছে, প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র খুন হচ্ছে, গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে যারা ট্রেজারী বেঞ্চের এম. এল. এ আছেন, তারাও বাদ পড়েননি। তারপরও যদি মনে করেন আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেনি, তাহলে এর চাইতে লজ্জার ব্যাপার কিছু নাই। তবে নিজেদের অনুভূতি কতটুকু সেটা অবশ্য তাঁরা বলতে পারেন। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, কারণ গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছেন, এবং যাঁ যখন পঁচতে সুরু করল, তখন সমাজতন্ত্রের নামে, ইন্দিরা গান্ধীর নামে অপারেশন হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরার যে মানুষ, যারা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝেছে যে ও'রা সমাজ তন্ত্রের কায়েমের নামে গণতন্ত্র কায়েমের নামে, আসলে পুলিশ শাসনকে জোরদার করছে। এবং একটা এলাকায় যদি ডাকাতি হয়, যেহেতু তারা উপজাতি যেহেতু তারা অনগ্রসর, গ্রামচুক্তি প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করা হয় এবং তারা মনে করে যে এই সরকার আমাদের জোরে টিকে আছেন, এই সরকারের ডাণ্ডা আমরা রাখছি, কাজেই এইসব ক্ষেত্রে তারা নির্বিবাদে দুর্বল অংশ থেকে ঘুষ আদায় করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন রাস্তায় চলতে থাকি, সেখানে ওভার লোডের নাম করে পুলিশের একটা অংশ রেগুলার সেখান থেকে ঘুষ আদায় করছে, জুলুমবাজী করছে, আপনারা সেটা জানেন, কিন্তু আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে বলবেন যে আমাদের সরকারে এমন কিছু জানা নেই। কারণ ভানুর ঠাকুরের নাম বলতে লজ্জা, তাই একথা বলবেন না। আইন শৃংখলার যে অবনতি ঘটেছে, তা তাঁরা ভাল করেই বুঝেন, এবং এই অবনতির ফলে বিধান সভার মাননীয় সদস্য যারা,

তাঁরাও লাঞ্ছিত হচ্ছে, সেগুলি কলাও করে খবর বেরুচ্ছে, বিধান, মুজার, সদস্যরা, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছেন, তারপরও গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না. গুণ্ডাদের নাম দিলে পরেও গ্রেপ্তার হয় না। এতো হামেশাই হচ্ছে এবং দেখা যায় কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশ্রয় পুষ্ট হলে পরে, তারা ধরা পরলেও ছাড়া পেয়ে যায় সংগে সংগে তা-ও আমি দেখেছি এই নূতন মন্ত্রী সভা আসার আগে, আরেকটা মন্ত্রী সভা ছিল।

এই মন্ত্রী সভার সংগে উনারা বলছেন যে তার অনেক ফারাক, কিন্তু আমরা দেখছি যে আগের মন্ত্রী সভার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। শুধু একটা লেবেল পালটানো হয়েছে এর ঝাঝটা একটু কড়া। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই মন্ত্রী সভার আমলে প্রকাশ্য দিবালোকে যেখানে সেই কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্র খুন করা হচ্ছে, শান্তিরবাজারে রাতের অন্ধকারে ছাত্র যুবক কর্মীকে খুন করা হচ্ছে। ঘুষ আদায় করা হচ্ছে, এবং ঘুষ না পাওয়ার জন্য দিনে দুপুরে মানুষ খুন করা হচ্ছে, এটা হল নূতন মন্ত্রী সভার নূতন টেকনিক এবং জনগণ তাদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তা বুঝতে পারছে। এই মন্ত্রী সভার পুলিশ জুলুম আগের মন্ত্রী সভার চাইতে অনেক বেশী হিংস্র, তাঁরা গুণ্ডা বাহিনী পোষণ করার জন্য এবং তাঁদের পক্ষে রাখার জন্য একটার পর একটা ঘটনাকে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। তা না হলে একটা নির্দিষ্ট জীপে করে, একটা এলাকার গুণ্ডারা চম্পকনগরে গিয়ে অমুক যুবকের মুণ্ডু চাই বলে চীৎকার করার পরও ঐ জীপ জানা সত্বেও গুণ্ডা বাহিনীর কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য রিপিটেশান হচ্ছে।

শ্রীঅনিল সরকার—আজকে শাসক গোষ্ঠি যে বিভিন্ন গণ সংগঠন করে সেখানকার যে নূতন গ্যাং ষ্টার বাহিনী তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছেন, তারা হচ্ছে তার প্রধান সৈনিক, এবং তাদের দ্বারা আবার ত্রিপুরাতে ফ্যাসিজম কায়েম করার জন্য এই গ্যাং ষ্টার বাহিনী তৈরী করা দরকার এবং তারই জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় এই গ্যাংষ্টার বাহিনী তৈরী করা হচ্ছে এইসব গুণ্ডা বাহিনীকে পোষন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সামনে যায় এই বেসরকারী গুণ্ডা বাহিনী এবং তারপর থাকে সি, আর, পি, পুলিশ বাহিনী। নূতন মন্ত্রী সভা নিজেদের দলীয় কোন্দল এ তাঁদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন এবং বুঝতে পারছে বলেই তাঁদের সেই শাসনকে অব্যাহত রাখতে হলে পুলিশ বাহিনী দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী গুণ্ডা বাহিনীও তৈরী করতে হবে। কাজেই আজকে যেসব ক্যাম্প খোলা হয়, সেখানে তাদের মদ জোগাড় করে দেওয়া হয়, উপজাতি নারী পর্যন্ত জোর করে ছিনিয়ে এনে তাদের দেওয়া হয়। আমরা অনেক অভিযোগ করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই

বলছি এক একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা এই আট নয় মাসের মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে শাসক গোষ্ঠি আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছেন এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ এই শাসক গোষ্ঠির কাছে এমন কোন ভরসা করতে পারছে না যে শাসক গোষ্ঠি পুলিশকে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, বরঞ্চ যে সমস্ত পাহারাদার রাখা হয়, তাদের দ্বারা যতরকমের অশান্তি এবং যতরকমের নষ্টামী হচ্ছে। বি, এস, এফ এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগীতায় রাজ্যের সর্ব্বত্র চোরা কারবার, গুণ্ডামী, ছিন্তাই এইগুলি চলছে। লজ্জার কথা, এখানে একজন ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধু বলছেন যে এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যা থেকে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি যে এলাকা থেকে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, তিনদিন আগেও সেখানে একটা মার্ডার হয়ে গেছে, সেই মার্ডার কেস সামনে রেখেও তিনি নির্লজ্জের মত বলছেন শান্তি ও শৃংখলা ডেটরিয়েট করেনি। সেটা যে কখন হবে এবং কখন তাঁরা অনুভব করতে পারবেন জানিনা। কাজেই আমার এই ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা যতই সাফাই গাননা কেন, এইসব পুলিশ, সি, আর, পি 'র ডাণ্ডা জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, ওরা এইজন্যই এসেছেন, কিন্তু তাঁরা দিনের পর দিন গণতন্ত্রের নামে চালিয়ে যাবেন, এই ২৫ বছর আগে থেকেই তাঁরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এবং পাকা পোক্ত হয়ে গেছেন। এখন গরীবি হটানোর নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, গণতন্ত্রের নামে নূতন নূতন লেবেল দিয়ে সেইগুলি চালাচ্ছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER—Who will speak now ?

শ্রীযত্নু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে পাবলিক ইম্পর্টেন্স শর্ট নোটিশে আমাদের বিরোধি পক্ষের নেতা যে ডিস্কাশন এনেছেন, এবং এই ব্যাপারে তিনি যে স্পীচ এই হাউসে রেখেছেন, এটাকে এক কথায় একটা খুব চমৎকার ড্রামাটিক পলিটিকাল স্পীচ আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি খুব ইমোশনালী বলতে চেয়েছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশের ব্যভিচার, পুলিশের অত্যাচার অরাজকতা চলছে, যার জন্য ত্রিপুরার মানুষের শান্তি ও শৃংখলা ব্যহত হচ্ছে। এই হল মূল বক্তব্য এবং খুব সেন্টিমেন্ট দিয়ে খুব ইমোশানালী হাউসকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন। এই সমাজ স্বর্গ রাজ্য নয়, এটা মানুষের সমাজ, এখানে চুরি থাকবে, ডাকাতি থাকবে, একটা দুইটি মার্ডার হবে। কিন্তু কথা হল, তার প্রতিবিধানের জন্য পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে কিনা। উনারা বলেছেন নিচ্ছে না। কেন নিচ্ছে না, কংগ্রেসরা তাদের শিল্ড করছেন। তাঁদের জনস্বার্থে কোন মাথাব্যাথা নেই। সত্যিকারের জনতার মধ্যে এমন কোন বিক্ষোভ নাই, যে সারা রাজ্যে পুলিশের ব্যভিচার এবং অত্যাচারের জন্য শান্তি শৃংখলা ব্যহত হয়েছে, সাধারণ জনতার এইরকম কোন চিন্তা নাই অথচ তিনি সেন্টি-

মেন্টালী তাই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এবং পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই স্পেসিফিক স্পীচ এখানে দিয়েছেন। আমি একথাই বলতে চাই, মার্ডার হয়তো কোন কোন জায়গায় হয়, এই মার্ডার আগেও হত, আদিমকাল থেকে চলে আসছে, মনুষ্য সমাজে চুরি, ডাকাতি, মার্ডার, রাহাজানি আগেও যেমন হয়েছে, ভবিষ্যতেও চলবে, তার জন্য পুলিশের দরকার। আমাদের সমাজ যদি স্বর্গ রাজ্য হত, তাহলে পুলিশের দরকার হত না। ডাকাতী হবে না, চুরি হবেনা তা নয়, এইগুলি চলবে। তবে স্পেসিফিক চার্জ কোথায় পুলিশ অন্যায় করেছে, পুলিশ কোন কেসে গাফিলতি করেছে, তার কোন স্পেসিফিক নজির তাঁরা উপস্থিত করতে পারে নাই। একটা বর্ণনাত্মক অভিযোগ তিনি করেছেন। মাননীয় সদস্য খোরাই যেসব এলাকার কথা এখানে বলেছেন, সেই সমস্ত এলাকায় তাঁর প্রতাপ সর্বাধিক। সেই সমস্ত এলাকার জনসাধারণের উপর, যে সমস্ত পুলিশ অত্যাচারের কথা উনারা এই এ্যাসেম্বলীতে তাঁদের মতামত জোরের সংগে করতে অভ্যস্ত, সেইভাবে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু পুলিশ যদি সত্যি সত্যি কোন ব্যভিচার কাজ করে থাকে, কোন অত্যাচার করে থাকে, তার জন্য আমাদের দেশের যে আইন, নিয়মকানুন, তার মধ্যে প্রতিকারের পথ রয়েছে। একটা পার্টি যদি মনে করেন বা ইচ্ছা করেন এবং জনসাধারণকে সেইভাবে মদত দেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করে জনসাধারণের উপর পুলিশের অত্যাচার হতে পারেনা।

MR. SPEAKER—The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have the floor.

Mr. Speaker—Now Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee, to start discussion.

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধীদলের নেতার শর্ট ডিসকাশনের উত্তরে আমি আগে যা আলোচনা করেছি তার কনটিনিউয়েশনে একই কথা আমি আবার বলতে চাই যে তিনি যে শর্ট ডিসকাশন হাউসে এনেছেন এটা জনসাধারণের স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থই বড় ছিল। কারণ তিনি বলেছেন সারা রাজ্যে ল অ্যাণ্ড অর্ডার ডিটারিয়রেট করেছে এবং তার জন্য কংগ্রেসী গুণ্ডারাই দায়ী এবং পুলিশ তাদের শেলটার দিচ্ছে। এর পেছনে কোন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই কাজ করছে। কোন কোন জায়গায়, যেমন আগরতলা শহরে ইদানীংকালে আমরা কতগুলি ঘটনা ঘটতে দেখেছি। হয়ত সেটাকে আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে কিছুটা ডিটারিয়রেট করেছে বলে আমরা বলতে পারি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার পুলিশ প্রশাসন ডিটারিয়রেট করেছে এটা আমরা স্বীকার করতে রাজী নই। আমরা জানি রিসেনটলী আগরতলা শহরে ছিনতাই

ছুরি মারামারি যে সমস্ত প্রবলেম দেখা দিয়েছে, আইন শৃংখলার ব্যাপারে এটা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে শুধু পুলিশী অ্যাকশনই যথেষ্ট নয়। এটা হচ্ছে সোস্তাল প্রবলেম। এর জন্য সমস্ত সোসাইটি দায়ী। উনি যাদের গুণ্ডা আখ্যা দিচ্ছেন এবং কংগ্রেসী গুণ্ডা বলছেন তারা কোন পলিটিক্যাল ক্যাডারের লোক নয়। এদের মধ্যে অনেক বেকার রয়েছে যাদের সারা দিন রাত কাজ করবার কিছু নাই, তাদের সামনে কোন আশা নেই, কোন ভবিষ্যত নেই। তাদের মধ্যে অনেক বেকার রয়েছে যারা জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে এই সমস্ত কাজে লিপ্ত হয়েছে। তার জন্য দায়ী সোসাইটি। তার জন্য পুলিশ দায়ী নয়। একে যদি প্রতিরোধ করতে হয় তাহলে পুলিশ একে পারবে না। সুতরাং যারা আইন শৃংখলার উন্নতি ঘটাতে চান তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোককে এগিয়ে আসতে হবে। উনি যেটা বলেছেন যে ওরা কংগ্রেসী গুণ্ডা, এই কথাটা সত্যি নয়। উনি বিভিন্ন জায়গায় মার্ডার কেসের কথা বলেছেন। আমি জানি বিশেষ্টলি দুইটা মার্ডার—হয়েছে একটা হয়েছে রামচন্দ্র ঘাটে, আর একটা হয়েছে পদ্মবিলে। রামচন্দ্র ঘাটে নিশি দেব বর্মার একটি ছেলেকে খুন করেছে প্রকাশ্য দিবালোকে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে পার্টির লোক সেই পার্টির শান্তি সেনা তাকে বাড়ী থেকে নিয়ে গেছে এবং অশ্বিনী দেববর্মার বাড়ীতে তার বিচার হয়েছে। তাকে সেখানে খুন করেছে। পুলিশ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিল। তারা চাঁদা তুলে পুলিশকে দিয়ে বলেছে যে তোমরা আসামীকে ধরোনা। তোমাদের চাঁদা করে ১০,০০০ টাকা ঘুষ দেব। কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি অপরাধীকে ধরার জন্য। কাজেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে, গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দেয় এই কথা সত্যি নয়। পদ্মবিলে আমরা দেখেছি সেটা এক চোরকে পার্টি লেভেলে সাজা দেওয়ার জন্য নিয়ে তাকে মেরে ফেলে। ওদের পার্টি থেকে চাঁদা তুলে পুলিশকে ব্রাইব দিয়ে যাতে আসামীকে না ধরা হয় তার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই প্রটেকশন সমাজবিরোধী লোকদের কে দেয় তার নজীর আমরা দুই চারটা দেখাতে পারি। আরও অনেক রয়েছে। এই শান্তিসেনা নামধেয় একদল লোক রয়েছে যারা একটা পাল্টা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাচ্ছে। তারা পাহাড় অঞ্চলে যে কোন লোক গেলে পার্টি লেভেল থেকে বিচার করে, যে কোন নাম দিয়ে তার বিচার করে। সেখানে কোথাও মার্ডার হয়, কোথাও জরিমানা হয়, কোথাও বেত্রাঘাত হয়। কাজেই সমাজবিরোধীদের আস্কারা যদি ত্রিপুরাতে কেউ দিয়ে থাকে এবং কেউ এখনও দেয় তা হলে পার্টি লেভেলে কে দেয় তার প্রমাণ আমরা দিতে পারি। কাজেই যে ডিস্কাশন তিনি এখানে এনেছেন আমি আবার সে কথা বলতে চাই যে এই সমস্ত আইন শৃংখলার ব্যাপারে যে ডিটারিয়রেশনের কথা বলেছেন সেটা আমি আগরতলা শহরে স্বীকার করি এবং সেটা শুধু পুলিশ দিয়ে হবেনা। সেটা আমি আবার বলছি এই সোস্তাল প্রবলেমের জন্য সমস্ত সচেতন জনসাধারণ যদি পুলিশকে সাহায্য না করে তাহলে পুলিশের সাধ্য নেই সমাজকে এর থেকে রক্ষা করতে পারে। কাজেই শেষ কথা আমি এই বলতে চাই যে এই শর্ট ডিস্কাশনের পেছনে কোন জনসাধারণের কথা নেই. রয়েছে শুধু

তাদের রাজনৈতিক হাত। কাজেই এই আলোচনায় ত্রিপুরার পুলিশ প্রশাসন গুরুতর ডিটারিওরেশন ঘটেছে, এটাকে আমি স্বীকার করছিনা।

মিঃ স্পীকার—এনি আদার মেম্বার ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন হাউসে, আমাদের বক্তব্য রাখবার সময় তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে ভাল হত। আমি দুঃখিত আলোচনার সূত্রপাত করে উত্তর শোনার সময়ে তিনি হাউসে নাই এবং আমার মনে হয় এটা পার্লামেন্টারী শিষ্টাচার বহির্ভূত। যাই হোক মাননীয় সদস্য যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এটাকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন যে পুলিশ সংস্থা ত্রিপুরাতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপৃত আছে এবং ত্রিপুরাতে এমন কোন কিছু বর্তমানে নেই যার জন্য এই আলোচনা হতে পারে বা পুলিশ বাহিনীকে, সামগ্রিক-ভাবে জনৈক সদস্য আক্রমণ করেছেন, বিদ্রুপ করেছেন। আমারমতে পুলিশের লোক-দের সম্পর্কে আমাদের এই হাউসের কিছু বলার নেই। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে ত্রিপুরাতে অদূর অতীতে, সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, ১৯৫২ সালে তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, এখন যেটা কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া মার্কসিষ্ট হয়েছে এবং যারা আজকে এই সব অভিযোগ এখানে উত্থাপন করেছেন, বিশেষ করে নৃপেন বাবু, তখন ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভয়াবহ চিত্র ছিল, সেটা কাদের জন্য হয়েছিল, আমি একবার তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। তখন এই কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াই আমাদের সমগ্র ত্রিপুরাতে শাসন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছিল তাদের সেই তথাকথিত গণআদালতের নাম করে। তারা এই গণ আদালতের নাম করে ত্রিপুরাতে বহু লোককে হত্যা করেছিল। আমি এখানে সেই রকম কয়েক জনের নাম বলতে পারি যেমন শরবিন্দু দত্তকে তারা কমলপুরে হত্যা করেছিল। এই শরবিন্দু দত্ত ছিলেন চট্টগ্রাম আর্মারী অভিযানের একজন নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি, তিনি এ সময়ে ইংরেজের চোখে ধুলা দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, অথচ তাকেই তারা হত্যা করেছিলেন। শুধু শরবিন্দু দত্তই নয়, আরও অনেকে আছেন, যেমন যোগেন্দ্র দেববর্মা এবং যোগেন্দ্র সিং সদার, তিনি মনিপুরী ছিলেন, তাদেরকে তারা ঐ গণ আদালতের নাম করে হত্যা করেছিল। এরকম বহু লোককে তারা তখন গণ আদালতের নামে হত্যা করেছিল। যারা আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ তাদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল এই ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য, তারা তখনকার সময়ে কোন বাজার থেকে কোন জিনিষ পত্র কিনতে পারত না এই কমিউনিষ্ট পার্টিকে চাঁদা না দিয়ে। তখন খোয়াই এবং কমলপুরে

অনেক লোককে হত্যা করেছিল এই গণ আদালতের নাম করে, যার পরিমান একেবারে কিছু কম নয়, এটা আমি নিজেও জানি। কিন্তু বিগত ৫ বছরে এই ধরনের ঘটনায় সেই রকম কোন লোক মারা যায় নি, যেটা তাদের সময়কার সংগে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে যখন সমাজ আছে, তখন চুরি ডাকাতি খুণ কিছু না কিছু হবে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। কাজেই যতক্ষণ পর্যান্ত সমাজকে আমরা সহনশীলতা, শুভ বুদ্ধির মধ্যে আনতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যান্ত সমাজের মধ্যে কিছু না কিছু অপরাধ হবে এবং এই ধরনের ২।১টা ঘটনা যে ত্রিপুরাতে ঘটছে না, তা আমি বলছি না। তিনিও সেই রকম দুই একটা ঘটনার কথা এখানে অভিযোগ পেশ করে বলেছেন। কিন্তু এগুলি বন্ধ করার জন্য আমাদের সরকার চুপ করে বসে নাই, আমরা দেখেছি এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা সম্পর্কে কোর্ট কাছারীতে মামলা করা হয়েছে, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য সেগুলি শেষ পর্যন্ত টিকেনা। এর জন্য আমরা যারা জনসাধারণ আছি, তারাও কিছু অংশে দায়ী। কেননা যখন একটা বিশেষ ঘটনা নিয়ে বিচার হয়, তখন সাক্ষী দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে ডাকা হয়, কিন্তু জনসাধারণ সাক্ষী দেওয়ার ঝামেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়, কাজেই ঐ সব ঘটনা বিচারালয়ে সাক্ষী প্রমাণের জন্য ডিসমিস হয়ে যায়। তারপরে মাননীয় সদস্য আর একটা অভিযোগ করেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে ক্ষমতাশীল দল তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের আশ্রয় দিচ্ছে এবং তারা নাকি জনসাধারণের উপর নানাভাবে অনাচার অত্যাচার চালাচ্ছে। উনার কথায় আমার এটাই মনে হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে যখন শান্তি শৃংখলার অবস্থা দিনের পর দিন উন্নত হচ্ছে, তখন তিনি এই কথা বলে ত্রিপুরাকে অন্য আর একটা পথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করছেন। তিনি আরও বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেলদের কাছ থেকে পুলিশ নানাভাবে ঘুষ নিচ্ছে, মোটর ড্রাইভারদের কাছ থেকে পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে। কিন্তু উনার এই সব কথার জবাবে আমি বলতে চাই যে যারা ঘুষ নেয় তারা যেমন অপরাধী তেমন যারা ঘুষ দেয়, তারা ঠিক সমভাবে অপরাধী। আমরা আরও জানি যে মানুষ কখন ঘুষ দেয়? মানুষ তখনই ঘুষ দেয়, যখন সে কোন একটা অপরাধ করে, সে তার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই ঐ পুলিশকে ঘুষ দেয়। আর কেউ যদি কোন অপরাধই না করে, তাহলে তাকে কাউকে কোন ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই এখানে পুলিশের সম্পর্কে তারা যে সব কথা বলছেন, তারা যদি নিজেরাই মানুষকে সেই সব অপরাধ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন, তাহলে আমার মনে হয় না যে এই হাউসে এই ধরনের কোন ঘটনার কথা আসতে পারে। কাজেই তারা জেনেশুনে যদি কোন আইন ভঙ্গ করেন বা কোন প্রকার অপরাধ করেন, তাহলে সেই অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিশ্চয় তাদের কোন কোন প্রকারে পুলিশের দ্বারস্থ হতে হবে, এবং তাদের ঘুষ দিয়ে সেই অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা করতে হবে। আর এ না হলে তাদের সেই অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। কাজেই তারা ত্রিপুরাতে আইন শৃংখলার অবনতি

হয়েছে বলে যে ডিসকাসান এনেছেন, সত্যিকারে অবস্থা কিন্তু তা নয়। তারপরে নৃপেন বাবু বলেছেন যে আগরতলা শহরে দুইটি ছেলেকে বিদ্যুতের সক দিয়ে দিয়ে মারা হয়েছে, তাঁর এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এর যদি কোন প্রতিকার না হয় বাস্তবিক পক্ষে এটা একটা দুঃখের কথা। তারপরে তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে ধর্মনগরে কোন. একজন রিয়াং পুলিশকে ঘুষ না দেওয়ার জন্য প্রহৃত হয়েছেন, এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তদন্ত করতে অনুরোধ জানাব। এটা সত্যি কথা যে আমরা যারা ত্রিপুরাতে বসবাস করছি, তারা তাদের ধন প্রাণ সবই তাদের হাতে সপে দিয়েছি,, যেহেতু পুলিশ আছে, সে-হেতু আমরা শান্তিতে এবং নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারব এবং আমাদের সব কিছু রক্ষা পাবে। আজকে এটা বেশ কিছু পরিমাণে সম্ভবও হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি ঐ তাদের সময়কার গণ আদালতের কথা স্মরণ করি এবং তারা গণ আদালতের নামে ত্রিপুরার মধ্যে যে একটা তাণ্ডব চালিয়ে ছিল, সেই সময়ে এটা কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। তখন এমন একটা অবস্থা ছিল, যেখানে দিনে দুপুরে ডাকাতি হত এবং হত্যাকাণ্ড চলত, সেগুলির প্রায় সবই পলিটিক্যাল ডাকাতি। তখনকার সময়ে শান্তিতে বসবাস করা ত্রিপুরারাজ্যের মানুষের কাছে একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন কমিউনিষ্ট পার্টিকে যদি চাঁদা দেওয়া না হত, তাদের যদি ট্যাক্স দেওয়া না হত, তাহলে যে হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা তারা শুরু করে দিতেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে পরে আজকে আমাদের শাসন ব্যবস্থা এবং আইন শৃংখলা অনেক উন্নত হয়েছে বলে বলতে হয়। কাজেই তাদের এই আলোচনা যে অহেতুক এবং তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক তাতে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধীদলের নেতা মাননীয় নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আজকে এই হাউসে শহরের আইন শৃংখলা ব্যহত হয়েছে বলে যে একটা ডিসকাশন এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করি। অবশ্য তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় নানা অভিযোগ এখানে উত্থাপন করেছেন, সেগুলির অধিকাংশ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তিনি যদি এখন এই হাউসে থাকতেন, কারণ আমরা জানি যে আইন শৃংখলা ভঙ্গকারীরা জায়গা মত সব সময়ে থাকেন না, আর তিনি যদি সত্যি তার পার্টিকে মানুষের কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে চান, তাহলে সেটা অন্য কথা। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি এখন এই হাউসে নেই। জানিনা, এতেও কি তাঁর অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা, থাকাটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। ত্রিপুরাতে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে, এই কথাটা তিনি কি করে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের গত দুর্গাপুজার সময়ে এই আগরতলা শহরে যে ভাবে আনন্দ উৎসব হয়েছে, তা অন্য কোন বছরে হয়েছে কিনা সন্দেহ বলে

পত্র পত্রিকাতে যে ভাবে খবর ছাপা হয়েছে সেটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি, কিন্তু উনি শান্তি শৃংখলার কথা বলতে গিয়ে কি ভাবে সেটার ছাপাই গেয়েছেন তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনা, তিনি শুধু বলে গেলেন যে এখানে আইন শৃংখলা বলতে কিছু নেই। তিনি আরও একটা কথা বলে গিয়েছেন যে পরিমল মজুমদার নামে একটা ছেলেকে শান্তিরবাজারে কে বা কারা হত্যা করেছে এবং সেখানে পুলিশ কাউকে এরেষ্ট করেনি। এইটা একেবারেই অসত্য। রতন বণিক নামে যে ছেলেটা পরিমল মজুমদারকে খুন করেছে বলে প্রকাশ সেই ছেলেটাকে সংগে সংগে পুলিশ একশান নিয়েছে এবং আজও সে হাজতে আবদ্ধ আছে। উনি বলেছেন ওকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এমন একটা কথা বলেছেন যে আমি মনে করি যে হাউসকে মিসলিড করেছেন। পরিমল মজুমদার ষ্টেপ হওয়ার সংগে সংগে আমরা নিজেরাই সেখানে গেছি। গিয়ে হাসপাতালে তাকে দেখেছি। মৃত্যু সংবাদের পরে সমস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। উনার পার্টির লোকেরাও গিয়েছিল সেখানে। সেদিন সেখানে সেই শোকাত্মক পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে সেখানে তারা বাজারে শ্লোগান দিয়েছিলেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। কাজেই এই যে একটা অবস্থার সৃষ্টি করার একটা প্রয়াস তারা চালিয়েছেন. শুধু একটা রাজনৈতিক চক্রকে তারা বার বার ঘুরাচ্ছেন। সেখানে আমি তাদের দলের সদস্যকে বলেছিলাম ভাই, চলুন আমরা এইটার প্রতিরোধ করবার জন্য একটা কমিটি করি। উনি আমার এইটার বিরোধীতা করলেন এবং দেখলাম সারা বাজারে পোষ্টার দিলেন এই বলে আমাদের কমরেড পরিমল মজুমদারকে হত্যা করা হয়েছে। আজকে আমাকে পার্টির কথাতে আসতে হয়েছে এই খুন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। পরিমল মজুমদার আমার কাছে বলেছিল যে কিছুদিন আগে আমি সি, পি, এম, করতাম এখন সি, পি, এম, করি না, করবো না। এইখানে আমাকে নিয়ে দেখছি নানা ভাবে বেচাকেনা হচ্ছে। কাজেই আমি আর এইটাকে বিশ্বাস করি না। এই রকম কথা উঠেছিল বলে তারা একেবারে রাজনীতির ধাপ্পায় সেটাকে চালানোর জন্য উনি বলেছিলেন কমরেড পরিমল মজুমদারকে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন পুলিশকে সাহায্য করেছিল একমাত্র কংগ্রেস কর্মিরাই পুলিশকে সাহায্য করার জন্য সেদিন তাদের পার্টির কেহ আসেনি সেখানে। কাজেই মরা মানুষের জন্য আমি যেমন চীৎকার করেছি যুবক কংগ্রেস কর্মীরাও চীৎকার করেছেন, আপনারাও করেছেন। আমরা বলেছি লাস হত্যার একটা সুষ্ঠু বিচার চাই। কিন্তু আপনারা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের থেকে আপনারা শ্লোগান দিয়েছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। তার কিছুদিন পরে আপনারা আবার সুরু করেছেন পরিমল মজুমদারকে খুন করার পরিপ্রেক্ষিতে যে কেইস করেছে তারজন্য আগরতলাতে উকিল নিযুক্ত করতে হবে। আমাদের চাঁদা দিন। তারপরে একটা ব্যবসার ফাঁদ

ফাদিতে ছিলেন। আপনারা তো এইভাবে ব্যবসা করে এসেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত ১৯৫১ সাল থেকে, তারা যে লাল সেনা গঠন করে, মানুষকে খুন করতে দেখিয়েছেন। আমরা জানি তাদের পার্টি ওয়েষ্ট বেংগলে যুক্ত ফ্রন্টের আমলে লাল বাহিনী গঠন করে হাজার হাজার যুবক কংগ্রেস কর্মীকে তারা হত্যা করেছে। আজকে খুন রাহাজানি চলছে, ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত খুন রাহাজানি চলে আসছে। কিন্তু খুন রাহাজানি কমেছে কিনা সেটা বলুন। মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে তারা বলে গেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কতকগুলি গল্পের অবতারণা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীবহু প্রসন্ন বাবু, এখানে বলে গেছেন যে সেখানে তেলিয়ামুড়ায় কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন আমি তার সঙ্গে এক মত, তারা শুধু খুন করে যেটাতে ধরা পড়ে সেখানে বলছে পুলিশ তাদের উপর জুলুম চালাচ্ছে। তাদের বক্তৃতা আগাগোড়া কন্ট্রাডীক্টরি। একদিকে বলছে পুলিশ নিষ্ক্রিয় আরেক দিকে বলছে পুলিশ সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আমরা যেখানে পুলিশবাহিনীকে ঢেলে সাজাচ্ছি আইন শৃংখলা রক্ষা করার জন্য তখন তাদের কাছ থেকে একটা ক্রাই উঠছে গেল গেল। এই গেল গেল রব করে তারা আবার এখানে শুনাচ্ছে। কিছুদিন আগে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি ২৮শে নভেম্বর আমাদের বিধান সভার একজন সদস্যের বাড়ীতে গ্রেনেট পাওয়ার ফলে তাকে এরেষ্ট করা হয়েছে। তারপর বিবৃতি দেওয়া হলো গোপাল পাল নামে একটা লোক সার্টিফিকেটের জন্য এসে গ্রেনেট রেখে চলে গেছে। কথা হলো আপনার বাড়ীতে গ্রেনেট পাওয়া গেল কেন। গ্রেনেট আমাদের বাড়ীতে তো পাওয়া গেল না। আরও তো এম, এল, এ, আছেন।

। গণ্ডগোল।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করছি যে আজকে আমরা সবাই মানুষের কাছে প্রতিশ্রুত, মানুষের উপকার করবো বলে মানুষের কাছ থেকে ভোট নিয়েছি, কাজেই বলছি আসুন আইনশৃংখলার যদি অবনতি ঘটে থাকে আপনারা সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন এই আপনাদের কাছে আমার আপিল রইল। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—আপনি ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধান সভার সদস্য, বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু, আজকে হাউসের সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা আমি একটা প্রহসন মনে করি। কেন মনে করি আমি বলছি অমরপুরে নৃপেন বাবু বলেছিলেন নীলমণি সিং নামক

একজন সরকারী কর্মচারীকে নাকি দিনের বেলায় কতিপয় লোক প্রহার করেছে। তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এইটা সম্পূর্ণ অসত্য। উনি হাউসকে মিসলিড করেছেন। কারণ একটা ঘটনা আমিও শুনেছি সেটা দিনের বেলায় নয় সেটা ঘটে ছিল রাত্রে। নীলমনি সিংকে নাকি ঐ রাত্রে পাওয়া যায়নি, এই রকম করে তার ডিপার্টমেন্টের কাছে জানান হয়। কিন্তু আমরা জানতে পারি যে পুলিশ গিয়ে এই নীলমনি সিংকে তার ঘর থেকে বাহির করে আনে। তার কারণ মিথ্যা ষ্টেটমেন্ট দেন, তাহলে কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, মিথ্যা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—এই অসত্য কথা বলেন। সরকারের পক্ষে আইন শৃংখলার নামে তাঁরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন, এটা অত্যন্ত লজ্জাকর মনে করি। আমরা যদি লক্ষ্য করে দেখি তাহলে কি দেখি- পশ্চিম বঙ্গে কি ঘটেছিল, আপনারা আইন শৃংখলার নামে যে কাজ করেছিলেন সেটা লজ্জাকর ব্যাপার বলে আমি মনে করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উনারা বলছেন যে দেশে নিয়ম শৃংখলা নেই, সেটা আমরা মনে করি না। আমরা যদি ত্রিপুরার বিগত ইতিহাস 'এর কথা লক্ষ্য করি, বেশী দিনের কথা নয়, আমরা যদি পত্র পত্রিকা দেখি তাহলে দেখব যে ত্রিপুরার আইন শৃংখলা অনেক বেশী উন্নত ধরনের আধুনিক পদ্ধতিতে চলেছে এবং আরও আধুনিকিকরণের জন্য সরকার সচেষ্ট হয়েছেন প্রমাণিত হয়। তাঁরা বলেছেন পুলিশ খাতে অনেক বেশী টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে, আমাদের চেয়ে অনেক বেশী যারা সভ্য, বলে প্রমাণিত, সেইসব দেশেও পুলিশ বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অস্বীকার করতে পারেননা। তাঁরা মনে করেন যে অমুক কর্মচারীর নামে নালিশ করে সস্তায় নাম কিনতে পারবেন, তাহলে ভুল করবেন। আপনাদের জনসাধারণ সাপোর্ট করেনা, কারণ আপনারা দেশের মধ্যে গুণ্ডাবাজী নিজেদের স্বার্থে কায়েম করেছিলেন। এইভাবে ভুল তথ্য সরবরাহ করে আজকে সস্তার নাম কেনার চেষ্টা করছেন, তা ত্রিপুরার জনসাধারণ সমর্থন করতে পারেননা, সমর্থন কোনদিন করেননি, ভবিষ্যতেও করবেননা, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানর্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, বিরাট বক্তব্য তিনি রেখেছেন এই বলে যে ত্রিপুরার প্রশাসন এর এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে……

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি তিন মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—তিন মিনিটে আমি কিভাবে বলব আমি বুঝতে পারি না। তিনি যে কথা বলেছেন, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা, তাই তিনি একজন পাকা রাজনৈতিক খেলোয়ার হিসাবে কথাগুলি বলেছেন। তবে একটা কথা হচ্ছে এই যে জনসাধারণকে নিয়ে খেলা করা যায় না, যেহেতু আমরা দেশে জাতির কল্যাণকামী চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, তাদের সেবক হয়ে আমরা এখানে এসেছি, ত্রিপুরার জনসাধারণের মহান কর্তব্য পালনের জন্য। এটা সত্য যে নারকীয় কাণ্ড যে কোন দেশেই ঘটুক না কেন, সেটা যেকোন সভ্য মানুষের দ্বারাই ধিকৃত হওয়া উচিত। যেখানে এইসব ঘটনা ঘটছে, সেখানে ন্যায় বিচার নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। কিন্তু একথা সত্য অতীতে এই ত্রিপুরা রাজ্য যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা গড়ে তুলবার জন্য যে তীব্র আকাংখা নিয়ে এই নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের দল চেষ্টা করে চলেছিল, তার থেকে তাঁরা আজকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি আইন-শৃংখলার অবনতির বিষয়ে বলুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—কেন তিনি বলছেন, সেটা আমি এখানে বলছি। আমি বলছি এই যে পশ্চিমবংগের আবহাওয়া উনারা গড়ে তুলেছিলেন যার ফলে কল কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল, তাঁদের সেই আসল উদ্দেশ্য পশ্চিম বংগের জনতা বুঝতে পারল এবং যখন নূতন নির্ব্বাচন হল, তখন কংগ্রেসকে জনতা রায় দিল, তাঁদের দূর করে, সেখানে বসাল ইন্দিরার নেতৃত্বকে। কাজেই সেই ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজকে আবার নূতন উদ্যম নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা করে মৌকা লুটবার জন্য চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা অতীতের এবং পূর্ব্বেকার পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে যে উনারা যে বে-আইনি কাজ করতে চান, তার দ্বারা আমাদের যে সুস্থ পরিস্থিতি গড়ে তুলার চিন্তা তা রোধ হচ্ছে। তিনি বলেছেন ধর্ম্মনগরের কথা, আমি জানি গত সেশনের সময় ধর্মনগরে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, যে সমস্ত অঞ্চলে, সেই সমস্ত অঞ্চলে সেই নারকীয় হত্যার একজন পুলিশ অফসার নিহত হয়েছেন, পরবর্তী সময়ে একজন চৌকিদার, কিন্তু অপরাধিদের খোঁজে বার করার জন্য যখন পুলিশ গিয়েছিল, তখন চীৎকার করে বলা হচ্ছিল, যে সেখানে পুলিশের জুলুম চালাচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে যদি কোন চক্রান্ত থাকে, তাহলে পুলিশ অপরাধিদের খোঁজে বার করে আনতে পারেনা। এই যে আবহাওয়া উনারা সৃষ্টি করছেন, এই ফাঁকো দিয়ে জনতাকে খেলানো হচ্ছে কিন্তু ত্রিপুরার জনতা তাঁদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, কাজেই

তাঁদের সেই ফাঁকিতে ভুলবেনা, ভুলতে পারেনা। আরও উনি বলেছেন যে বাংলাদেশের সংগ্রামে, এই কমিউনিষ্ট নেতা ইন্দিরা গান্ধী এবং ইয়াহিয়া খাঁকে এক করে দেখিয়েছিলেন, এইভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে খাট করাবার জন্য যে ষড় যন্ত্র প্রচেষ্টা, তাকে এই ত্রিপুরার জনতা ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং প্রমাণ করে দিয়েছে যে ইন্দিরা গান্ধী এবং ইয়াহিয়া খাঁর চিন্তা এক নয়। ইয়াহিয়া খাঁর চিন্তা এবং কমিউনিষ্ট নেতাদের চিন্তা অনেকটা এক।.......

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার।

MR. SPEAKER—What is your point of ordea ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—উনি বলছেন যে ইয়াহিয়া খাঁর চিন্তা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির চিন্তা একরকম, উনি কি সেটা প্রমাণ করতে পারেন ?

মিঃ স্পীকার—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীবিনয় ভুষণ ব্যানার্জী—তারপর আমি দেখেছি যে এই সভাতেও তাঁরা, মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী অনেক দিন ধরে রাজনীতি করছেন, তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কটুক্তি করলেন, সেই জন্যই আমি একথা বলেছি এই সব কথাগুলি। (রেড লাইট) মাও সে তুঙের কথা তিনি বলেছেন, দেওয়ালের গায়ে লেখা থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই যে নকসাল, যার নেতা ছিলেন চারু মজুমদার তার জন্মদাতা, কাদের শিক্ষায় এবং রুচিতে এই চারু মজুমদারের দল গড়ে উঠেছিল ? ভারতের জনতা তা জানেন, ত্রিপুরার জনতা তা জানেন। কাজেই বন্ধুগণ আপনারা জাতির বন্ধু, দেশের বন্ধু, আমাদের বন্ধু, আপনারা দেশে আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে মিলে অগ্রসর হউন, তাহলেই আমরা ত্রিপুরার বুকে একটা শান্তিময় শাসন গঠন করতে পারব। কংগ্রেস সেই চিন্তা নিয়েই এই পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলছেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...

মিঃ স্পিকার—আমাদের আরও তিনটি রিজল্যুশান রয়েছে...

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় নৃপেন্দ্র বাবু হাউসে যে ডিসকাশন এনেছেন, ডাকাতির কথা, আইন শৃংখলার অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে তা দেখে আমার একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে হয়ে গেল, আমি সেই গল্পটি বলি—

গল্পটি হচ্ছে আমাদের গ্রামাঞ্চলে এমন ধরণের কিছু সাধু আছে, তাঁরা তিলক কাটিয়া বেড়ায়, তারা চোরকে বলে চুরি করতে, আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে। চোরকে গিয়ে বলে চুরি কর, আর গৃহস্থকে বলে তুমি সজাগ থাক। আমার বিরোধী দলের নেতা, তিনি রাজনীতির এমনই ধরিবাজী ব্যক্তি, তিনি রাজনীতির এমন তিলকই কেটেছেন, জনসাধারণকে বলেন দেখ তোমরা এইভাবে কাজ কর, আর এ্যাসেম্বলীতে এসে সরকারের বিরুদ্ধে গালাগালি করেন, মিছামিছি চেঁচায়, অথচ এ্যাসেম্বলীর বাইরে এখানে ওখানে হামলা করান এবং সেখানে সরকারের আইন শৃংখলার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করেন। অতএব এই যে সায়েনটিফিক্যালী, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি আরম্ভ করেছেন, কারণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন ভারত তথা পৃথিবী আজকে বিজ্ঞানের যুগে সেই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে...

মিঃ স্পিকার—আপনি আইন শৃংখলা নিয়ে বলুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—কথা হল বিজ্ঞানের যুগে—কারণ আগে সাধারনত: সিদ কেটে চুরি করত, এবং তাতে তাদের মার খাওয়ার ভয় আছে, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের মধ্যে উশৃংখল আরম্ভ করেছে। অনিলবাবু বলেছেন পুলিশ বাজেট এ অধিক অর্থ ধরা হয়েছে, নিজেদের প্রয়োজনে, কংগ্রেস সরকারের দলবাজী করার জন্য তাদের পার্টিকে রক্ষা করার জন্য ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তা নয়. ঘটনা হচ্ছে (রেডলাইট) ওরা উন্নতধরনের সায়েনটিফিক ওয়েতে জনসাধারণকে ধোকা দিচ্ছে, এটাকে ঠকানোর জন্য, পুলিশকে সায়েন্টিফিক ওয়েতে ঢেলে সাজাবার জন্য পুলিশ বাজেটে আরও বেশী টাকার প্রয়োজন একথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার সম্প্রতি আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নরহত্যা, ছুরিকাঘাত, গৃহদাহ, ডাকাতি প্রভৃতির ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটেছে বলে আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় যে বলেছেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে উনার কেসগুলি সম্পর্কে একটু আলাপ করে নেই। তিনি প্রথমে বলেছেন কণা নামীয় বালিকা সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলেন, মেয়েটির নাম ঝর্ণা সাহা, তার মা মানদা সাহা, বাড়ী রাণীর বাজার. শ্রীআই, কে, রায় এডুকেশান ডিরেক্টারের বাড়ীর মেড সার্ভেন্ট। ঘটনার তারিখে কতিপয় আন-নোন ছেলের সাথে সিনেমা দেখতে যায়, সেইদিন রাত্রে মানদা সাহা, কোতোয়ালী থানায় কেস রেজেষ্ট্রী করে।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী— মেয়েটিকে যখন নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে সে তখন ডেফি- নিট নাম বলতে পারে না। পুলিশ রাণার বাজার তার বড় বোনের বাড়া থেকে রিকভার করে। তার মা এখন প্রসিড করতে চায়না। মেডিকেল একজামিনেশান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন ডেফিনিট রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।

তাই আজকে তিনি যে বলছেন আমাদের পুলিশ নিষ্ক্রিয়, আমাদের পুলিশ নিষ্ক্রিয় নয়। উনিও আজকে একটা অপরাধ করতে পারেন। তারাও যদি অপরাধ করে তাহলে পুলিশ ধরতে পারে। কিন্তু আমার পুলিশ যথেষ্ট ক্ষমতাশালী, যথেষ্ট সক্রিয় এবং তারা যে কোন কেস ডিটেকট করতে পারে এবং শাস্তি বিধান করতে পারে। কিন্তু যারা নাকি শাস্তি চাচ্ছে না,মা যখন শাস্তি চাচ্ছে না তখন পুলিশ কি করবে সেটা চিন্তা করে দেখা হচ্ছে। তারপর কলেজ প্রাঙ্গনে খুনের কথা বলেছেন। আগরতলা এম. বি, বি, মহা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গত ২৬-৯-৭২ সনে ক্ষীর গোপাল দে নামে জনৈক ছাত্র অপর কয়েকজন ছাত্র কর্তৃক নিহত হয়। এই সম্পর্কে কোতোয়ালী থানাতে একটা মোকদ্দমা এতলাভুক্ত করা হয়। ঘটনার তিন দিনের মধ্যে সমস্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কিছু অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করা হয়। দুঃখের কথা এই মোকদ্দমাটি তদন্তের জন্য পুলিশকে এককভাবে এগিয়ে যেতে হয় এবং জনসাধা- রণের কাছ হতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় নি। এই ঘটনাটা প্রকাশ্য দিবালোকে বহু ছাত্র অধ্যাপকের সম্মুখে কাহারো নিকট হইতে সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই। ইহা সত্যি পরিতাপের বিষয় যে উক্ত ঘটনাটি মহা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহোদয়ের অফিসের সন্নিকটেই হয়েছে।

তারপর তিনি বলেছেন ফুল তুলতে গিয়ে একটি ছেলের মৃত্যুর কাহিনী। সে আমরাও জানি, পুলিশও জানে এবং তার জন্য আইন সম্বন্ধীয় যতরকম ব্যবস্থা প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বলেছেন শান্তির বাজারের কথা। যেদিন শান্তির বাজারের ঘটনা ঘটে তার দুদিন পর আমি সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি যে, যে ছেলেটা নিহত হয়েছে সে কোন একটা নির্দিষ্ট দলের সংগে যুক্ত ছিল। সেই দলের আইডিওলজি, সেই দলের যে নীতি, তার কাছে যখন অপছন্দ হল, সে যখন সেই দল ত্যাগ করে অন্য যাকে সে ভালবাসে সেই দলের সংগে যুক্ত হল সংগে সংগে পুরনো দলের লোক কর্তৃক সে নিহত হল। তারপর কমলপুরে সরকারী কর্মচারীর কথা তিনি বলে- ছেন চেবরীর বাজারে তিনি নিহত হয়েছে। পুলিশ তার কোন খোঁজ রাখেনি সেটা অসত্য কথা। কারণ তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন ৪-২-৭২ সালে। কিন্তু তারপর পুলিশকে কিংবা কাউকে সেই ঘটনার কথা জানানো হয় নি। ১৩-১১-তে যখন তার ভাই পুলিশকে সেটা জানালো তখন জানতে পারা গেল যে সে নিখোঁজ হয়েছে এবং দেখা গেল সেখানে টাকা চুরির ব্যাপারে একটা মিটিং এর মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে যে নাকি ক্রাইম, করেছিল তার খোঁজ পাওয়া গেল এবং খোঁজে পুলিশ তার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং যথা বিহিত ব্যবস্থা

করছে। তারপর তিনি বলেছেন বাংলাদেশের কথা। আর নীলমণি সিং এর কথা তো আমার বন্ধু সুশীলবাবু বলেছেন যে কি হতে কি হয়েছে এবং কিভাবে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্য কিভাবে পুলিশকে দোষারোপ করেছে। তারপর বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে কয়েকটা লোককে পুলিশ গুলিবিদ্ধ করে এনেছে। কয়েকটা লোককে বি, এস, এফ, গুলিবিদ্ধ করে এনেছে। আজকে যদি পুলিশকে সেই গুলিবিদ্ধ করবার ক্ষমতা দেওয়া হত তাহলে আজকে যারা নাকি ১৯৫২ সাল থেকে দিনের পর দিন সমাজের উপর কলঙ্ক ছড়িয়ে যাচ্ছে, সমাজকে কলুষিত করে যাচ্ছে তাদের একটা কেউ আজকে পৃথিবীর উপর রাখত না। কিন্তু আমরা পুলিশকে সেই ক্ষমতা দিই নি। আমরা পুলিশকে মানুষ মারবার ক্ষমতা দিই নি। যারা নাকি সমাজকে দূষিত করে তাদের সং-শোধন করবার চেষ্টা আমাদের সরকার নিয়েছেন, তাকে মারবার জন্য নয়। তাই আজকে যারা নাকি নেতার পোষাক পড়ে মুখোশ পড়ে আজকে সমাজকে বিধ্বস্ত করবার জন্য ঘরের ভিতরে বোমা রিভলবার পিস্তল রাখে তাদেরও আমরা মারবার আদেশ দিই নি। আমরা চাই তারা সংশোধিত হোক। মানুষের সাথে মানুষ হিসাবে বাস করতে শিখুক। তাই আজকে আমি গর্বিত যে আজকে আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ যে সমস্ত লোক ক্রাইম করে সরকারের উপর দোষারোপ করছে তাদের পুলিশ বরদাস্ত করতে পারছেনা। আজকে পুলিশ সমস্ত কিছু খোঁজ রাখছে। সমস্ত দিকে তার চোখ উন্মিলিত। তাই আজকে ভীত সন্ত্রস্ত যে আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা, নানা রকম অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, নানা রকম যে তাদের কার্যকলাপ তা যদি করতে না পারে তা হলে আজকে জনসাধারণের কাছে মুখ থাকছে না। কিন্তু আমরা বাজেট সেসনেও বলেছি সমাজকে রক্ষা করবার জন্য, সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্য, সমাজ থেকে অসৎ ব্যক্তিদের সরিয়ে দেবার জন্য, আমরা পুলিশের বন্দোবস্ত রেখেছি যাতে নাকি গণতান্ত্রিক দেশে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জিনিষ। তা হলে জানি আমরা কারা ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছে। আজকে তারাই ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছে যাদের পুলিশ ধরতে যায়। সেই পুলিশ যখন তাদের ধরতে যায় তখন বলে পুলিশ জুলুম করে। গত বাজেট সেসনেও আমরা বলেছি যে ২৫ বছর আগে যে পুলিশ ফোর্স ত্রিপুরাতে ছিল সেই শক্তি নিয়েই আজকে পুলিশ ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে সংখ্যা বৃদ্ধির পরেও যে ভয়াবহতার সৃষ্টি হয়েছে তাকে মোকাবিলা করে চলেছে। কিন্তু এটা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের সংগে যারা বিরোধিতা করছেন যাদের অদৃশ্য হস্ত সমাজে কলঙ্ক লেপন করতে চাইছে তার জন্য আমার পুলিশকে আরও সুন্দরভাবে সজ্জিত করা দরকার, আরও আধুনিক উপায়ে সজ্জিত করা দরকার। তার জন্য আমরা টাকা চেয়েছিলাম এবং এই বিধানসভা সেটাকে পাশ করে দিয়েছিল এবং তাকে আধুনিকতর করে চলেছে এবং তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে যদি আধুনিকতর হয়ে যায় এবং তাদের দুস্কৃতি করবার পথ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আজকে তারা সেই মুখোশ ধারণ করতে পারবে না এবং সেখানে নেতারূপে এসে

নেতার পেছনে যদি সেই সমাজ ধ্বংসকারী অস্তিত্ব তারা না রাখতে পারে তাহলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমি বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ যাদের ভয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত, আমি আশ্বাস দিচ্ছি নৃপেনবাবুকে যে তিনি যদি সমাজ বিরোধীদের কাজ না করেন, তিনি যদি সমাজবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন, তিনি সমাজকে যদি সুন্দর করতে চান, সমাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন, সমাজের জনসাধারণকে সুন্দর সৎপথে চালনা করেন, আমাদের সমস্ত প্রতি-নিধির এটা কর্তব্য, উনি যদি সেই পথ বেছে নিয়ে চলেন, তিনি যাদের অদৃশ্য হস্তকে খেলা করিয়ে সমাজে দুষ্কৃতিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইছেন তাদের সঙ্গে যদি সংযোগিতা না করেন তাহলে আমার সরকারেরও নমস্য হয়ে থাকবেন, আমার পুলিশের নমস্য হয়ে থাকবেন তিনি। কোন পুলিশের কোন অত্যাচার কিংবা অহেতুক হয়রাণি উনার উপর আসবে না। কিন্তু যদি আজকে এই দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দেবার চেষ্টা করেন এবং সরকারের কর্মক্ষমতাকে অন্যরকম ভাবে প্রতিফলিত করে তিনি যদি বাহবা নেবার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি কেন তার চেয়ে বড় নেতাও যদি আজকে আমাদের সমাজে থাকে যার জন্য নাকি আমার সমাজ কলঙ্কিত হবে তাকে আমার পুলিশ রেহাই দেবেনা। তাই আমি বলছি আজকে পুলিশের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে, যে আইন শৃংখলার অবনতির কথা বলা হয়েছে, যেটা তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য বলেছেন, এতে যদি আমাদের দেশের আইন শৃংখলা ভঙ্গকরা হয়, আজকে আমাদের দেশে দুষ্কৃতি-কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে আজকে আমাদের এখানে যারা সমাজ সংস্কারের কথা বলছে এবং সমাজের সেবা করার কথা বলছে, তাদের সঙ্গে জনসাধারণের কি যোগাযোগ আছে, তাকি তারা বলতে পারেন। তাই আমি বলব আজকে আমাদের পুলিশের দায়িত্ব এই নয় যে আজকে কার মেয়ে কে চুরি করে নিয়ে যাবে, কে কাকে ছোরা মারবে, পুলিশ এসে তাদেরকে ধরে রাখবে। সেগুলিকে আগে থেকে সাবধান করার দায়িত্ব আজকে আমরা যারা নেতৃত্ব নিয়ে গর্ব করছি। সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদেরই। আজকে যদি কোন ক্রাইম হবার পর আমাদের পুলিশ যদি সেই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং আমাদের পুলিশ যদি সেই সব অপরাধীকে খুঁজে বের করতে না পারে, তখনই আসবে ঐ পুলিশের দায়িত্ব। আজকে আমাদের দেখতে হবে যে যত রকম উস্কানী দিয়ে এই কাজ-গুলি করা হউক না কেন, আজকে নর হত্যা করুক আর ডাকাতিই করুক, আমাদের সর-কারের পুলিশ সেই দুষ্কৃতিকারীদের, সেই চোরকে, সেই ডাকাতকে খুঁজে বের করতে পারে। তারপর এই পুলিশের যে কর্মক্ষমতা, সেই সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কাজেই তিনি যে সব অভিযোগ এনেছেন, সেগুলির প্রত্যেকটি পয়েন্টে পয়েন্টে যে অসত্য, তা বলে আমাদের পুলিশের প্রশংসা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

MR. SPEAKER—Next private members' resolution is of Shri Samar Choudhury to move that এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্য ক্রমশঃ বেড়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধে যাওয়ায়, রেশনের চাউল ও গমের মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বেঁধে দেওয়া হউক এবং তদ্জনিত ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় আর্থিক ভর্তুকির পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করুক।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই প্রস্তাবে দ্রুত গতিতে জনসাধারণের ভোগ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ায় তারা বাজার থেকে সেই সব জিনিষ ক্রয় করতে বা সংগ্রহ করতে পারছে না। কাজেই এই যে একটা পরিস্থিতি তাকে ভিত্তি করে আমি এই হাউসের সামনে আমার এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করছি। স্যার, আমি আজকে এই আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছি এবং দেখতে পেলাম যে লবন প্রতি কে, জি খুচরা ৫০ পয়সা করে বিক্রি করা হচ্ছে, মুগ ডাল বিক্রি হচ্ছে কে, জি, ৩-২০ পয়সা করে, মুসরীর ডাল কে, জি ২-২০ পয়সা করে, খেসারীর ডাল কে, জি ১-৪০ পয়সা করে, সর্ষার তেল প্রতি লিটার ৬ টাকা করে কেরোসিন ৭০ পয়সা লিটার, আর মাছ ছোট প্রতি কে, জি ৯-১০ টাকা করে আর বড় মাছ প্রতি কে, জি ১২/১৩ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এটা তো হচ্ছে আমাদের এই আগরতলা শহর বা রাজ্যের রাজধানীর অবস্থা। তারপর আমরা যদি ভিতরে যাই অর্থাৎ যদি মফঃস্বলে যাই, তাহলে দেখতে পাব, সর্ষার তেল যেটা এখানে বিক্রি হচ্ছে ৬ টাকা লিটার, সেটা সেখানে বিক্রি হচ্ছে ৭/৮ টাকা লিটার, এর অবশ্য কেরিং চার্জ আছে, তারপরে সেখানে নানা রকমের অবস্থা চলছে। সেখানে চিনির যে কি অবস্থা সেটা যদি বলি, তাহলে বলতে হয় যে চিনি প্রতি কে, জি ৯/১০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে জনসাধারণের ভোগ্য প্রত্যেকটি জিনিষের দামদ্রুত গতিতে বেড়েই চলছে। অবশ্য এর জন্য সরকার যারা পাইকারী ব্যবসা করে বা খুচরা ব্যবসা করে, তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে খালাস হতে চাইবে। কিন্তু আমি বলতে চাই এই যে অবস্থাটা চলছে, এটা সারা ভারতবর্ষের অর্থনীতির সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের ভারতবর্ষে একটা ডিফিসিট ফাইনানসিং চলছে এবং আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডিফিসিট ফাইনানসিং ক্রমেই বেড়ে চলছে—যেমন আমাদের প্রথম পরিকল্পনায় ডিফিসিট ফাইনানসিং হয়েছিল ৩৩৩ কোটি টাকার, আর চতুর্থ পরিকল্পনায় সেই ডিফিসিট ফাইনানসিং বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩৪ কোটি টাকায়। আমরা আরও দেখতে পেয়েছি যে ১৯৬৫ সালে আমাদের টোট্যাল মানি সাপ্লাই ছিল ২,২০৮ কোটি টাকা, আর ১৯৭১ সালে সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার কোটি টাকায়। এই ডিফিসিট ফাইনানসিং হওয়ার ফলে আমাদের

অবস্থা দিনের পর দিন কিভাবে চরমে উঠছে, সেটা আমরা এ' সব হিসাব থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আমাদের দেশে এখন ইনফ্লেশন চলছে এবং নোট ছাপিয়ে সেটা সার্কুলেশান করা হয়েছে, আর এই সার্কুলেশান ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যান্ত ৫৩৮ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। আমরা এখন আরও দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টাকার দাম কমে যাচ্ছে। এই তো সেদিন শ্রীচবন পার্লামেন্টে ঘোষনা করলেন যে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত আমাদের টাকার দাম এক টাকা বা ১০০ পয়সা থেকে ৪২ পয়সায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ১ টাকার প্রকৃত মূল্য হচ্ছে মাত্র ৪২ পয়সা। আর এরজন্য বাজারে জিনিষ পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই সংগে সংগে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। আগে মানুষ এক টাকা দিয়ে যে পরিমাণ জিনিষ কিনতে পারত, এখানে সেই পরিমাণে কিনতে পারছেনা। তাকে এখন ১ টাকা খরচ করে ৪২ পয়সার জিনিস আনতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ভারতের অর্থনীতি আজ একটা অক্টোপাশের সংগে জড়িত হয়ে যাচ্ছে, এই কংগ্রেসের তিনটি প্রধান মন্ত্রের দ্বারা। সেগুলির একটা হচ্ছে ইনফ্লেশান, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিফিসিট ফাইনানসিং। এই ডিফিসিট ফাইনানসিং এর জন্য দেশে কালো টাকায় ছেয়ে যাচ্ছে, আর তৃতীয়টি হচ্ছে সরকারের এ্যাকস্পোর্ট গাইড। মাননীয় স্পীকার স্যার. আমরা লক্ষ্য করছি যে এই ৩টি মন্ত্রের ঠেলায় ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের সমাধিমঞ্চ রচনা হতে চলেছে, আর এর জন্য সারা দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তারা তাদের সাংসারিক জীবনে কোন কূল কিনারার নাগাল পাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কালো টাকা সম্পর্কে সরকার যে ওয়ানচু কমিশন গঠন করেছিলেন, সে তার রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন। এছাড়া পার্লামেন্টের অন্যান্য রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে কালো টাকা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আর ওয়ানচু কমিশন তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি কালো টাকা এই দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই টাকা দিয়ে একটা পাল্টা রাজত্ব সৃষ্টি করে তারা অবাধ রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে বর্ত্তমান সরকারের অর্থনীতির পাশাপাশি থেকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই তিন মন্ত্রের দ্বারা আজকে এমনভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে যার ফলে ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারণ তাদের নিজেদের একটা অসহায় বোধ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সরকারের চিনি নীতি সম্পর্কে এখানে একটা উদাহরণ দিতে চাই। কেননা, পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের সদস্যরা, এমন কি কংগ্রেস দলের অনেক সদস্যও এই সুগার ইণ্ডাস্ট্রীকে নেশানেলাইজেশন করার জন্য তাদের মত দিয়েছেন, তারা বলেছেন যে এণ্টায়ার সুগার ইণ্ডাস্ট্রীকে নেশানেলাইজ করা হউক এবং সরকারের এটাকে নেশানেলাইজ করা উচিত ছিল, কিন্তু সরকার সেটা আজ পর্য্যন্ত করলেন না। সরকার এটাকে নেশানেলাইজ না করে তার শতকরা ৩০ শতাংশ প্রডাকশান সরকারের হাতে নিলেন এবং তা লেবীর চিনি হিসাবে নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন। আর বাকী ৭০ শতাংশ চিনি বাজারে ছেড়ে দিলেন ঐ কালো বাজারীদের হাতে।

তাই আজকে সেই কালোবাজারে চিনির দাম উঠেছে ৫ থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত। এই চিনি কালোবাজারীদের হাতে থাকায়, তারা মাঝে মাঝে একটা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করেন, আর তার ফাঁকে চিনির চোরা চালান করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাতে এই চিনি বিলি বন্টনের জন্য কতগুলি এজেন্ট তৈরী করা হয়েছে। আমাদের সোনামুড়াতেও সেইরকম একজন এজেন্ট আছে, যাকে আমিও চিনি। সে তার প্রাপ্য চিনি এমনভাবে বিলি বন্টন করে. তাতে বেশ একটা ফাঁক রয়ে গেছে, সেই ফাঁকটা হচ্ছে, সে যে চিনি পায় তার সামান্য অংশ ঐ সোনামুড়া শহরের লোকদের মধ্যে বিলি বন্টন করেন, আর বাকীটার জন্য একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে চালান দেন, বি, এস, এফের এবং পুলিশের সহযোগিতায়। চিনির সম্পর্কে আজকে এই অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলবো লেভি সুগারের একটা অংশ, ৩০ পার্সেন্ট লেভি সুগারের একটা অংশ, আমেরিকাতে এক্সপোর্ট যায়। আমেরিকাতে পাঠানো হয়, আমেরিকাতে পাঠানো হয়েছে। এক্সপোর্ট গাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রে ৫ কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছে। এক দুই কোটি টাকা নয়। এই ৩০ পার্সেন্ট লেভি চিনি তার একটা অংশ আমেরিকাতে এক্সপোর্ট করে ৫ কোটি টাকার ঘাটতির সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই ঘাটতি ৫ কোটি টাকার উপর আমরা দেখছি ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে। ২ টাকা থেকে ২—১৫ এ চিনি উঠে গেল। সে দিনের কথা. অল্প কয়েকদিনের কথা। আমরা লক্ষ্য করছি ৩—৮০ পয়সা, ২—৮০, ২—৫০ পয়সা এই ভাবে চিনির নানা রকম কোয়ালিটি। চিনির কোয়ালিটি নয় দামের কোয়ালিটি করা হয়েছে। পারমিট ইস্যু করে সে চিনি নিতে হবে। ৩'৫০ পয়সা, ২'৫০ পারমিট ইস্যু, পারমিট নিয়ে. পারমিট দিয়ে আমাদের চিনি কিনতে হচ্ছে। একটু আগে দেখে এলাম মিষ্টান্ন কর্মচারীদের ধর্মঘট। মিষ্টান্নের দোকানগুলি সেই দোকানের মালিকেরা এই পারমিট দিয়ে চিনি নিলে সে চিনি ব্ল্যাক করে নিজেদের দোকানে চালিয়ে দিচ্ছেন। আর আমার রাজ্য সরকার তা এলাও করছেন। এদিকে মিষ্টান্ন কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বসে আছে, তাদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছেনা, তাদের বোনাসের দাবী মেটানো হচ্ছেনা। এই হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের নমুনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু এই চিনির কথাই বলছিনা। আরও লক্ষ্য করেছি গণ্ডাছড়ার চিনি অমরপুরেই বিক্রি হচ্ছে। মাছমারার চিনি ধর্মনগরেই বিক্রি হচ্ছে। সহরগুলির ভিতর কতিপয় কালোবাজারীকে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, এই চিনির ব্যবসা করতে। এই হচ্ছে চিনির কন্ট্রোল, এই হচ্ছে চিনি সম্পর্কে সরকারী নীতি। এই হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্র। মাননীয় স্পীকার স্যার, দিনে দিনে চিনির দাম বাড়ছে প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বেড়েছে। বাফার ষ্টক থেকে এই সমস্ত ন্যায্য মূল্যের দোকানে কিছু কিছু চাউল, তেল, লবন দেওয়া হয়। সেই গুলির দামও দিনে দিনে বাড়ানো হচ্ছে। এই সরকার দাম বাড়াচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবে আমি উল্লেখ করেছি যে মানুষের

ক্রয় ক্ষমতার যাতে সামঞ্জস্য রেখে জিনিষ পত্রের দর বেধে দেওয়ার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার কাছে, এই হাউসের কাছে আমার কিছু তথ্য হাজির করতে চাইছি। কি ভাবে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এই আমার কথা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, দেশের এক চেটিয়া মালিক গোষ্টির মুখপাত্র সেখানে মেম্বারস সচ কমাস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং ফেডারেশান অব ইণ্ডিয়া যে সমীক্ষা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১৯৬৯ থেকে দেশের তৎকালীন জন সংখ্যা ৫২ কোটি ৯৫ লক্ষ এর মধ্যে ২২ কোটি ২৮ লক্ষ মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে আছে। অর্থাৎ জীবন ধারণের নিম্নতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনবারও তাদের কোন ক্ষমতা নাই, তাদের কিছু নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, সহর ও গ্রামাঞ্চলে মানুষের নিম্নতম বাঁচার যে মান সবচাইতে কম। আমরা জানিতো হচ্ছে ২১ টাকা গ্রামাঞ্চলে মাসে, আর সহরে হচ্ছে ৪০ টাকা। তারই নীচে আছে ২২ কোটি লোক যারা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের সারা ভারতের গ্রামীন জনসাধারণ এবং সহরের গরীব জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমীক্ষায় আরও একটি কথা বলা হয়েছে ত্রিপুরার কথা। ত্রিপুরায় দরিদ্র রেখার নীচে কত অংশ, সারা ত্রিপুরায় জনগণের ৩৬ ভাগ. জনসাধারণের অনুপাতে। জনসাধারণের একটি বিশেষ অংশ আজ দারিদ্র রেখার নীচে। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার শুধু এই টুকুই নয়। ষ্টেট ব্যাঙ্কের বুলেটিনের হিসাবে সেখানে দেখা যাচ্ছে ১৯৭২ সালে ২২ কোটি মানুষের জন প্রতি মাসিক মাত্র ২০ টাকা রোজগার করে। এই হচ্ছে ক্রয় ক্ষমতার অবস্থা। ইন্দিরাগান্ধীর সমাজতন্ত্র শুধু নয় নেহেরুজীও সমাজতন্ত্র তৈরী করে গিয়েছিলেন। আর এই ইন্দিরাগান্ধীর সমাজতন্ত্র তাঁর পরের টুকু করছেন। নেহেরুজীর সমাজতন্ত্র থেকে আজকের সমাজতন্ত্র এই ভাবে মানুষকে সর্বনাশের অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী শ্রী মোহন ধারিয়া লোক সভায় স্বীকার করেছেন যে সরকারী হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে মাসে মাথা পিছু ৩ টাকা আয় হলো নিম্নতম জীবিকা স্তরের মান। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, খরার ফলে ত্রিপুরার কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। গত কয়েক মাস যাবত আমরা এই হাউসে অনেক আলোচনা করেছি। এর আগে সরকারী বিভিন্ন বিবৃতিতে শুনেছি,. নিজের চোখেও দেখেছি খরায় কি সর্বনাশা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সারা ত্রিপুরায়। এই সম্পর্কে পরে হয়তো আরও আলোচনা হবে। খরায় সারা ত্রিপুরার কৃষকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, যাদের ৮ কানি, ১০ কানি, ১৫ কানি জমির মালিক তাদের কি দুরবস্থা। গত বছরও সোনামুড়া মহকুমায় দেখেছি যিনি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ইসটেইট প্রডাক্ট প্রডিউচার হিসাবে তাতে শ্রীমহিম চন্দ্র পাল, ধরপুরে তাকে দেখেছি, না খেয়ে মরছেন, না খাওয়া অবস্থায় আছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, খরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ক্রয় ক্ষমতার অবস্থা সম্বন্ধে বলছি। যাদের আজকে আটা কিনবার ক্ষমতা নেই। ধার করছেন, কর্জ্জ করছেন, কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বললেন কৃষি ঋণের দরখাস্ত কোন রকমে বাচতে পারি কি না। টাকা চাই কিছু আটা কিনতে হবে। তার সেই ক্ষমতা নেই। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, দ্রব্য মূল্য ভয়াবহ ভাবে বাড়ছে। ঘরে ঘরে অনাহার, অর্ধাহার। সারা ত্রিপুরাতে বেকার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ৩২ হাজারে। কোন ক্রয় ক্ষমতা নাই। বেকারদের চাকুরী হচ্ছে না, সরকার থেকে কেবল বলা হচ্ছে, গালভরা কথা বলা হচ্ছে ২ হাজার ৫ হাজার বেকারের চাকুরী দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ধাপ্পা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি সংশোধন করছি, তাদের প্রলোভন দিয়ে পেছনে ঘুরানো হচ্ছে. কিন্তু তাদের চাকুরীর কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না তাদের নিয়ে শুধু খেলা করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে রাজ্যের যে অবস্থা চলছে, তার একটা বর্ণনা দিচ্ছি। এখানে একটা এপীক্স মার্কেটিং আছে, দ্রব্যমূল্য বাড়ছে. এই এপীক্স মার্কেটিং হচ্ছে একটা চোরের আড্ডা। মাননীয় স্পীকার স্যার, বাফার ষ্টক আমাদের একটা আছে. কিন্তু সেটা কি? চোরাকারবারীদের একটা ব্যবসা কেন্দ্র। এই বাফার ষ্টক সম্বন্ধে ১৯৭০—৭১ সনে পি, এ, সি র একটা মন্তব্য এসেছে, যে কোন প্রফরমা এ্যাকাউনটের পাত্তা নেই। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভাল জিনিষ বড় ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে, আর খারাপ জিনিষ এসে বাফার ষ্টক ভরছে। সেখানে ন্যায্য মূল্যে চালানো হচ্ছে পঁচা জিনিষ। এবং সেই সব জিনিষ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে খাওয়ান হচ্ছে। কিন্তু একটু আগে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলেছিলেন যে কিভাবে সারা ত্রিপুরার জনসার্থে দেশকে গড়ে তুলছেন, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৬৯—৭০ সনে অডিটর জেনারেলের একটা রিপোর্ট আমি উল্লেখ করছি। ১৯৬৯—৭০ সালে আসাম থেকে ২১ হাজার কুইনটাল চাউল ক্রয় করা হয়েছে, এর মধ্যে ১২৪ কুইনটাল চাউল ডেমেজড, ১১৯৪ কুইনটাল রাস্তায় খোয়া গিয়েছে, এবং বাকী চাউল, যা থাকল তা বিক্রয় হল ১৯ লক্ষ টাকায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বাকী অংশের চাউলের জন্য জনসাধারণকে কত মূল্য দিতে হল, জনসাধারণকে মূল্য দিতে হল ২১

লক্ষ ৪৯ হাজার, আরও দিতে হল রেল খরচ ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, ষ্টাফ ৪২ হাজার টাকা, মোট ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা খরচ হল, এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, চাউলের দর কেন বাড়ে, বুঝতে কি কোন কষ্ট হবে, এইভাবে বাড়ে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরায় কোন ফুড এ্যানলিষ্ট নাই, কিন্তু ষ্টেটে এই সমস্ত পঁচা খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে, মানুষ সেই খাদ্য খেয়ে মহামারীতে আস্তে আস্তে পরিণত হতে চলেছে, তাদের জীবনী শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে, কোথাও কোন ফুড এ্যানালিষ্ট নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিসিন নিয়ে একটা ডাকাতি চলেছে। মেডিসিনের কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টিকরে যার থেকে যেমন খুশি দাম নেওয়া হচ্ছে, তার যে দাম তার থেকে দেড় গুণ, দুই গুণ বেশী দাম নেওয়া হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা এই ভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা করুন অবস্থা, তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, বেবী ফুড? বাজারে বেবী ফুড নেই, খোলা বাজারে বেবী ফুড কোথাও পাওয়া যায়না। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিশু, তাদের খাবার বাবস্থা নাই। সেই বেবী ফুড একমাত্র কালোবাজারে ছাড়া কোথাও নেই। শিশুদের খাদ্য সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা, কালোবাজারে চারগুণ, পাঁচগুণ, সাত গুণ তার দাম উঠে যাচ্ছে, হচ্ছে বেবী ফুডের অবস্থা। শুধু কি তাই, জি, সি আই সীট নিয়ে সম্পূর্ণ চোরাকারবারের ব্যবসা চলছে সিমেন্টের বস্তা যেখানে ১০ | ১২ টাকা, সেখানে ৩০ | ৪০ টাকায় উঠে যাচ্ছে, এই হচছে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পরিস্থিতির ভেতরে আমি প্রস্তাব এনেছি, আমার প্রস্তাব হচ্ছে—এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছি যে ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্য ক্রমশঃ বেড়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যাওয়ায়, রেশনের চাউল ও গমের মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বেঁধে দেওয়া হইক এবং তৎজনিত ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় আর্থিক ভর্তুকির পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করুক।

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসময় চৌধুরী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমাদের দেশে গত এক বছরের মধ্যে জিনিষপত্রের দর টোটাল ২৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গত তিন মাসের মধ্যে সবচাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে জিনিষপত্রের দর এবং এই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধির ফলে ভারতের সর্বত্র জনসাধারণের জীবনে বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের যে মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা, এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটাকে শুধু স্বাভাবিক একটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হিসাবে দেখলে চলবেনা, এর পেছনে আমাদের দেশের যে সমস্ত শক্তি ভারতের জাতীয় সার্থকে বিপন্ন করে তুলেছে, সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যারা উৎপাদনকে সেবটেজ করে, জিনিষপত্র নিজেদের

কনট্রোলে রেখে, জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধি করছে। কাজেই ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এই জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধি বিশেষ করে এই এক বছরের মধ্যে, বিশেষ করে গত তিন মাসের মধ্যে যে সূচক সীমায় এসে পড়েছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, যারা ভারতবর্ষে একচেটিয়া দখলের ফলে, তাদের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার জোরে, তাদের হাতে উৎপাদন যন্ত্র থাকার ফলে দেশদ্রোহিতার কাজ করতে পারছে, তাকে প্রতিহত করার জন্য, তাদের একচেটিয়া শক্তিকে বাজেয়াপ্ত করার জন্য, এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ডিমলিশ করার জন্য যে তাদের চেষ্টা, সেই চেষ্টাকে বানচাল করার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। তা না হলে এই এই একচেটিয়া পুঁজিপতিকে প্রতিহত করা যাবেনা, এরা ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে আরও স্যাবটেজ করবে—আরও সঙ্কটময় করে তুলবে। কিছুদিন আগে টাটার মেমোরেণ্ডাম বলে টাটা একটা পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করা হয়েছে, সেই মেমোরেণ্ডামে দাবী করা হয়েছে টাকার পক্ষ থেকে যে, যে সমস্ত শিল্প পাবলিক সেক্টারে করা হয়েছে, সেই সমস্ত শিল্প প্রাইভেট সেক্টারে যোগ করে, জয়েন্ট সেক্টারে নিয়ে আসার জন্য এবং তার মধ্যে জয়েন্ট সেক্টারে ২৬ পারসেন্ট থাকবে সরকারী পুঁজি, আর ৭৪ পারসেন্ট থাকবে বেসরকারী পুঁজির ভিত্তিতে, বেসরকারী মেনেজমেনটে এই শিল্পকে জয়েনট সেক্টারে আনার জন্য, টাটা একটা মেমরেণ্ডাম দাখিল করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং টাটা দাবী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মন্ত্রী নাকি তার পক্ষ সমর্থন করেছেন। ১৯৫৬ সালে পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু থাকাকালীন ভারতবর্ষের যে শিল্প নীতি, সেই শিল্পনীতিতে বলা হয়েছে, ভারবর্ষে শিল্প প্রাধান্য লাভ করবে পাবলিক সেক্টারে। টাটা সেই পাবলিক সেক্টারে প্রতিহত করে, জয়েন্ট সেক্টারের নাম করে, প্রাইভেট সেক্টারের প্রাধান্য স্থাপন করার জন্য, সেই মেমোরেণ্ডাম দাখিল করেন এবং সেই মেমোরেণ্ডামের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ লোক, গত মাসে সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন করে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য, এমন কি কংগ্রেস নেতৃত্বের কোন কোন অংশও এই পন্থা গ্রহণ করেছেন, এবং কমিউনিষ্ট এই আইন অমান্য আন্দোলনে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে এমনকি কংগ্রেসের মধ্যে যেসব প্রগতিশীল শক্তি আছে, তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কাজেই আমাদের এই ভয়াবহ মূল্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, আমাদের একচেটিয়া পুজিপতিদের আক্রমণকে পরাস্ত করতে হবে, এবং তার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজকে ভারবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যারা সাধারণ মোটা কাপড়, চিনি, ঔষুধ ইত্যাদি করে, এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র যাতে জনসাধারনকে ন্যায্য দোকানের থেকে দেওয়া যায়, সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলা দরকার কাজেই এই একচেটিয়া শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য, সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করার জন্য

আমরা মনে করি আজকে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার, তা না হলে একচেটিয়া পুঁজিপতিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের অর্থনীতির উপর এই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আঘাত হানছেন, তাদের প্রতিহত করার জন্য সমস্ত শক্তিগুলিকে একত্র হওয়া দরকার, এই বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গত কয়েক মাসের মধ্যে লক্ষ্য করেছি যে জিনিষপত্রের দাম কি হারে বেড়ে গেছে। সমরবাবু সারা ভারতবর্ষের চিত্র তুলে ধরেছেন কিভাবে আমাদের দেশের গরীব আরও গরীব হচ্ছে এবং পুঁজিপতিদের হাতে কিভাবে অর্থ সম্পদ গিয়ে জমা হচ্ছে। সে সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন লোকসভায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে স্তরের হিসাব যে অর্থমন্ত্রী দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে বর্তমানে টাকার দাম দাঁড়িয়েছে৪২·০৪ পয়সা যেটা ১৯৫০ সালে ৯৯·১ পয়সা এবং ১৯৬৭ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৭·৮ পয়সা। তাহলে আমরা দেখছি যে ধাপে ধাপে বছরের পর বছর এই টাকার দামটা কমতে কমতে বর্তমানে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে সাধারণ মানুষ আর জিনিষপত্র এর দামের সংগে পাল্লা দিয়ে আর জিনিষ কিনতে পারছে না। গত মার্চ মাসে বাজেট পেশের সময়ে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে বলা হয়েছে। এপ্রিলে দ্রব্যমূল্য ছিল ১৯২·৩, মে'এর শেষে হয়েছে ১৯৪·২। গত বছর মে মাসে যে মূল্য সূচী ছিল, এবার মে মাসের শেষে সেই মূল্যসূচী ৬ ২ শতাংশের বেশী উর্ধে উঠে গেছে। আমরা এই অবস্থটা দেখছি। সারা ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রের সংগে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থাটা জড়িত। জড়িত বলেই সর্বভারতীয় চিত্রটা এখানে আনা হয়েছে। ইকনমিকস টাইমস থেকে একটা পাইকারী মূল্যসূচক সংখ্যার যে হিসাব তারা দিয়েছেন সেটা আমি উল্লেখ করছি। ইকনমিকস টাইমস বলছে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২ এ যে পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা অনুযায়ী সাধারণ মূল্য স্তর এ বছরের প্রথম ৯ মাসে গত বছরের তুলনায় শতকরা ৬·৫ বেড়েছে। সবচেয়ে বেশী মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে খাদ্যসামগ্রীর। তাই দেখছি দানা শস্যের দাম বেড়েছে শতকরা ২২·২ ভাগ। মাছ, ডিম, মাংসের দাম বেড়েছে শতকরা ১৮·২ ভাগ, চিনির দাম বেড়েছে শতকরা ২৫·৬ ভাগ এবং গুড়ের দাম শতকরা ৩৭ ভাগ। সমরবাবু আর একটি কথার উল্লেখ করেছেন যে শতকরা ৪১ ২ ভাগ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। দরিদ্র সীমায় আরও বহু লোক রয়ে গেছে। দরিদ্র রেখার নীচে আছে এবং দরিদ্র রেখার মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই জিনিষপত্রের দামের নাগাল পাচ্ছে না। ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। যার ফলে আমরা দেখছি দেশের শতকরা ৮০।৮৫ ভাগ মানুষ জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন।

এ বিষয়টা আজকে সারা দেশে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। ত্রিপুরা এর বাইরে নয় যার ফলে

চোরাকারবার বিভিন্ন দিকে সুরু হয়েছে। এটাও লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের রেশনের দোকান খোলা হয়েছে। রেশন দোকানের মধ্যে কোন অনাচার হয় না এমন কথা বলবার উপায় নেই। কারণ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মাঝে মাঝে যে লোকের কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। আজকে চিনি ৬ বস্তা গেল। হয়ত কিছু সংখ্যক লোককে চিনি দেওয়া হয়েছে কিছুটা। এরপর বাকী চিনির আর পাত্তা নেই। এ ধরণের হয়। সেই চিনি বাইরে বিক্রি হচ্ছে বেশী দামে। এমন একটা অবস্থা আমরা দেখছি এই ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে। সুতরাং রেশন দোকানে যে সব অনাচার চলছে সেটাও বন্ধ করা প্রয়োজন, যারা চোরাকারবার করছে সেটাও বন্ধ করা প্রয়োজন। আজকে যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে সেই সমাজতন্ত্রে যদিও বলা হচ্ছে গরীবি হঠাও, কিন্তু গরীব মানুষ যথাযথ সুবিধা পাচ্ছে না। আর না হলে বলা হত পুঁজিবাদী হঠাও। শ্লোগান হওয়া উচিত ছিল এক চেটিয়া পুঁজি বাদী হঠাও। কারণ একচেটিয়া পুঁজিবাদী না হঠলে গরীবি হঠবে না। একটার সংগে আর একটা কনট্রাডিক্টরী। সেই কনট্রাডিকশন যতক্ষণ না দূর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতন্ত্র আসবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রেই বলে চলেছেন। তাই ত্রিপুরা আজকে বিশেষ করে যে অভাবনীয় খরা পরিস্থিতিতে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, মানুষের দুঃখ দুর্দশার চরম সীমায় মানুষ যেখানে এসেদাঁড়িয়েছে সেখানে রেশনের মাধ্যমে যাতে সুষ্ঠুভাবে তারা জিনিষপত্র পেতে পারে কম দামে অন্তত: পঞ্চাশ পারসেন্ট কম দামে জিনিষ পত্র দেওয়া যায় তাহলে মানুষ কিছুটা কিনে নিতে পারে রেশন থেকে, খাবার তারা কিছুটা সংগ্রহ করতে পারে। গ্রামের মানুষের যে দু:খ দুর্দশা সেই দু:খ দুর্দশা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রামের মানুষ রেশন কার্ডেও যারা নিচ্ছে, ধর্মনগরে যেটা দেখেছি, রেশন শহর থেকে নিচ্ছে, অনেক সময় অনিয়মিতভাবে রেশন দেওয়া হচ্ছে। তারা ঠিকমত রেশন নিতে পারছে না এবং যে রেশন তারা পাচ্ছে সেই রেশনে কুলোচ্ছে না। যে পয়সায় তাদের দেওয়া হচ্ছে সেই পয়সা দেওয়ার মত উপায় তাদের নেই। আর এবার তো ধান হয় নি। আমন ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পূরণ করবার জন্য সরকারী ব্যবস্থার বহু ঘোষণা আমরা শুনেছি, মুখ্য মন্ত্রীর বক্তৃতায়ও আমরা দেখেছি অনেক কিছু হয়ে গেছে। কিন্তু আমি কিছু দেখতে পাই নি। অন্তত: ধর্মনগরের বিভিন্ন স্থানে কোথায় বা বাঁধ ছিল আর কোথায় বা সেচের জল। আমন ফসলের আগে সেচের জল ছিল কোথায়। বরং আমন ফসল পাকার সময়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে সেই পাকা ধান ডুবিয়ে দেবার একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে এটাও আমরা দেখেছি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সম্পূর্ণভাবে সমর চৌধুরী আনীত প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং আমি আশা করি এই ব্যাপারে প্রত্যেক মাননীয় সদস্য তাদের সুচিন্তিত অভিমত দ্বারা এটার প্রতি সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে প্রস্তাবে বলেছেন যে দাম বেঁধে দেওয়া হোক। কিন্তু কত বেঁধে দেওয়া হোক এটা কিন্তু এখানে বলেন নি। কত ভর্তুকীর জন্য সরকার দায়িত্ব নেবেন। সেজন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা শুধু তারাই অনুভব করছেন না এটা আমরাও অনুভব করছি, সরকারও সেটা চিন্তা করছেন। এই বিধানসভায় এটা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তবে এটা আজকে আনার অর্থই হল যে জিনিষপত্রের দাম তো বাড়ছে, খরা পরিস্থিতিতে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, এই অবস্থায় তারা বাইরে গিয়ে বলতে পারবেন যে সরকারের উপর আমরা চাপ সৃষ্টি করেছি। যে রেশন আমরা দিচ্ছি এর থেকে আরও কমাও এই রকম কোন নির্ধারিত কিছু বলেন নি। আর কি করলে যে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে এটা সরকারকে কোন পরামর্শ দেয় নি। কাজেই এর বিরুদ্ধে আমি কি বলব, কারণ যুক্তি তো আমি মানিই না, কারণ যুক্তি মানার কোন পয়েন্ট নাই। তবে আমি গ্রামের জিনিষপত্রের অবস্থা সম্বন্ধে যুক্তি দিতে পারি। কতকটা বিষয় হচ্ছে, এরা যে পুঁজিভিত্তির কথা বলছে এবং সমস্ত ব্যবসায়ীদের উপর একটা দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, এটা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। তার কারণ, ত্রিপুরাতে যে সব জিনিষপত্র আসে, সেগুলি আমাদের প্রায় সবই বাইরে থেকে আনতে হয়। আমাদের ত্রিপুরাতে এমন কোন অবস্থা হয়নি যে ডাল থেকে আরম্ভ করে সর্ষার তেল পর্যন্ত সবই এখানে হচ্ছে। তাই সরকার বাধ্য হয়ে সব কিছু বাইর থেকে আনছে। কাজেই সেই সব জায়গায় যে দাম আছে সেটার সঙ্গে যদি এখানকার তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে এখানে জিনিষ পত্রের দাম খুব বেশী নয়। যেমন ডাল আমাদের এখানে ২·২০ পয়সা, তেমনি অন্যান্য জায়গাতেও এই রকমই আছে। তাই আমি তারা যে সব প্রশ্ন এখানে রেখেছে, সেগুলির অন্য রকম আলোচনা করছি না। এটা আমরাও জানি, তারাও জানেন। তবে তাদের যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে তারা এই সব এখানে এনে বিভিন্নভাবে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে চিনির সম্পর্কে সরকারকে আমি একটা অনুরোধ করব, সেটা হচ্ছে সরকার যে ভাবে চিনির বিলি বন্টন করছেন, সেটা ঠিক বলে আমার মনে হচ্ছেনা। আমার মনে হয় আমাদের যা চিনির কোটা আছে, সেটা যদি সরকার ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করত, অর্থাৎ বিলি বন্টন করত, তাহলে এখানে চিনির কোন ক্রাইসিস হতনা, বিশেষ করে বাজারগুলিতে চিনির যে ক্রাইসিস সেটা হতনা। তার কারণ হচ্ছে মফঃস্বলে এবং আদিবাসী অঞ্চলে এই চিনি নিয়ে এতটা টানা হেচড়া হয় না যে টানা হেচড়াটা আমরা শহরের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি। আর রেশন সপের মাধ্যমে যে চিনি দেওয়া হয়, তার মধ্যে বেশ একটা ফাঁক আছে বলে আমার মনে হয় এবং এটা একটা সাংঘাতিক রকমের ফাঁক। এর জন্য আমি এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই, সেটা হচ্ছে মফঃস্বলে যারা চিনি নেয়, তাদের ১১/১২ মাইল রাস্তা সেই চিনি মাথায় বয়ে নিতে হয়, সেখানে মাত্র ২/৪ বস্তা করে চিনি যাচ্ছে সংগে আবার আটাও কিছু কিছু যাচ্ছে। অথচ সরকার তার পুরো টাকাটা তাদের কাছে থেকে

আদায় করে নিচ্ছে। এই রকম একটা দৃষ্টান্ত কেন, আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমরা জানি যে যারা রেশন সপ করবে বা দোকান করবে, তারা সরকারের কাছে আবেদন করলেই সেটা পেয়ে যাবে। কারণ রেশন কার্ডের কোন অসুবিধা নেই, যে কোন লোক দরখাস্ত করলেই, সেটা পেয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যেও মাঝখানে একটা ফাঁক রয়ে গেছে যেমন ধরুন এক দোকানে ৩টা চিনির বস্তা গেল, সে হয়তো এক বস্তা চিনি রেশন কার্ডের মাধ্যমে বিক্রি করল, বাদ বাকী ২ বস্তা চিনি সে গোপনে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিল। কাজেই এসব যদি না হত, তাহলে চিনির কোন ক্রাইসিস হতো না। আমি আরও জানি, মফঃস্বলে যে সব লোক আছে, তাদের কাছে চাউল থাকে, তারা সহজে গম খেতে চায় না। তারপরে বাফার ষ্টক সম্বন্ধে বলতে গেলে, সে অনেক কথা। সেখানে কোন সময়ে মাল এনে রেখে দিয়েছে কে জানে। একবার যখন মাল আসল, সেগুলির কিছু বন্টন করার পর দেখা গেল যে আর এক প্লট মাল এসে গেছে, আর যেগুলি আগে এসেছে, সেগুলি তেমনি ভাবে রয়ে গেছে, ফলে কিছুদিন পরে দেখা গেল ষ্টকে যে সব মাল আগের ছিল, সেগুলি পঁচে গেছে। সেখানে আবার একটা মজা আছে, সেটা হচ্ছে যদি কেউ মাল নিতে আসে, তাহলে তাকে বলা হয় তুমি যদি তেল নিতে চাও তো তার সংগে ডালও নিতে হবে। কিন্তু সেই ছোট পুঁজি নিয়ে তেল, ডাল এক সংগে নিতে পারে না। এরপরে যদি কিছু ভাগ দেওয়া হয়তো বলবে আচ্ছা তাহলে ২/১ টিন তেল নিয়ে যাও। এভাবে সেখানে কাজকর্ম চলছে তাতে দেখা যায় ষ্টকের যেসব মাল পুরানো হয়ে গেছে, সেগুলির অনেকগুলি পঁচে গেছে। কাজেই এই সব না করে যদি ঠিক ঠিক ভাবে সব কাজ করা হত, তাহলে জিনিষপত্রের এতটা অসুবিধা হত না। কাজেই তাই আমি বলব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, এই কথা বলে চীৎকার করে কোন লাভ নেই বরং আমরা কিভাবে সেগুলির উৎপাদন বাড়াতে পারি, তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। আর এটা যদি ২/১ বছর আগে থেকে সুরু করা যেত, তাহলে অনেকটা ভাল হত। কেন না আমরা দেখেছি কয়েক বছর আগে আমাদের এখানকার মানুষ গম খেতে পারত না, কিন্তু এখন তারা সেটা খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই আমরা যদি উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে আমাদের চাষীরা এই ত্রিপুরাতে সেগুলি ফলাতে পারত। যেমন এখন আমাদের ত্রিপুরাতে মশুরী, মুগ এবং মটরের কিছু কিছু চাষাবাদ হচ্ছে। তারা এখানে সর্ষাও ফলাতে পারে এবং তা কোন জায়গায় হচ্ছে। কিন্তু মানুষ তো আর প্রকৃতির সংগে লড়াই করতে পারে না, সেটা যা পারে, তা সরকারই করতে পারে। তাই বলি আমাদের নিজস্ব উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত। আর বর্তমানে আমাদের যা আছে, সেগুলি যদি আমরা ঠিক ভাবে বন্টন করতে পারি, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সরকার যেটা ষ্টক করছে বিভিন্ন গুদামে, সেগুলি যদি প্রত্যেকটি রেশন সপের মাধ্যমে শহর এবং মফঃস্বলে বিলি বন্টন করা হয়, তার ব্যবস্থা আমাদের অবিলম্বে করা দরকার। আর সেজন্য যদি দরকার হয় তাহলে আমাদের ষ্টাফের সংখ্যাও আরও বাড়ানো উচিত। আজকে যদি সপ থেকে চিনি

না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ চিনি বাজার থেকে কিনতে গেলে কোথাও কোথাও ৫টাকা থেকে ৮ টাকা পর্যান্ত দিতে হয়। কাজেই সরকার যদি এই দিকে দৃষ্টি দেন, তাহলে মানুষের কিছুটা উপকার হতে পারে। তারপর টিন সম্পর্কে, এখন টিনের কোন কনট্রোল নেই। অথচ আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে অনেক টিন আসছে এবং যদি কেউ ৪০০/৪৫০ টাকা দিতে পারে, তাহলে সে টিন পাচ্ছে। অথচ বাজারে টিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে, যারা নাকি বেশী টাকা দিতে পারে তাদের কাছে। কাজেই এই অবস্থাটাও সরকারের দেখা উচিত। তারপর সিমেন্টের অবস্থাও তাই। আমরা দেখেছি যে ১৫/১৬ টাকার সিমেন্ট বাজারে ২০/২২ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। আমরা জানি যে ত্রিপুরার জন্য সিমেন্টে একটা কোটা আছে, সেই কোটা আনতে গেলে তার কেরিং চার্জ সহকারে যা পড়ে, অর্থাৎ অন্যান্য খরচ সহকারে যা কিছু খরচ পড়বে, সব মিলিয়ে প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট একটা দাম পড়বে। কিন্তু সেটা হচ্ছেনা, যে বেশী দিতে পারে, সেই বাজার থেকে সিমেন্ট কিনতে পারছে। কাজেই এই যে একটা গলদ রয়েছে, এটা দূর করার জন্য সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাহলে পরে মানুষের কিছুটা উপকার হতে পারে। তারপরে আজকের যে খরা পরিস্থিতি এটা অত্যান্ত ভয়াবহ। তবে এর মোকাবিলা করবার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তবে সামনে রয়েছে অগ্রহায়ণ পৌষ মাস, আকাশের যে অবস্থা এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। কাজেই বরো ফসল যদি করতে হয় তাহলে তাড়াতাড়ি আমাদের জলের ব্যবস্থা করতে হবে, শুধু মাত্র চড়াতে বাঁধ দিলেই চলবে না। যেখানে যেখানে বরো হওয়া সম্ভব সেখানে যদি পাইপ বসানো হয়, কারণ আমি জানি এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পাইপ বসালে পরে মাঠে জল উঠবে আর আমাদের বরো ফসলও ভাল করে করা যাবে। কাজেই এই রকম একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব। এর বেশী আমি কি আর বলবো। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা সেটা শুধু ত্রিপুরায় নয়, সর্ব ভারতের মধ্যে বর্তমান আছে। ত্রিপুরার মানুষ সব চাইতে গরীব। রোজগার তাদের একমুখি, বিভিন্নমুখি রোজগার নেই। তার উপর পূর্ত বিভাগের কাজ নেই। মফঃস্বল পূর্ত বিভাগের কাজ নেই। শুধু টেষ্ট রিলিফ আর আর টেষ্ট প্রগ্রাম আছে। তাও ৫ দিন কাজ করা হয় আর দশ দিন বন্ধ থাকে। ফলে আমি আশংকা করছি যে এখানে আমরা যে চাউল খাচ্ছি ১.৭০, ১.৮০ করে উদয়পুরের বুকে সে চাউল হয়তো এক মাস পরে ২ টাকায় উর্দ্ধে চলে যাবে। তাই সরকারের কাছে আবেদন করবো মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে রেশন সোপ দরকার। শুধু রেশন সোপ দিলেই চলবে না তার ফাকগুলি বন্ধ করতে হবে। আমার ২০ কেজি চাউল হয়তো দরকার কিন্তু ৫ কেজি নিতে পারছি না। বাকী চাউলটা যায় কোথায়। এই উদ্বৃত্ত চাউলটার কিছুটা যাতে আমরা বিক্রয় করতে পারি তার ব্যবস্থা করলে আমার মনে

হয় সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, দুটো প্রস্তাব আছে। কাজেই আমি স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে, সময় যেন বেঁধে দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবটা কতক্ষণ চলবে। কারণ আর এক ঘন্টা ১৫ মিনিট সময় আছে। তার মধ্যে আমাদের বক্তৃতা করতে হবে, মন্ত্রীদের জবাব দিতে হবে। কাজেই আমি মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করবো যেন সময় বেধে দেওয়া হয়। যদি বলা হয় আমরা আর এক ঘন্টা বলবো না একজনই বলবো। কিন্তু সময়টা আমাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে সময়ের মধ্যে আপনারা বলবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় ১৫ মিনিটের মধ্যে এইটা শেষ করলে বাকী এক ঘন্টাকে ২ টা ভাগ করে নেওয়া হবে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আর ১৫ মিনিট আছে আপনারা কি কি বলবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি বলছি প্রথমটা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় প্রস্তাবটা উত্থাপনের সময় যেন থাকে। তাহলে যদি উত্থাপন করা যায় নেক্সট ষ্টেইটে এইটা শেষ করতে পারবো। সাজেশান হচ্ছে ২টি প্রস্তাবই আলোচনা হোক আর থার্ড প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য ৫ মিনিট সময় থাকলেও এইটা যেন উত্থাপন করার সময় থাকে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যেহেতু টাইম বেধে দেওয়া হয়েছে তাতে এইটা পিছিয়ে নিলে আবার পরের প্রগ্রামেও ব্যাহত হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, একই কথা স্যার, যেটা নিয়ম আছে তাই হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— নিয়মের কথা বলছি না মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ৩ টা রিজিওলেশান আছে। তাহলে সাফার করবেই একটা না একটা সাফার করবেই।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রস্তাবটি বেশ হবে, মাননীয় সদস্য যে আলোচনার সুযোগ করেছেন সেজন্য প্রস্তাবককে সে দিক থেকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি প্রস্তাব দিয়ে যে সমস্যা সমাধানের যে উপায় দিয়েছেন সেটা এই প্রস্তাবে সেটা সাফল্যলাভ করবে কি না আমি জানি না। কারণ এই প্রস্তাবে ত্রিপুরারাজ্যের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলেছেন তার সমাধানের একমাত্র উপায় দিয়েছেন চাউল, গম ইত্যাদির মূল্যমান বেধে দেওয়া এইটা নানান কারণে সম্ভব হবে না। এইটা ভর্তুকি দিয়ে, তার মানে হচ্ছে ভর্তুকি দিয়ে বেধে দেওয়া। তার কারণ হচ্ছে যে ভর্তুকি দিতে হবে সেটা অন্য খাত থেকে দিতে হবে। কাজেই এইটা অর্থনীতির সংগে যুক্ত কিন্তু আমার সময়টা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি সে আলোচনাতে যাচ্ছি না। তবে তার অর্থ এই নয় যে আমি প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি বলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি থাকবে না। সেখানেও আজকে সমস্ত দায়িত্ব সরকারের উপর পরছে। এবং সেজন্য যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দিনের পর দিন বেড়েই চলছে তার প্রতি সরকারের গঠনমূলক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নীট দাম বেধে দেওয়ার কথা বলছি না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দাম বেধে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেই জিনিষগুলি যাতে নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় হয় এবং যেগুলি বাহির থেকে আসছে, সরকার যদিও অনেক জিনিষ খোলা বাজারে বিক্রয় করেন কিন্তু ত্রিপুরার বিশেষ অবস্থার জন্য এই খোলা বাজারকে সম্পূর্ণরূপে খোলা বাজার করে ছেড়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ আমরা জানি যে নানা কারণে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, কখনও কখনও আমাদের উল্টা দিকে যে অংশ আছে, সেখানে দামের তারতম্য হলে তার একটা রিফ্লেকশান, তার একটা প্রতিবিম্ব আমাদের অর্থনীতির, আমাদের জিনিষের উপর পড়ে এবং সেই সমস্ত কারণে আমাদের এখানে সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে সেটা সর্বাগ্রে সরকারের দেখা উচিত। যেখানে জিনিষ নেই, সেখানে অতিরিক্ত জিনিষ আনা যাবেনা। কিন্তু যে সমস্ত জিনিষের নির্দিষ্ট কোটা আছে, সেটা যাতে ঠিক ঠিকভাবে বিলি করা যায়. সেইদিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে, আজকের দিনে সরকারের নির্দিষ্ট দোকান থাকবে যেখানে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবটাই রাখতে পারে. তারজন্য তাদের বাধ্য করতে হবে, তাহলে অন্যান্য দোকানে যদি ঔষধ নাও থাকে, জনসাধারণ এখান থেকে ঔষধ নিয়ে বাঁচবে। এর সংগে আরেকটা জিনিষ অংগাংগীভাবে জড়িত, চাউল ভর্তুকি দ্বারা আসবেনা। একটা বড় জিনিষ হচ্ছে যে সরকারের একটা বাফার স্টক আছে, কিন্তু সমালোচনা করতে গেলে বলতে হয়, তার কাজ কি? সরকারের যে পরিকল্পনা নেই তা নয়। দ্রব্যমূল্য যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন তার সংগে

সংগতি রেখে বাজারে জিনিষগুলি ছাড়া উচিত, সেখানে সরকার একটা ভতু কিও দিচ্ছেন, কিন্তু কি তার কাজ হচ্ছে, তা সময় মত জনসাধারণ জানতে পারেনা। এই যে একটা সেকশান আছে, ঠিকভাবে যদি এটা পরিচালনা করেন. তাহলে এখানে আরও অনেক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সঙ্কুচিত করতে পারেন। বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয়। কাজেই তা যদি দূর করতে হয় তার জন্য আমার মনে হয়, এই ধরণের সংস্থায় জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা উচিত এবং সেই কমিটি দেখবে কি জিনিষ তাদের রাখতে হবে কি জিনিষ ছাড়তে হবে, দ্রব্যমূল্য একদিকে বৃদ্ধি হচ্ছে, এটাকে রোধ করার জন্য কোন কোন সময়ে এই জিনিষগুলি বাজারে ছাড়তে হবে, সেটা এই কমিটি দেখবে। নানাকারণে কাগজে এই সমস্ত কথা উঠে। চাউল নষ্ট হচ্ছে, গম খাদ্যের অনুপযুক্ত হচ্ছে, তাতে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে একটা সন্দেহ, জনসাধারণের মনে থাকা উচিত নয়। এই ধরেণের কমিটি যদি তার মধ্যে কাজ করে, সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় ডাল, তেল, নুন ইত্যাদি আনা হয়, এবং পরবর্তী সময়ে অকশান করে বিক্রী করা হয়, এবং সেখান থেকে নিয়ে দোকানদারেরা ভেজাল দেন, এবং বেশী দামে বিক্রী করেন. এই যে একটা পাপচক্র, তার ফলে জনসাধারণের ভাল করতে গিয়ে, খারাপের সামিল হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে খারাপ চাউল ভাল চাউলের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এর কত এনকোয়েরী হয় আমি জানিনা। তার যে একটা বড় সোর্স সেটা অজ্ঞাত রয়ে যাচ্ছে যেটা কনজাম্পশানের অনুপযুক্ত হয়, সেটা ডেসট্রয় করে দেওয়া উচিত। কারণ তার যে একটা প্রতিক্রিয়া সেটা জনসাধারণের সার্থে ঘা পড়ে। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই যে বাফার ষ্টক যেটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য করা হয়েছে, সেটার কথা সরকার নূতনভাবে চিন্তা করুন এবং তার মধ্যে একটা কমিটি করে, এম, এল, এদের সংযুক্ত রেখে যাতে সেই কমিটি করা হয়, কারণ কখন কোন জিনিষ এই বাফার ষ্টক নেবেন কি নেবেন না, সেটা সেই কমিটি ঠিক করে দেবে, এবং তার দ্বারা কাজ আরও অনেক বেশী হবে এবং সেই ভাবে সরকার নির্দেশ দিতে পারবেন কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আজকে বেবীফুড এবং অন্যান্য অনেক জিনিষ যেগুলি বাজারে পাওয়া যাচ্ছেনা, সেইগুলি সম্পর্কে কিভাবে কি করতে হবে, এবং কি ভাবে এই একটা নির্দিষ্ট সরকারী কাঠামোর মধ্যে থেকে দ্রব্যমূল্য রোধ করতে হবে, তার জন্য আরও সক্রিয়ভাবে উপায় বের করতে হবে। আমি অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতাম, কিন্তু যেহেতু সময় দেওয়া হয়েছে, আমি আর বিশেষ কিছু বলছিনা। যে প্রস্তাবটা এসেছে, সেটা একটা আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন সদস্যরা যে সাজেশন এখানে দিয়েছেন, তার থেকে প্রয়োজনীয় যে অংশ আছে, সেটা সরকার গ্রহণ করুন এটাই আমার বক্তব্য। কিন্তু প্রস্তাবটা যেভাবে এসেছে, সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—অনারাবল ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে বিরোধী দলের সদস্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিস্থিতি নিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। দীর্ঘ বক্তৃতা উনি করেছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু সরকারের কাছে কোন কনক্রীট সাজেশন তিনি রাখেননি শুধু বক্তৃতা করে গেছেন কিন্তু কোন সাজেশন রাখা হয় নি। কাজেই এই রিজলুশানের সঙ্গে একমত নই। আজকে ত্রিপুরার দ্রব্যমূল্যের যে লিষ্ট তিনি দিয়েছেন—লবণ—৫০ পয়সা, মুগ ডাল—৩·০০, মশুর ডাল—২·২০ পয়সা, খেসারী ডাল—১·৪০, তেল ৬·০০, চিনি ৮/১০ টাকা কে,জি সেই সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, আমি এখানে বলতে চাই যে ত্রিপুরার সঙ্গে, ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যে মূল্য আছে, তার সঙ্গে ত্রিপুরার দাম অনেকটা কম। আমার এক বন্ধু কলিকাতা থেকে এসেছেন, উনি আমাদের এখানে ডালের দাম দেখে বললেন যে ত্রিপুরাতে অনেক কম। সারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার থেকে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্নতর, বলে, আমাদের ক্রয় ক্ষমতা হয়তো নাই, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটা ষ্টেইটমেন্ট রেখেছিলেন, সরকার সেই সম্পর্কে সজাগ, কালকের মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেইটমেন্টে সেকথা ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে উনারা হাউসে ছিলেন না, কিন্তু আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূলক বলে আমার মনে হচ্ছে। উনারা ওয়ানচু কমিটির রিপোর্টের কথা বক্তৃতায় বলেছেন। কিন্তু উনার বক্তব্যের সঙ্গে সেই ওয়ানচু কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য নাই। উনারা একটা ঠিক ঠিক রাজনৈতিক চক্রের মত করে এখানে প্রচারের জন্য এটা হাউসে এনেছেন। আমি বলছিনা যে উনারা যা বলেছেন, তার কোন কিছুই ওয়ানচু কমিটির রিপোর্টে নেই, যেখানে যেখানে চুরি, ডাকাতি হয়েছে, সেখানে ১১ জন যদি থাকে, তার মধ্যে হয়তো ১০ জনকে ধরা হয়েছে, আর একজনকে ধরা হয়নি, উনারা ঐ একজনকে যে ধরা হয় নি সে কথাই প্রচার করেন, আর দশ জনকে ধরা হয়েছে, সে কথা প্রচার করেননা, ঠিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই যে ওয়ানচু কমিটির রিপোর্ট এই হাউসে এনেছেন, এটা অসত্য। ঔষুধের দাম বাড়ছে বা ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না এই সব কথা বলেছেন, কিন্তু যারা এই ঔষধ পত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বাজারে দাম বাড়াচ্ছে সেই যে একচেটিয়া পুঁজিপতি, তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন কারা? আমরা দেখছি অমরপুরে একজন ঔষুধের দোকানদার শ্যামল সাহা নামে একজন লোক আছেন, কিন্তু এই হাউসে নাম করা ঠিক হচ্ছে কিনা আমি জানিনা, তিনি উনাদের দলের লোক, উনি সমস্ত ঔষধের দাম বেশী নিচ্ছেন কাজেই আমি অনুরোধ করব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যাতে প্রতিরোধ করা যায়, তার জন্য কনক্রীট সাজেশন রাখুন (রেড লাইট) এবং সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন। ডিভেলুয়েশান সম্পর্কে উনারা বলেছেন, কিন্তু আমরা দেখছি বর্ত্তমানে কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে ডিভেলুয়েশান এর পরিবর্তে, নো ভেলুয়েশান চলছে। চীনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেখানে এখন নো ভেলুয়েশান চলছে। কারণ ভারতবর্ষে পর পর তিনটি যুদ্ধ হয়ে গেছে, ১৯৬২ সালে, ১৯৬৫ সালে, ১৯৭১ সালে, তার ফলে এখানে

কিছুটা ডিভেলুয়েশানের প্রভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে নো ভেলুয়েশান চলছে। কাজেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না নিয়ে, সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন, যাতে এই খরা পরিস্থিতিতে আজকে ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানো যায়, মানুষকে রক্ষা করতে পারি, তার জন্য সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন। প্রস্তাব দিয়ে কোন কাজ হবে না, সহযোগিতা করুন, তাহলেই আমরা মানুষের উপকার করতে পারব! এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনসুর আলী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে বিরোধী দলের সদস্য প্রস্তাব এনেছেন—এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য ক্রমশঃ বেড়ে সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে যাওয়ায়, রেশনের চাউল ও গমের মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বেঁধে দেওয়া হউক এবং তদ্জনিত ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় আর্থিক ভর্তুকির পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করুক।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এই প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় এনেছেন, সেটা আজকের যে অভাব, দ্রব্যমূল্যের দর বেড়েছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনা, এটা আজকে আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এই দ্রব্য মূল্য ত্রিপুরায় বেড়েছে সেটা কি ইচ্ছাকৃত বেড়েছে, না সেটার অন্য কারণ আছে, সেইদিকে লক্ষ্য করে মাননীয় সদস্য দেখুন, তাহলে আমি আশা করি উনি এই প্রস্তাব নিজেই উঠিয়ে নিতে সম্মত হবেন। কারণ আজকে দ্রব্যমূল্য শুধু ত্রিপুরাতেই বাড়েনি, সমস্ত ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে খরার পরিপ্রেক্ষিতে, যে সমস্ত দ্রব্য ত্রিপুরার বাইরে থেকে আনতে হয়, এবং সেই সমস্ত জায়গাতে যেহেতু খরায় ঐ সমস্ত জিনিষপত্র কম হয়েছে, সেইজন্য দ্রব্যমূল্য বাড়ছে এবং যে সমস্ত দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, সেই সমস্ত জিনিষ ত্রিপুরায় সবসময়ই ঘাটতি। ত্রিপুরা যেখান থেকে ঐ সমস্ত দ্রব্য আনছে, খরা পরিস্থিতির দরুন এ' সমস্ত জায়গায় সেইসব জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি একটা কথা বলতে চাই, যে দ্রব্যমূল্য যে তুলনায় আজকে বাড়ছে তারা বলছেন, সমস্ত ভারতবর্ষের সংগে তুলনা করে বলছেন কিনা সেটা আমি সন্দেহ করি। আমি দেখেছি গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে জিনিষ পত্রের মূল্য যা ছিল এবং এইবার যে পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে এবং গত বছর আমাদের এখানকার যে পরিমাণ মূল্য ছিল এবার যা বেড়েছে তার সংগে আমাদের দূরবর্তী ত্রিপুরার যে ট্রেন ভাড়া তা যদি সামঞ্জস্য করে দেখা হয় তাহলে আমি মনে করি আজকের যে অবস্থা সেই অবস্থার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের মোটেই বাড়ে নাই। সেটা আজকে দেখার বিষয়। তা না দেখে শুধু দ্রব্যমূল্য বাড়ছে বলেই যদি মনে করেন যে আমাদের লঙগরখানা খুলতে হবে সেটা আমাদের সদস্যগণের পক্ষে উচিত হবে না। যে সাবসিডির কথা মাননীয় সদস্যগণ বলেছেন সেই সাবসিডি আমরা আগেই দিচ্ছি। তারা হিসাব করে দেখেছেন কিনা আমি জানি না, যদি দেখতেন তাহলে এই অবস্থার সঙ্গে যে

সাবসিডির কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশী সাবসিডি দেওয়া হয়। সেই সাবসিডির পরিমাণ আমরা যে চাউল বিক্রি করি এবং ভারতসরকার থেকে আনি তার পুরো দাম ১·২৯ পয়সা কে, জি। সেটা আমরা বিক্রি করি ১·২৬ পয়সা। গম আমরা ৯৪ পয়সায় খরিদ করে আনি, সেই গম আমরা এখানে বিক্রি করি ৮৯ পয়সা কে, জি,। তদুপরি গত বছর ডিসেম্বর থেকে এইবার ডিসেম্বর পর্যন্ত চাউল ৬, ৬৪, ২০০ টাকা ভর্তুকী দেওয়া হয়েছে। গমের ২,১১,০৫০ টাকা ভর্তুকী দেওয়া হয়েছে। এটা যদি তারা জানতেন এবং এই ৮ লক্ষ টাকা দিচ্ছি এবং আরও দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন তাহলে আমি বুঝতাম যে তাদের বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে এবং তারা বাস্তবিকই চান একটা কিছু হোক। যেখানে সাবসিডি দেওয়া হয়েছে সেটা না বলে আরও সাবসিডির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা জনসাধারণকে শুধু বিভ্রান্ত করার জন্য সেটা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও বলতেচাই যে আজকের জনসাধারণের খরা কবলিত দিক চিন্তা করে কৃষক সমাজ যাতে খরার মোকাবিলা করতে পারেন তার জন্য আমরা সর্বত্র রেশন শপের ব্যবস্থা করেছি এবং আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী রেশন শপ আমরা খুলেছি। শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি ত্রিপুরার পাহাড়ে যেখানে রেশন নেওয়ার সামর্থ নেই, যেখানে টাকা দিয়ে রেশনের চাউল কিনতে পারে না সেখানে আমরা তাদের রেশনের চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি মনে করি ত্রিপুরার সরকার জনসাধারনের বাঁচার পক্ষে এবং তাদের আজকের দুর্যোগের এবং বিপদের মোকাবিলার জন্য সচেতন সেটা অনস্বীকার্য। আমি আশা করি ত্রিপুরার মানুষ সেটা জানে যদিও মাননীয় সদস্যগণ ইন্দিরাজীর কথা পর্যন্ত উল্লেখ করছেন। ইন্দিরাজীর সমাজতন্ত্র তিন দিক দিয়ে চলে গেছে, এই সমস্ত কথা বলছেন কতগুলি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি জানতে চাই আজকে যে রিপোর্ট বিধান সভায় করা হয়েছে সেই রিপোর্টটা কোন পাবলিকের রিপোর্ট না গভর্ণমেন্টের রিপোর্ট। আমরা জানি গনতান্ত্রিক দেশের মানুষের কাছে কোন কথাই গোপন করা হয় না, গোপন করা উচিত নয়, যার জন্য ভারত সরকার আজকে কমিটি করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দর নির্ধারণ এবং দর বিবেচনা করার জন্য আজকে কমিটির রিপোর্ট আসছে। সেই দিকে লক্ষ্য করে যদি আপনারা চিন্তা করেন আমি আশা করি আজকে কংগ্রেস সরকার যে সমাজতন্ত্র তিন জিনিষের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন সেটা আমি মনে করিনা যে তাদের পক্ষে উচিত হয়েছে কারণ সমাজতন্ত্র শুধু তারাই চান যারা নাকি আজকে লণ্ডনখানার কথা চিন্তা করে, যারা নাকি ভিন্ন দেশের কথা চিন্তা করে তাদের পক্ষেই সম্ভব কারণ সমাজতন্ত্রে কোন পার্টির, কোন ব্যাপারের কথা আমি বলিনি। আমি বলতে চাই যে আমরা যারা সদস্য আমরা একজন সম্মানিত লোককে সম্মান না দিয়ে যদি গালাগালি করি তাহলে সেটা উচিত হবে না। সেটা কংগ্রেসের কথা বলাই উচিত ছিল। এক ইন্দিরাজীর কথা নয়, ভারতবর্ষের ৫৫ কোটি লোকের কথা এই সমাজতন্ত্রের কথা। কিন্তু সমরবাবু বারে বারে বলেছেন যে এটা ইন্দিরাজীর সমাজতন্ত্র। আমি তার জন্য দুঃখ

প্রকাশ করি সেটা ব্যক্তিগত কথা নয়, ইন্দিরাজীর সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষের ৫৫ কোটি লোকের জন্য (হীয়ার হীয়ার) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও বলতে চাই যে আমরা যে সচেতন ত্রিপুরা সরকার যে সর্বাগ্রে সেই চিন্তা করেছে তার দৃষ্টান্ত আমরা গত জুলাই মাসে দেখেছি যে আমাদের কংগ্রেস দলের সমস্ত সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল ত্রিপুরার খরার কথা। সেই অনুপাতে আমরা খরার মোকাবিলার জন্য আপ্রান চেষ্টা করে চলেছি। এটা আমাদের নিজস্ব ইচ্ছাকৃত নয় তার জন্য আমরা সচেতন ছিলাম। সেই হিসাবে আজকে ত্রিপুরার মানুষের খাদ্যের যাতে অভাব না হয় তার জন্য আমরা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরও ভয়াবহ যাতে না হয় সে জন্য রেশন শপের মাধ্যমে অন্য বছরের তুলনায় এবার আমন ৮ ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল বেশী দিতে হয়েছে। ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার এই খরা অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। আমি আশ্বাসও দিয়েছি যাতে ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে মরে তার সর্বপ্রকার চেষ্টা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। সেখানে সাবসিডি থাকা সত্বেও আরও সাবসিডি যারা বলেছেন আমি মনে করি তাদের বক্তব্য আমাদের মোকাবিলার ধরণ দেখে, আমাদের মোকাবিলার আগ্রহ দেখে, ভারত সরকারের সাহায্য করার চিন্তা ধারার কথা শুনে তারা আতঙ্কিত হয়েছে যে এইভাবে যদি কংগ্রেস এগিয়ে যায় তাহলে তাদের যে অস্তিত্ব ত্রিপুরায় আছে সেটা থাকবে কিনা আমি সন্দেহ করছি। সেই হিসাবে মাননীয় সদস্য মহোদয় আজকে সাবসিডি এবং লঙ্গরখানার প্রশ্ন এনেছেন। যেখানে যেখানে অভাব সেখানে আমরা টেষ্ট রিলিফের কাজ করছি। কৃষি ঋণ দিয়েছি, এটা ত্রিপুরার মানুষের কথা নয়, এটা সাবসিডির কথা। আজকে যারা বক্তৃতা করেছেন তাদের সেই কথা এবং তারা যাতে আমাদের কংগ্রেস সরকারের মধ্যে শরীক হতে পারে, তাদের যে নিয়ম কানুন, পূর্বের যে ধরণ, স্লোগান করে কংগ্রেস, আর তারা বলে আমরা এনেছি। তার জন্য তারা এই বক্তব্য এনেছেন বলে আমরা মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের যে সমস্ত জিনিষের দরকার, সেই সমস্ত জিনিষ মজুত আছে। আমরা আরও দিতে পারি অনেক দিন পর্যন্ত। সেই হিসাবে আমাদের ডাল আছে ১৫,০৪১ টন, লবন আছে ১০,০৫৪ টন, চিনি আছে ৭,০৭০ টন, তদুপরি আমাদের তৈলের দর বাড়তির দিকে চিন্তা করে ভারত সরকার এক হাজার টন সরিষা দিয়েছেন। সেই সরিষা আমরা নিজেরা ঘানি দিয়ে ভেঙ্গে যাতে তেলের দর বাড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা করছি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সব দিকে তৈরী আছি। আর একটা কথা বলেছেন যে পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের সুযোগ দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা জমাচ্ছে। এই কথা আমি জানিনা। পুঁজিপতিদের সরকার আয়ত্বে আনতে চায়, না এই কথা আমরা স্বীকার করি না। কেন স্বীকার করি না, কারণ তারা চায় দুর্নীতি করে আনতে—তারা চায় যে মানুষকে ভয় দেখিয়ে আনতে। আর আমরা চাই সেটা আইনের মাধ্যমে, মানুষের সহানুভূতির মাধ্যমে আনব। যেমন আমরা রাজাকে আইনের মাধ্যমে খতম করেছি, তালুকদারকে খতম করেছি, জমিদারকে খতম করেছি, বড় বড় ধনীদের

ব্যাঙ্কের টাকা রাষ্ট্রীয়াত্ব করেছি। কাজেই এই সব কাজ করতে হলে, কতকগুলি নিয়ম আছে, কতকগুলি আইন কানুন আছে, সেগুলি যদি আপনাদের জানা না থাকে, তাহলে আপনারা সেই সব আইন কানুনের বই পড়ে এখানে আসবেন। তাই আমি বলব যে আমরা এই সব সম্পূর্ণভাবে সচেতন আছি, সচেতন আছি অনেক পূর্ব থেকেই আর এই দায়িত্ব পালন করবে আমাদের ভারত সরকার এবং তার সংগে সহযোগীতা করবে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার। কাজেই আমরা সব দিক দিয়ে এর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত আছি, এবং এই ব্যাপারে কারো কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাই আমি বলতে চাই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, এটার আর কোন সার্থকতা নেই। এই বলে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় সদস্য বৃন্দকে আমার নমস্কার জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

MR. SPEAKER—Now, discussion on the resolution is cver. Now, I am putting the resolution to vote.

The question before the House is the Resolution moved by Shri Samar Choudhury that—এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্য ক্রমশ: বেড়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধে যাওয়ায়, রেশনের চাউল ও গমের মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বেঁধে দেওয়া হউক এবং তদ্জনিত ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় আর্থিক ভর্তুকির পূর্ণ দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করুক।

(The Resolution was put to voice vote and lost.)

MR. SPEAKER—Next Resolution is of Shri Nripendra Chakraborty. I would call on Shri Chakraborty to move that—ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, দীর্ঘ খরা জনিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, অবিলম্বে ত্রিপুরাকে দূর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করুন এবং তারজন্যে সকল প্রকারের রিলিফ ও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে আমার প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে রাখছি। আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে—ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, দীর্ঘ খরা জনিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, অবিলম্বে ত্রিপুরাকে দূর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করুন এবং তারজন্যে সকল প্রকারের রিলিফ ও অর্থ সাহায্য এর ব্যবস্থা করুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই খরা জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে একটা ষ্টেটমেন্ট রেখেছেন। এই ষ্টেটমেন্টের সংগে মুখ্য মন্ত্রীর সেই মধ্য রাত্রিতে যে ষ্টেটমেন্টে দিয়েছিলেন, আউস এবং জুম ফসল নষ্ট হওয়া সম্পর্কে, তার কোন মিল নেই। সেই ষ্টেটমেন্টে বলা হয়েছিল যে ১০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে এবং আমরা কেন্দ্রের কাছে ৩ কোটি সাহায্য চেয়েছি এবং তারপরেও আমন ফসল নষ্ট হয়েছে, এই কথা এই ষ্টেটমেন্টে স্বীকার করা হয়েছে। আমন ফসল কত নষ্ট হয়েছে সেই সম্পর্কে ষ্টেট কংগ্রেস কমিটি একটা বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে শতকরা ৭৫ ভাগ আমন ফসল নষ্ট হয়েছে। আর এই আমন হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মেইন ফসল। তাহলে নিশ্চয় আমাদের ১০ কোটি টাকার আউস এবং জুম ফসল নষ্ট হয়েছে এবং তার সংগে আমনের জন্য আরও ১০ কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে, মোট সবগুলি মিলিয়ে আমাদের নিশ্চয় ২০ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। এই যদি হয় তাহলে আমাদের আগের ৩ কোটি টাকা আর এখন আমনের জন্য আরও ৩ কোটি টাকা মোট এই ৬ কোটি টাকার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী উঠা উচিত। অর্থাৎ মুখ্য মন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে আমাদের কেন্দ্রের কাছে মোট ৯/১০ কোটি টাকা দাবী করা উচিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মুখ্য মন্ত্রীর বিবৃতিতে আমরা দেখছি যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে সাহায্য চেয়েছেন, সেই সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে একটা হিসাব দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্র আমাদের জন্য সর্বসাকুল্যে মাত্র ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং তাতে নাকি আমাদের ডিসট্রেসড রিমুভড টু দি গ্রেট এ্যাকসটেন্ট। অর্থাৎ তাতে আমাদের অভাবটা অনেকাংশে পূরণ হয়ে গেছে। এবং আমাদের সৈন্যরা, বি, এস, এফেরা এই অভাব মোচন করবার জন্য ভীষণভাবে কাজ কর্ম করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তারপরেও আমরা যখন দেখি যে মুখ্য মন্ত্রী বলছেন অন্যান্য ষ্টেটের সংগে তুলনা করলে আমরা যা পেয়েছি, তা কল্পনা করা যায় না, আমরা সামান্য মাত্র ১৬/১৭ লক্ষ লোক, তার তুলনায় ২ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই যে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন রাজ্য কোনটা আছে, যেখানে মাত্র ৪ পার্সেন্ট জমি হচ্ছে ইরিগেটেড। এই হাউসে যে তথ্য সরকার পরিবেশন করেছেন, তার থেকে আমি বলছি যে শতকরা ৪ ভাগ আমি ইরিগেটেড, যে রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষক কৃষির উপর নির্ভরশীল, যে রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৭০ জন লোকের জমি ৫ কাণি বা তারও কম। আবার সেই জমির টিলাও আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন রাজ্য আছে নাকি যেখানে শতকরা ৭০ জনের জমি ৫ কানি বা তারও কম? এত আমার তথ্য নয়, এটা তো সরকারের রেভিনিয় ডিপার্টমেন্টের দেওয়া তথ্য, যেটা এই হাউসে পরিবেশন করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ জমি কালটিভ্যাবল ল্যাণ্ড আর বাকী ৭০ ভাগ জমিই চাষ উপযোগী নয়। আবার এই ৩০ ভাগের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬০ ভাগে আমরা দেখছি

একটা ফসল হয় আর বাকী ৪০ ভাগের মধ্যে যদি ভাল বৃষ্টি হয় তাহলে ফসল হয় না হয় তো কিছুই হয় না। এটাও আমার তথ্য নয়, এটা সরকারী তথ্য আমি এখানে বলছি। কাজেই আমি জানতে চাই এমন রাজ্য কোথাও আছে নাকি যে প্রতি এক হেক্টারে জমিতে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রডাকশান হচ্ছে ১·১৬ টন আর সেখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে মাত্র ·১১ টন. এটাও সরকারী তথ্য স্যার, যে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন রাজ্য নেই যেখানে এত কম ফসল হয়। আমি জানতে চাই, এমন রাজ্য আছে নাকি, যেখানে ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮৫, ৬৪০ জন ভূমিহীন? এমন রাজ্য আছে নাকি যেখানে ট্রাইবেল পপুলেশানের মধ্যে শতকরা ৫০ জন হচ্ছে জুমিয়া। এটাও আমার তথ্য নয়, স্যার। এটা সরকারী তথ্য যেটার থেকে আমি এই সব কথা বলছি। এর পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমরা সমস্ত ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী টাকা পেয়েছি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এমন রাজ্য আছে নাকি যার সমস্ত লোক সংখ্যার সবটাই হচ্ছে উপজাতি আর প্রাক্তন উদ্বাস্তু যারা এখানে আগে থেকে এসেছে। অথচ এটা তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে এই রাজ্যের মধ্যে কোন ইণ্ডাস্ট্রি নেই, এই রাজ্যের মধ্যে অন্য কোনও অকুপেশান নেই, এই রাজ্যের মধ্যে ৩০ হাজার বেকার রয়েছে। কোন কোন সদস্যের মুখে এই রাজ্যের কষ্ট অব লিভিং সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য শুনে আমরা আরও আশ্চর্য হলাম। কাজেই তাঁদের এইসব কথাবার্ত্তা শুনে ত্রিপুরা রাজ্যকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়। তাঁদেরই একজন বলেছেন যে কলকাতা থেকে এখানে নাকি জিনিষপত্রের দাম খুব সস্তা। আমি অবশ্য কলকাতার সঙ্গে এখানকার তুলনা করতে চাই না। কিন্তু কলকাতায় এখন কি সি. পি. এম. রাজত্ব চলছে? সেখানে তো সর্ব্বভারতীয় এই যে কংগ্রেস দল, তারই রাজত্ব চলছে। কলকাতায় যদি জিনিষপত্রের দাম বেশী হয়, তাহলে সমস্ত ভারতেই সেটা বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই কলকাতায় এখান থেকে জিনিষপত্রের দাম বেশী বলে আলোচনা করে আমরা এখানে অনেক সুখে আছি যারা বলছেন, তাঁদের মনে থাকা উচিত যে কলকাতায় এখন কাদের রাজত্ব চলছে। কলকাতায় অন্য কোন দলের রাজত্ব চলছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, কেন্দ্রীয় কি করেছেন, তাঁরা গত জুলাই মাসে একটা ষ্টাডি টিম পাঠিয়েছেন, তাঁদেরকে খরা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হল না। আগরতলা শহরের আশেপাশে এবং বড় জোর উদয়পুরের কিছু এলাকায় তাঁদেরকে ঘুরিয়ে দেখানো হল, কিন্তু আসল যে খরাপীড়িত অঞ্চল, সেইসব জায়গা তাঁদের দেখানো হল না। আমি নিজেই প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনি ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা? আপনি তো শিলং গিয়েছিলেন, আপনার তো না জানার কথা নয়। প্রধান মন্ত্রী ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছু জানেন না। এমন কি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও আসেন নি—শিলং থেকে আমাদের আগরতলা কতটুকু?

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি এবং দেখে খুশী হয়েছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অন্ততঃ

একটা কাজ করেছেন ষ্টারভেশান ডেথ সম্পর্কে তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি। আমি ৯৫ জনের নাম পেয়েছি এবং আমি জানি এখানকার যে মন্ত্রী আমার জবাব দিবেন, এখানে উঠে দাঁড়িয়ে বলবেন যে এসমস্ত মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু, এঁরা অসুখে মরেছে। আমি নিজে চার বার অনশন করেছি এবং আমি জানি অনশন যে আমরা করি, গ্রামের লোকরা সে অনশন করেন না। অনশনে যারা থাকে, তারা তো গাছপালা খান, যা খেতে পান তাই খান এবং সমস্ত মৃত্যু তো ডিউ টো ফেইলিউর অব হার্ট। কাজেই ডাক্তারকে যদি বলা হয় তিনি তো বলবেন হার্ট ফেল করে তিনি মারা গেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে একটি সারকুলার আছে, আমি খুশী হতাম, সেক্রেটারীকে যদি আমি এখানে দেখতাম, সকালবেলা আমি দেখেছিলাম। তাঁরই সারকুলারে তারই রিমার্ক। দেশ উইকলি—দেশে রিপোর্ট করা হয়েছে, The total number of starvation death in the state stands at 96. মিসেস লক্ষ্মী রাণী বিশ্বাস ওয়াইফ অব ননীগোপাল বিশ্বাস, বাটারজলা কলোনী, সোনামুড়া সাবডিভিশান। টাইপ অব স্টারভেশান, দি টেনথ নভেম্বর এবং তারপরে মনমোহন দেববর্মা—দি রিমার্ক অব চাফ সেক্রেটারী ইফ কোড নিড কনট্রাডিকশান। কাজেই আফটার টেইকস অব ফেক্টস টু দি কনট্রাডিকশান দাও এবং সেটা আবার পাঠালো জে, সি, রায়ের কাছে ৪-১২-৭২ তারিখে। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট যে কাইগুলি কম্পলাই এস কুইকলি এস পসিবল্। তারপরে দেখি যে ৪ তারিখে ডি, এম-এর কাছে। এইটা কনট্রাডিক্ট করতে হবে কেন? লোক না খেয়ে মরেছে তার কনট্রাডিক্ট করতে হবে কেন? কেন খোঁজ খবর নিলেই তো পারেন। কারণ ব্রিটিশ শিখিয়েছে অনাহারে মৃত্যু হলে সেখানে কনট্রাডিক্ট করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি চান আই উড প্লেস এ রিপোর্ট। মাননীয় স্পীকার স্যার যাদের ছেলেমেয়ে মরেছে, যাদের স্বামী মরেছে, তারা চিঠি লিখেছেন যে নরেন্দ্র সরকার নামে যে লোকটি মরেছে তার স্ত্রী লিখেছেন, তিনি আমার স্বামী এবং তার অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। দশদিন অনাহারে থাকার পর তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, যার মা মারা গেছেন তিনি লিখেছেন যে তারামণি ভিল নামে যে মহিলাটির মৃত্যু হয়েছে তিনি আমার মা, তিনি অনাহারে মারা গেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনাহারে মৃত্যুর প্রতিবাদ করার কারোও ক্ষমতা নেই। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সত্য। আমাদের এখানে খরা পরিস্থিতির কোন এসেসমেন্ট হয় নাই। কিন্তু আমরা এসেসমেনট করেছি এবং সেটা বেসরকারী। আমরা কৃষকের ঘরে গিয়েছি। কেন ফসল হয়নি আমরা তা নিজেদের চোখে দেখেছি। আমি বি, ডি, ও দের জিজ্ঞাসা করেছি, এস, ডি, ও কে জিজ্ঞাসা করেছি আপনারা ক্রপ-কাটিন করলেন না কেন, কত ফসল হয়েছে আপনারা দেখলেন না কেন। একজন এস, ডি. ও একজন বি, ডি, ও আমাকে বলেন নি, না অমরা দেখেছি কত ফসল কম হয়েছে। কারণ ওরা জানে যে ওরা সরকারের কাছে কোন দায়িত্ব নিয়ে হাজির হতে হবে না। ত্রিপুরার প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত অবস্থা সরকারকে ওরা

জানতে দেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিয়েছে সে টাকা কিভাবে খায়েল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অনেক ফিগার দিয়েছেন এত টাকা খরচ হয়েছে। আমরা যা দেখছি জি, আর অধিকাংশ ১০ টাকা, তারপরে এইটায় খরচ বাবদ অধিকাংশ হচ্ছে ২০ টাকা, সিড ১০, কৃষি লোন ২০০ থেকে ৪০০ টাকা এবং কিছু ক্রেশ। কিন্তু আজকে অধিকাংশ জায়গায় এই সমস্ত সাহায্য কম হয়েছে। হাজার হাজার লোক বি, ডি, ও-র অফিস এস, ডি, ও-র অফিসে গিয়ে ধর্না দিচ্ছে এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং সেই ব্রিটিশ আমলের মত খরাক্লিষ্ট লোক আগরতলায় পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী ক-অপারেশনের কথা বললেন আমি জানি না। আমাকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে অন্যান্য মন্ত্রীরাও ছিলেন সেখানে বলা হল যে কঅপারেশান করুন। আমি বলেছিলাম যদি আমাদের সাজেশান নেওয়া হয়, আমরা বললাম নির্বাচিত গাঁওসভার অধিকাংশ গাঁও প্রধানই করাপটেড। কিন্তু নির্বাচিত সভা আছে ১০ জনের কমিটিতে যদি তারা ভুল করে তাদের ভুলকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু গাঁও প্রধানদের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া যায় না। আপনারা নির্দেশ দেন আপনাদের কর্মচারীকে। আমি ডি. এম. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনারা কোন নির্দেশ পেয়েছেন কি না। তিনি বললেন আমরা পাইনি। আজ পর্যন্ত এই সরকারের কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে আমরা মূল্য দেব আমরা পঞ্চায়েতের সহযোগিতা কামনা করবো কি ভাবে আরেকজন মন্ত্রী তিনি যাচ্ছেন টাকার জন্য, গিয়ে তিনি বললেন এসো আমি তোমাদের দাদন দিচ্ছি, দাদনের টাকা দিচ্ছি এবং তিনি কিভাবে দাদনের টাকা দিলেন রতন জমাতিয়া তিনি দাদনের টাকা পেলেন, তার ছেলে পেলেন, তার মা পেলেন অথচ এদের জমি আছে এরা সব জুমিয়া দাদন পেলেন। হিরণ দেববর্মা তিনি পেলেন, তার ওয়াইফ পেলেন, তার শালীরাও পেলেন। হরিরাম কলই তিনি তিন বার পেলেন। তিনজন মেমবার আছে ধনকুমার রজাক তিনি পেলেন। মিনিষ্টার মুক্তাহরি জামাতিয়ার বাড়ী থাকলেন,

মিঃ স্পীকার—শর্ট করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের তরফ থেকে আমি একজনই বক্তা। আমাকে একটু সময় দিতে হবে। কারণ এইটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কাজেই আমাদের পক্ষ থেকে আমি একজনই বলবো। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে ৫০০ টাকা এস. ডি. ও দিলেন, হাতীতে সেখানে থেকে চলে আসলেন। তারপর দেওয়া হলো সুধীর দেববর্মাকে তিনি ৪ টাকা করে পেলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, হবেন্দ্র রায় গুপ্ত তিনি ২২—৫০ করে ৩৫ জনকে এগ্রিক্যালচার লোন দিলেন। তাদের থেকে ২২—৫০ করে কেটে নিয়েছেন। তাদের নাম যদি চান নাম দিতে পারি। যদি সময় থাকতো তবে মেম্বারের নাম এবং

তিনি হচ্ছেন সেখানকার সরকারের যে ত্রাণ কমিটি করেছেন পঞ্চায়েতকে বাই পাস করার জন্য পঞ্চায়েতকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তিন জন দালাল দিয়ে এই ত্রাণ কমিটির তিনি হচ্ছেন সেক্রেটারী। ৭ই আশ্বিন সসিয়্যাল বিনয় রায় গেলেন তার বাড়ীতে, মনমোহন দেববর্ম্মার বাড়ীতে তিনি হচ্ছেন রাজ্য কংগ্রেসের একজন সম্পাদক, তার বাড়ীতে—

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—কারও নাম বলবেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—এই রকম অনেক আলোচনা হয়েছে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—যিনি এখানে উপস্থিত নেই তার নাম বলবেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কিছুক্ষণ আগে এখানে আলোচনা হয়েছে। কি করে সমর সাহার নাম এখানে আলোচনা হয়, আপনি চেয়ারে ছিলেন না, আপনি প্রতিবাদ করেছেন। সমর সাহাকে যে চোর বলা হলো।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—উইতড্র করুন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—এক রকম রুলিং দিবেন, এস, আর চক্রবর্তীর সম্বন্ধে কি আলোচনা হয়েছিল বলুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেসের একজন রাজ্য কমিটির সেক্রেটারী তার বাড়ীতে বসে জুমিয়াদের টাকা দেওয়া হলো এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে সুবল কিশোর দেববর্ম্মা ৩০ টাকা করে নিয়েছে। ব্রজলাল কলই তিনি উপস্থিত নেই, জাল সই দিয়ে তার নামে টাকা নেওয়া হলো। তদন্ত করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষিঋণের দরখাস্ত মতাইয়ের যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে আসতে হবে। তার কি হচ্ছে ফরম—এ ৫০ টাকা না ৫০ পয়সা, ভোটার নামবার লিখবে তার জন্য ৫০ পয়সা। রাইটার্স ফি ৫০ পয়সা, ১৫০০ টা পিটিশান—কত পয়সা হয় হিসাব করে দেখুন এবং কল্যাণপুরে সেখানে নন্দু দেববর্ম্মার মাধ্যমে ৪০ টাকা করে ২০ জনের কাছ থেকে কৃষি ঋণের টাকা নেওয়া হলো। এস, ডি, ও জানান, এস, ডিও তদন্ত করবেন এবং প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তার কোন খবর আজ পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, আর এর কথা বলা হয়েছে। সে অনেকদিন

কীর লক্ষ দিন জানিনা কিন্তু কিভাবে হয়েছে টি,আর ডুন উইতআউট ওয়ার্ক। কাজ না করে টি, আর, এর টাকা নেওয়া হয়েছে। নাম চান। বিজয়নগর তারানগরের নারায়ণ দেব, স্বপন দাস, শংকর দাস, শশীমোহন দাস, চণ্ডী দেববর্ম্মা অসংখ্য নাম, তারাও কাজ না করে টাকা নিয়েছেন। যারা কাজ করেছে তারা টাকা পায় নি। আমি ডি এম কে লিখেছি আজকে পর্য্যন্ত জবাব পাই নি। গান্ধীগ্রামে ৪৯৪ জন কাজ করেছে এর মধ্যে মনীন্দ্র চক্রবর্তী প্রমোদ দে এক পয়সা পেলেনা। তিন দিন কাজ করে এক পয়সাও পেলেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, জুট ট্র্যাডিং ষ্ট্যাণ্ড করা হচ্ছে। টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৩৫০ টাকা, ৩২৫ টাকা খরচ করছেন কিরন সিং, রবি দেববর্ম্মা, একজন সেক্রেটারী, একজন বি, এল ডব্লিউ এবং কংগ্রেস নেতা। শুধু এখানে নয়, সুদূর চাওমনুতে দেখছি, সেখানে মঞ্জুর চৈলেংটাতে ২৬৭০ টাকা বরাদ্দ এর মধ্যে ১২৫০ টাকা। বাকী টাকা কৃষি ঋণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, জি, আর এর কথা বলা হয়েছে, অনেক জিলাতে আমি নর্থের ডি, এম, কে লিখেছিলাম যে মশায় জলধর রায়, তিনি ডাক্তার, রায়মোহন পাল, হোটেলের মালিক, মোহন লাল দে তিনি বড় জুতদার এবং ব্যবসায়ী। কানু দে, তিনি কনট্রাকটার, নিত্যানন্দ সাহা তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী। কি করে ৩০ টাকা জি, আর, টাকা পেলেন। ৩০ টাকা করে জি, আর পায় কি করে? এস, ডি, ও বলেছেন তদন্ত করব। ১০ টাকা করে আমরা পেতে পারিনা কিন্তু বড় বড় কন্ট্রাক্টার জন্য, বড় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য, বড় বড় ডাক্তারের জন্য ৩০ টাকা পাওয়া যায়। পঞ্চায়েতকে টোটালী ইগনোর করেছে। জি, আর' এর টাকা দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করানো হয়েছে। আমার এলাকার কথা বলতে পারি, আসারামবাড়ী এলাকায় গোলকপ্রধান বলে একজন, তার বাড়ীতে বাগানবাড়ী তৈরী করার জন্য সেখানে সাত আটজন লোককে কাজ করানো হয়েছে। এখানে বিশালগড় শৈলেশ সাহার বাড়ীর সামনে—সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে টি, আর এর টাকায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বামুটিয়ায় এইসব কাজ হবে, যেখানে পঞ্চায়েত আছে, সেই পঞ্চায়েতে 'এর প্রস্তাব হয়েছে, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বামুটিয়ায় কয়টি লোক কৃষি ঋণ পেয়েছে. কয়টি লোক দাদন পেয়েছে, কয়টি লোক টেষ্ট রিলিফের কাজ পেয়েছে অথবা জি, আর পেয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে হবে। সেখানে গাঁওসভা থেকে প্রস্তাব এসেছিল, এবং সেই প্রস্তাব থেকে একটা নামও বলতে পারেন যে টি, আর, দাদন কৃষি ঋণ ইত্যাদি পেয়েছে, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি একটি নামও পায় নাই। এস, ডি, ও সদর, তিনি কংগ্রেসের গোলাম হিসাবে কাজ করছেন। তিনি সমস্ত কাজ কংগ্রেসের হুকুম মত করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সীডস দেওয়া হচ্ছে। আমার আসারামবাড়ীতে কৃষ্ণ তেলেংগা, গংগাধর, এক মণ সীড দেওয়া হয়েছে, সেটা তাকে চার মণ প্যাডিতে সুদ করতে হবে, তাকে চার মণ প্যাডি ফেরত দিতে হবে, সেখানে সীডস দাদন হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং তার কাছ থেকে ব্ল্যাঙ্ক কাগজে

সিগনেচার নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার ওভার ফ্লোর পিটিশান ইগনোর করা হয়েছে। জলের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, মনে হয় উনারা সমস্ত জলের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সীজন্যাল বাঁধ কথাটা কি? যে ছড়ায় জল নেই. সেখানে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে আর যেখানে জল আছে, সেখানে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে না। কেবল টাকা নেওয়া হচ্ছে। ছড়ার উপর বাঁধের নাম করে যেখানে হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে দুই শত টাকার খরচ করা হচ্ছে. আর বাকী টাকা লুটেপুটে খাচ্ছে। তথ্য চান আমি তা দিতে পারব।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—আপনি এত সময় নিলে অন্যান্য বক্তারা বলতে পারবেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার পক্ষ থেকে আমিই একমাত্র বক্তা, আমাকে সময় দিতে হবে।

পাম্পিং সেট দিচ্ছেন। বলা হয়েছে অনেক দিয়েছেন, খবরের কাগজেও দেখেছেন, কোন টেকনিক্যাল এ্যাডভাইস নেওয়া হয়নি। কাদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে? যেসব কনট্রাক্টাররা মরে গিয়েছিল, সেইসব কনট্রাক্টাররা সেট কমিটির মেম্বার হবেন। কাজেই তাদের মাধ্যমে পাম্পিং সেট বিলি করতে হবে। এবং কৃষকের ঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অচল। তদন্ত দাবী করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কোন কিছু জানানো হয় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে এখনও গভর্ণমেন্ট তাঁর এরিয়ার ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করার জন্য জুলুম চালাচ্ছে। কুমীর পাতার উপর ট্যাক্স। খোয়াই ১০ হাজার মানুষ কুমীর পাতা বিক্রি করে খায়। একদিন পাতা সংগ্রহ করার জন্য তাদের থেকে এক টাকা, দুই টাকা করে নেওয়া হয়। তারজন্য জংগলে বসে থাকে তাদের ধরে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং তাদের উপর জুলুম করার জন্য, একটা অস্বাভাবিক। এবং এগ্রিকালচারেল লোন—পুরানো ঋণ না দিলে লোন দেওয়া হবেনা। জুলাইবাড়ীর কৃষকদের থেকে আমি দেখেছি কিভাবে টাকা নেওয়া হয়েছে। সাক্রমের ফুলছড়িতে, নাম হচ্ছে রমানাথ চৌধুরী. তার থেকে ২০০ টাকা নেওয়া হয়েছে এই কৃষি ঋণ নেওয়ার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুরে সাধন ত্রিপুরা একটা টাইপ এর জন্য কাগজ যাতে দরখাস্ত করতে হয়, তার জন্য তিন টাকা দিতে হয়েছে. সেই কাগজ নেওয়ার জন্য। কিভাবে লুট করা হচ্ছে কৃষকের নামে। ৫০ পারসেন্ট কৃষক পাচ্ছে, আর ৫০ পারসেন্ট পাচ্ছে কংগ্রেস লোকেরা। সমস্ত জায়গায় এটা চলছে, তার প্রমাণ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কো-অপারেটিভকে কমলপুরে নোটিশ দিয়েছে। আমি ডিষ্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট'কে লিখেছিলাম, উনি বলেছেন আমি কিছুই করতে পারিনা, দরকার হয় আপনি রেজিষ্ট্রারকে লিখুন। আমি জানিনা কেন গভর্ণমেন্ট তাদের কোন নির্দ্দেশ দেন না।

MR. SPEAKER—I think you are going to finish your speech ;

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—দুই মিনিট স্যার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, রেশনের চাউলের কথা বলা হয়েছে। গংগানগর একটা রেশান সপ, যার ডীলার হচ্ছেন চন্দ্রমোহন চৌধুরী, আমি সেখানে গেলাম, এক মুঠো চাউল নেই। সমস্ত চাউল খোয়াই বাজারে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে, আমবাসায় বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে এবং যখন চাউল চাওয়া হয়েছে. তখন তাদের দাদনের রেটে ২.৫০ টাকা হিসাবে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে যে তোমার যখন জুম উঠবে তখন ২.৫০ হিসাবে দাম দিতে হবে। বিভূতি চন্দ, মানিক ভট্টাচার্য, ইত্যাদি তারা বেনামিতে রেশান এর দোকান চালাচ্ছে এবং লুটপাট করে নিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সমস্ত অস্থাবর যা কিছু ছিল লাগু ইত্যাদি সমস্ত মহাজন নিয়ে গেছে। আমি যখন গিয়েছি তখন দেখেছি যে জুমিয়াদের যা কিছু ছিল সমস্ত তুলে দিতে হয়েছে মহাজনদের বাড়ীতে। পাট, ধান যেটুকু হয়েছিল তাদের তুলে দিতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ছামনুর আনন্দবাজার এলাকায় গিয়ে দেখলাম ১৬টি পরিবার তিনটি মহাজনের হাতে সমস্ত জমি দিয়ে তারা সমস্ত জুমিয়া হয়ে গেছে। সেখানকার লক্ষণ রায় বারীন্দ্র দাস ইত্যাদি তাদের সমস্ত জমি নিয়ে নিয়েছে। ঐ এলাকার যিনি এম, এল. এ, আছেন জিজ্ঞাসা করুন তাকে। তিনি তাদের খুঁটি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কাশীরামপুরে ১৬ টি পরিবার সমস্ত জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। এক টিন ধানের জন্য ছয় টিন ধান তাদের দিতে হয়। চার মাসের মধ্যে এক টিন ধানের জন্য ছয় টিন ধান দিতে হয়। এই হচ্ছে সেখানে মহাজনী রেট। এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা অনেক কিছু করছি। বলতে পারবেন যে একটা মহাজনকে আপনারা জেলে পাঠিয়েছেন? কত সি, পি, এম, তো জেল খাটিয়েছেন। কিন্তু বলতে পারেন যে একটা গুণ্ডা, একটা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, যারা এই সমস্ত মহাজনী করছে, যারা ক্ষুধার্ত মানুষের গ্রাস নিয়ে যাচ্ছে তাদের একটাকে আপনারা জেল খাটিয়েছেন? যারা দাদনের টাকা থেকে খায়, যারা কৃষিঋণের টাকা থেকে খায় সেই লোকগুলি আপনাদের দলের মধ্যে থেকে দলবাজী করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোয়াই গিয়েছেন তিনবার। কিন্তু সেখানে যে জল নেই সেই জল দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য তিনি কিছুই করেন নি। লজ্জা করে না বলতে? তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমার রুমটা বড় হবে না সুখময়বাবুর রুমটা বড় হবে তাই নিয়েই তারা ব্যস্ত আছেন। কিন্তু একটা খবর নিতে পারেন নি যে খোয়াইয়ে একটা জলের কল আছে কিনা। আজকে ২৫ বছরের নোংরা রাজত্বের চেহারা এই খরা। খরা হয় না পৃথিবীর আর কোন খানে? যদি জলের ব্যবস্থা থাকে তা হলে খরা কি করতে পারে? ২৫ বছরের নোংরা রাজত্ব আজ খরায় প্রকাশ হয়েছে। এবার মানুষের

সুযোগ হয়েছে যে ধনতান্ত্রিক সরকার, যে সরকার অল্প কয়েকজনের স্বার্থ দেখে, ধনীদের স্বার্থ দেখে সে সরকারকে আজকে পাল্টাবার জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আপনাদের মধ্যে যারা সুস্থ লোক আছেন, এই হাউসের মধ্যে যারা হৃদয়বান লোক আছেন তারা আজকের দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রের কাছে দাবী করুন। ত্রিপুরার সত্যিকারের চেহারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরুন। শুধু পায়ে তেল দিলে হবে না. যে আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে রাখুন তা হলে আপনাকে ১০ মন তেল পায়ে দেব। তাহলে ত্রিপুরাকে বাঁচাতে পারবেন না, শুধু গদীতে বাঁচাতে পারবেন গদীকে বাঁচাতে হলে ত্রিপুরার সত্যিকারের চেহারা ত্রিপুরার ২৫ বছর যে কিছুই হয়নি তার চেহারা, শতাধিক লোক না খেয়ে মরেছে সেই চেহারা দুর্ভিক্ষ এলাকার ভিত্তিতে এই ত্রিপুরার মানুষ সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সেই মানুষকে বাঁচাবার জন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখব যে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সমস্ত শোষক আছে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও সাহায্যের জন্য চলুন, যদি বলেন আমরা এক সংগে দল বেঁধে দিল্লী যাব। কেন আলাদাভাবে যাব? তারা জানুক যে আমরা না খেয়ে মরতে দিতে পারি না এবং আমি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই প্রস্তাবটা রাখছি এবং আমি মনে করি এই প্রস্তাবটা কোন দলের স্বার্থে নয়, কোন ব্যক্তির স্বার্থে নয়, সমগ্র ত্রিপুরার স্বার্থ এই প্রস্তাবটাতে রাখছি।

শ্রীসুবল বিশ্বাস— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন—"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে. দীর্ঘ খরা জনিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, অবিলম্বে ত্রিপুরাকে 'দুর্ভিক্ষ এলাকা' বলে ঘোষণা করুন এবং তার জন্য সকল প্রকারের রিলিফ ও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করুন।" এট প্রস্তাব সম্পর্কে উনি যে তথ্য এবং পথ্য পরিবেশন করেছেন সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে উনি বলেছেন যে, সমগ্র ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হোক। উনি সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ হত এলাকা ঘোষণা করতে গিয়ে তার এলাকা এবং আর মাত্র দুয়েকটা জায়গার কথা বলেছেন। এর বেশী তিনি উদাহরণ দিতে পারছেন না। কাজে কাজেই সমস্ত ত্রিপুরায় যদি দুর্ভিক্ষ তাহলে সমস্ত ত্রিপুরার কথাই বলতেন। আমি দেখছি ছামনু আর উনার এলাকা আর মাত্র দুয়েকটি জায়গার কথা বলেছেন। কাজে কাজেই এই কথাটার মধ্যে যুক্তি কতটুকু জানিনা। তবে উনি বলছেন জি, আর, দশ টাকার বেশী দেওয়া হয়নি, দাদন ২০ টাকার বেশী দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমি জানি কৈলাসহর ব্লকের মধ্যে ১০ টাকা ২০ টাকার নীচে কেউ জি, আর পায়নি। আমি জানি এমন লোকও আছে তাদের প্রতিমাসে ২০ টাকা করে আমরা দিয়েছি। ৩০ টাকা এবং ৫০ টাকা পর্যন্তও আছে। কাজেই যে কথাটা তিনি উল্লেখ করেছেন, যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন সেই উদাহরণগুলি ঠিক ঠিক উনার প্রস্তাবের সংগে সংগতিপূর্ণ আছে

বলে আমি মনে করছি না। আর একটা কথা বলতে চেয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ কানির বেশী জমি নাই। জমি ভারতবর্ষের কোথাও নাই। ইরিগেশনের যে জমি আছে এখানে অন্য কোথাও এত জমি নাই। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেন নি যে ভারতবর্ষের অন্য কোন ষ্টেটে অর্থাৎ পার্টিশান হওয়ার পরে ভারতবর্ষের অন্য কোন ষ্টেটে ত্রিপুরাতে যত লোক এসেছে অন্য কোন ষ্টেটে এত লোক আসে নাই।

কাজেই দেখা যায় ত্রিপুরাতে যত লোক এসেছে, সামান্য একটা ছোট জায়গায় তুলনামূলকভাবে অন্য কোন ষ্টেটে তত লোক আসে নি। এই কথাটাও যদি বলতেন তাহলেও আমরা বুঝতাম যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা, এগুলি শুধু আজকের খরা জনিত অবস্থার জন্যই নয়. এই সমস্যার পিছনে আরও অনেক কারণ রয়েছে। কাজেই আজকের খরা জনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সরকার কিছু করতে পারছেন না, এটা ঠিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস সরকারকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সমস্যার সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে এবং সেই লক্ষ লক্ষ লোককে জায়গা দিতে হয়েছে এবং তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কাজেই অন্যান্য ষ্টেটের তুলনায় ত্রিপুরার যে সমস্যা বিশেষ করে উদ্বাস্তু সমস্যা অন্য কোন ষ্টেটের ছিল না। আর একটা কথা তিনি বলেছেন যে কংগ্রেস সরকার কিছু করছেন না। স্যার, দেশ বিভাগ যখন হল তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য ষ্টেটগুলি যেমন, পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার উড়িষা এবং আরও অন্য ষ্টেট যেগুলি রয়েছে, সেগুলির তখনকার চেহারা বা তখনকার যে ফাউণ্ডেশান ছিল, আমাদের ত্রিপুরাতে সেই ধরনের কোন ফাউণ্ডেশান ছিল না বল্লেই চলে। অর্থাৎ দেশ বিভাগের পর ত্রিপুরাকে একটা জিরো পয়েন্ট থেকে অগ্রসর হতে হয়েছে, জিরো পয়েন্ট থেকে এখানকার কংগ্রেস সরকারকে কাজ করতে হয়েছে। আর এই জিরো পয়েন্ট থেকে আরম্ভ করতে গিয়ে এই সরকারকে রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে সব কিছু নতুন করে করতে হয়েছে। কাজেই এখানকার তখনকার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অন্যান্য ষ্টেটগুলি আরও অনেকগুণ এগিয়ে গেছে। কাজেই শুধুমাত্র খরা পরিস্থিতির জন্যই আমাদের এই দুরাবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে, এই কথা যদি বলা হয়, তাহলে আমি মনে করি সত্যের অপলাপ করা হবে। মাননীয় সদস্য এখানকার জুমিয়াদের কথা বলেছেন. তিনি বলেছেন যে তারা জুম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার যে জুমিয়াদের জন্য কিছু করছেন না, এটা আমাদের বিরোধী দলের লোকেরা হয়তো অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে সরকার যে তাদের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করছেন, তাতে আপনারা কি কোন সহযোগিতা করছেন? এইং সহযোগীতার দৃষ্টিভঙ্গি কি আপনাদের মধ্যে আছে যদি তা আপনাদের থাকে তাহলে নিশ্চয় আমাদের ত্রিপুরার আদিবাসীদের এবং জুমিয়াদের কিছু না কিছু উন্নতি না হয়ে পারে না এবং তারা নিশ্চয় আরও বেশী করে সুযোগ সুবিধা পেত যাতে করে নিজেদের জীবন ধারনের মান উন্নত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার জুমিয়াদের অর্থাৎ উপজাতিদের অনেক সমস্যার তথ্যবহুল

কথা আমরা অনেক দিন থেকে শুনে আসছি, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তথা ভারতবর্ষের মানুষ যখন স্তরে স্তরে উন্নতির দিকে যাচ্ছে, যেমন তারা আজকে আধুনিক প্রথায় চাষাবাদ করে উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হচ্ছে, যখন তারা প্রতি একর জমি ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে চলছে, সেখানে আজ কেন আমরা জুমিয়াদের সেই মান্ধাতার আমলের জুম চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছি, এটা আমি বুঝতে পারছি না। তাদের তো আমরা সেই ধরনের কিছু শিক্ষা দিলে পরে এবং তাদের এই পথে উদ্বুদ্ধ করলে পরে তারাও আধুনিক পদ্ধতি চাষাবাদ করে তাদের ফলন বাড়াতে পারে। তাই আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে যে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা সেই রকম কিছু কি তাদের জন্য করছেন বা এই পথের চলার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন? কৈ তারা যে সেই রকম কিছু করছে, তা তো আমরা দেখতে পারছি না। তবে হ্যাঁ, তারা শুধু এখানে জুমিয়াদের জন্য চীৎকার করছেন, তাদেরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য। এছাড়া অন্য কোন কারণ এর পিছনে আছে বলে আমরা মনে করতে পারি না। তারা আরও অভিযোগ করছেন যে সরকার ক্রাস প্রগ্রাম এবং টেষ্ট রিলিফের কোন কাজই করছেন না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে কাজ ঠিকই হচ্ছে, তবে এর মধ্যে হয়তো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। সরকার টেষ্ট রিলিফের জন্য টাকা খরচ করছে, জি, আর এর জন্য টাকা খরচ করছে এবং ক্রাস প্রগ্রামেরও কাজ করছে। কিন্তু গলদটা কোথায়, সেটা মাননীয় স্পীকার মহোদয় শুনে রাখুন…

MR. SPEAKER—Hon'ble member, your time is over. I think you have finish it. As the discussion on this resolution has not been completed, this will be carried over on the next Friday.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—স্যার, আমার একটা প্রস্তাব ছিল। সেটা হচ্ছে আজকে এই রিজলিউশানটার উপর ডিস্কাশসান শেষ করে, থার্ড যে রিজলিউশানটা আছে, সেটা মুভ করতে দিয়ে আজকের মত হাউসের কাজ শেষ করে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার—এটার উপর তো ডিস্কাশসান শেষ হয়নি, অন্যটা কি করে মুভ করা হবে?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—সেজন্যই তো বলছি, আজকে এটার ডিস্কাশসান শেষ করে দিয়ে থার্ডটা মুভ করা হউক।

মিঃ স্পীকার—তা হয় না, সে অনেক সময়ের দরকার। Alright, I shall consider it, if the rules permit.

Tho House stands adjourned till 11 A. M. of Monday, the 11th December 1972.

Starred Question No. 47

BY :—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Industry Department be pleased to state.

Question

১) কত টাকা গত তিন বৎসরে রাজস্বখাতে ধর্ম্মনগর এম. বি. ইউনিট হইতে জমা পড়েছে ?

২) ঐ ইউনিটকে সম্প্রসারণ করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের কি বিবেচনাধীন আছে ?

Answer

১)	১৯৬৯—৭০	৪৩,০১৩ টাকা।
	১৯৭০—৭১	৪৫,০৯৩ টাকা।
	১৯৭১—৭২	৭০,১৬৫ টাকা।

২) না।

Starred Question No. 10

BY :—Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state.

১) সরকার অবগত আছেন কি যে উপজাতি জন সাধারণের জমি সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে অ-উপজাতির লোকজনের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং

Annexure "A"

২) যদি অবগত থাকেন, ঐ জমি উপজাতির হাতে ফিরিয়ে দিবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

Answer

১) কালেক্টারের অনুমতি ব্যতিত উপজাতিদের জমি অ-উপজাতির নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া কোন ঘটনা কোন আদালতের গোচরীভূত হয় নাই।

২) ত্রিপুরা ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার আইনের ১৮৭ নং ধারা সম্পর্কে কালেক্টারগণ সচেতন আছেন। আইনের সর্ত্তসমূহ প্রতিপালিত না হইলে তাঁহারা কোন উপ জাতির লোকের ভূমি হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করেন না। এরূপ হস্তান্তর করা হইলে তাহা সরকারের অনুমোদিত নহে এবং অ-উপজাতি খরিদদারদের ভূমির উপর কোন সত্ব সামিত্ব বর্ত্তায় না।

Starred Question No. 130

BY :—Shri Ajoy Biswas.

Question

Will the Hon'ble Minsiter-in-charge of the Industry Department be pleased to state.

১) সদর প্রতাপগড় Tea Estate এর হাতে মোট কত জমি আছে,

২) এই বাগানের পরিচালকদের নাম, এবং

৩) এই বাগানে গত ১০ বৎসরে কি পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়েছে এবং কতজন শ্রমিক বর্ত্তমানে নিযুক্ত আছেন, তার বিবরণ ?

Answer

১) ২২৩'০১ একর।

২) দি টিপারা হিল ডেভালাপমেন্ট কোম্পানী লিঃ-পরিচালক শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য; ২৯, পুরাতন কালীবাড়ী রোড, পোঃ আগরতলা, ত্রিপুরা।

৩) গত কয় বৎসরে এই বাগানে কোন চা উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। সম্যক তথ্য সরকার অবগত নহেন।

Starred Question No. 169.
By Shri Niranjan Deb

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue be pleased to state—

১) লালসিংমুড়া, চড়িলাম ও জম্পুইজলা বাজার গুলির ইজারাদারদের নাম;

২) এই বাজারগুলির ইজারা কত; এবং

৩) ইহা কি সত্যযে ইজারাদার সরকার প্রদত্ত Rate এর বেশী পয়সা আদায় করে?

Answer

১)	বাজারের নাম	ইজারাদারের নাম
	লালসিং মুড়া	আবদুল মতিন
	চড়িলাম বাজার	হরিপদ অধিকারী
	জম্পুইজলা বাজার	বিমল সাহা
২)	বাজারের নাম	ইজারার টাকার পরিমাণ
	লালসিংমুড়া	৯৮৮ টাকা
	চড়িলাম বাজার	১৮০০ ,,
	জম্পুই জলা বাজার	১,৫৪৪ ,,

৩) এরূপ কোন সংবাদ নাই।

Starred Question No. 295.
By Shri Kalipada Banerjee

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of Revenue Department be pleased to state—

ক) গত ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের দরুণ সাবরুম মহকুমার অধিবাসীদের কয় ক্ষতি সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ;

খ) সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য দেওয়া হইবে কি ;

গ) হইলে কবে পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থরা সাহায্য পাইবেন ?

Answer

১ ও ২) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে আর্থিক ও খাদ্য বস্ত্রাদি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র ৮১ জনের দরখাস্ত তদন্তাধীন আছে।

৩) তদন্ত শেষ হইলে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হইবে।

StarredQuestion No. 287

By Shri Kalipada Banerjee

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Industry Department be pleased to state—

ক) আগরতলা Fruit Canning Centre টিতে গত তিন বৎসরে কত আয় হইয়াছে ?

খ) সেন্টারটি চালানোর জন্য এই সময়ে কত ব্যয় হইয়াছে।

গ) সেন্টারটি বসাইতে মূলধনী খাতে কত ব্যয় হইয়াছে ?

Answer

ক) মং ৩,৩৫,৫০০, টাকা।

খ) মং ৬,৪৭,৫০০, টাকা।

গ) মং ৫০,৪০০ টাকা (আলোচ্য সময়ের মধ্যে)

Starred Question No. 294

By Shri Kalipada Banerjee.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যে সব ভারতীয় নাগরিক নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের পরিবার বর্গকে এবং যাহারা আহত হইয়াছেন তাঁদের আরও সাহায্য দান করা হইবে কিনা ?

Answer

১) বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Started Question No. 313

By Shri J. K. Majumder.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) জিয়াগঞ্জ ব্লক এলাকায় বোরাখার ভূমিহীন ও Small farmer কতজন আছে ?

এবং

২) বর্তমান সনে উক্ত এলাকার ভূমিহীনদের কতজনকে Grant দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

Answer

১) ভূমিহীন ৩৯৩ জন এবং small farmer ৪০৩ জন।
২) ৩৯৪ জন।

Starred Question No. 383
By Shri Sudhanwa Deb Barma.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরায় মোট বর্গাদারদের সংখ্যা কত তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব;
২) বর্গাদারদের নাম সরকার রেকর্ড করেন কি?
৩) যদি রেকর্ড করেন তার পদ্ধতি।

Answer

১)

মহকুমার নাম—	বর্গাদারের সংখ্যা
ধর্মনগর—	১৭৫৮
কৈলাসহর—	১২৬৬
কমলপুর—	১২৩৬
খোয়াই—	৪৩৯৮
সদর—	৫৭৭
সোনামুড়া—	১১৪
বিলোনীয়া—	১৪৩৯
অমরপুর—	৭৪১

সাবরুম—	১৪৫
উদয়পুর—	৫৩৪

২) হাঁ

৩) ১৯৬০ ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ভূমি সংস্কার আইনের ২ (ডি) ধারা মতে বর্গাদারগণ আণ্ডার রায়ত (ভাগচাষী) হইয়াছেন। উক্ত আইনমতে রেকর্ড অব রাইটস্ প্রস্তুত কালীন যাহারা উক্ত ধারার আওতায় আসে, তাহাদিগকে আণ্ডার রায়ত হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে।

Starred Question No. 333
By Shri Abhiram Deb Barma.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) বিশেষ ধরা পরিস্থিতিতে জিরানীয়া ব্লকে কতজন উপজাতি জুমিয়া ও অউপজাতি ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি দাদন বিলি করা হইয়াছে ?

Answer

১) জিরানীয়া ব্লকের অধীনে ১,২৮,৬১০ টাকা দাদন বাবৎ জুমিয়াকে এবং ১৩,৭০০ টাকা কৃষিঋণ বাবত অউপজাতিকে দেওয়া হইয়াছে।

Starred Question No. 427
By Shri Tapash Dey

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরাতে মোট কত একর জমিতে চা চাষ হয় এবং চা বাগানের সংখ্যা কত ?

২) বাৎসরিক মোট চায়ের উৎপাদন কত ?

৩) চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

৪) শ্রমিক স্বার্থে ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চা বাগানগুলিকে জাতীয়করণ করার কোন সুপারিশ করা হয়েছে কিনা ?

Answer

১) ৩১/৩/৭০ ইং এর তথ্য অনুযায়ী ৫,৫২৬ হেকটার জমিতে চা চাষ হয় এবং চা বাগানের সংখ্যা—৫৪

২) বাৎসরিক উৎপাদন— ৩৭,৮৯,৭৬৯ কে: জি: ।

৩) সরকার Tea Board কর্ত্তৃক Plantation Finance Scheme, Loan for repairs and replacement of tea machinery, Re-planting subsidy scheme, Hire purchase scheme, Transport subsidy scheme ইত্যাদি চালু করা হইয়াছে ।

৪) জাতীয়করণের কোন সুপারিশ সরকারের নিকট নাই ।

Starred Question No. 7

By—Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১) ১৯৭২ এর ত্রিপুরার Drought Relief এর কাজে গ্রামে পঞ্চায়েতগুলির সাথে সহযোগিতা করার জন্য সরকার তার অফিসগুলিকে কি কোন লিখিত নির্দ্দেশ দিয়েছেন ;

২) যদি দিয়ে থাকেন, ঐ নির্দ্দেশের তারিখ ও বয়ান কি ; এবং

৩) যদি না দিয়ে থাকেন তার কারণ ?

Answer

১) না।

২) প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রয়োজন হয় নাই।

Starred Question No. 326.
By—Shri Abhiram Deb Barma

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charce of the Community Developmene Department be pleased to state.

১) জিরানীয়া হইতে মান্দাইবাজার রাস্তাটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কবে পর্যন্ত সংস্কারের কাজ আরম্ভ হবে।

Answer

১) হাঁ। আছে।

২) আগামী ১৯৭৩—৭৪ ইং আর্থিক সনে।

Starred Question No. 185.

By—Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state.

Question

১। বড়জলাতে গত মে মাস হইতে অক্টোবর মাস নাগাদ কয়টি নূতন টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল দেওয়া হয়েছে এবং তা কোন স্থানে অবস্থিত তার বিবরণ ;

২। ঐ স্থানে উপরোক্ত সময়ে পুরানো Tube well ও ring well রিপেয়ার করা হয়েছে এরকম সংখ্যা কত ?

Answer

১। গত মে মাস হইতে অক্টোবর মাস নাগাদ বড়জলাতে ১টি নূতন টিউবওয়েল বসানো হয়েছে উহা খেজুর বাগানের নিকট অবস্থিত। নূতন কোন রিং ওয়েল দেওয়া হয় নাই।

২। ঐ স্থানে উপরোক্ত সময়ে ১টি পুরাতন টিউবওয়েল মেরামত করা হইয়াছে। কোন রিংওয়েল মেরামত করা হয় নাই।

Starred Question No. 365

By—Shri J. K. Majumder.

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state

১। জিরানীয়া ব্লক এলাকায় কতজন ব্যক্তিকে ১৯৭২ ইং সনের জুন মাস হইতে এই

অক্টোবর পর্যন্ত খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ; এবং

২। এই খয়রাতী সাহায্য মঞ্জুরীর ভিত্তি কি ছিল ?

Answer

১) ৪১৭১ জন।

২। খয়রাতি সাহায্য অসমর্থ বৃদ্ধ, বন্যাপীড়িত ব্যাক্তিগণ বা অন্তঃস্বত্বা মহিলা ও পঙ্গু-লোকদের দেওয়া হইয়াছে।

Starred Question No. 138

BY :—Shri Anil Sarkar.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১) ১৯৭১ এর মার্চ্চ মাসে তেলিয়ামুড়ার মোহরছড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর তোলার জন্য কত বাণ্ডেল টিন দেওয়া হয়েছিল এবং কারা এই টিন পেয়েছিলেন ;

২) ইহা কি সত্য, এই টিনের একটা বড় অংশ কালো বাজারে বিক্রী হয়েছে,

৩) যদি তাহা সত্য হয়, অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

Answer

১) টিন দেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে,

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 12

BY :—Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state.

১) ১৯৭২ এ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কোন মহকুমায় কতজনকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে ;

২) কতজন আবেদনকারীর আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে এবং অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ ?

Answer

১) মহকুমার নাম	লোকসংখ্যা
কৈলাসহর	১,৬৭৮
কমলপুর	১৯
সদর	৯৩৭৩

২) ৮৮৬ জন, কারণ তদন্তে তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ সামান্য বলিয়া জানা গিয়াছিল।

Starred Question No. 306

BY :—Shri Ajoy Biswas

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of land Revenue be pleased to state.

১) ভূমিহীন হরিজনদের জমি দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকিলে কোথায় দেওয়া হবে এবং কত দিনের মধ্যে।

৩) না থাকিলে ভবিষ্যতে ভূমিহীন হরিজনদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

Answer

১) গৃহনির্মাণের জন্য ও কৃষিকাজের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব আছে। হরিজনগণ যাহারা এই প্রস্তাবের আওতায় পড়ে তাহাদের জন্য এবিষয়ে পৃথক কোন প্রস্তাব নাই।

২) বিভিন্ন মহকুমায় যেখানে কৃষিযোগ্য খাসভূমি পাওয়া যাইতেছে সেই সবস্থানে ভূমি এলট করার কাজ চলিতেছে।

৩) প্রশ্নের ১নং ও ২নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No, 233
By Shri Anil Sarkar

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

১) তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর মহারাণীপুর শচীন্দ্রনগর কলোনীতে কোন রিংওয়েল খননের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) থাকিলে কখন উহার কাজ আরম্ভ হইবে?

Answer

১) হাঁ। আছে।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বছরেই কাজ শুরু হইবে।

Starred Question No. 419
By Shri Sushil Saha

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Commnunity Development Department be pleased to state—

১) অমরপুর M. P. Block এ কতটী রিংওয়েল ও টিউবওয়েল আছে এবং তার

মধ্যে কতটী চালু অবস্থায় আছে ও কতটী অকেজো অবস্থায় আছে।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কতটী রিংওয়েল ও টিউবওয়েল এর কাজ হয়েছে (নূতন ও পুরাতন)

Answer

১) অমরপুর M. P. Block এ ২৪৮টি টিউবওয়েল ও ১০২টি রিংওয়েল আছে এবং তার মধ্যে ১৭৫টি টিউবওয়েল ও ৬৪টি রিংওয়েল বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে এবং ৭৬টি টিউবওয়েল ও ৩৮টি রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এপর্য্যন্ত ৩টি নূতন রিংওয়েল ও ১৯টি নূতন টিউবওয়েলের কাজ করা হইয়াছে এবং পুরাতন ২৮টা রিংওয়েল ও ৩২টি টিউবওয়েলের মেরামত কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

Starred Question No. 432

BY : Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister in charge of the Industry Department be pleased to state—

Question

১) ত্রিপুরাতে কয়টা Industrial Estate রয়েছে, এদের জন্য ১৯৭১—৭২ সালে মোট কত টাকা ব্যয় এবং উহা হইতে কত টাকা আয় হইয়াছে ?

২) উদয়পুর ধ্বজনগর Industrial Estate এ বর্ত্তমানে কত টাকার যন্ত্রপাতি আছে ? উহাতে মোট কতজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং তাদের জন্য ১৯৭১—৭২ সালে মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ? এবং চলতি বৎসরে উক্ত সংস্থা থেকে সরকারী কোষাগারে কত টাকা জমা পড়েছে ? এবং

৩) ইহা কি সত্য উক্ত Estate এ কর্ম্মরত Carpenter গণকে ছাটাই করা হয়েছে— যদি হাঁ। হয় তবে কবে এবং ছাটাই এর কারণ কি ?

Answer

১) a) তিনটি

b) মং ২,৭১,৭৫০·৬৫ টাকা

c) মং ৬,৩০৭·৮২ টাকা।

২) a) মং ১,৩১,৪০৫·০০ টাকা

b) ১৫ নং মং ৪১,২৭৫·০০ টাকা

c) মং ৫২,০০০·০০ টাকা (অক্টোবর, ১৯৭২ ইং পর্য্যান্ত)।

৩) a) না, প্রশ্ন উঠেনা।

Starred Question No. 46

BY :—Shri Amarendra Sarma.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state.

১) সরকার ধর্ম্মনগরে শিল্পনগরী খোলার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং

২) ইহা কি বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে খোলা হইবে ?

Answer

১) ৮·১৯ একর জমি অর্জন করার (acquisition) কাজ সম্পূর্ণের পথে এবং বিলি গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে।

২) না।

Starred Question No. 152

BY :—Shri Pakhi Tripura

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deptt. be pleased to state.

১) বিধান সভা সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট থেকে সাব্রুম ব্লকের একটি উপজাতি জমি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন পত্র গত ২৪-৮-৭২ তারিখে সরকারের হস্তগত হয়েছে কি ?

Answer

১) এই পত্র প্রাপ্ত হওয়া প্রকাশ পায় না।

Starred Question No. 54

By—Shri Nishikanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state

Question

ক) রাধাকিশোরপুরে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্টার ও অফিস করার জন্য সুভদ্র দেবী নাম্নীয় গুজাস্তা ২২১ নং জোতের একক্রমি পাঁচ গণ্ডা এক কড়া ভূমি সরকার কর্তৃক কোন সনে একোয়ার করা হইয়াছে।

খ) ঐ ভূমির কম্পেনসেশান বাবত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে।

গ) ঐ ভূমি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে।

Answer

ক) ১৯৬৪ ইং সনে।

খ) ১৭.১৪৩'৪২ টাকা।

গ) পূর্ত্ত বিভাগের দখলে আছে।

Starred Question No. 214.

By—Shri Pakhi Tripura.

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১) ইহা কি সত্য যে উপজাতি কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী হরিচরণ চৌধুরী গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে সাবরুম, সদর, কৈলাসহর, খোয়াই প্রভৃতি মহকুমায় সফর করার সময় নিজ হাতে দাদনের টাকা বন্টন করেছেন ?

২) যদি সত্য হয়। ঐ টাকা সরকারী অফিসে বসে বন্টন করা হয়েছে কি ?

৩) এই ভাবে অর্থ বন্টনের কারণ কি ?

Answer

১। না।

২ ও ৩। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 117

By—Shri Ajoy Biswas.

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Reveue Department be pleased to state

১) কমলপুর আমবাসায় গত সেপ্টেম্বর মাসে খয়রাতি সাহায্য বিলির ব্যাপারে সরকার নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ?

২) যদি পেয়ে থাকেন, তার সারমর্ম এবং

৩) ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

Answer

১) হ্যাঁ।

২) শ্রী চক্রবর্ত্তী কাঞ্চনপুর এরিয়ার কতিপয় ব্যক্তির একটি তালিকা দাখিল ক্রমে অভিযোগ জানাইয়াছেন যে এই সকল ব্যক্তি দুঃস্থ অবস্থায় না থাকা সত্বে ও তাহাদিগকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩) বিষয়টি তদন্তে প্রকাশ যে দাখিলী তালীকাভূক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমবাসায় মাত্র ৮ জনকে তাদের দুঃস্থ অবস্থা জনিত প্রত্যেককে ২০ টাকা হিসাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। লিষ্টভুক্ত অপর কাহাকেও কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

Started Question No. 339

Asked by the Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ১৮-৫-৭২ এর ঝড়ে ত্রিপুরা রাজ্য মোট কতজন লোক নিহত ও আহত হয়েছেন তাহাদের সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা ?

২। আগরতলা শহরে যারা হতাহত হয়েছেন তাদের দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সরকার কোন তদন্ত করেছেন কি ?

৩। তদন্ত করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। মোট ৩ জন নিহত ও ২৩ জন আহত হইয়াছেন। তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল।

নিহত ব্যক্তির নাম।	ঠিকানা।
মহম্মদ সেলিম—	C/o আবদুল রহমান টীলাগাও, কৈলাসহর।
রেবতী বৈদ্য—	ওভারসিয়ার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিস, ৪ নং ডিভিসন পিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বৈদ্য নূতনপল্লী, ধলেশ্বর, আগরতলা।
রাধা সুন্দরী দেবী— পতি স্বর্গীয় অম্বিকা নাথ	পতি স্বর্গীয় অম্বিকা নাথ শ্যামা প্রসাদ কলোনী, আনন্দনগর।

আহত ব্যাক্তির নাম	ঠিকানা
আবদুল সালিম—	পিতা আবদুল রহমান টীলাগাও, কৈলাসহর।
সেফিউন্নেছা—	পতি আবদুল রহমান টীলাগাও, কৈলাসহর।
আলয়ার রহমান—	পিতা আবদুল রহমান টীলাগাও, কৈলাসহর।
ফলনা মিঞা—	ঐ
বেলা বেগম—	আবদুল রসিকের ভগ্নি। টীলাগাও, কৈলাশহর।
আবদুল সত্তার—	আবদুল রসিকের খুড়া টীলাগাও, কৈলাশহর।
আরবি বেগম—	আবদুল রসিকের স্ত্রী টীলাগাও, কৈলাশহর।
বাদানুন্নেছা—	আবদুল রসিকের খুড়ি টীলাগাও, কৈলাশহর।
ওয়াহিদ মিঞা—	আবদুল রসিকের ভ্রাতুষ্পুত্র
হাজি মজিদ মিয়া—	পিতা আলী মামুদ টিলাগাও, কৈলাশহর।
আবদুল রসিদ—	পিতা হাজি মহম্মদ মজম্বিল টীলাগাও, কৈলাশহর।
চেরাগ মিঞা—	পিতা হাজী মজিদুল্লা টীলাগাও, কৈলাশহর।
খতিজা বিবি—	হাজী মজিদুল্লার স্ত্রী টীলাগাও, কৈলাসহর।
মনমোহন দেববর্ম্মা—	পিতা আগন রায় দেববর্ম্মা
শেফালী ভৌমিক—	পতি মৃত কুমুদ রঞ্জন ভৌমিক গকুলনগর, ফটিকরায়।
সুবল চন্দ্র কর—	এল ডি, ক্লার্ক, একসিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিস ৪ নং ডিভিসন পিতা মৃত লাল মোহন কর। জয়নগর।

অনিল চন্দ্র দে— একসিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অফিস ৪ নং ডিভিশন আহত)	অজ্ঞাত।
আবদুল ওয়াজেদ মিঞা—	কন্ট্রাকটার, পিতা হাফিজুদ্দিন- সরকার, জয়নগর।
মহম্মদ মানুমিঞা—	চারিপাড়া, সদর।
নীলজান বিবি--	পতি মহম্মদ মানু মিঞা চাড়ি পাড়া, সদর।
ক্ষিতীশ ভরদ্বাজ—	যোগেন্দ্র নগর, সদর।
রজনী নম—:	আড়ালিয়া, সদর।

২। হাঁ।

৩। আগরতলা শহরে ৪নং ডিভিশনের একসিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অফিসের পাকা দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ায় ১জন নিহত এবং তিনজন আহত হইয়াছেন বলিয়া তদন্তে প্রকাশ।

ANNEXUER "B"

Unstarred Question No. 172.

By—Shri Niranjan Deb

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state

১) চড়িলাম বিধান সভা নির্বাচনী এলাকায় বে-আইনী ভাবে দখলীকৃত খাস জমির পরিমাণ কত—দখলদারদের নাম, দখলী জমির পরিমাণ, গ্রাম ও মৌজা ; এবং

২) উক্ত এলাকায় ভূমিহীনদের মধ্যে কত খাস ভূমি বন্টন করা হইয়াছে ?

Answer

১) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

২) ২৪৬০ একর।

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনি দখলকারের নাম	ভূমির পরিমাণ একর	ভূমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১	বাঙ্গা পানিয়া	শ্রীমতরম আলী		৮৩	
২		,, তাহেরা খাতুন		৪৩	
৩		,, আবদুল রহমান		১৮	
৪		,, তরমুজ বিবি		৮৯	
৫		,, যোগেন্দ্র সিংহ	১	৪৪	
৬		,, যাদু চন্দ্র দেববর্মা		৬০	
৭		,, মস্তাজ আলী	১	৫১	
৮		,, অধির চন্দ্র সরকার		৪০	
৯		,, লাল মিঞা	১	১২	
১০		,, অশ্বিনী কুমার মজুমদার গং		২৬	
১১		,, যোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক		৮৯	
১২		,, শিরু মিঞা		৮৫	
১৩		,, অনু মিঞা	৩	১৮	
১৪		,, আলফু মিঞা		৯৯	
১৫		,, মোকমদ আলী		৯৪	
১৬		,, অশ্বিনী নমঃ		২৯	
১৭		,, জনু মিঞা		৫০	
১৮		,, ইছব আলী		৫০	
১৯		,, মনু মিঞা	৩	৪০	
২০		,, প্রিয়নাথ সাহা গং	১	৪১	
			২০	৬১	
২১		,, আবদুল আজিজ গং	১	৮৫	
২২		,, আলী নোয়াজ		৮৩	
২৩		,, আবদুল মজিদ	২	৪৯	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২৪		শ্রীআব্বাছ আলী		০৭	
২৫		,, সুরত আলী গং	৩	৪০	
২৬		,, আম্ন মিঞা	১	২৪	
২৭		,, আকমত আলী	৩	০৯	
২৮		,, মতি মিয়া	১	২১	
২৯		,, জমির আলী	৩	১৩	
৩০		,, আছমত আলী		৭৪	
৩১		,, আব্বাছ আলী	১	০৪	
৩২		,, ছৈয়দ আলী গং	১	৯৫	
৩৩		,, সুলতান খাঁ		৫৭	
৩৪		,, ছৈয়দ আলী গং	১	৬৭	
৩৫		,, আফুর আলী		১৭	
৩৬		,, ফরমুজ আলী	২	০০	
৩৭		,, বিজিন চন্দ্র দেববর্মা	১	১৮	
৩৮		,, দুল মিঞা হাজি		৪৪	
৩৯		,, আলী আহাম্মদ	৩	৩৬	
৪০		,, বজলু মিঞা		৩৩	
৪১		মামমু মিয়া		৯৮	
৪২		মরদর আলী	১	৬৫	
৪৩		ফজলের রহমান	১	৮৭	
			২৬	০৭	

৪৪	,, ছুরত আলী		৫২
৪৫	,, আবদুল রহমান		৬৭
৪৬	,, তজমদ্দিন		০৮

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৪৭		শ্রীআবদুল মন্নাফ	১	৪৮	
৪৮		" ওয়াফদের আলী	১	০৪	
৪৯		" আয়ত আলী		৫৩	
৫০		" টুকু মিঞা	২	৩৮	
৫১		" তজমদ্দিন		৭৯	
৫২		" চান্দ মিঞা	২	৬৭	
৫৩		" ইছব আলী	১	২৮	
৫৪		" টুকু মিঞা		৪৮	
৫৫		" বন্দেআলী		৩১	
৫৬		" আমুদিনী বালাশীল গং	১	৪৯	
৫৭		" আহ্লাদিনী নমঃ		৪৫	
৫৮		" হাজি আবদুল আজিজ	২	০৭	
৫৯		" মস্তাজ মিঞা	১	৭৫	
৬০		" আবদুল হাকিম	২	১৬	
৬১		" আবদুল রহমান	১	৭৬	
৬২		" আবদুল মালেক সরকার		৪৭	
৬৩		" নুরু মিঞা	১	৭৬	
৬৪		" আয়ত আলী		২০	
			৮০	৪১	
৬৫		" আমেন খাতুন	১	০৪	
৬৬		" মুজামার আলী	৪	৮৪	
৬৭		" আবদুল হামিদ গং	৪	১১	
৬৮		" চান বক্সী	৪	৫৬	
৬৯		" রূপবান নেছা	২	০১	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একর	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৭০		শ্রীআমু মিয়া	০	৯০	
৭১		,, আবদুল ছালেক	০	১৮	
৭২		,, রামু মিয়া	২	৪৪	
৭৩		,, মহরম আলী	১	১৭	
৭৪		,, সুরত আলী গং	৩	০৮	
৭৫		,, আবদুল আজিজ	১	৮১	
৭৬		,, জুলফু মিঞা গং	৩	০৮	
৭৭		,, যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	১	৫৮	
৭৮		,, সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	১	৫৮	
৭৯		,, মজিদ মিয়া	০	০৮	
৮০		ঐ		৪৫	
৮১		,, মস্তাজ আলী		২২	
৮২		,, লাল মিয়া		৪৬	
৮৩		,, মফরুদ্দিন	০	৫৮	
৮৪		,, রমিজউদ্দিন	০	৫৯	
৮৫		,, ছৈয়দ আলী		১২	
৮৬		,, সুরত আলী		২৪	
৯৭		,, মজিদ আলী		৪০	
৮৮		,, ফতেমা খাতুন		২৩	
৮৯		,, উমেশ দেববর্মা		২৪	
			১১৬	৪০	
৯০		,, সুরেন্দ্র মজুমদার		৪২	
৯১		,, আবদুল খালেক গং		৪০	
৯২		,, চাঁদ মুন্সি		১৭	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৯৩		শ্রীআহাম্মদ আলী		৩৬	
৯৪		,, আয় চান্দের নেছা		২৭	
৯৫		,, বন্দে আলী মোল্লা		৫৯	
৯৬		,, আয় চান্দের নেছা		৪৬	
৯৭		,, সুরুজ মিয়া		১৩	
৯৮		,, আবদুল খালেক		৪৬	
৯৯		,, হাজি উদ্দিন		৪৪	
১০০		,, চন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা		৪৬	
১০১		,, বিকিন্দ্র দেববর্ম্মা		১৮	
১০২		আছমতের নেছা গং		৫৮	
১০৩		,, বাবলু মিয়া	২	৬৪	
১০৪		,, নজুমদ্দিন	৬	২৮	
১০৫		,, কুরু মিয়া	৩	৬২	
১০৬		,, কালা মিয়া	১	৫৭	
১০৭		,, মনোহর আলী	১	৩১	
১০৮		,, শশীমোহন দেবনাথ		৭৭	
১০৯		,, ক্ষেত্রমোহন সাহা		১১	
১১০		,, রজনীকান্ত দেবনাথ		৭০	
১১১		,, সিরাজ মিয়া	২	০৮	
			১৪০	৪০	
১১২		শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দেবনাথ	১	২০	
১১৩		,, কামিনী কুমার দেবনাথ		৩০	
১১৪		,, আব্দুল কাদের		৩৪	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমান		মন্তব্য
			একক	শতক	
১	২	৩	৪		৫
১১৫	রাঙ্গা পানীয়া	শ্রীহোনাই সিংহ		০৩	
১১৬		,, লেইন ও সিংহ	০	২৪	
১১৭		,, গিরিবাবু সিংহ		০৩	
১১৮		,, আলতাব আলী		১৬	
১১৯		,, রাজ মোহন দেবনাথ		৬৬	
১২০		,, হরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	—	—	
১২১		,, রাম চান্দ দেবনাথ		৩৯	
১২২		,, বুদ্ধিমন্ত সিংহ	১	৯০	
১২৩		,, মহম্মদ আলী		৫৬	
১২৪		,, আবদুল রেজ্জাক	১	৮৮	
১২৫		,, রমনী মোহন শুক্ল দাস	১	৯২	
১২৬		,, যতীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	১	৪২	
১২৭		,, ঘোয়াজ আলী	১	৬৬	
১২৮		,, সেকান্দর আলী		৪৫	
১২৯		,, নিতাই সিংহ	২	১৯	
১৩০		,, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	১	৭২	
১৩১		,, গঙ্গার মনি দেববর্মা		০৩	
১৩২		,, গৌর চান্দ দেববর্মা		৭৫	
১৩৩		,, মনমোহন দত্ত	৩	৪৮	
১৩৪		,, রাম কান্ত দেববমর্মা	৩	২৯	
১৩৫		,, বাদু চন্দ্র দেববর্মা		৯৫	
			১৬৫	৮৫	
১৩৬		,, নবচন্দ্র দেববর্মা	২	৮২	
১৩৭		,, হরি কুমার দেববর্মা		২০	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৩
১৩৮	রাঙ্গা পানিয়া	শ্রীসূর্য্য কুমার দেববর্মা	১	০৫	
১৩৯		" নেহউ সিংহ গং	২	১৪	
১৪০		" বাবা চৌবা সিংহ		৫৭	
১৪১		" জবেদ আলী		১৫	
১৪২		" বালকমনি দেববর্মা		২৫	
১৪৩		" রজনী কান্ত দেববর্মা		৩৫	
১৪৪		" কালা সিংহ		১৬	
১৪৫		" কুঞ্জ ঠাকুর দেববর্মা		৩৫	
১৪৬		" যোগেন্দ্র শীল		০৮	
১৪৭		" কফিলদ্দিন		৬৭	
১৪৮		" ধনা সিংহ		১৫	
১৪৯		" কালা সিংহ		১৮	
১৫০		" অখিল চন্দ্র দেববর্মা		১০	
১৫১		" বিপিন চন্দ্র দেববর্মা		৬৮	
১৫২		" উমেশ চন্দ্র দেববর্মা	১	৫৯	
১৫৩		" ইন্দু কুমার "		৩৭	
১৫৪		" ললিত চন্দ্র "		৩১	
১৫৫		" রাজলক্ষ্মী		০৭	
১৫৬		" লক্ষ্মীধন "	৪	৮৮	
১৫৭		" কালী "		৪৭	
১৫৮		" মনিচন্দ্র "		৭৯	
১৫৯		" গাজি চন্দ্র "		৪৩	
১৬০		" দীনবন্ধু "		০৭	
১৬১		" সূর্যমনি "		৩১	
			১৮৫	০৪	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		
১৬২	রাঙ্গা পানিয়া	শ্রীজ্ঞানন চন্দ্র দেববর্ম্মা		২৯	
১৬৩		„ যোগেশ „		৬৮	
১৬৪		„ জ্যোতিলাল „		৬৩	
১৬৫		„ রাজ কুমার „	২	০০	
১৬৬		„ সুবল চন্দ্র „	৩	০০	
১৬৭		„ চন্দ্র নাথ „		০৯	
১৬৮		„ মন্দাধরী „		২৬	
১৬৯		„ নরেন্দ্র „		২৯	
১৭০		„ ভৃগুরাম „	২	৫২	
১৭১		„ গঙ্গারাম „		২২	
১৭২		„ গুণমনি „		৩৭	
১৭৩		„ ব্রজ কুমার „		৪১	
১৭৪		„ অনন্ত কুমার „	২	২৭	
১৭৫		„ নিত্যানন্দ „		৩২	
১৭৬		„ মধুর বচন „		১০	
১৭৭		„ বীর মোহন „		৫৩	
১৭৮		„ শ্রীকান্ত „		১৯	
১৭৯		„ বনমালতী „		৩২	
১৮০		„ কুলিচন্দ্র „		১২	
১৮১		„ রাজেন্দ্র চন্দ্র „		১৮	
১৮২		„ গঙ্গারাম „		০৯	
১৮৩		„ ললিত চন্দ্র „		০৫	
১৮৪		„ রবিচন্দ্র „		২৬	
১৮৫		„ সুরেন্দ্র চন্দ্র		৩৫	
১৮৬		„ যোগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা		৯০	
১৮৭		„ বিশু কুমার „	৩	০৬	
১৮৮		„ কর্ণ চন্দ্র „	১	৩৪	
			২০৬	৬৮	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১	রামনগর	হরিচরণ দেববর্ম্মা	১	৩৮	
২		বীরচন্দ্র ,,	১	৩৭	
৩		সুরেন্দ্র ,,		৭১	
৪		হেমেন চন্দ্র ,,		৩৮	
৫		বিধি চন্দ্র ,,		২৩	
৬		কালা মিয়া		২৯	
৭		আদুলাম মিয়া		২৬	
৮		গহর চান্দ দেববর্ম্মা	১	৮১	
৯		মন মোহন ,,		১১	
১০		হরিরায় ,,	১	০৫	
১১		চন্দ্রমোহন ,,		৬৭	
১২		ক্ষীরোদ চন্দ্র ,,	১	৭৫	
১৩		সুলতান মিয়া	২	৭৫	
১৪		হরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা		৪৬	
১৫		রাম নারায়ণ ,,	৪	০৬	
১৬		ননা মিয়া	১	৫৯	
১৭		রংমালা বিবি		৭৮	
১৮		জমির আলী		১৫	
১৯		টুকা মিয়া	১	৬৭	
২০		ক্ষীরোদ চন্দ্র দেববর্ম্মা		৩৬	
			২১	৮৫	
২১		আমু মিয়া		৯৪	
২২		যাদুমনি দেববর্ম্মা	১	৪২	
২৩		পাণ্ডব ,,	১	৩৮	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২৪	রামনগর	সুরেন্দ্র ,,		৪০	
২৫		সম্প রায় ,,		৪০	
২৬		বেনী রাম ,,		২৫	
২৭		রুহিদাস ,,	১	৪৪	
২৮		জ্ঞান চন্দ্র ,,		৯৬	
২৯		সোনা চরণ ,,	১	৩২	
৩০		রাজ কুমার ,,	২	২৭	
৩১		জয় দুর্লভ ,,		৮৩	
৩২		সুধন্য চন্দ্র ,,		৭৬	
৩৩		রাজ মোহন ,, গং		৪৮	
৩৪		বিষ্ণু চন্দ্র ,, গং	৪	৫২	
৩৫		ক্ষীরোদ ,,		৭১	
৩৬		সুবল চন্দ্র ,,		১১	
৩৭		রতি রঞ্জন ,,		৪২	
৩৮		যাদুমনি ,, গং		৪৪	
৩৯		সুরেন্দ্র চন্দ্র ,,	১	৭১	
৪০		রূপা নন্দ ,,		৯৮	
			৩১	১৯	
৪১		সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	১	৮১	
৪২		বুধি চন্দ্র ,,		১৮	
৪৩		অনিল চন্দ্র ,,		৭৯	
৪৪		বাহু চন্দ্র ,,	১	২৫	
৪৫		লাল চন্দ্র ,,		৬২	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৪৬	রামনগর	কীর্ত্তি চন্দ্র ,,	২	৮৩	
৪৭		রাজেন্দ্র ,,		৮১	
৪৮		মদন চন্দ্র ,,	১	৩২	
৪৯		অশ্বিনী কুমার ,,		০৭	
৫০		রাজ চন্দ্র ,,	১	০২	
৫১		বিপিন চন্দ্র ,,	১	০১	
৫২		দেব মনি ,,	১	৩১	
৫৩		চিন্তা হরণ ,,		৫২	
৫৪		শম্ভু চন্দ্র ,,		২৭	
৫৫		গৌর চন্দ্র ,,		৮৭	
৫৬		বিদ্যা মোহন ,,	১	১৯	
৫৭		বিধু চন্দ্র ,,	৩	০৬	
৫৮		দেবী চন্দ্র দেবনাথ		৯৬	
৫৯		অখিল চন্দ্র দেববর্মা	৪	৫৩	
৬০		বীর চন্দ্র ,,	২	৯৫	
			৫৮	৯০	
৬১		দেবী চরণ দেবনাথ		৯৬	
৬২		অখিল চন্দ্র দেববর্মা	৪	৫৩	
৬৩		বীর চন্দ্র ,,	২	৯৫	
৬৪		হরেন্দ্র চন্দ্র ,, গং		৭২	
৬৫		হেম চন্দ্র ,,		৭৫	
৬৬		সূর্য কুমার ,, গং	১০	০২	
৬৭		দীন বন্ধু ,,	১	০৪	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৬৮	রামনগর	রাধা কৃষ্ণ ,,		১৬	
৬৯		মোচা রায় ,,		১৫	
৭০		দুঃখী রাম ,,		৮১	
৭১		শ্রীরাম ,,		০৯	
৭২		ব্রজ কুমার ,,		২৭	
৭৩		মাণিক চন্দ্র ,,	৩	৮৫	
			৮৬	৪০	
১	দক্ষিণ চড়িলাম	গোপাল কর্ম্মকার		৪৪	
২		সাছনী সাহা		১৫	
৩		নগেন্দ্র চন্দ্র সাহা	১	৩৭	
৪		প্রকাশ চন্দ্র সাহা	৩	১৩	
৫		মুরারী মোহন দাস		৪৬	
৬		শশীমোহন গোস্বামী	১	০৪	
৭		কালাচাঁদ দে	২	০০	
৮		ইউনুছ মিঞা		৪২	
৯		রোকান আলী		৬২	
১০		আবদুল রহমান	৩	১৪	
১১		কাশীদাস সাহা গং		১৮	
১২		আবদুল রহমান		৪৩	
১৩		তাজদ্দিন	১	৪০	
১৪		বনমালী দেবনাথ		৮২	
১৫		ছৈয়দ আলী	৩	৪৪	
১৬		চেরাগআলী	৪	৯৬	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনি দখলকারের নাম	ভূমির পরিমাণ একর	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১৭	দক্ষিণ চড়িলাম	আহ্মতের নেছা		৬৯	
১৮		মুকুন্দ চন্দ্র দত্ত		১০	
১৯		অবনী মোহন নাগ		১১	
২০		মুকুন্দ চন্দ্র দত্ত গং		২৪	
			২৫	১৪	
২১		কুলক দেবনাথ		৭৬	
২২		সোনাতন নাথ		২৪	
২৩		রাজমোহন নাথ		৪০	
২৪		রমনী মোহন ভৌমিক		৩৮	
২৫		নিশিকান্ত দাস		১২	
২৬		বাবেক মিঞা		০৯	
২৭		গোপাল চন্দ্র দাস		১৫	
২৮		সারদা চরণ দাস		২৩	
২৯		সুশীলা বালা সাহা		২৩	
৩০		জ্যোৎস্নাময়ী চৌধুরী		২২	
৩১		তরণী মোহন ভৌমিক		৩১	
৩২		রুহিনী কুমার দেবনাথ		৪৯	
৩৩		জ্যোৎস্নাময়ী ”		২৯	
৩৪		গোলক বিহারী দাস		৩৬	
৩৫		মনীন্দ্র লাল চৌধুরী গং	১	০৫	
৩৬		সাধন চন্দ্র সাহা	১	৪২	
৩৭		ভজহরি দেবনাথ	১	৪২	
৩৮		ননীগোপাল দেববর্ম্মা	৩	১৩	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৩৯	দক্ষিণ চড়িলাম	কালা মিঞা		১২	
৪০		আবদুল বারিক		১০	
			৩৬	৬৫	
৪১		প্যারী কৃষ্ণ দেবনাথ		১৩	
৪২		খগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	১	০৬	
৪৩		নিধুরাম ,,		৩৯	
৪৪		মহেন্দ্র কুমার ,,		৬৪	
৪৫		কামিনী কুমার ,,		৩৪	
৪৬		নরেন্দ্র কুমার ,,		৭১	
৪৭		দেবেন্দ্র কুমার ,,		৩৯	
৪৮		ননী গোপাল ,,		৩৬	
৪৯		সাধু চন্দ্র দেববর্মা		২২	
৫০		রাজ কুমার দেববর্ম্মা	৫	২২	
৫১		উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ		২০	
৫২		ব্রজমোহন দেববর্মা		৫০	
৫৩		সনাতন দেবনাথ		৬৫	
৫৪		দোলমনী দেববর্মা		৯৭	
৫৫		শশীকুমার দেববর্ম্মা		৪৫	
৫৬		সুরেন্দ্র কুমার দেববর্ম্মা	২	৯১	
৫৭		নবদ্বীপ চন্দ্র দেবনাথ		১৫	
৫৮		শিশির কুমার নাথ		৪৫	
			৫২	৪৯	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৫৯	দক্ষিণ চড়িলাম	মহেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ		১৩	
৬০		নবদ্বীপ দেবনাথ		১৪	
৬১		শিশির রায় গং	১২	১৩	
৬২		সোনামিঞা		১৬	
৬৩		অমিয় রঞ্জন দাস গং		৩২	
৬৪		হরিবল মালাকার		৯০	
৬৫		হরেন্দ্র কুমার ভৌমিক		৬৫	
৬৬		নগেন্দ্র চন্দ্র দাস		২১	
৬৭		ছৈয়দ আলী		১৭	
৬৮		সেয়দ আলী গং	২	৩৮	
৬৯		নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার		২৫	
৭০		সুরুজ মিঞা	১	৩৩	
৭১		যতীন্দ্র মোহন শুক্লদাস	১	০৫	
৭২		আবদুল মালেক গং		১২	
৭৩		কামিনী কুমার দেব গং	৩	৬৮	
৭৪		সীতেশ ধর গং	৪	২৫	
৭৫		যোগেশ চন্দ্র দেব গং	১	০২	
			৮১	৩৮	
৭৬		চিন্তাহরণ চৌধুরী	১	৮৪	
৭৭		স্বর্ণ বালা দেব		৫৬	
৭৮		কুমদ বাসী দেব		০৭	
৭৯		কামিনী কুমার দেব		৪১	
৮০		অম্বিকা চরণ দেব গং	১	২৩	
৮১		সীতেশ চন্দ্র ধর গং	১	০২	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমান একক	জমির পরিমান শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৮২	দক্ষিণ চড়িলাম	কুমুদ বাসী দেব গং	১	২২	
৮৩		বীরেন্দ্র চন্দ্র দেব	৩	৭২	
৮৪		অম্বিকা দেব	১	৩২	
৮৫		সুন্দর আলী		৭১	
৮৬		বিপিন চন্দ্র সূত্রধর গং		২১	
৮৭		কুমুদ বাসী দেব	৪	০৪	
৮৮		মহানন্দ ,,		১৪	
৮৯		অখিল চন্দ্র দাস		৬৬	
৯০		পার্ব্বতী দেবী		৪৪	
৯১		করপুরের নেছা		২৫	
৯২		ওয়ালী মিঞা	৫	৩১	
৯৩		চিন্তাহরণ চৌধুরী গং	১০	২৫	
৯৪		মুকুন্দ চন্দ্র দত্ত		৬১	
			১১৫	৩৯	
৯৫		হরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা		৩০	
৯৬		আব্দুল মালেক	১	৪৩	
৯৭		হরেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল		৫৬	
৯৮		তরব আলী		৬২	
৯৯		ছোবান মিঞা		৭২	
১০০		আজগর আলী		৮৯	
১০১		হলধর দেবনাথ গং		১২	
১০২		ক্ষেত্র মোহন নন্দী গং		৪২	
১০৩		কানাই লাল দেবনাথ	২	৫৮	
১০৪		চিন্তা হরণ সরকার		৪২	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১০৫		অজল চন্দ্র ,,	১	৯৪	
১০৬		আবর আলী গং		০৩	
১০৭		নবদ্বীপ চন্দ্র সরকার	১	১৬	
১০৮		শিশির রায় গং	১৬	২১	
১০৯		কৃষ্ণ মনি দেব		২৯	
১১০		আলী মিঞা		১৭	
১১১		সুরুঙ্গ মিঞা গং		৩৯	
১১২		রমনী সরকার		২৪	
১১৩		নির্মল ভট্টাচার্য্য গং		৪৫	
১১৪		অমিয় বালা সাহা		৬৬	
১১৫		অক্ষয় কুমার দেবনাথ		০২	
১১৬		ললিত মোহন দেববর্মা		০৭	
			১৪৫	৮৮	
	বাঁশতলী	হরিলাল দেবনাথ	০	৭০	
		উপেন্দ্র কুমার দেবনাথ	৪	৯০	
		দেবেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	০	৫৯	
		ব্রজেন্দ্র কুমার দেববর্মা	১	২০	
		যামিনী দেববর্মা	০	১৮	
		সরু মোহন দেববর্মা	৪	৮৪	
		অহল্যা দেবী	০	২১	
		তিনকড়ি মণ্ডল গং	০	৪৮	
		মনমোহন মণ্ডল	০	২৭	
		মুকুন্দ মণ্ডল	০	৩৪	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনি দখলকারের নাম	ভূমির পরিমাণ		মন্তব্য
			একর	শতক	
১	২	৩	৪		৫
	বাঁশতলী	সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা	০	৬০	
		প্রভাত চন্দ্র মণ্ডল	০	৩২	
		রাই মোহন মণ্ডল	০	২৬	
		যোগেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল	০	৮২	
		রাম মোহন দেববর্ম্মা	২	২৯	
		ফজলুল হক	৩	৯৪	
		মনমোহন দেববর্মা	৪	৫৪	
		মধুসূদন মণ্ডল		২৬	
		বিনোদ বিহারী মণ্ডল		২২	
		দেবেন্দ্র কুমার দেববর্মা		৮৩	
		রাজ কুমার দেববর্ম্মা	৯	৫৪	
		রাম মোহন দেববর্মা	২	৮৪	
		সুকরাম দেববর্ম্মা	৫	১৬	
		দেবেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী		৮৮	
		ষষ্ঠীরাম দেববর্মা গং		১৫	
		মুজাফর আলী		৯৬	
		বাঁশীরাম দেববর্মা		৫০	
		টিকেন্দ্র কুমার দেববর্ম্মা গং		৬০	
		মহরম আলী		৪২	
			৪৮	৮৪	
		রুমী চন্দ্র দেববর্মা		৮৪	
		ছত্রগল ,,		১৬	
		শোভা চন্দ্র ,,		৮৫	
		বাদশা মিয়া		৮৭	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমান		মন্তব্য
			একক	শতক	
১	২	৩	৪		৫
	বাঁশতলী	যামিনী কুমার দেববর্মা		৩৭	
		রাধামোহন ,,	৪	১৩	
		হরেন্দ্র চন্দ্র ,,		৬৩	
		মনমোহন দাস বৈষ্ণব	৩	৫০	
		সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা		০৮	
		বিমল চন্দ্র ,,		১০	
		বীরমোহন ,,		৫৫	
		রাধাকৃষ্ণ ,,		২৮	
		শশীকুমার ,,		৫২	
		ধনঞ্জয় ,,		৯৩	
		শুকরাম ,,	২	০২	
		রাজেন্দ্র ,,		৭২	
		সোলেমান মিয়া		৫৮	
		রাজেন্দ্র দেববর্মা গং		১৪	
		ফরিজাদি মিয়া		০৩	
		কুঞ্জমোহন দেববর্মা		৩৯	
		বিধিমান ,,	৪	৮০	
		রুহীচন্দ্র ,,		২৫	
		রাজমোহন ,,		৯৭	
		সুনীল চন্দ্র ,,		৮৩	
		কুঞ্জমোহন ,,	১	২৮	
		শশীমোহন ,,	১	০৮	
		সুখরায় ,,		০৮	
		রাজেন্দ্র ,,		৯১	
		রাম মঙ্গল দাস		৬৬	
		ধনঞ্জয় দেববর্মা		৫০	
		সুখচন্দ্র ,,	১	৫৩	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
	বাঁশতলী	রামমঙ্গল ,,	১	৩৩	
		রাসমান চন্দ্র ,,		৩০	
			৮১	৫৯	
		চৈত্রমোহন দেববর্মা		৬৪	
		চন্দ্রমনী ,,		৩৮	
		চান মিয়া মুহুরী		৯৭	
		আহাম্মদ আলী	১	৪৫	
		কুঞ্জদাস দেববর্মা	১	০৭	
		মহামায়া জমাতিয়া	১	৮০	
		আলী মিয়া	০	১৩	
		আবদুল ছোবান	১	২১	
		কুঞ্জমোহন দেববর্মা	০	৯৭	
		কুমুদ চন্দ্র ,,	৯	৮৪	
		চন্দ্র কুমার ,,	৪	১৫	
		জগৎ চন্দ্র ,,	০	০৭	
		বেনু কুমার ,,	৪	২৯	
		শশীচন্দ্র ,,	২	৩৮	
		জাদু চন্দ্র ,,	০	০৪	
		ধীরেন্দ্র কুমার ,,	১	৫৮	
		ভাদু চন্দ্র ,,	৩	০০	
		রতনমনি ,,	১	২২	
		গয়াচরণ ,,	০	৪৬	
		গোলক সাধু	১	০৯	
		দুরবতী দেবী	০	১৯	
		শুক্রমনি দেববর্মা	০	৬৭	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
	বাঁশতলী	নীরঞ্জন ,,	১	১০	
		অঞ্জু রায় ,, গং	০	৭৩	
		মুক্ত চন্দ্র ,,	১	১৪	
			১২২	০৭	
১	ধারিয়ারথল	শ্রীকপিল মনি দেববর্মা		০৫	
২		,, কার্ত্তিক কুমার দেববর্ম্মা	১	১৬	
৩		,, সর্বচন্দ্র দেববর্ম্মা		৩১	
৪		,, তোরাবদ্দিন		২৪	
৫		,, আম্বর আলী		০৬	
৬		,, মধু মিঞা	২	৪৪	
৭		,, রাধাচরণ ঘোষ		২৯	
৮		,, মোয়াব আলী		১০	
৯		,, আমুদ আলী		৬১	
১০		,, হাচন আলী		৩০	
১১		,, আলি আকবর		৬৩	
১২		,, হেমন্ত কুমার দেববর্মা		৫৩	
১৩		,, উমেশ চন্দ্র দেববর্ম্মা গং		৪৩	
১৪		,, নাগরী দেবী		১৪	
১৫		,, দেবকী দেবী		০৭	
১৬		,, ক্ষেত্রমোহন দেববর্মা	১	৮৮	
১৭		,, কার্ত্তিক কুমার ,,		৩৫	
১৮		,, জ্ঞান চন্দ্র দেববর্ম্মা		৪৭	
১৯		,, সূর্য্য কুমার দেববর্ম্মা	১	১৬	
			১১	২২	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২০	ধারিয়ার হাল	,, হরেন্দ্র দেববর্মা		২২	
২১		,, নিতাই ,,		৩২	
২২		,, আবদুল গফুর গং		২১	
২৩		,, মাণিক চন্দ্র দেববর্মা		০২	
২৪		,, আনন্দ ঠাকুর		৩০	
২৫		,, নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা		০৮	
২৬		লাল মনি-ঠাকুর		৩০	
২৭		,, জগত চন্দ্র দেববর্মা	১	৫৮	
২৮		,, বিঙ্কি চন্দ্র ,,		০৪	
২৯		,, আবদুল গফুর		২৬	
৩০		,, কালী কুমার দেববর্মা		৫৯	
৩১		,, রাম সাধু ,,		৪৩	
৩২		,, সরোজিনী ,,		০৫	
৩৩		,, ভারি কুমার ,,		৪৮	
৩৪		,, ব্রজ কুমার ,,		৪৪	
৩৫		,, হরেন্দ্র ,,		৭২	
৩৬		,, গাজী চন্দ্র ,,		২৯	
৩৭		,, ললিত চন্দ্র ,,	১	৬৭	
৩৮		,, মনি চন্দ্র ,,	১	২০	
৩৯		,, রেনুচন্দ্র ,,		১৭	
৪০		,, লাল মোহন ,,		৬৫	
			২১	০৮	
৪১		,, নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	১	৬০	
৪২		,, লালমনি ,,		৬৮	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৪৩	ধারিয়ার হাল	,, রেনু চন্দ্র ,,		৩৭	
৪৪		,, মনি চন্দ্র ,,	১	২৫	
৪৫		,, মঙ্গল চন্দ্র ,,		৯০	
৪৬		,, মনিন্দ্র চন্দ্র ,,		৯৪	
৪৭		,, সম্পরায় ,,		২০	
৪৮		,, কার্তিক কুমার ,,		৫৯	
৪৯		,, আনন্দ ঠাকুর		১৪	
৫০		,, কপিল মনি দেববর্মা	১	০১	
৫১		,, উমেশ চন্দ্র দেববর্মা		৭০	
৫২		,, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ,,		১৫	
৫৩		জগত চন্দ্র ,,		৭৩	
৫৪		সূর্য্য কুমার ,,		০৪	
৫৫		,, তখিরায় ,,		২৫	
৫৬		,, ওয়াখি রায় ,,		২০	
৫৭		,, মনি চন্দ্র ,,		৯১	
			৭৪	৩১	
	পদ্মনগর	শশীকুমার দেববর্মা	৪	৪৮	
		বীরবাহু ,,	১	৩৪	
		রত্নপতি দেবী	১	৩৪	
		শিব কুমার দেববর্মা	০	৫৩	
		কুঞ্জমোহন ,,	১	৫০	
		শিব চন্দ্র ,,	১	২৪	
		সুরেন্দ্র চন্দ্র ,,	১	৫৮	
		নিবারণ চন্দ্র ,,	০	৭১	
		নবদ্বীপ ,,	০	৭৩	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
	পদ্মনগর	মুক্তাচন্দ্র ,,	০	৪৩	
		চন্দ্রমনি ,,	০	৩০	
		মুরারী মোহন ,,	০	৭৭	
		বীরবাহু ,,	০	১৫	
		গুরুপদ ,,	০	৪০	
		শশীকুমার ,,	৩	১৬	
		সুরেন্দ্র চন্দ্র ,,	২	৫৭	
		কুঞ্জমোহন ,,	১	৭৯	
		শশীরাম ,,	৩	০৫	
		ভূষণ চন্দ্র ,,	১	০৬	
		ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ,,	৪	৫৪	
			৩০	৩২	
		মনমোহন দেববর্মা	০	২৯	
		খুশীরাম ,,	১	০২	
		মানিক চন্দ্র ,,	০	৯৫	
		বুদ্ধি চন্দ্র ,,	০	০৭	
		কামিনী কুমার ,,	০	১০	
		পূর্ণ চন্দ্র ,,	১৩	৮০	
		মনচরণ ,,	০	৭৪	
		গোলক চন্দ্র সাধু	১	৭৯	
		সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	০	৬১	
		শ্যামাচরণ ,,	০	৪৯	
		জ্ঞান চন্দ্র ,,	১	৬৪	
		রাধাচরণ ,,	০	০৫	
		মনি চন্দ্র ,,	০	২৯	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
	পদ্মনগর	অশ্বিনী ,,	১	০৭	
		কৃষ্ণ চন্দ্র ,,	১০	৩৩	
		বীর চন্দ্র ,,	০	৪৩	
		মোহন চন্দ্র ,,	০	৭৯	
		উপেন্দ্র চন্দ্র ,,	৪	০৫	
		রামচন্দ্র ,,	০	৩০	
		সরু মিয়া ,,	১	৪৮	
			৬৯	৬৪	
		বিল্লল মিয়া	০	১৪	
		মোহন চন্দ্র দেববর্ম্মা	০	৭০	
		জ্ঞান চন্দ্র ,,	০	১৮	
		ভদ্রমনি ,,	৫	৭৭	
		ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ,,	৬	৮৮	
		শম্ভু চরণ ,,	০	৭৪	
		আনছর আলী	০	৮৭	
		আবদুল ওহাব	১	৩১	
		আমির জান বিবি	১	০৯	
		সোনা মিয়া	১	৪৪	
		আবদুল গফুর	২	০৮	
		শাল মিয়া	০	৭৫	
		অন্তর বাহাদুর মুরছুম	০	২৬	
		ধনী কুমার ,,	০	৩২	
		তরবালী মিয়া	০	২৮	
		মহেন্দ্র কুমার মুরছুম	০	৫৮	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
	পদ্মনগর	কজাত মোহন দেববর্মা	০	১৯	
		চৈত্র মোহন ,,	০	১৩	
		হর কুমার ,,	০	৪১	
		ইন্দ্র কুমার ,,	০	৪৭	
			৯৪	১১	
		মন চন্দ্র দেববর্ম্মা	০	২৯	
		খুসিরাম ,,	১	১১	
		সুবী চন্দ্র ,,	১	০৯	
		সুরুজ মিয়া গং	০	৬০	
			৯৭	২০	
১	সুতারমূড়া	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা		২১	
২		,, ব্যাসমনি দেববর্মা		৫৮	
৩		,, যুদ্ধমনি ,,		৮২	
৪		,, যোগেশ চন্দ্র ,,		১০	
৫		,, উপানন্দ ,,		৩৫	
৬		,, নিরঞ্জন ,,	১	২৩	
৭		,, অধর দাস বৈষ্ণব		৩৬	
৮		,, শুক্রমনি দেববর্ম্মা	১	০৭	
৯		,, রাধামনি ,,	২	০১	
১০		,, রজনী কান্ত দেববর্মা	০	১১	
১১		,, গয়া চরণ ,,	১	০২	
১২		,, দোহানন্দ ,,			

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১৩	সুতারমুড়া	,, গোপীরাম ,,		২৭	
১৪		,, ভারত চন্দ্র ,,		১৭	
১৫		,, বৃন্দি চন্দ্র ,,		২৯	
১৬		,, শুভরাম ,,		৩১	
১৭		,, গোপী রমন ,,		৩৬	
১৮		,, বৃষ ভানু ,,		১২	
১৯		,, অবনী কুমারী ,,		৫৬	
			৯	৮৪	
২০		,, বীরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	২	১১	
২১		,, মনমোহন ,,		২৫	
২২		,, নৈদার বাসী ,,		৯২	
২৩		,, অর্জ্জুন চন্দ্র ,,		৮৫	
২৪		,, জয় কুমার ,,		৬৫	
২৫		,, রজনী ,, গং		২৫	
২৬		,, চম্পালতা দেববর্মা		৩০	
২৭		,, নগেন্দ্র চন্দ্র ,,		২০	
২৮		,, মুলুক রাম ,,		৪০	
২৯		,, হৃদয় রঞ্জন ,,		২৩	
৩০		,, রাধা মোহন ,,		৬৪	
৩১		,, চন্দ্র মনি ,,		৮৩	
৩২		,, প্রফুল্ল কুমার দেববর্মা		৫৮	
৩৩		,, মদন মোহন ,,	১	১৯	
৩৪		,, সুরেন্দ্র চন্দ্র ,,		৫৬	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৩৫	সুতারমুড়া	" মোহন চন্দ্র দেববর্মা		৫৩	
৩৬		" গনেশ চন্দ্র "		৪২	
৩৭		" রাজারাম "		৬৯	
৩৮		" বাহু চন্দ্র "		৯৪	
			১৪	২৪	
৩৯		শ্রীগংগারাম দেববর্মা	১	৪২	
৪০		" জ্যোতিলাল "		০৯	
৪১		" দুর্লভেন্দ্রচন্দ্র "		০৫	
৪২		" ঐ গং	৪	৮৭	
৪৩		" সভাসুন্দরী দেববর্মা		৩০	
৪৪		" দয়ামতি "		৪০	
৪৫		" অরবিন্দু "	১	০৫	
৪৬		" বীরকৃষ্ণ "		৭৭	
৪৭		" শশীরাণী "		৮৩	
৪৮		" জগদীশচন্দ্র "		১৪	
৪৯		" গৌরচন্দ্র "		৮৫	
৫০		" মুকুন্দচন্দ্র " গং	১	০১	
৫১		" গণেশচন্দ্র "	২	৩২	
৫২		" মনিন্দ্রচন্দ্র "		৬২	
৫৩		" ব্যাসমনি দেববর্মা গং		১৪	
৫৪		" কাঞ্চনমালা দেবী		৫২	
৫৫		" আনন্দকুমার দেববর্মা		১০	
৫৬		" চন্দ্রমণি "		৫৭	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৫৭	সুতারমুড়া	" অশ্বিনীকুমার ,,		৬৮	
৫৮		" লক্ষ্মীরাম ,,		২৬	
৫৯		,, চন্দ্রকুমার ,,		১১	
			৩১	২৪	
৬০		,, নয়নচন্দ্র ,,		৮৫	
৬১		" ভৃগুমণি ,,		৪৩	
৬২		,, যোগেন্দ্র চন্দ্র ,,		০৪	
৬৩		,, কুমার চন্দ্র দেববর্মা		১৬	
৬৪		,, প্রফুল্ল চন্দ্র ,,		৪১	
৬৫		,, কৃষ্ণচন্দ্র ,,		৪৮	
৬৬		,, বিদ্যানিধি ,,		৫০	
৬৭		,, গৌরচন্দ্র ,,		৩৩	
৬৮		,, গনকচন্দ্র ,,		৭৯	
৬৯		,, বিঙ্কিচন্দ্র ,,		২৩	
৭০		,, সুধীরচন্দ্র ,, গং	১	৪৪	
৭১		,, হরিরায় দেববর্মা	১	০৭	
৭২		,, রমেশচন্দ্র ,,		১৬	
৭৩		,, রাজেন্দ্র ,,		২৮	
৭৪		,, কালুচন্দ্র ,,		৫৭	
৭৫		,, ধনীরাম ,,	১	২৬	
৭৬		,, যামিনী ,,		৬৪	
৭৭		,, বিপিন বিহারী ,,		৪০	
৭৮		,, সানন্দ ,,	০	১৪	
৭৯		,, বিপিনচন্দ্র দেববর্মা		৫৩	
৮০		,, সানন্দ ,,	১	০১	
৮১		,, গকুলচন্দ্র ,,		৪৮	
৮২		,, বিশ্বচন্দ্র ,,	২	০৬	
			৩৮	১০	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
			B. F. ৩৮	১০	
৮৩	সুতারমুড়া	„ গহণ চন্দ্র „		২৮	
৮৪		„ ফুলিন্দ্র চন্দ্র „		৪৩	
৮৫		„ কৃষ্ণচন্দ্র „		১৩	
৮৬		„ নারায়ণ চন্দ্র „		৭৩	
৮৭		„ রমেশ চন্দ্র দেববর্মা		২০	
৮৮		„ বীরকৃষ্ণ „		৩২	
৮৯		„ ভুবনেশ্বরী „		২৫	
৯০		„ তীর্থবাসী „		৬৯	
৯১		„ মুকুন্দ „		৩৭	
৯২		„ জগদীশ চন্দ্র „ গং		২৫	
৯৩		„ দেবেন্দ্রকুমার „		১৩	
৯৪		„ কর্ণচন্দ্র „	১	৬১	
৯৫		„ সুবোধচন্দ্র দেববর্মা		৩৯	
৯৬		„ বিদ্যানিধি „		৬৭	
৯৭		„ ধনীরাম „		৩৬	
৯৮		„ ধনীরাম „	১	৬৪	
৯৯		„ চরণ দেববর্মা	১	২৮	
১০০		„ লালুচন্দ্র দেববর্মা		৫৫	
১০১		„ অঞ্জন „	১	৪২	
১০২		„ কালু „		২৯	
১০৩		„ কাহিতি „		০৮	
১০৪		„ সুবলচন্দ্র „		৬২	
১০৫		„ চিন্তামনি „		০৬	
১০৭		শ্রীভদ্রাবতী দেবী		১০	
১০৭		„ চন্দ্রকান্ত দেববর্মা		২৩	
১০৮		„ ইন্দ্রকুমার „		১৭	
			৫১	৩৫	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমান একক	জমির পরিমান শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
		B. F.	৫১	৩৫	
১০৯	সুতারমুড়া	" অগ্নরায় "		১৩	
১১০		" গৌরচান্দ "		—	
১১১		" মনি চন্দ্র "		১৯	
১১২		" লক্ষীরাম "	১	৪১	
১১৩		" নারায়ণ চন্দ্র	২	০৭	
১১৪		" চিকন্দ্রী দেববর্মা		৬৮	
১১৫		কৃত্তিদাস "		২০	
১১৬		ক্ষিরোদ চন্দ্র "	১	৩৯	
১১৭		বিকতী "	১	৬৪	
১১৮		অশ্বিনী "		৯৯	
১১৯		মঙ্গলক্ষ্মী দেবী	১	০৩	
১২০		মহিম চন্দ্র দেববর্মা		৯৬	
১২১		মধু "		১০	
১২২		" সূর্য্যমনি "		২২	
১২৩		" রোশন আলী	২	৪৮	
১২৪		" নিদান চন্দ্র দেববর্মা		৫১	
১২৫		" শচীন্দ্র চন্দ্র "	১	৪৯	
১২৬		" নবকুমার "	১	৫১	
১২৭		" ঠাকুর চান্দ "	১	০৪	
১২৮		" গগন চন্দ্র "		৪০	
১২৯		" চন্দ্র মোহন "		৪৫	
১৩০		" সোনা লাল "		৯৯	
১৩১		" রাজেন্দ্র চন্দ্র "		৫২	
১৩২		" কার্তিক কুমার দেববর্মা	১	০৪	
১৩৩		" ইন্দ্রমনি "		৩৫	
			৬৪	৫১	

ক্রমিক নং	মোজার নাম	বেআইনি দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একর	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১		নবকুমার দেববর্ম্মা	১	৪০	
২	রংমালা	হরিচরন নট্ট	১	০০	
৩		দেবেন্দ্র চন্দ্র নট্ট	০	২৪	
৪		সোনাতন শুক্রদাস গং	১	০৬	
৫		রেবতী মোহন সিংহ	১	৩১	
৬		বসন্ত কুমার দেববর্ম্মা	২	২৩	
৭		রাজ কুমার „	২	৬১	
৮		নিশি কান্ত „	৩	৮০	
৯		শুক্র মনি „	১	২৬	
১০		সুবি চন্দ্র দেববর্ম্মা	০	৪১	
১১		দীনবন্ধু „	০	৯১	
১২		কৃত্তি সাধু „	০	২৬	
১৩		গৌহর চাঁদ „	১	০৭	
১৪		এলাতি বালা দেববর্ম্মা	০	১৯	
১৫		দালু মিঞা	০	১০	
১৬		মলা মিঞা	০	০৬	
১৭		ওসু মিঞা	০	০৩	
১৮		অর্জ্জুন দেববর্ম্মা	১	৭৮	
১৯		বীরেন্দ্র দেববর্ম্মা	০	৯৪	
২০		বেনু চন্দ্র „	৩	৭০	
২১		যামিনী কুমার দেববর্ম্মা	১	৫২	
২২		সুরেন্দ্র চন্দ্র „	২	২৯	
২৩		রশিরাম „	১	০৬	
২৪		বিশ্বম্বর „	০	৪৭	
২৫		শুকরাম „	০	৫০	
২৬		দুর্গামোহন „	০	০২	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২৭	বংমালা	মুক্তা চন্দ্র ,,	০	৬৭	
২৮		সুরেশ চন্দ্র ,,	১	৭২	
২৯		সূর্য্য কুমার ,,	১	৯৯	
৩০		বিশ্বকুমার ,,	৩	৯১	
৩১		রবিচরন ,,	১	২১	
৩২		অর্জ্জুন ,,	১	৫৯	
৩৩		কপিল মুনি ,,	১	৮৭	
৩৪		চন্দ্রমোহন ,,	১	৯৯	
৩৫		কৃশা চন্দ্র ,,	০	৬৩	
৩৬		কৃষ্ণদয়াল ,,	৩	৪২	
৩৭		যতীন্দ্র চন্দ্র ,,	০	৮৫	
৩৮		রাজেন্দ্র চন্দ্র ,,	০	৫১	
৩৯		বসন্ত কুমার ,,	০	৭১	
৪০		কৃশা চন্দ্র ,,	১	১৭	
৪১		নরেন্দ্র চন্দ্র ,,	০	৭৩	
৪২		গৌর চাঁদ ,,	১	৭১	
৪৩		সূর্য্য কুমার ,,	০	৯৭	
৪৪		ইন্দ্র কুমার ,,	০	৩৪	
৪৫		আলী কুমার ,,	২	৩১	
৪৬		কৈলাশ চন্দ্র ,,	১	২০	
৪৭		,, মনীন্দ্র দেববর্ম্মা	৩	০৫	
৪৮		,, গিরমনি ,,	০	৫৬	
৪৯		,, যতীন্দ্র ,,	১	৭৩	
৫০		,, উমেশচন্দ্র ,,	৩	১১	
৫১		,, বীরকুমার ,,	৩	২৩	
৫২		,, দেবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস	০	২৬	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ		মন্তব্য
			একক	শতক	
১	২	৩	৪		৫
৫৩	রংমালা	শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নমঃ	১	৪৬	
৫৪		,, হরেন্দ্র চন্দ্র দাস	২	৯০	
৫৫		,, নবদ্বীপ চন্দ্র নমঃ	১	৮৬	
৫৬		,, নগেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	০	১৬	
৫৭		,, নীরদাবালা দাস	০	৯১	
৫৮		,, নরেন্দ্র কুমার দেবনাথ গং	০	৩৩	
৫৯		,, বীরমনি দেববর্ম্মা	০	৪৫	
৬০		,, নগেন্দ্র কুমার ,,	২	১৮	
৬১		,, যতীন্দ্র কুমার দেবনাথ	০	৫৫	
৬২		,, বরদাপ্রসন্ন দেবনাথ গং	০	২৮	
৬৩		,, সুরেশ চন্দ্র কর	৩	৯২	
৬৪		,, যোগেশ চন্দ্র গুরুদাস	৪	২৪	
৬৫		,, মহাঙ্গদিন মিঞা	৯	৭৭	
৬৬		,, নিরোদ চন্দ্র দেববর্মা	৩	০১	
৬৭		,, দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন গং	২	৮৪	
৬৮		,, নজু মিঞা	৩	৫৭	
৬৯		,, ক্ষেত্রমোহন দেববর্মা	২	২৭	
৭০		,, কালীকুমার ,,	০	৮১	
৭১		শচীন্দ্র দেববর্মা	০	৬১	
৭২		সেন কুমার দেববর্ম্মা	০	৩৯	
৭৩		সুরেন্দ্র কুমার ,,	১	৫৯	
৭৪		ইন্দ্র কুমার ,,	০	৭৪	
৭৫		সতীশ চন্দ্র কর	০	১৭	
৭৬		ব্রজ কুমার দেববর্ম্মা	১	২৭	
৭৭		আতর আলী	২	২৫	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
৭৮	রংমালা	নানামিঞা	৩	৬০	
৭৯		সান্দার মিঞা	১	২৭	
৮০		সেরু মিঞা গং	০	২৬	
৮১		সান্দার আলী	০	৫৫	
৮২		নূর মিঞা	০	২৩	
৮৩		আবদুল হক	০	২০	
৮৪		জব্বর আলী	০	৪১	
৮৫		সোনা মিঞা	০	১৩	
৮৬		বীর মোহন দেববর্মা	০	১৩	
৮৭		বিমল চন্দ্র দেববর্ম্মা	০	৩৮	
৮৮		শ্যামা চরণ ,,	০	৪৯	
৮৯		ব্রজ কৃষ্ণ দেবনাথ	০	৪৮	
৯০		মাধব চন্দ্র দেববর্মা	০	৩১	
৯১		জগবন্ধু দেববর্মা	৪	০৭	
৯২		ললিত ,,	১	৩১	
৯৩		লাল মোহন দেববর্মা	২	১১	
৯৪		হরিচন্দ্র ,,	২	৪৩	
৯৫		চন্দ্র কুমার ,,	০	৪২	
৯৬		জব্বর আলী	০	৯৩	
৯৭		সান্দার মিঞা	০	৩৭	
৯৮		নবীন চন্দ্র দেববর্মা	০	৫৪	
৯৯		শিব চন্দ্র দেববর্ম্মা	২	৯০	
১০০		ফনীন্দ্র ভূষণ চক্রবর্ত্তী	০	২৭	
১০১		যাদুচন্দ্র দেববর্মা	৩	৪৮	
১০২		বানী চন্দ্র ,,	০	৬৯	
১০৩		গহন চন্দ্র ,,	২	৭৩	

ক্রমিক নং	মোজার নাম	বেআইনি দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একর	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১০৪	রংমালা	বিনন ,,	০	৪০	
১০৫		মঙ্গল চন্দ্র ,,	২	২৪	
১০৬		কান্থুরাম ,,	০	৬৪	
১০৭		চিকন্ত্রি দেব	০	৭৮	
১০৮		চৈত্র মোহন দেববর্মা	২	৯৬	
১০৯		কার্তিক চন্দ্র ,,	১	৬৭	
১১০		বাচু চন্দ্র ,,	১	৬৭	
১১১		জ্ঞান চন্দ্র ,,	২	৩৯	
১১২		কুমার চন্দ্র ,,	১	৩৬	
১১৩		দুলমনি দেববর্মা	০	৩৭	
১১৪		সুচিরাম ,,	০	১৭	
১১৫		ফুল কুমারী ,,	০	৪১	
১১৬		রঘুনাথ ,,	০	১৭	
১১৭		হরি কুমার ,,	১	১৩	
১১৮		নানা মিঞা গং	৪	০৯	
১১৯		বিমল দেববর্মা	০	৪১	
১২০		ব্রজহরি ,,	০	৪৭	
১২১		গৌর চন্দ্র দেববর্মা	১	১৬	
১২২		নরেন্দ্র ,,	১	৫৮	
১২৩		যোগেন্দ্র ,,	৬	০০	
১২৪		ব্রজ কান্ত দেববর্মা	২	২১	
১২৫		আচিমা রঞ্জন গং	০	২৪	
১২৬		ব্রজ কুমার দেববর্মা	০	৬৩	
১২৭		অর্জন ,,	০	৫৭	
১২৮		গৌরমণি ,,	১	৪১	
১২৯		নরেন্দ্র ,,	০	৭৩	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমান একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১৩০	বংমালা	ব্রজহরি ,,	৩	০৩	
১৩১		লাল মোহন ,,	১	২৪	
১৩২		রবিচন্দ্র দেববর্মা	০	৩৫	
১৩৩		ভারত চন্দ্র ”	১	১১	
১৩৪		রাজ কুমার ,,	০	১৭	
১৩৫		শুকদেব ”	০	৩১	
১৩৬		ইন্দ্র কুমার ”	০	২২	
১৩৭		দানমনি দেববর্মা	০	৮১	
১৩৮		বাহু চন্দ্র ,,	০	৯৭	
১৩৯		দশরথ ,, গং	০	১৫	
১৪০		বাহু চন্দ্র ,,	২	৬৯	
১৪১		মদন মোহন ,,	০	২৮	
১৪২		দেবেন্দ্র চন্দ্র ,;	০	৬১	
১৪৩		মুচিরাম .,	০	৭১	
১৪৪		বাণী চন্দ্র ,,	১	২০	
১৪৫		দেবেন্দ্র চন্দ্র ,,	২	১৪	
১৪৬		দশরথ ,,	১	০৫	
১৪৭		কুমার ,,	০	২১	
১৪৮		ভাদুরাম ,.	০	৭৭	
১৪৯		শচীন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী	২	৮০	
১৫০		বিপিন চন্দ্র দেববর্ম্মা	০	৫৬	
১৫১		চন্দ্র মোহন ,,	৬	৪১	
১৫২		হরেন্দ্র ,,	,২	৮৩	
১৫৩		ভানু চন্দ্র দেববর্মা	০	৩৫	
১৫৪		উপেন্দ্র চন্দ্র ,,	০	১৬	
১৫৫		উপেন্দ্র চন্দ্র ,,	১	৭৭	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১৫৬	বংমালা	ভানু কুমার ,,	১	৬৯	
১৫৭		গনেশ চন্দ্র ,,	০	৫৮	
১৫৮		কান্দুরায় ,,	১	২৮	
১৫৯		মঙ্গল চন্দ্র ,,	০	৫৮	
১৬০		রাধু চন্দ্র ,,	১	২৯	
১৬১		পদ্মাবতী দেবী	০	৫২	
১৬২		নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা	১	৬৯	
১৬৩		বিপিন চন্দ্র ,,	২	০২	
১৬৪		ছত্রমোহন ,,	১	৮৯	
১৬৫		রবিচন্দ্র ,,		২৭	
১৬৬		বিশুচন্দ্র ,,		২২	
১৬৭		সুরেন্দ্র কুমার ,,	১	৩৪	
১৬৮		গঙ্গারাম ,,	১	৬০	
১৬৯		বাহুচন্দ্র ,,		৩৪	
১৭০		মাধবচন্দ্র ,,	২	৫৩	
১৭১		মঙ্গলচন্দ্র ,,	১	১৮	
১৭২		যোগেন্দ্র ,,		৪৭	
১৭৩		ইন্দ্রকুমার ,,	১	৬১	
১৭৪		বীরমণি ,,		৪৮	
১৭৫		মহেন্দ্র ,,		৭৩	
১৭৬		শশীমোহন ,,	১	৩৬	
১৭৭		মুক্তাবলা দেবী		১০	
১৭৮		রাজচন্দ্র দেববর্মা	১	৪৮	
১৭৯		বিশুচন্দ্র ,,	১	২২	
১৮০		ব্রজকৃষ্ণ ,,	১	২২	
১৮১		সিরাজ মিঞা	১	২০	
১৮২		আলী নোয়াজ	১	০৮	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
১৮৩	বংমালা	আবদুল ছমেদ	১	৬৮	
১৮৪		বিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা	১	৯	
১৮৫		যতীন্দ্র চন্দ্র ,,	১	৬২	
১৮৬		বাধু চন্দ্র		৭২	
১৮৭		সুধীর চন্দ্র ,,	১	০০	
১৮৮		মুবিচন্দ্র ,,		৩৫	
১৮৯		নরেন্দ্র চন্দ্র ,,		১২	
১৯০		শচীন্দ্র চক্রবর্তী		৬৫	
১৯১		উপেন্দ্র দেববর্ম্মা		৭৮	
১৯২		দেবেন্দ্র ,,	১	৭৬	
১৯৩		অভিমন্য ,,		১৯	
১৯৪		মনিচন্দ্র ,,	১	৩৩	
১৯৫		নয়ন চন্দ্র		৬৯	
১৯৬		হরিচাঁন্দ ,,		৪৭	
১৯৭		রঘুনাথ ,,	১	০৪	
১৯৮		সূর্য্যকুমার ,,	১	৩৭	
১৯৯		মনি চন্দ্র ,,		৭৮	
২০০		শ্রীশ চন্দ্র ,,	২	৪৭	
২০১		মাখনলাল দেব	১	৩৬	
২০২		কর্ণেল চন্দ্র দেববর্ম্মা	২	৭৩	
২০৩		লালমনি ,,	১	০২	
২০৪		পংখী রায় ,,		১৮	
২০৫		মুচিরাম ,,	১	০৪	
২০৬		মুক্তাচন্দ্র ,,	১	২৫	
২০৭		ফুল চন্দ্র ,,		১৫	
২০৮		মধু চন্দ্র ,,		৮০	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ		মন্তব্য
			একক	শতক	
১	২	৩	৪		৫
২০৯	রংমালা	গঙ্গাচরণ ,,	১	৮৫	
২১০		হরিরায় ,,		২০	
২১১		অধীন চন্দ্র ,,		১০	
২১২		দেবেন্দ্র চন্দ্র		৪৭	
২১৩		ভারত চন্দ্র ,,		১১	
২১৪		সুধীন্দ্র চন্দ্র ,,		৮৭	
২১৫		অশ্বিনী কুমার ,,	৩	৫৭	
২১৬		হিরণ চন্দ্র ,,		৩৩	
২১৭		মুচিরাম ,,		০৮	
২১৮		লক্ষ্মণ চন্দ্র ,,		২১	
২১৯		মদন চন্দ্র ,,		১৬	
২২০		অতুল চন্দ্র ,,		২৩	
২২১		দেবেন্দ্র চন্দ্র ,,	১	০০	
২২২		যোগেন্দ্র ,,		৪৪	
২২৩		মঙ্গল চন্দ্র ,,		২০	
২২৪		ছালিমউদ্দিন		১৯	
২২৫		কাঙ্গল চন্দ্র দেববর্ম্মা		৯৬	
২২৬		নীলমনি দেববর্ম্মা		৯০	
২২৭		উপেন্দ্র চন্দ্র ,,		৬৮	
২২৮		দেবেন্দ্র চন্দ্র ,,		৫৭	
২২৯		রাজেন্দ্র চন্দ্র ,,		১৬	
২৩০		শশীকুমার ,,		১২	
২৩১		দেবেন্দ্র চন্দ্র ,,		৭৪	
২৩২		চন্দ্রনাথ ,,	২	২৮	
২৩৩		রাজেন্দ্র চন্দ্র ,,		২৯	
২৩৪		ফুল মিঞা		৯৬	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২৩৫	বংমালা	আনন্দ কুমার দেববর্ম্মা		১৮	
২৩৬		চন্দ্রমোহন ,,		৮৬	
২৩৭		কর্ণেল চন্দ্র ,,		২৩	
২৩৮		দেবেন্দ্র চন্দ্র ,,	৪	০৫	
২৩৯		বাহুরাম ,,	১	১১	
২৪০		সুবল চন্দ্র দাস ,,	১	১২	
২৪১		মনমোহন দেববর্মা		১১	
২৪২		অখিল চন্দ্র বর্ম্মন		১১	
২৪৩		চাঁদ মিঞা	১	০৭	
২৪৪		আবিদ আলী		৪৪	
২৪৫		রাধাকৃষ্ণ দেববর্মা		৮৭	
২৪৬		ওয়াখিরায় ,,		৩৬	
২৪৭		ছমেদ আলী		৬৪	
২৪৮		বিশরায় দেববর্মা		২৩	
২৪৯		লক্ষ্মণ চন্দ্র ,,		৬৪	
২৫০		চারু মিঞা		১৪	
২৫১		চন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা		৭৬	
২৫২		ভারত চন্দ্র ,,		০৯	
২৫৩		জেষ্ঠরাম ,,		৩৫	
২৫৪		তারিমোহন ,,	১	১১	
২৫৫		বাহুরাম ,,		৬২	
২৫৬		অনন্ত কুমার ,,		৪১	
২৫৭		রমজ আলী	৩	০৫	
২৫৮		চান্দ মিঞা	২	৯৯	
২৫৯		চারু মিঞা		৪৯	
২৬০		বনদা রঞ্জন দাস	১	৪৬	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২৬১	রংমালা	ওছমান আলী	২	৩৭	
২৬২		টুকু মিঞা		৫৩	
২৬৩		আতরেজামা		৩৪	
২৬৪		আবদুল হামিদ		১০	
২৬৫		গঙ্গাচরণ দেববর্ম্মা		৬৪	
২৬৬		চাঁদ মিঞা		৬৯	
২৬৭		কুমারিয়া দেববর্মা		১৭	
২৬৮		ছমেদ আলী		৫২	
২৬৯		আকমতআলী		৬২	
২৭০		ছক্কু মিঞা গং		৪৩	
২৭১		হাকিম আলী		২৯	
২৭২		সূর্য্য গাজী		০৪	
২৭৩		তরিৎ মোহন দেববর্মা		২২	
২৭৪		চারু মিঞা		২০	
২৭৫		সরুজ্জ ”		৯০	
২৭৬		আছাদ আলী	১	৩৭	
২৭৭		মনমোহন দাস	১	১৪	
২৭৮		মুন্সী গাজী	১	১৯	
২৭৯		ছালিম উদ্দিন		৪৮	
২৮০		নন্দ কুমার		০৮	
২৮১		ছিরু মিঞা		১৪	
২৮২		আলী আহম্মদ		০৮	
২৮৩		সাহাবদ্দিন মিঞা	১	২৭	
২৮৪		ঝারু মিঞা গং	২	৪৫	
২৮৫		হাকিম আলী		৮৯	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	বেআইনী দখলকারের নাম	জমির পরিমাণ একক	জমির পরিমাণ শতক	মন্তব্য
১	২	৩	৪		৫
২৮৬		সেকান্দর আলী গং		৬৪	
২৮৭		নূর মিঞা	১	৭৬	
২৮৮		মুনছর আলী		৫৫	
২৮৯		ছালিম উদ্দিন গং	২	৮০	
২৯০		সুজাতালী		৫৩	
২৯১		বছর আলী		৪৯	
২৯২		মনা মিঞা		৩৪	
২৯৩		তনু "		২৮	
২৯৪		সূর্য্যধন শুক্লদাস গং	৩	৬৪	
২৯৫		গয়া পাণ্ডব দেববর্ম্মা	২	৩৮	
২৯৬		ইন্দ্র কুমার "	১	০৮	
২৯৭		জয় চন্দ্র "		১১	
২৯৮		ব্রজ কুমার "	১	০২	
			৩৪৩	৮৪	

Unstarred Question No. 322

BY : Shri Kalipada Banerjee.

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Community Development Department be pleased to state—

ক) সাবরুম মহকুমায় গত পাঁচ বৎসরে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল বাবত মোট কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, এবং

খ) সমগ্র মহকুমায় Servicebale এবং unserviceable টিউব ওয়েল ও রিংওয়েলের গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব।

Answer

ক) সাবরুম মহকুমায় গত পাঁচ বৎসরে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল বাবত মোট মং ২, ১২, ৩৩৮, টাকা ব্যয় হইয়াছে।

সমগ্র মহকুমায় Serviceable এবং Un-Serviceable টিউব ওয়েল ও রিংওয়েল গাঁওসভা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া গেল।

(ঘ) গাঁও সভার নাম		রিংওয়েল		টিউব ওয়েল	
		ব্যবহার যোগ্য	অব্যবহার যোগ্য	ব্যবহার যোগ্য	অব্যবহার যোগ্য
১		২	৩	৪	৫
১।	ঘোড়া কাপ্পা	১	২	—	৪
২।	শীলাছড়ি	২	২	—	৬
৩।	মনু বংকুল	৭	—	৫	৫
৪।	চালিতা বংকুল	২	—	—	—
৫।	পূর্ব সাবরুম	১	—	—	২
৬।	রাজধরপুর	—	—	—	—
৭।	ফুলছড়ি	৫	৩	৩	১
৮।	মনুবাজার	৬	৩	১৯	২
৯।	গার্দাং	২	১	৩	—
১০।	ভুরাতলী	১৩	৬	৮	৪
১১।	হরিনা	৬	৩	৬	১
১২।	গোয়াচান	৫	৪	৪	—
১৩।	উত্তর তৈছামা	৩	—	২	—
১৪।	দক্ষিণ কালা পানিয়া	২	—	১৩	—
১৫।	সিন্দুক পাথর	৯	১	১১	—
১৬।	মাগুরছড়া	১	১	৬	৪

১		২	৩	৪	৫
১৭।	সোনাই ছড়ি	২	২	২	২
১৮।	মাধব নগর	৪	—	৭	১
১৯।	চালিতা ছড়ি	৪	২	২	২
২০।	আমলী ঘাট	২	—	২	—
২১।	শ্রীনগর	২	—	৬	—
২২।	কৃষ্ণ নগর	২	১	৭	—
২৩।	ব্রজেন্দ্র নগর	৬	৪	১৬	১১
২৪।	দাউদ বাড়ী	৪	২	১৩	১
২৫।	পশ্চিম জলেফা	৪	৬	৯	৩
২৬।	পূর্ব জলেফা	১৪	৭	৫	৪
২৭।	লুধুয়া	—	—	১	১
২৮।	বৈষ্ণবপুর	২	১	—	১
২৯।	বিষ্ণুপুর	—	—	—	—
৩০।	সাব্রুম টাউন	১২	৪	১৮	১
		১১৫	৫৫	১৬৮	৫৬

Unstarred Question No. 254

BY :—Shri Samar Choudhury

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state.

১। গত পাক-ভারত যুদ্ধ কালে সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান জনিত কারণে সীমান্তবর্ত্তী ত্রিপুরা বাসীগণের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি পূরণে ১১৭২ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২। সোনামুড়া মহকুমায় এইসব ক্ষয় ক্ষতি পূরণে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত ?

৩। কত সংখ্যক দরখাস্ত এখনও তদন্ত সাপেক্ষ সরকারী কার্য্যালয়ে পড়ে আছে।

Answer

১। ২,০৪৮৪৩·৩৬ টাকা।

২। ১৪,৭৩০ টাকা।

৩। ২০০

Unstarred Question No. 279

BY :—Shri Radha Raman Nath

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Industry Department be pleased to state.

১) শিল্পবিভাগকে সমৃদ্ধশালী ও উন্নীত করার জন্য এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কোন State Industrial Board আছে কি ;

২) থাকিলে বিগত দুই বৎসরে উক্ত বোর্ড কতবার বসিয়াছে এবং Industrial Loan এর কতটি দরখাস্ত পরীক্ষা নিরিক্ষা করিয়া শিল্প সমৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ;

৩) বিগত দুই বৎসরে বিভিন্ন স্কীমে Industrial Loan পাওয়ার জন্য কতটি দরখাস্ত সরকারের হেপাজতে আছে এবং কতজন দরখাস্তকারীকে কত করে মোট কত টাকা Loan দেওয়া হয়েছে ?

Answer

১) না

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ক) ১১৮

খ) ২ জনকে মোট ৫৩,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে, এর মধ্যে একজনকে ৪১,০০০ টাকা এবং অপর জনকে ১২,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

Unstarred Question No. 210

BY :—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state.

Question

ক) খোয়াই বিভাগের পূর্ব কল্যাণপুর গাঁওসভা, মধ্য কল্যাণপুর গাঁওসভা, কুঞ্জবন গাঁওসভা ও দ্বারিকাপুর গাঁওসভার অধিনে কোন কোন জায়গায় রিংওয়েল ও টিউবওয়েল আছে? এবং

খ) উক্ত স্থানগুলির রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের মধ্যে মোট কতটি চালু অবস্থায় ও কতটি অকেজো অবস্থায় আছে—গাঁওসভা ভিত্তিক তাহার সংখ্যা কত?

Answer

ক) যে, যে জায়গায় রিংওয়েল ও টিউবওয়েল আছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

পূর্বকল্যাণপুর গাঁওসভা

রিংওয়েল—অমর কলোনী (রবিন্দ্র পাল) ১টি, তোতাবাড়ী (সন্তোষ সাহা) ১টি. অমর কলোনী (মনিন্দ্র পাল) ১টি,

টিউবওয়েল—বেতাগা (কানুথা শর্মা) ১টি, মহানন্দ শীল ১টি, অমর কলোনী (মনিন্দ্র পাল) ১টি, বিনোদ মোদক ১টি, রাস্তার পার্শে ১টি, তোতাবাড়ী আনন্দ দাস ১টি, গনিয়ামারা—কাতুরাম দাস—১টি,

মধ্যকল্যাণপুর গাঁওসভা

রিংওয়েলঃ—মধ্যকল্যাণপুর—বঙ্ক মোদক ১টি, দিলীপ চৌধুরী ১টি, তিনগড়িয়াবাড়ী ১টি বর্গী পাড়া ১টি, মধ্যকল্যাণপুর—লালু দেববর্মা ১টি, মধ্য কল্যাণপুর হাসপাতাল টিলা ১টি।

টিউবওয়েল—মধ্যকল্যাণপুর বাজার ৩টি, কল্যাণপুর মটর ষ্ট্যাণ্ড—১টি, মধ্য কল্যাণপুর কানুলাল দত্ত—১টি, কল্যাণপুর কলোনী ১টি, কল্যাণপুর আশ্রম—১টি, মধ্যকল্যাণপুর (রোহিনী মজুমদার) ১টি, মধ্য কল্যাণপুর যোগেশ ভট্ট ১টি, মধ্যকল্যাণপুর প্রধানের বাড়ী ১টি, মধ্যকল্যাণপুর রজনি সরকার ১টি।

কুঞ্জবন গাঁওসভা

রিংওয়েল :—কুঞ্জবন (ভূমিহীন কলোনী ১টী, গড়িয়া দফেদার পাড়া (জ্যোতি দেববর্মা) ১টী।

টিউবওয়েল :—কুঞ্জবন আনন্দ পাল ১টী, কুঞ্জবন স্কুল ১টী, ভুবনেশ্বর পণ্ডিত ১টী, কালা সিংহ ১টী, ধনঞ্জয় সিংহ ১টী, নবকুমার শর্মা ১টী, কামরেন্দ্র সিংহ ১টী, কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা ১টী, কৃষ্ণ কুমার দেববর্মা ১টি, কুঞ্জবন মেম্বারের বাড়ীর নিকট ১টী. বিবির মোকাম প্রধানের বাড়ীর নিকট ১টী, খাশ কল্যাণপুর (ব্রজেন্দ্র দেবনাথ) ১টী, কুচপাড়া ১টী, গড়িয়া দফদার পাড়া ১টী, খাশ কল্যাণপুর কালিবাড়ী ১টী, খাস কল্যাণপুর (প্রভাত চন্দ্র) ১টী. পূর্বগোপাল নগর ১টী, গোপালনগর রাস্তার পার্শ্বে ১টী,

দ্বারিকাপুর— রিংওয়েল—দ্বারিকাপুর (কচুরি টীলা) ১টী, দ্বারিকাপুর ভূমিহীন কলোনী ১টি, দ্বারিকাপুর (মরানদী) ১টি, লক্ষ্মিনারায়ণ পুর ১টী।

টিউবওয়েল :—দ্বারিকা (স্কুলের নিকট) ১টি, দ্বারিকা (কচুরি টিলা) ১টি, দ্বারিকা কালিবাড়ী ১টি, দ্বারিকা চাউলকলের নিকট ১টি, দ্বারিকা (অনিল দেব) ১টি, খাশ কল্যানপুর স্কুল ১টি, খাশ কল্যাণপুর কোঅপারেটিভ টেক্ ১টি, খাশ কল্যাণপুর মনিপুরী বস্তী ১টি, লক্ষ্মীনারায়ণপুর (শৈলেশ দেবরায়) ১টি, উত্তর আলপসা ১টি, গৌরাঙ্গ টিলা স্কুল ১টি, লক্ষ্মীনারায়ণপুর (জগদীশ পাল) ১টি, খাশ কল্যাণপুর (ভানুদেব) ১টি, খাশ কল্যাণপুর দশরথ বর্মন ১টি, মদন কর্ম্মকার ১টি, বাগানবাজার (অনিল ভৌমিক) ১টি, লক্ষ্মীনারায়ণপুর রাস্তার পার্শ্বে ১টি লক্ষ্মিনারায়ণপুর কামারিয়াটিলা ১টি।

Unstarred Question No. 133.

By—Shri Purna Mohan Tripura

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১) কৈলাশহরের কোন গাঁওসভায় এবছর কতজন কৃষিঋণ, দাদন, বীজধান ও খয়রাতি সাহায্য পেয়েছেন তার হিসেব (গাঁওসভা ভিত্তিক) ;

২) যারা পেয়েছেন, তাদের নাম বাছাই-এর ভিত্তি কি ?

Answer

১·২) এইসব ক্ষেত্রে গাঁওসভা ভিত্তিক কোন হিসাব রক্ষিত হয় না। সুতরাং তথ্যাদি সংগ্রহ সময় সাপেক্ষ। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Unstarred Question No 179

By Shri Niranjan Deb

Question

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Community Developmenet Department be pleased to state—

১) সারা ত্রিপুরায় ব্লকের সংখ্যা কত ?

২) ১৯৭০—৭১ এবং ১৯৭১—৭২এ ত্রিপুরার কোন ব্লকের কত টাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে তার হিসাব।

Answer

১) সারা ত্রিপুরায় ১৭টি ব্লক আছে ;

২) ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ সনে উন্নয়নের জন্য ব্লকওয়ারী বরাদ্দকৃত টাকার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম—	বরাদ্দকৃত টাকা	
	১৯৭০—৭১	১৯৭১—৭২
১	২	৩
১। সদর ইউ. সি. ডি. ব্লক, জিরানীয়া	১,০৫,৩১২	৩,০০,৬৬০
২। সদর নর্থ সি. ডি. ব্লক, মোহনপুর	৪,৪৯,৪৪৩	৪,৭৭,৯২৪
৩। সদর সাউথ সি. ডি. ব্লক, বিশালগড়	৪,১৯,১৪৪	৩,২ ,৪৫০

১	২	৩
৪। খোয়াই সি. ডি. ব্লক	১,১০,৪৫৭	১,৯৯,৬৬৫
৫। তেলিয়ামুড়া সি. ডি. ব্লক	৫,১৩,৪৪,১	৫,২১,৬৪৫
৬। সোনামুড়া সি. ডি. ব্লক	১,১১,২৭৮	২,০৬,১৪৬
৭। পানিসাগর সি. ডি. ব্লক	১,৪২,২০১	২,৪৯,২২২
৮। কুমারঘাট সি. ডি. ব্লক	৯৯,৬৩৪	১,৪৪,২৩১
৯। কমলপুর সি. ডি. ব্লক	১,৪৫,৭৫০	২,৪১,৫৪৫
১০। কাঞ্চনপুর টি. ডি. ব্লক	২,৫৭,৬৪৫	৫,৪৪,৪৮৬
১১। ছামনু টি. ডি. ব্লক	১,৯,২০০	১,৪০,৫৬৪
১২। অমরপুর টি. ডি. ব্লক	২,১৬,৭০৮	৪,৪০,৪৩০
১৩। ডম্বুরনগর টি. ডি. ব্লক	৭১,০০৮	৯০,৭০২
১৪। সাঁতচান্দ টি. ডি. ব্লক	১,৬২,৬৯৯	১,৬৯,২১০
১৫। বগাফা সি. ডি. ব্লক	৭১,০২১	১,০৬,৭৩৩
১৬। রাজনগর টি. ডি. ব্লক	১,২১,৬৪৫	১.৩০,১১০
১৭। উদয়পুর সি. ডি. ব্লক	২,৬৬,৬৫৯	২,৩২.২৮৭

Unstarred Question No. 64

By Shri Bulu Kuki

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state

১) ১৯৭২ সালে অম্পি এলাকার পাঁচটি গাঁওসভায় (অম্পিনগর তহশীলাধীনে) কোথায় এবং কতটি রাস্তা ও বাঁধ টেষ্ট রিলিফের দ্বারা করা হয়েছে, (ইহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)

২) ইহা কি সত্য যে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল তার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ;

৩) সত্য হইলে কোন কোন বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ;

Answer

১)

গাঁওসভার নাম	স্থানের নাম	রাস্তার সংখ্যা	বাঁধের সংখ্যা
জাম্বাকছড়া	টইডু বাজার হইতে		
	লক্ষীদহণ	১	—
	শিবহরি পাড়া	—	১
	বাঙ্গালী পাড়া	—	১
	পালকছড়া	—	১
	লক্ষীধনছড়া		—
অম্পি	অম্পি হইতে ধনলেখা	১	—
	অম্পি হইতে গামাকুবাড়ী	১	—
	তৈচান ছড়ায়	—	১
	হালয়াছড়ার উপর	—	৩
ছনগাঙ্গ	শিরথুংবাড়ী হইতে ডুলংহরি	১	—
তৈসলং	তৈসলংছড়ার উপর		
	বড়মহি পাড়া	—	১
	তৈসলং ছড়ার উপর		
	কল্যান মানিক বাড়ী	—	১
তৈডু	ধনলেখা ছড়ার উপর		
	তীর্থসোম কাইপেং বাড়ী	—	১
	পালকছড়ার উপর		
	চন্দ্রমোহন দত্ত বাড়ী	—	১

২) না।

৩) প্রশ্নের ২নং আইটেমেয় উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 195.

By—Shri Sudhanwa DebBarma

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Excise Department be pleased to state

১) চম্পকনগর বাজারে কি একটি মদের দোকান আছে ?

২) থাকলে তার লাইসেন্স হোলডারের নাম কি ?

৩) ইহা কি সত্য যে এই দোকানটিকে কেন্দ্র করে বাজারে শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে ?

৪) সত্য হলে দোকানটি এখান থেকে সরানো হবে কি ?

Answer

১) হাঁ।

২) শ্রী বি, সি, ঘোষ।

৩) এরূপ কোন সংবাদ নাই।

৪) প্রশ্নের ৩নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 176
BY :—Shri Niranjan Deb

Question

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Community Development be Department pleased to state

১) বিশালগড় ব্লকে গত জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কতটা নূতন টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এবং পুরাতন টিউবওয়েল re-sinking করা হয়েছে ; তাঁর গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব ?

Answer

১) গত জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যান্ত সময়ের মধ্যে ২৪ টা নূতন টিউবওয়েল বসানো হয়েছে ও ৬৭ টি পুরাতন টিউবওয়েল re sinking করা হয়েছে। গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া গেল।

গাঁও সভার নাম	নূতন Tube well বসানোর সংখ্যা	পুরাতন Tube well re-sinking করানোর সংখ্যা
১। বিশালগড় গাঁও সভা	৯টী	৯টী
২। মধুপুর গাঁও সভা	১টী	৪টী
৩। বিক্রমনগর গাঁও সভা	১টী	—
৪। ঈশানচন্দ্রনগর গাঁও সভা	২টী	১৫টী
৫। প্রতাপগড় গাঁও সভা	২টী	৫টী
৬। বাধারঘাট গাঁও সভা	—	১৯টী
৭। আনন্দনগর গাঁও সভা	৬টী	৮টী
৮। প্রতাপপুর গাঁও সভা	২টি	২টী
৯। দক্ষিণ চড়িলাম গাঁও সভা	১টী	—
১০। আমতলী গাঁও সভা	—	৪টী
১১। টাকারজলা গাঁও সভা	—	১টী
	২৪টী	৬৭টী

Unstarred Question No. 75

BY :—Shri Bulu Kuki

Question

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Community Development Department be pleased to state.

১। গত ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত অম্পিনগর তহশীলাধীন পাঁচটি গাঁওসভার মধ্যে কতটি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে ;

২। দেওয়া হইয়া থাকিলে কোথায় কোথায় দেওয়া হয়েছে ;

৩। ইহা কি সত্য টিউবওয়েল ও রিংওয়েল যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে বাজারের সংলগ্ন কয়েকটি ছাড়া সবগুলিই অকেজো বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়া আছে।

Answer

১। ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস পর্যান্ত অম্পিনগর তহশীলাধীন ৫টি গাঁওসভার মধ্যে ২৬টি টিউবওয়েল এবং ৮টি রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে।

২। যেখানে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

১। গাঁও সভার নাম	স্থানের নাম	
	টিউব ওয়েল	রিংওয়েল
১ ছনগাং গাঁও সভা	১। নগরাই ছেয়াছড়া উজ্জল পদবাড়ী	১। ছনগাং গোপীনাথ সর্দ্দার পাড়া
	২। ছেচুয়া জমাতিয়া বাড়ী	২। ছন গাং নিরধন পাড়া স্কুল।
	৩। নগরাই খেজুরী বাড়ী	৩। কমলাই বাড়ী নং ২ বাংগালী পাড়া
	৪। তৈছান বাড়ী গৌরাঙ্গ সাহা	৪। কমলাই বাড়ী জমাতিয়া পাড়া
	৫। ছনগাং তেতুই নালা	৫। ছেছুয়া
২। জাম্বুক গাঁও সভা	১। তৈদু V.L.W.Q	১। তৈদুবাজার
	২। তৈদু কো: নিকট	২। বিনোদ কাইপেং বাড়ী
	৩। পঙ্কো বাড়ী	৩। রূপা লুংগা
	৪। ধলাছড়া শচীন্দ্র জমাতিয়া বাড়ী	
৩। তৈদু গাঁও সভা	১। ধনলেখা এম পালের বাড়ী	
	২। তৈদু রবীন্দ্র কলই বাড়ী	
	৩। তৈচাক মা—চন্দ্র কুমার দেববর্মার বাড়ী	

	৪। গর্জন টীলা—কালীবাড়ী	×
	৫। তৈচ.কমা—রাজকুমার মুড়া ১নং	
	৬। ধনলেখা—ধর্মজয় কাইদেং বাড়ী	
	৭। ধনলেখা—স্কুল	
	৮। ধনলেখা—স্কুলের নিকটবর্ত্তী	
৪। আমিন গাঁও সভা	১। তৈছন ছড়া বৃন্দাবন কলই বাড়ী।	
	২। অম্পি মন্দির বাড়ী	
	৩। অম্পি সুকুমার শীলের বাড়ী	
	৪। অম্পি ধনঞ্জয় বাড়ী	×
	৫। তৈবা কলই রেধন পাড়া	
	৬। বীণা বাড়ী—নিতাই মৈথান বাড়ী	
	৭। ওপরং বাড়ী—ননী সাহা	
	৮। ছনখোলা বিপদ বন্ধু জমাতিয়া	
৫। তৈছলং গাঁও সভা	১। তৈছলং	১। বীরমনি মুরছুমবাড়ী

৩। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

Unstarred Question No. 417

By Shri Sushil Ranjan Saha

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be pleased to state.

1. What are the Departments under Tripura Government which have got Cinema Unit and how many? How many Cinema Units are there in the Publicity Department and in which Sub-Divisions?

2. How many Cinema shows were organised during the period from last March to date in three Sub-Divisions, viz. Udaipur, Amarpur & Sonamura respectively ?

Answer

1. Name of Department	Nos. of Unit.
Agriculture—	3
Education—	1
Forest—	1
Health—	1
Panchayat Raj—	1
Co-operation—	1
Industries—	1
Public Relations & Tourism—	8

Sub-division-wise distribution of Cinema Units of the Department of Public Relations & Tourism is indicated below :—

Sadar (Agartala)—	2.
Kamalpur—	1
Kailasahar—	1
Belonia—	1
Sabroom—	1
Amarpur—	1
Udaipur—	1

2. The Cinema shows organised during the period from March, '72 to November, 1972, in the following three Sub-Divisions, viz. Udaipur, Amarpur & Sonamura respectively are given below :—

Udaipur—	75
Amarpur—	122
Sonamura—	69

Unstarred Question No. 378
By—Shri Anil Sarkar.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরায় ১৮ একরের বেশী জমি আছে এ রকম রায়তের সংখ্যা কত এবং তাদের হাতে মোট জমির পরিমাণ কত?

Answer

১) রায়তের সংখ্যা প্রায়—১০৪
জমির পরিমাণ প্রায়—২২০০ ষ্টেণ্ডার্ড একর।

Uustarred Question No. 5
By Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deptt. be pleased to state.

১) ১৯৭২ এর খরা জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারকে কত টাকা কি বাবতে মঞ্জুর করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২) এই অর্থ পরিস্থিতি মোকাবিলার পক্ষে যথেষ্ট কিনা; এবং

৩) যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য কি করা হচ্ছে?

Answer

১) কেন্দ্রীয় সরকার খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এ পর্যান্ত যে টাকা মঞ্জুর করিয়া-

ছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) খয়রাতি সাহায্য বিনা মূল্যে বীজ বিতরণ সহ—	৩৫	লক্ষ টাকা
(২) টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্কস—	৪৫	,, ,,
(৩) স্বাস্থ্য—	২	,, ,,
(৪) খাদ্যশস্য পরিবহন—	৫	,, ,,
(৫) গবাদি পশুর জন্য ঔষধ পত্র ও তাহাদের একত্রিকরণ—	১	,, ,,
(৬) কৃষি যন্ত্রপাতি—	২০	,, ,,
সর্ব মোট—	১০৮	লক্ষ টাকা

২) না।

৩) বরাদ্দ বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

Unstarred Question No. 14

By—Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। ত্রিপুরার কোন চা বাগানে ১৯৬০ সালের ভূমি আইন অনুসারে জরীপের পর কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি রেকর্ড করা হয়েছে তার বিবরণ;

২। ঐ জমি সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন; এবং

৩। ইহা কি সত্য যে বাগান সমূহের বাড়তি জমি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় তারা ভূমি রাজস্ব দিচ্ছেন না?

Answer

১। ইহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

২। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

৩। চা বাগানের সেটেলমেন্ট অপারেশন চূড়ান্ত না হওয়ায় ভূমি রাজস্বের হার প্রবর্ত্তনের তারিখ হইতে রাজস্ব আদায় স্থগিত আছে।

Unstarred Question No. 377

By Shri Anil Sarkar

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Deptt. be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় আবাদযোগ্য পতিত খাস জমির পরিমাণ কত তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব; এবং

২। এই জমির মধ্যে বেআইনী দখলে কত জমি আছে তার হিসাব?

Answer

১। ২,৮৫,৫৪১·৫৪ একর—বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

ধর্মনগর	৬২,৭৯৬·৩৩ একর
কৈলাসহর	৩৪,৪৬০·৭১ ,,
কমলপুর	১৪,৮৭৫·৭৬ ,,
খোয়াই	৪১,৯৩০·৪০ ,,
সদর	৫৪,৯৭৩·৬৪ ,,
সোনামুড়া	৩,৩৭২·৩৮ ,,
উদয়পুর	৮,০৭৮·৩৪ ,,
বিলোনীয়া	৪,৮৫১·৩৬ ,,
অমরপুর	২৪,৬৯৭·৪৬ ,,
সাব্রুম	৩৫,৫০৫·১৬ ,,

২। কোন পতিত জমি বেআইনী দখলকারের অধীনে আছে বলিয়া সরকার অবগত নহে।

Unstarred Question No. 98

By Shri Radharaman Deb Nath

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় মোট ভূমিহীনের সংখ্যা কত ;

২। তাদের পুনর্বাসনের জন্য কি পরিকল্পনা আছে ,

৩। এ পর্যান্ত কতজন ভূমিহীন পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

Answer

১। ৫৫,৪০১ জন।

২। ভূমিহীনদিগকে কৃষিকাজের জন্য ভূমি দেওয়ার একটি কার্য্যসূচী সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভূমি দেওয়ার কাজ চলিতেছে।

৩।

সদর	৪২৮১ জন
খোয়াই	৪১৫৫ ,,
সোনামুড়া	১২৪ ,,
কমলপুর	৩১৯৫ ,,
কৈলাসহর	৩৯০ ,,
ধর্মনগর	১৫৪ ,,
সাব্রুম	২৯৯ ,,

বিলোনীয়া	১০৮ ,,
উদয়পুর	৩৭ ,,
অমরপুর	৩৪ ,,

Unstarred Question No. 157

By Shri Pakhi Tripura.

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

১। গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্য এবছর সরকার কোন মহকুমায় কত জন কৃষককে গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য দিয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব এবং

২। যে সকল কৃষক সাহায্য পেয়েছেন তাদের বাছাই করার ভিত্তি কি ?

Answer

১।

মহকুমার নাম	সাহায্য প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা
১) কৈলাসহর	৩৪
২) কমলপুর	২৭

২। দায়িত্বশীল অফিসার দ্বারা তদন্তক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

Unstarred Question No 4

BY :—Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Deptt. be pleased to state.

১) ১৯৭২ এর খরা জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার এ পর্যন্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ,

২) ইহা কি সত্য যে এই সকল কাজের জন্য সৈন্যদলের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে?

Answer

১) খয়রাতি সাহায্য প্রদান, টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্কস, কৃষি ও দাদন ঋণ দান ক্রেশ প্রগ্রাম কার্য্য ও ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সরকার এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক দিগকে সাহায্য বাবদ বিভিন্নখাতে নিম্নলিখিত অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন।

টেষ্ট রিলিফ	— ৬১, ৭০, ০০০ টাকা
খয়রাতি সাহায্য	— ৩০, ০৪, ০০০ টাকা
কৃষি ঋণ	— ৩১, ৫৫, ০০০ „
দাদন	— ১৬, ২৩, ০০০ „

ইহা ব্যতিত ভারত সরকার রবি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি জন্য ৪২, ০০, ০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ৩০৮টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের অতিরিক্ত আরও ৭৬টি ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হইয়াছে। সরকার আরও ১৪, ৫০০ মেট্রিক টন চাউল এবং ৭,৩৯১ মেট্রিক টন গম এলটমেন্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬০০০ মেট্রিক টন চাউল এবং ১১৪১ মেট্রিক টন গম আনা হইয়াছে। প্রচলিত নিয়ম শিথিল ক্রমে ভূমিহীন কৃষককে কৃষি ঋন দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পূর্ত্ত এবং বনকর বিভাগ খরা অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রাম্য রাস্তা নির্ম্মাণ রিজার্ভ ফরেষ্টের আগাছা পরিষ্কার, চারা গাছ রোপন ইত্যাদি যাবতীয় নূতন স্কীমে দুঃস্থ উপজাতি ও অ উপজাতির অতিরিক্ত কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকার ৩৫০ টি টিউব ওয়েল ২০০ রিংওয়েল স্থাপন ও ১৫০০ টিউব ওয়েল এবং ৭৫০ টি রিংওয়েল মেরামতের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ৮০০ সিক্রনেল বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে যাহার দ্বারা ২৯, ০০০ একর আমন ধানের জমিতে শেষ পর্যায়ে জল সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৩৭ টি ৫ এইচ পি পাম্প খরিদ করা হইয়াছে। গত বছরের ১৩০০ আটি জানক্রো টিউব ওয়েল এবং অতিরিক্ত আরও এরূপ ৪০০ বসানো হইয়াছে প্রায় ২০০ পাম্প সেট ইতিপূর্বেই কৃষকদের নিকট (বর্ত্তমান বৎসরে) বিক্রয় করা হইয়াছে। ১৩ টি পাম্পসেটের অতিরিক্ত আরও ৩৭টি ডিজেল পাম্পসেট বসানোর ব্যবস্থা হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী তাহার নিজস্ব National draught relief

fund হইতে ৫০, ০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গত ৭ই ডিসেম্বর বিধান সভায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে।

২) উপরোক্ত প্রোগ্রামে সেনা কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা হয় নাই কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

Unstarred Question No. 160

By Shri Pakhi Tripura

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) গোমতী প্রকল্পে রাইমা শর্মায় যাদের জমি ডুবে যাবে তাদের ক্ষতি পূরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে গত ২৭ শে অক্টোবর কি একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারক লিপি পেশ করেছেন?

২) যদি করে থাকেন তার সারমর্ম

৩) ঐ সম্পর্কে সরকার কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

Answer

১) হাঁ।

২) যে সমস্ত জোতদারের সম্পূর্ণ জোত ভূমি একুইজিশন নোটিফিকেশন ভুক্ত হয় নাই, তাহা ভুক্তি করণ, গণ্ডাছড়া অথবা বোলং বাসায় ক্ষতি পূরণ প্রদান, অবৈধ দখলকার দিগকে জোতদার হিসাবে ঘোষণা করিয়া ভূমি ও অস্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান যাহাদিগকে

সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে কর্তৃক জলাইয়া স্কীমের অনুরূপ ভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

৩) ভূমি একুইজিশন সংক্রান্ত কালেক্টর ইতিপূর্ব্বেই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। একুইজিশনের দরুণ যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাহাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকার ইতিপূর্ব্বে একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

Unstarred Question No. 244

By Shri Jatindra kr. Majumder

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

১) ১৯৭২ ইং সনের ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কতজন কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হইয়াছে (ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)?

Answer

১)

ব্লকের নাম	ঋণপ্রাপ্ত ব্যাক্তির সংখ্যা
জিরানীয়া	২৮৭
মোহন পুর	৩০৯
বিশালগড়	১১০২
মেলাঘড়	৩১৫
খোয়াই	৭২৮
তেলিয়ামুড়া	৮১০

গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, গাঁও সভা ভিত্তিক সংগ্রহাধীন আছে

Unstarred Question No 121

BY :—Shri Ajoy Biswas.

Question

Will the Hon'ble Minsiter-in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১) ত্রিপুরা তিনটি জেলায় ভাগ হওয়ার ফলে কোন কোন প্রশাসনিক জেলা দপ্তর সম্পূর্ণরূপে জেলা দপ্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কোন দপ্তর কোনআদৌ স্থানান্তরিত হয় নাই তার বিবরণ এবং

২) স্থানান্তরিত না হয়ে থাকলে তাতে প্রশাসনিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে কিনা ?

Answer

১) উত্তর ত্রিপুরা জিলার জেনারেল, ইলেকশন, একাউন্টস ডেভেলাপমেন্ট, আর ডব্লু এস, নেজারত, টিডব্লু, কনফি.ডনসিয়েল ও জুডিসিয়েল সেকশন আগরতলা হইতে কৈলাশহর স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ এষ্টাব্লিস মেন্ট, রেভেনিউ, ল্যাণ্ড একুইজিসন, সার্ভে এবং রেজিষ্ট্রেশন কুমারঘাট স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার সকল সেকসন আগরতলা হইতে উদয়পুর স্থানান্তরিত হইয়াছে।

২) প্রশ্নের ১ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Unstrrred Question No. 90

By Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। বিলোনিয়া মহকুমা মুখে পুরানো বাজার ফুল প্রভৃতি যে খাস জমিতে ছিল তা এখন যারা দখল করেছেন তাদের নাম ;

২। ঐ সকল দখলদার ভূমিহীন কিনা, এবং

৩। যদি না হয় তাহলে ঐ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য সরকার ব্যবস্থা করবেন কি ?

Answer

১। দখলকারের নাম :—

শ্রীহর কুমার মজুমদার
শ্রীসীতানাথ মজুমদার
শ্রীবনমালী মজুমদার
শ্রীআনন্দ চন্দ্র মজুমদার
শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার

২। না।

৩। ঐ সকল দখলদারদের উচ্ছেদক্রমে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে এলটমেণ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

Unstarred Question No. 1

By Shri Nripendra Chakraborty.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। কোন মহকুমায় কোন স্কীমে কতজন শ্রমিককে ১৯৭২ সনে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কতদিন Test Relief এর কাজে নিয়োগ করা হয়েছে তার বিবরণ ;

২। এই শ্রমিকদের মধ্যে নারী কত এবং নাবালক কত ;

৩। এই সকল স্কীম কি ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে ?

Answer

১, ২, ৩। এইরূপ বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ অধিক সময় সাপেক্ষ। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Unstarred Question No. 219

By Shri Anil Sarker-

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১। কৈলাসহরের গ্রামীন শিল্প প্রকল্পটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, এবং এ পর্যান্ত উক্ত প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা অনুদান দিয়েছেন;

২। ১৯৬২-৬৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অনুদান ১০ হাজার টাকার হিসাব নিকাষ রাজ্য সরকার দিয়েছেন কি; দিলে তার বিবরণ;

৩। উক্ত প্রকল্পে কোন কোন পদ শূন্য আছে, শূন্য থাকলে পূরণ না করার কারণ;

৪। ১৯৭১-৭২ সালে উক্ত প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিমাণ;

Answer

১। উত্তর ত্রিপুরা জিলার মহকুমাগুলিকে নিয়া সমগ্র উত্তর ত্রিপুরা জিলার জন্য একটি উত্তর ত্রিপুরা গ্রামীন শিল্প প্রকল্প আছে যাহার প্রধান দপ্তর কৈলাসহরে অবস্থিত। উত্তর ত্রিপুরা গ্রামীন শিল্প প্রকল্পটিতে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলি চালু আছে।

রেশমশিল্প নির্দেশন সংস্থা, তাঁত শিল্পে রঞ্জন সুতা বন্টনের রঞ্জনাগার, তাঁত ও হস্তশিল্প নক্সা সম্প্রসারণ সংস্থা, লৌহ ও লৌহঘটিত সরঞ্জাম তৈরীর এবং

মেরামতির কারখানা, বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে বিক্রয়ের সুবিধার্থে মজুদ ও বিক্রয় ভাণ্ডার, উপরন্তু শিল্প সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য এবং বহিঃরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থে কারিগরদের বৃত্তিদান।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের পরিমাণ মোট ১৮,৯০,০০০ টাকা।

২। বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না, যেহেতু উক্ত সালে কোন টাকা খরচ হয় নাই।

৩। উক্ত প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদগুলি খালি আছে।
প্রকল্প আধিকারিক—১টি পদ, অর্থ নৈতিক পর্য্যালোচক ১টি পদ, হিসাব রক্ষক ১টি পদ।

বেতন বৈষম্যের জন্য প্রকল্প আধিকারিকের পদ এবং নিয়োগ পদ্ধতি চূড়ান্ত না হওয়ায় অর্থ নৈতিক পর্য্যালোচকের পদ পূরণ করা যায় নাই। একাউনটেন্টের পদে উন্নীত হওয়ার যোগ্য কর্মচারীদের মিনিয়রিটিরেলিষ্ট সম্পর্কে আপত্তি উঠায় এ পদটি পুরণ করা যায় নাই। উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়মিত করিয়া শূন্য পদগুলি পুরণ করার আশু ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৪। ১৯৭১-৭২ সালে অনুদানের পরিমাণ মোট ২,০২০০০ টাকা তন্মধ্যে মোট ১,১২,৩৮৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

Unstarred Question No. 26

By Shri Nripendra Chakraborty

Question

Will the Hon'ble Minister in charge of the Industry Department be pleased to state :—

১) গত ১৯৬০ থেকে ১৯'৭২ এর ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যে সকল কাষ্ঠ শিল্পীকে ১০ হাজার টাকা বা তার বেশী শিল্প ঋণ দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা এবং

২) এই সকল ঋণ আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

Answer

১) ১০,০০০ টাকা এবং তদূর্দ্ধে ঋণ প্রাপ্ত কাষ্ঠ শিল্পীদের নাম ও ঠিকানা—

১) শ্রীশশী মোহন সূত্রধর, বনকর রোড, বিলোনীয়া ২) মেসার্স মডেল কার্পেন্টি কো অপারেটিভ সার্ভিস ইউনিট লিমিটেড, অরুন্ধুতিনগর।

২) উপরোক্ত ব্যক্তিদের ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

১) ঋণ প্রদত্ত মোট ১০,০০০ টাকার মধ্যে সুদ সমেত মোট ৭,৮৫২.২৮ পয়সা শ্রীশশী মোহন সূত্রধর থেকে আদায় করা হয় এবং সুদ সমেত বাকী টাকা আদায়ের জন্য সংশিত দায়ের (সার্টিফিকেট কেস) করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে;

২) ১৯৬১ সালে মডেল কার্পেন্টি কো-অপারেটিভ সার্ভিস ইউনিট কে লিকুইডিসনে দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে লিকুইডেটর সমিতির সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করিয়া সরকারকে মোট ৫,০০০ টাকা ফেরৎ দেন এবং বাকী টাকা আদায়ের জন্য নোটিশ জারী করেন।

Unstarred Question No, 147

ByShri Purnamohan Tripura

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

১) কোন মহকুমায় কতজনের নামে ভূমি আইনের ১৫ নং ধারা অনুসারে "বে আইনী দখলদার" হিসেবে উচ্ছেদের নোটিশ জারী করা হয়েছে তার হিসেব;

২) এদের দখলে মোট খাস জমির পরিমাণ; এবং

৩) এই জমি বন্দোবস্ত দেবার কি ব্যবস্থা হচ্ছে?

Answer

১)	মহকুমার নাম	লোক সংখ্যা
	সদর	১৮৪১১
	খোয়াই	৫০৩৪
	কমলপুর	৩৪৪৬
	কৈলাসহর	৯৪১৬
	ধর্মনগর	৬৫২
	সোনামুড়া	৪২০৭
	উদয়পুর	৩৩৯১
	বিলোনীয়া	৪৫৫৬
	সাবরুম	২৯২৬
	অমরপুর	৪০১৪

২) ৪৮১৩০ একর

৩) ১৮২৩৬টি ক্ষেত্রে এলটমেন্ট দেওয়া হইয়াছে এবং ৩৬০৯টি ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। বাকীগুলি সংশ্লিষ্ট কালেক্টারের বিবেচনাধীন আছে।

Unstarred Question No. 175

BY :—Shri Niranjan Deb

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state.

১) গত এপ্রিল মাসের ২৪শে তারিখে বিশালগড়ের বি ডি সি মিটিং এ যে সমস্ত উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তন্মধ্যে কোন কোন সিদ্ধান্ত অক্টোবর মাসের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ ?

Answer

১) গত ২৪ শে এপ্রিল বিশালগড় B D C মিটিংয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি গত অক্টোবর পর্যন্ত কার্যে রূপায়িত হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের জরুরী প্রকল্প

	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য	ব্যয়িত অর্থ	শ্রম দিবস
১।	তেলারবন্দ গাবর্দি রাস্তা নির্মাণ—	২ কিলোমিটার	৪১০৪ টাকা	১১৭৭
২।	কলকলিয়া কাঞ্চনমালা রাস্তা নির্মাণ—	২ „	৪,৯১২ „	১২২৮
৩।	জঙ্গলিয়া আমতলী ব্রজপুর হইয়া রাস্তা নির্মাণ—	৫ „	২১০০৪ „	৫২২৬
৪।	দেবীপুর শান্তিটিলা রাস্তা নির্মাণ—	১.৫ „	৩৫০০ „	৮৭৫
৫।	ধরিয়াথল রামনগর রংমালা হইয়া রাস্তা নির্মাণ—	৪ „	১৪,৯৭৬ „	৩৭৪৪
৬।	নেতালচন্দ্রনগর বরমোজাং রাস্তা নির্মাণ—	২ „	৩৬০০ „	৯০০
৭।	মধুপুর কৈদেফা রাস্তা নির্মাণ—	২ „	৩,৬১২ „	৯০৩
৮।	মঙ্গলীয়া নরওরা রাস্তা নির্মাণ—	২ „	৪,৭০০ „	১১৭৫
৯।	অফিসটিলা বাতাদেফা রাস্তা উন্নয়ন—	২ „	৪,৭০০ „	১১৭৫
১০।	দক্ষিণ চড়িলাম নেথারিয়া রাস্তা উন্নয়ন—	৩ „	৩,৯৬৮ „	৯৭২
১১।	গজারিয়াতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ—	১ „	৪,০০০ „	১০০০
১২।	কমলাসাগর দীঘি পুন সংস্কারণ—	১ নং	৭৪৪০ „	১৮৬

তাছাড়া নিম্নলিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১।	গোলাঘাটি মনিয়ামারা রাস্তা নির্মাণ—	১·৫ কিলোমিটার
২।	রাঙ্গাপানিয়া-চেলিখোলা রাস্তা নির্মাণ—	১·৫ ,,
৩।	কৈদেফা সোনাইচেরী রাস্তা নির্মাণ—	২ ,,
৪।	প্রতাপগড় ডুকলি সুভাষনগর হইয়া রাস্তা নির্মাণ—	৪ ,,
৫।	জম্পুইজলা কিল্লাগাড়ী রাস্তা নির্মাণ—	৩ ,,
৬।	আনন্দনগর-জারুলবাচাই এম টি কলোনী রাস্তা নির্মাণ—	২ ,,
৭।	কাঞ্চনমালা তেলারবন্দ রাস্তা নির্মাণ—	১·৫ ,,
৮।	লেম্বুথল-ধানচরি রাস্তা এন্ সি এন্ বাজার হইয়া রাস্তা নির্মাণ—	২ ,,
৯।	গজারিয়াতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ—	½ ,,

পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প

১৫টি নূতন টিউবওয়েল খনন ও ৩০টি অকেজো টিউবওয়েল পুর্ণখনন করতঃ চালু করা হইয়াছে। ১১টি রিংওয়েলের সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে।

জলসেচ প্রকল্প

৪০টি কাঁচা বাঁধ দিয়া তিনহাজার একরেরও বেশী জমি খরার প্রকোপ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ২০টি পাঁচ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্পিং সেট সরকারী ব্যয়ে কৃষকদের জমিতে ব্যবহারের জন্য ব্লকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হইয়াছে।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.